
অভীক দত্ত
নীপাদের বাড়ি
Arajakata Exclusive

‘বাড়ি’ কি শুধুই ইঁটকাঠের এক ইমারত? বাড়িতে যারা বসবাস করে, তাদের জীবনের বয়ে চলায় কি বাড়ির কোনও ভূমিকা থাকে না? বাড়ির মধ্যে নারী-পুরুষ, তাদের প্রেম বিরহ যন্ত্রণা, তাদের জীবনের লড়াই থেকে শুরু করে সেই বাড়িরই মেয়ে ‘ নীপা’র জীবনে কেমন করে জড়িয়ে আছে ওদের বাড়িটা?...
মাধ্যমিকের সময় থেকে কিশোরী নীপার বেড়ে ওঠা, তার একমাত্র আশ্রয় ‘মা’, বিচিত্র হবু ‘স্বামী’ থেকে নানা রূপের প্রেমিকরা, তার বাবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা নতুন মা...সর্বত্র ছায়া ফেলেছে এই বাড়িটা।
এ উপন্যাস শুধু রহস্যকাহিনি নয়, শুধু প্রেমের উপাখ্যান নয়, আশ্চর্য সব ঘটনায় আলোড়িত নীপা ও তাদের বাড়িকে ঘিরে আবর্তিত এক দীর্ঘ জার্নির নাম। অভীক দত্ত ইতিমধ্যেই এক পাঠকপ্রিয় লেখক। আমরা নিশ্চিত, তাঁর বিরাট ক্যানভাসে আঁকা এই উপন্যাসও সমান সমাদৃত হবে।

অরাজকতার নিবেদন



অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

নীপাদের বাড়ি

সম্পূর্ণ ক্যাটালগ পেতে
QR Code স্ক্যান করুন

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অভীক দত্ত

নীপাদের বাড়ি



পত্রভারতী

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

www.patrabharati.com

পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২৪

পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

NIPADER BARI
A Contemporary Novel *by* Abhik Dutta
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.
1/1 Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700009

Sales Office : PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

Price Rs. 325.00

ISBN 978-93-95635-61-5

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত বই

পথ হারাবো বলেই

বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

মাধ্যমিক শেষের দিনটাকে

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ভূমিকা

নীপাদের বাড়ি আমি কবে লেখা শুরু করি? হঠাৎ করেই। আমার বেশির ভাগ লেখাই এরকম হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়। তারপর চলতে থাকে। নীপাও এভাবে শুরু হয়েছিল।

নীপার জীবনের খুব বড় একটা অংশ নিয়ে আছে নীপাদের বাড়ি। এ আখ্যান সেই বাড়ি আর নীপাকে ঘিরেই। একটা মেয়ের মাধ্যমিকের সময় থেকে বড় হয়ে ওঠা যে বাড়িতে, নীপাদের বাড়িতে ধরা রইল সে সময়টাই।

নীপাদের বাড়ি কোনো থ্রিলার না, কোনো রহস্য কাহিনি না। নীপাদের বাড়ি একটা জার্নির নাম।

পাঠকের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম...

সেপ্টেম্বর, ২০২৪

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



আমার নাম নীপবন। আমার বাবা 'এসো নীপবনে' গানটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিল। বাবার কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্যাটা আমার হয়েছে। বন্ধুরা আমাকে ডেকে বলে, 'এদিকে আয়, নীপবনে ছায়াবীথিতলে বসি'।

কেমন বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। বাবা আর নাম খুঁজে পায়নি!

মাঝে মাঝে ভাবি বাবাকে খুব বকাঝকা করি। বলি, 'তুমি আর নাম খুঁজে পেলে না?'

কিন্তু সেটা সম্ভব না। বাবা এখন আমাদের সঙ্গে থাকে না। মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার দিন, আমি বের হবার আগে দেখি মা হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে মাকে জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

মা বলল, 'ও কিছু না, টিকটিকি। তুই সাবধানে আয়ে'।

মা বরাবর টিকটিকিকে ভীষণ ভয় পায়। আমি আর অন্যকিছু ভাবিনি। বেরিয়ে গেছি। পরীক্ষা দিয়ে এসে শুনলাম বাবা আমার এক দূর সম্পর্কের মাসিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে।

মা নির্বিকার মুখে আমাকে বলল, 'তুই বড় হয়েছিস। বাবার ঘরটা তুই নিয়ে নে'।

আমি বললাম, 'তুমি সকালে এই জন্য চিৎকার করেছিলে?'

মা বলল, 'হ্যাঁ। পরীক্ষার আগে তুই জানলে সমস্যা হত। তোর বাবার তো কোনওকালেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। এসব করার আর সময় পেল না। যাক গে, কী আর করা যাবে। তুই পাঁপড় ভাজা দিয়ে হরলিক্স খাবি?'

মা'র কাছে আমি সব সময়ে কিছু না কিছু শিখি। এবারেও শিখলাম নির্বিকার হওয়া কাকে বলে। আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কাঁদলাম। মা একবারও আমাকে বিরক্ত করল না। কাঁদতে দিল। একদিন পর ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা। আমি বরাবর ভৌতবিজ্ঞানে ভালো ছিলাম। পরীক্ষার সময় আজেবাজে ভুল হতে শুরু হল। অভিকর্ষ বলের সংজ্ঞা ভুলে গেলাম। বুঝলাম, বাবা নীপবন নাম দেওয়ার সঙ্গে আরও অনেক কিছুর বারোটা বাজিয়ে চলে গেছে। পরীক্ষা শেষ হবার দিন বাবার সঙ্গে দেখা হল। বাবা স্কুলে চলে এসেছিল। বড় একটা ক্যাডবেরি নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে বলল, 'সবক'টায় লেটার পাবি তো?'

আমি বাবার সঙ্গে কথা বললাম না। হাঁটতে শুরু করলাম। বাবা ডাকল,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

'এই বুড়ি। বুড়ি। শুনে যা'।

আমি পাত্তা দিলাম না। আমার রাগ হচ্ছিল। কান্না পাচ্ছিল। লজ্জা হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাব।

আমি হয়তো সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যেতাম যদি না আমার মা থাকত। শুয়ে থাকলে চুপ করে এসে আমার মাথার কাছে বসত। আমায় রাতে ঘুম পাড়িয়ে দিত। আমি সামনে কাঁদতাম না। বুঝতাম, মার কষ্ট হবে।

আমার মা স্কুলে পড়াত। আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে বিশেষ অসুবিধা হল না। সমস্যা অবশ্য অন্যদিক দিয়ে এল। আমার দিদা একদিন সব বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে উঠল।

মা কিছু বলেনি। দিদা সব শুনে চলে এসেছে। এসেই বাবাকে শাপ শাপান্ত করল। মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে সব শুনল। একসময় বলল, 'তুমি নীপার সামনে এসব কথা বললে এ বাড়িতে থেকো না। চলে যাও'।

ঘাবড়ে গিয়ে দিদা চুপ করে গেল। আমার বড়মামা আর মেজমামা দুজনের কেউই দিদাকে রাখতে চাইত না। তাদের মধ্যে কী করে দিদাকে ঘাড় থেকে নামানো যায়ে সেই প্রতিযোগিতা চলত। দিদা আমাদের বাড়ি চলে আসায় তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দিদা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই আমার জীবন অসহনীয় করে তুলল, 'মাইয়া মানুষ এটা করবি না, ওটা করবি না এখানে যাবি না, ওখানে যাবি না, রাইত হইলে পড়তে যাইস না, ফিরবি ক্যামনে? তোর ছ্যামরা বন্ধু আসে নাকি রে?'

মা কত দেখবে? সব সময় কি আমাকে পাহারা দেওয়া সম্ভব? ফলে দিদা রামের সুমতির রামের বউদির মায়ের মতো আমার মাথা খেতে শুরু করল।

আমি ঝামেলায় জড়ালাম না। একদিন দিদা বাথরুমে যাবে, আমি সাবান গোলা জল ঢেলে রেখে দিলাম। ভেবেছিলাম পড়ে গিয়ে দিদার হাত পা ভাঙবে।

সেটা হল না।

মাথায় মারাত্মক চোট পেয়ে দিদা মরে গেল।

২

দিদার মারা যাবার খবরে আমার মা এমন কিছু দুঃখ পেল না। অবশ্য দেখেছি বাবা চলে যাবার পর থেকে কোনও কিছুতেই মার আর কোনও অনুভূতি নেই।

মা স্কুল থেকে ফিরল। বাড়ি ভর্তি লোক। দিদার খবর পেয়ে চুপ করে সামনের ঘরে বসল। আমি জানতাম আমাকে অভিনয় করতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে গেলাম, 'দেখো না, হঠাৎ করে কী হয়ে গেল!'

শান্তভাবে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বলল, 'এটাই জীবনের নিয়ম মা। কখন যে কী হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না'।

বাবা এল সন্ধে নাগাদ। দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। মা বাবাকে দেখে বলল, 'এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

বাবা ভাবতে পারেনি মা এভাবে কথা বলবে। আমার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'খুব বাজে হল। ভাবতে পারছি না'।

মা বলল, 'বয়স হয়েছিল। একদিকে ভালোই হয়েছে। যা হয় ভালোর জন্যই হয়'।

তখনও জানি না বাবার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ব্যবসার লাভের যা টাকা-পয়সা ছিল, সব চিটফান্ডে রেখেছিল। চিটফান্ডের ছেলেটা এখন আর ফোন ধরছে না। বাবা মাথা নেড়ে বলেছিল, 'তাই হবে'।

এই ঘটনার পরে আমার আর তেমন কোনও অসুবিধা রইল না। আমি নিজের মতো বড় হতে লাগলাম। এক রবিবারে দেখলাম বাবা আমাদের বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছে। মা বলল, 'আমার ব্যাগে কিছু টাকা আছে। তোর বাবাকে দিয়ে আয় তো'।

আমি দিতে গেলাম। বাবা টাকাটা নিয়ে বিহ্বল হয়ে বলল, 'তোর মা দিয়েছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

বাবা অবিশ্বাসী চোখে সেটা নিয়ে চলে গেল। মাকে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'বাবা টাকা নিতে এসেছিল?'

মা বলল, 'হ্যাঁ। তুই একটা কাজ করবি তো, আমি মাইনে পেলে তোকে হাজার পাঁচেক টাকা দেবো। প্রতি মাসে গিয়ে ও বাড়িতে দিয়ে আসবি'।

আমি রেগে গেলাম, 'কেন? টাকা দেবে কেন? তার থেকে তো এ বাড়িতেই আসতে বলতে পারতে!'

মা ক্লান্ত মুখে বলত, 'বুঝবি না'।

সত্যিই আমি বুঝিনি। কিন্তু আমি যেতাম। আমার নতুন মা আমাকে দেখলে কী করবে বুঝতে পারত না।

'নীপা, আগে বলবি তো, কেক বানিয়েছিলাম। ইশ, সব শেষ হয়ে গেল। কী বানাব বল?'

আমি খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে ফরমাইশ করতাম। নতুন মা একবারে হৈ চৈ করে সেসব রান্না করা শুরু করত। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখতাম মা ভাবলেশহীন মুখে বাইরের ঘরে বসে আছে। আমি ঢুকলে বলত,

'হাত মুখ ধুয়ে ঘুমা'।

আর কোনও কথা বলত না। কোনও কৌতূহল দেখাত না। আমার মনে অপরাধবোধ জন্মাত। আবার লোভও লাগত ও বাড়ি যাবার। আমার তো বাবা। বাবাকে দেখব না? পরের দিন গিয়ে দেখতাম বাবা শুকনো মুখে বসে আছে। আমাকে দেখে খুশি হত। সে খুশিতে কোনও খাদ নেই।

বাবার সে হাসি দেখে আমার অদ্ভুত একটা কষ্ট হত। সে কষ্টের কোনও সীমা পরিসীমা নেই। মনে হত আমার বাবা কিছুতেই খারাপ হতে পারে না। শুধু একটা সম্পর্ক ছেড়ে চলে গেলেই কি মানুষ খারাপ হতে পারে?

বাবা কাঁদত। আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। আমি চুপ করে বসে থাকতাম। নতুন মা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখত। একদিন বাবা ছিল না। আমি গেছি। নতুন মা বলল, 'নীপা, আমি খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছি রে। আমি বুঝি। তোর বাবাও বোঝে। আমাদের কিছু করার নেই। তুই আমাকে ক্ষমা করে দিবি মা?'

আমার মনে পড়ল, মা কীভাবে সেদিন বসে ছিল বাইরের ঘরে। আমি নতুন মার কথার উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু ঠিক করলাম এ বাড়িতে আমি আর আসব না। এ বাড়িতে এলে আমি পাগল হয়ে যাব একদিন।

মাকে রাতে সে কথা বললাম। তবে সবটা বললাম না।

মা ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক আছে। তোকে যেতে হবে না। আমি স্কুলের তপনকে বলে দেব, ও দিয়ে আসবে'।

আমার কষ্ট হত, তবু আমি নিজেকে আটকে রাখতে পেরেছিলাম।

বাংলা সিরিয়ালের মতো কেচ্ছার পাশাপাশি আমার জীবনে একটা নতুন ঘটনা ঘটল।

একটা বিয়ের সম্বন্ধ এল। বাজারে গেছিলাম, পাশের পাড়ার কোন মহিলা দেখেছে, তার ছেলে সবে চাকরি পেয়েছে। আমার নাম ধাম জেনে মার কাছে এসে বিয়ের কথা পেড়ে বসল।

এত তাড়াতাড়ি বিয়ে? মা বলল, 'দেখতে তো আপত্তি নেই। কথা বল'।

মা যেহেতু বলেছে, আমি কিছু ভাবলামই না। রাজি হলাম। ছেলেপক্ষ এল। ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝাল বাবা অন্য মহিলার সঙ্গে পালালেও ওরা আধুনিক, ওদের কোনও সমস্যা নেই। বিয়ের ক্ষেত্রে ওসব দেখার কোনও মানেই নেই।

ছেলে আমার সঙ্গে আমার ঘরে গিয়ে বলল, 'তোমার আমার প্রতি কেমন এক্সপেকটেশন আছে?'

আমি বললাম, 'আমার বাবার মতো অন্য মেয়ের সঙ্গে পালাতে পারবেন?'

খুব হাসল। জিগ্যেস করল, 'আর?'

আমি একটা অদ্ভুত শর্ত রাখলাম। ছেলেটা সে শর্ত শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

ভেবেছিলাম বিয়েটা ভেঙে যাবে। ছেলেটা বাড়ি গিয়ে বলল, বিয়ে করলে আমাকেই করবে। নয়তো করবে না।

৩

শীতের সকাল। আমি কম্বল দিয়ে তাঁবু বানিয়ে তার ভেতর সেঁধিয়ে আছি। মা স্কুলের জন্য রেডি হচ্ছিল। হঠাৎ আমার কাছে এসে বসল। কথা বলছে না। চুপ করে বসে আছে। আমি বললাম, 'কিছু বলবে?'

মা বলল, 'তুই কি বিয়ে করবি এখনই?'

আমি বললাম, 'জানি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না'।

মা বলল, 'বাবাকে একবার জিগ্যেস করিস'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। জিগ্যেস করে নেব'।

মা উঠে গেল। আমায় কলেজ যেতে হবে। মা যাবার পর আমি রওনা হই। রিকশায় যায় মা। বেরিয়ে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কলিং বেল বাজল।

হিমাংশু এসেছে।

আমি দরজা খুলে ওকে দেখে বললাম, 'মা বেরিয়ে গেল তো?'

হিমাংশু বলল, 'তোমার শর্ত আমি মেনে নিলাম। তুমি তো আর কিছু জানালে না তারপর?'

আমি বললাম, 'জানাব। কিন্তু আপনি এভাবে আমাদের বাড়িতে এলে সমস্যা আছে। এখন যান'।

হিমাংশু বলল, 'আমি ঠিক করেছি তোমাকেই বিয়ে করব। নইলে করব না'।

আমি বললাম, 'কেন? আমি তো কারো থেকে আলাদা না। সবাই যেমন, আমিও তেমন। আপনি খুঁজুন। অনেক মেয়ে আছে। তাছাড়া আমার বাবা পালিয়ে গেছিল জানেনই তো'।

হিমাংশু বলল, 'কতবার বলবে এক কথা? আমি জানি। ওটার সঙ্গে তোমার তো কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে। আমরা সংসার গড়ব'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি জানাব'।

হিমাংশু বলল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। বাড়িতে কেউ নেই। আমি কলেজ যাব'।

হিমাংশু কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চলে গেল।

আমার বুক ধড়ফড় করছিল। আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরলাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ছেলেটা আমার মধ্যে কী দেখল।

কলেজে গিয়েও একটা প্রপোজাল পেলাম। এটাই হয়। কেউ পাচ্ছে না, পাচ্ছে না। একটা প্রপোজাল আসার পর ঢেউয়ের মতো প্রপোজাল আসতে থাকে।

অরিত্র বলে একটা ছেলে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিল। তাতে বেশ ভালো হাতের লেখায় লেখা,

'নীপবন,

তোমাকে যেদিন থেকে দেখেছি, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। সারাক্ষণ তোমাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নের মধ্যে আমি আর তুমি হাঁটতে হাঁটতে কোনও একটা নদীর তীরে বসে থাকি। একদিন না, প্রতিদিন ভোরবেলায় এই স্বপ্ন দেখি। আমার ভোরের স্বপ্ন সত্যি করবে প্লিজ?'

চিঠিটা পড়ে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। আমাকে নিয়ে নদীর তীরে বসে থাকবে কেন? আমি কী করব নদীর তীরে? তাছাড়া আমি সাঁতার জানি না। ডুবে গেলে কে বাঁচাবে?

তরী আমার পাশে বসে। ও বলল, অরিত্র সবাইকেই এই চিঠিটা দিয়ে বেড়ায়। এখনও কেউ সাড়া দেয়নি। সমস্যা হল সবাইকে নিয়ে যদি অরিত্র নদীর তীরে বসে থাকতে চায় তাহলে কী হবে, সেটা কেউ জানে না।

চিঠিটা আমি রেখে দিলাম। প্রথম কেউ আমাকে এরকম কোনও চিঠি দিয়েছে। সেটা ফেলতে পারলাম না।

কলেজ থেকে ফেরার সময় অনেকদিন পরে ও বাড়ি গেলাম। বাবা ঘুমাচ্ছিল। নতুন মা চিড়েভাজা করে দিল। আমি খেতে খেতে কার্টুন দেখলাম। নতুন মা বলল, 'বাবাকে ডেকে দেব?'

আমি বললাম, 'থাক না। ঘুমাক। ঘুম থেকে উঠলে কথা বলব'।

নতুন মা আর কিছু বলল না। অপ্রস্তুত হচ্ছে বুঝতে পারি। নিজে নিজে কাজ বানিয়ে করতে লাগল। হঠাৎ ঘর দোর পরিষ্কার করতে শুরু করল। ঝুল ঝাড়ল। আরও কী সব করে যেতে থাকল।

বাবা আমাকে দেখে খুশি হল, 'কীরে মা, কেমন আছিস?'

আমি বললাম, 'মা পাঠিয়েছে। বলল একটা ব্যাপারে তোমাকে জিগ্যেস করে যেন সিদ্ধান্ত নিই'।

বাবা অবাক হল, 'কী হয়েছে'?

আমি বললাম, 'আমার সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটা আমাকে পছন্দ করেছে।

বলছে বিয়ে করবে'।

বাবা হাঁ হয়ে গেল, 'এত তাড়াতাড়ি তুই বিয়ে করবি?'

আমি বললাম, 'জানি না! মা তো সে জন্যই তোমার কাছে পাঠিয়েছে'।

বাবা বলল, 'আমি নিজেই তো জানি না। আমি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমার নিজের কিছু ঠিক আছে? আমি কী বলব? তোর কী ইচ্ছা?'

আমি বললাম, 'আমি জানি না। বুঝতেও পারছি না। আজ আবার একটা ছেলে আমাকে চিঠি দিয়েছে জানো বাবা? এই দেখো'।

আমি বাবাকে চিঠিটা দেখালাম। বাবা চিঠিটা পড়ে হেসে উঠল, 'এগুলো কলেজে হয়। সে ঠিক আছে, কিন্তু বিয়ে? আচ্ছা দাঁড়া ভাবি'।

বাবা গালে হাত দিয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট থেকে দেখছি বাবা এরকম। ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ভাবে। বাবা বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে দেখতাম এরকমই ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকত। আজও একইভাবে বসে রইল। আমি জানি না কতক্ষণ ধরে ভাববে।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখলাম, নতুন মা মটরশুটি বাছতে বসেছে। আমিও বসে পড়লাম। নতুন মার চোখের তলায় কালি। রোগা হয়ে গেছে। শরীর ভালো না বোধ হয়। ওষুধের তো অনেক দাম। ডাক্তারের ভিজিটও বেশি। দেখে কেমন লাগল। হঠাৎ আমার কষ্ট হতে শুরু হল। এই কষ্টটা কোত্থেকে আসে জানি না। যখন আসে, তখন মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। হাহাকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। কেন বেঁচে আছি? কেউ ভালো নেই আমরা। কেউ না।

সন্ধে সাতটা নাগাদ বাবা তৈরি হয়ে এসে বলল, 'চল। ও বাড়ি চল। তোর মার সঙ্গেও কথা বলা দরকার'।

আমি বললাম, 'চলো'।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'নতুন মায়ের শরীর ঠিক নেই মনে হল। কিছু হয়েছে কি?'

বাবা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'প্রেগন্যান্ট'।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল কোনও গভীর রাতে কোনও ভয়াবহ গভীর জঙ্গলে আমি পথ হারিয়েছি। আমার সঙ্গে কেউ নেই।

কেউ না...

৪

বড়লোক দেখেছি। দোতলা বাড়ি। সব ঘরে বাথরুম। এসি। পারলে বাথরুমেও এসি থাকে।

হিমাংশুর মামা শুধু বড়লোক নন। ভয়াবহ ধরনের বড়লোক। বিরাট একটা গাড়িতে আমাদের বাড়ি এলেন।

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে হল মার ডাকে। হিমাংশুর মামা আসবেন বলে আমাকে সকাল থেকে সাজতে হবে। ওদের বাড়ি থেকে নাকি ফোন এসেছে।

আমার বাবা মত দিয়ে গেছে বিয়ের ব্যাপারে। মা জিগ্যেস করেছিল, 'মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কী মনে হয় তোমার?'

বাবা প্রতিবারই ভাবে মা প্রচুর কথা শোনাবে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করবে। তার পরিবর্তে মার এই নির্লিপ্ত কথা শুনে প্রতিবার আরও ঘাবড়ে যায়। গোটা রাস্তা আমার সঙ্গে কথা বলে গেল, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা আসলে ঠিক না। মার প্রশ্নটা শুনে সব গুলিয়ে ফেলে বলল, 'দিয়ে দিলেই ভালো। বিয়ে তো দিতেই হবে'।

মা ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক আছে'।

বাবা উঠে প্রায় পালিয়ে গেল। মা আমাকে বলল, 'তোর বাবা রাজি। আর ভাবছি না। তুই কি কিছু ভাবলি?'

আমি কী বলব? আমার সেই অনুভূতিটাও নেই যে কিছু বলার দরকার। আমি মাথা নাড়লাম, 'তোমরা যা ঠিক করবে। মা জানো, নতুন মা প্রেগন্যান্ট'।

মা শুনল না যেন, 'ভালো, তুই খেতে বস। রুটি ঠান্ডা হয়ে যাবে'।

এ নিয়ে আর কোনও কথা হল না। আমারই দোষ, আমি অকারণে বলতে গেছিলাম।

হিমাংশুর মামা গায়ে প্রচুর পারফিউম দেন। বেশ মোটা। ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়লেন।

হিমাংশু লাজুক মুখে করে মামার পাশে বসল।

মামা এত বড় একটা সোনার নেকলেস নিয়ে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতে এগোলাম। মামা আমার পিঠে ব্লাউজের ফাঁকা অংশে হাত বুলিয়ে বললেন, 'দীর্ঘায়ু হও'।

আমার গা ঘিন ঘিন করল। সরে গেলাম। মামা বললেন, 'হিমাংশু, বউ সুন্দর হয়েছে। এমন বউই দরকার, যাকে রাস্তায় নিয়ে বেরোলে পাবলিক সিটি মারবে। তোর বউকে দেখে আমারই সিটি মারতে ইচ্ছে করছে'।

মা গোটা ব্যাপারটাই দেখল। মামাকে বলল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

মামা বললেন, 'না, আমি নাসিকে থাকি। এখানে না'।

মা বলল, 'তাও ভালো'।

মামা সেটা বুঝলেন না। বুঝলে রাগ করতেন হয়তো। বললেন, 'বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়াই ভালো। আমাদের ছেলে তো পাগল হয়ে গেছে বিয়ে

করবে বলে। আমার ভাগ্নে যে এত বিয়ে পাগলা আগে বুঝিনি'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। কথা চলছে। একটা ডেট ফাইনাল করা হবে খুব তাড়াতাড়ি'।

মামা বললেন, 'সামনের মাসেই একটা ভালো ডেট আছে। দেখুন, আমি বাইরে চলে যাব। তার আগে বিয়েটা হয়ে গেলেই ভালো। আশা করি আপনি আপত্তি করবেন না। বিয়ের ব্যাপার, যত আগে হয়, তত ভালো। ফেলে রাখার মানে নেই। আর যা যা অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার হবে, ও আমরা দেখে নেব। তাই তো হিমু?'

হিমাংশু আমার দিকে তাকিয়ে আছে নির্লজ্জের মতো। মামার কথা শুনে বড় করে মাথা নাড়ল। মামা বললেন, 'এখন থেকেই বউয়ের ন্যাওটা হয়ে গেছিস। বিয়ের পর কী হবি কে জানে। দিদির কথা ভেবে খারাপ লাগছে। তুমি কি খুব রাগী?'

মা বলল, 'না। আমার মেয়ে রাগী না। আপনার দিদির কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না'।

আমি মনে মনে বললাম, তবে আপনার দিদি বাড়াবাড়ি করলে কী করতে হবে সেটা আমি ভালো করেই জানি।

মামা জোরে হেসে উঠলেন, 'আহা দিদি, আপনি রেগে গেলেন বোধ হয়। আমি একটু ভাগ্নের টাং খিচাই করছি। সেটা তো সারাক্ষণই করি। ভাগ্নে আমার বড় হয়নি। এত ভালো পড়াশুনায়, কিন্তু আপনার মেয়েকে দেখে একবারে পেগলে গেছে। আমাকে ফোন করে বলেছে বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করতে। আমি তো একবারে টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছি'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। মেয়ের বাবার সঙ্গে দেখা করবেন আপনি?'

মামা হকচকিয়ে গিয়ে হিমাংশুর দিকে তাকালেন। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বললেন, 'না না। আমি কারো সঙ্গে কথা বলব না। বিয়েটাই বড় কথা'।

এর পরের কয়েকটা দিন ঝড়ের মতো গেল। আমি যেন নিজের মধ্যেই ছিলাম না।

হুঁশ ফিরল ফুলশয্যার রাতে।

৫

আমি জানতাম না বিয়ের পর 'মেয়েদের কথা' বলে শ্বশুরবাড়িতে একটা এপিসোড হয়। সেখানে শুধু মেয়েরা থাকে। শাশুড়ি, ননদ ইত্যাদি। তারা যেসব বলে, সে কথা শুনলে অনেক সময় বেঁচে থাকার ইচ্ছে চলে যেতে পারে।

আমাদের বাড়ি থেকে হিমাংশুদের বাড়ি আসার পরে আমাকে একটা ঘরে রাখা হল। হিমুর মা, মামি, কাকিমা, জেঠিমা, বোন, দিদি আরও কারা কারা এল। হিমুর মামি আমার থুতনি নাড়িয়ে বললেন, 'আমাদের ছেলে এই মেয়ের জন্য কুত্তা হয়ে গেছিল, হ্যাঁ?'

একটু দূর থেকে হাসির শব্দ এল। এক মহিলা কণ্ঠ বলল, 'সত্যিই কুত্তা বলে কুত্তা। লজ্জা শরম সব খেয়ে বসে আছে হিমু। এত ভালো ছেলে, অথচ অবস্থা দেখো! সে ছেলে নাকি আবার ফার্স্ট হত'।

'গন্ধ, গন্ধ বোঝ? মেয়েমানুষের গন্ধ...?'

কথাগুলো আমার শাশুড়ির ভালো লাগল না। রেগে গেলেন, 'বাজে কথা বলিস না। হিমু কী করেছে সেটা তোদের বুঝতে হবে না। মেয়ের গন্ধ সবার লাগে, এই মেয়ের বাপেরও লেগেছে'।

এ কথাটা শোনামাত্র আমার চোখে জল এল। আমার চোখে এরকমই জল আসে। হয়তো কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম আমার বাবার মতো দেখতে একটা লোক সাইকেল করে যাচ্ছে। আমার কান্না চলে আসে। বাবা কী ছিল, ঘরে যতদিন ছিল বুঝিনি। যাওয়ার পরে বুঝেছি। একটা গোটা মানুষ চলে গেছে। সে লোকটা ঘরে থাকত, ঘুরত, ফিরত, কথা বলত, বাজার করত।

সে নেই। তার উপর আমি নেই। মা একা হয়ে গেল। প্রথমে বাবা, পরক্ষণে মার কথা মনে পড়ল। আমি কেঁদে ফেললাম।

হিমু উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করেছে। জানি না হিমু স্কুলে কলেজে কেমন ছাত্র ছিল, কিন্তু ওর এই উঁকি ঝুঁকিটা আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। বাড়িতে যখন থাকতাম, অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে দেখতাম হিমু রাস্তায় ঘুরঘুর করছে।

বিয়ের তিন দিন আগে মা বাইরে গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এসে বসালো।

হিমু অপ্রস্তুত মুখে বসল। মা বলল, 'তুমি বাইরে ঘুরছিলে কেন? নীপার সঙ্গে কথা বলবে? ওকে ডেকে দেব?'

হিমু পারলে দৌড়ে পালায়। আমি দরজার আড়াল থেকে দেখছি ও ঘামছে। রুমাল বের করে কপাল মুছে টুছে বলল, 'আমার কাজ আছে। পরে আসব আন্টি'।

হিমু বেরোতে মা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। আমি যেতে বলল, 'এই ধরনের ছেলের লক্ষণ ভালো না। যতক্ষণ না তুই ওর হবি, ততক্ষণ পাগল হয়ে যাবে। তোর জন্য এমন সব কাজ করবে, তুই নিজেই অবাক হয়ে যাবি। এরপর যখন তুই ওর হয়ে যাবি, তখন আর তোকে পাত্তা দেবে না। তখন অন্য খেলনা নিয়ে মেতে উঠবে। হয় সেটা অন্য মেয়েমানুষ, নয় অন্য কিছু। বুঝতে পারছি না আমি তাড়াহুড়ো করে ফেললাম নাকি'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। দুজনের কেউ কোনও কথা বললাম না।

আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন আসা শুরু হয়েছিল। যেন বিয়ে খেতে না, শ্রাদ্ধে আসছে। সবাই জানে বাবা কোথায় আছে, কিন্তু সবাই জানে ও প্রসঙ্গ তোলা যাবে না। বাবা অবশ্য এসেছিল। বিয়ের সময় ভিড়ের মধ্যে বাবাকে আমি দেখেছিলাম। কখন এসে লুকিয়ে দেখে পালিয়েছে।

হিমুর কাকিমা হিমুকে তাড়িয়ে দিল। আমাকে বলল, 'কী জাদু করলে? খুলে টুলে দেখিয়েছিলে নাকি?'

আমার কান লাল হয়ে গেল। মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে। আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। আমার দু'চোখ দিয়ে জল পড়েই চলেছে। কতক্ষণ ওভাবে বসে থাকলাম আমি ভুলে গেছি। আবার যেন ঘুমের মধ্যে চলে গেছিলাম। ফুলশয্যার রাতে হিমু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

লাজুক মুখে আমার সামনে এসে বসে বলল, 'ভালো লাগছে আমাদের বাড়ি?'

আমি মাথা নাড়লাম।

হিমু বলল, 'খোল না। গরম লাগছে না?'

আমি বললাম, 'শীত লাগছে'।

হিমু আমাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন অস্বস্তিকর একটা জড়ানো। আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'দূরে থাকুন'।

হিমু বলল, 'তোমার বাড়ির লোক শেখায়নি কিছু? আজ কী করে?'

আমি বললাম, 'না। দূরে থাকুন'।

হিমু মেঝেতে পা দাপাল। ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, 'এসব কী? আমি তোমার বর। জানো না?'

আমি এবার অবাক হলাম। এ কী করে সেই লাজুক ছেলেটা হতে পারে?

কিন্তু আমিও কম না। বললাম, 'জানার দরকার নেই। আপনি আমাকে ছোঁবেন না। ব্যস'।

হিমু রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ওর মা এসে এ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

হিমুর মা বলল, 'এরকম হলে কিন্তু এ বাড়িতে থাকা যাবে না। একদম বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব তোমায়'।

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'পাঠিয়ে দিন। এ বাড়িতে থাকার ইচ্ছে আমারও নেই'।

হিমুর মা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। এবার অন্যভাবে চেষ্টা করলেন, নরম গলায় বললেন, 'হিমু তোমাকে কত ভালোবাসে তুমি বোঝোনি?'

আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

মাঝরাতে আমাকে সত্যি সত্যি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

৬

আমার দিদাকে আমার দুই মামির কেউই দেখতে পারত না।

এটাই তাদের মধ্যে একমাত্র মিল।

এমনিতে দুজন একে অপরের মুখ দেখে না। আমার বিয়ে উপলক্ষ্যে দুজনেই এসেছিল। একজন উত্তরের ঘরে আছে। আরেকজন দক্ষিণের। সেভাবেই দেওয়া হয়েছে।

আমি যখন কলিং বেল বাজালাম, আমার ছোটমামি দরজা খুলল। ছোটমামির দশাসই চেহারা। বছরে তিনবার কোনও না কোনও নিউট্রিশন কোর্স করে। আশি থেকে আটাত্তর পয়েন্ট নয় ওজন হয়, সে আনন্দে এত খাওয়াদাওয়া করে যে ওজন একবারে বিরাশিতে পৌঁছে যায়।

মামির গা থেকে পারফিউমের সঙ্গে বিয়ের রান্নার গন্ধ আসছে। কন্যাযাত্রী সবে ফিরেছে। শাড়ি অবধি খোলেনি।

আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'কীরে? তুই?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'দরজা ছাড়তে টাকা দিতে হবে মামি? আমার কাছে তো টাকা নেই। ও সব তো বরের দেওয়ার কথা। আমাকে ও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দরজা ছাড়ো'।

মামি হতভম্ব মুখে দরজা ছাড়ল। মা বসার ঘরে ছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে বলল, 'কী হল?'

আমার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। যে মুহূর্তে হিমুর মা কাকিমারা আমাকে ঘিরে আজেবাজে কথা বলা শুরু করেছিল, তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম ও বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকব না। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আমি ভাবতে পারিনি। আমার আনন্দ হচ্ছিল। চূড়ান্ত আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু সেটা বুঝতে দিলাম না কাউকে। মা একা থাকলে বলতাম। ঘরে মামারা ছিল, মামাবাড়ির অনেকেই ছিল। ওদের সামনে কোনও কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না। আমি মার পাশে বসলাম, 'ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে'।

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠল, 'মানে? এত বড় সর্বনাশ? চল চল। ওদের বাড়ি গিয়ে কথা বলে আসি'।

মা বড়মামাকে নিচুগলায় ধমক লাগাল, 'তুই চুপ কর। কোনও কথা বলবি না'।

আমার দিকে ফিরে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'আমি ও বাড়ি আর যাব না। ভালো লাগছে না'।

ছোটমামা বলল, 'মানে? ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?'

মা কড়া গলায় বলল, 'তোরা অন্য ঘরে যা'।

দুই মামাই গাইগুই করতে করতে অন্য ঘরে চলে গেল। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল রে। সবাই বলল, তোর বাবা বলল, আমি ভাবলাম আমিই ভুল হয়তো। কী হয়েছে?'

আমি বললাম ওদের বাড়ির মেয়েরা কী করছিল। হিমুর কথাটাও বললাম।

মা আমার গালে হাত দিয়ে বলল, 'আমারই ভুল। তোকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। তুই চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়, আমি দেখছি বাকিটা'।

বাবা পালানোর দিন মা ওই চিৎকারটুকু ছাড়া বিন্দুমাত্র ভাঙেনি।

আমি ভেবেছিলাম এবার অন্তত মা ভাঙবে। দেখলাম নাহ্, মা আগের থেকেও অনেক বেশি শক্ত হয়ে গেছে এতদিনে।

চিলেকোঠার ঘর ফাঁকাই থাকে। আমি আমার ব্যাগ নিয়ে সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। সে আনন্দটা কেন হচ্ছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার তো হাত পা ছুড়ে কাঁদতে বসা উচিত ছিল। আমায় শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমি একজন অবাধ্য বউ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছি, কোথায় আমার এখন আত্মহত্যা করা উচিত, তা না। আমার চিৎকার করে সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করছিল, 'আমি মুক্ত! আমি মুক্ত'।

এরপর ঘটল পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।

আরেকটু রাত বাড়লে আমার দুই মামি একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে আমাকে বোঝাতে এল।

ইনিয়েবিনিয়ে সে কথার সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়াবে,

'শোন, মা তো বলবেই তুই এ বাড়িতে চলে আয়। কিন্তু ভেবে দেখ নীপা, কত বাজে ব্যাপার হবে সেটা। কষ্ট তো সবাই করে। হিমু তো তাও ভালোবাসতে চেয়েছে, কত ছেলে আছে এসেই জোর করে মুখে দিয়ে দেয়। কেউ তোকে সামনে ঘুরতেই দেবে না। হিমু কি তাই? সোনার টুকরো ছেলে। এ ছেলেকে কিছুতেই হাতছাড়া করিস না'।

আমি হাই তুলে বললাম, 'মনে থাকবে। সকালে দেখছি। ছোটমামি, তুমি সাবধানে ফেরো। সিঁড়িটা কেমন যেন, পড়ে যেও না'।

দুজনেই রেগেমেগে ফিরে গেল।

মাঝখান দিয়ে আমি বাকসিদ্ধ হয়ে গেলাম। নামার সময় ছোটমামি সত্যি সত্যিই সিঁড়িতে পড়ে একবারে কুমড়ো গড়াগড়ি খেল...।

৭

যে-কোনও জিনিসের আগে যে শূন্য আসে, মাঝে-মাঝেই ভুলে যাই।

যেমন আমি আমার বউভাতের পরের দিনের বর্ণনা যদি করি, শুরুতেই বলতে হবে, সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে হিমু এসে হাজির হল।

চোখ মুখ বিধ্বস্ত, চুল উলোঝুলো, কাঁদো কাঁদো হয়ে বাড়ির সামনে আগের মতো ঘুরতে শুরু করেছে। তখনও বাড়ির অতিথিরা ঘুমাচ্ছে।

ছোটমামা ছোটমামিকে অনেক রাত অবধি গরম সেঁক দিয়েছে। আমার ছোটমামা ছোটমামির উল্টো। ছোটমামির রোগা হবার সমস্ত উপকরণ আসলে ছোটমামা কনজিউম করেছে। মামা আগে এত রোগা ছিল না। যেদিন থেকে ছোটমামি রোগা হবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, সেদিন থেকে আমার ছোটমামা রোগা হতে শুরু করেছে। এখন বেশ রোগা। সেই ছোটমামা ছোটোমামির পায়ে গরম সেঁক দিয়েছে। পড়ে গিয়ে যতটা ব্যথা ছোটমামির লেগেছে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ব্যথা লেগেছে ছোটমামার। আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে গিয়ে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা কষ্টকর। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দু'জায়গারই খেয়াল রাখা উচিত। ছোটমামা সে খেয়াল রাখতে গিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়েছে। অস্বাভাবিক কিছু না।

আমি সবে নীচে নেমেছি, মা ক্লান্ত মুখে বলল, 'ছেলেটা আবার হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে। ওকে বল, এখন ও বাইরের লোক না। কিছু বলার থাকলে ভেতরে এসে বলতে পারে'।

আমি বললাম, 'দেখছি'।

বাইরে গিয়ে ডাকলাম, 'মা ডাকছে'।

হিমু ঘরে ঢুকল। মা বলল, 'বসো'।

হিমু বসল। বিহ্বলভাবে বলল, 'কাল রাতে আমি ঠিক ছিলাম না। আসলে বন্ধুরা আমাকে মদ খাইয়ে দিয়েছিল। তাই আমি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি'।

মা যেন শুনতেই পায়নি কথাগুলো, এমনভাবে বলল, 'চা খাবে?'

হিমু বলল, 'আমি কি গাড়ি ডাকব?'

মা আমার দিকে তাকাল, 'কী করবি?'

আমি বললাম, 'আমি ওদের বাড়ি যাব না। ও চাইলে আমাদের বাড়িতে থাকতে পারে'।

হিমু বলল, 'সেটা কেমন করে হয়?'

আমি বললাম, 'একটা উপায় বললাম। আর কোনও উপায় মাথায় আসছে

না। তুমি অত না ভেবে চা খেয়ে চলে যাও'।

হিমু মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আমার বাবা এল। বাবা যে আসবে আমি বা মা কেউই বুঝতে পারিনি। বাবা এসে দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন আমার ছোটমামার ঘুম ভেঙেছে সবে। দরজার কাছে গিয়ে বাবাকে দেখে আঁতকে উঠেছে। চোয়াল লক হয়ে যায় অনেকের অর্ধাহার এবং অনাহার জনিত কারণে। অনাহার বললাম, কারণ ছোটমামিকে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ছোটমামি ঠিক করেছিল নিজে না করে সেটা মামাকে দিয়ে করাবে। ফলত চাইলেও মামা খেতে পারত না। আবার খাবার সময় উপস্থিত হলে ছোটমামি ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শে মামাকে ওটস খাওয়াত।

দুর্ভিক্ষের ফলাফল ছোটমামা ঘুম থেকে উঠে দরজায় গিয়ে বাবাকে দেখে হাঁ হয়ে গিয়ে চোয়াল লক করে ফেলল। মুখ হাঁ হয়ে আছে। ভাগ্যিস, বাড়িতে দুষ্টু বাচ্চা ছিল না। থাকলে কী না কী ঢুকিয়ে দিত, ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে যেত। ছোটমামা লকড চোয়াল নিয়ে মার কাছে এল 'আ আ' করতে করতে।

মা বুঝল কিছু একটা হয়েছে। বাইরে গিয়ে বাবাকে দেখে বলল, 'এসো'।

তখন সবাই উঠে পড়েছে। জানলা দরজায় কৌতূহলী মুখ। বাবা কিছু বলবে ঠিক করে এসেছিল হয়তো। লোকজন দেখে আবার মাথা খারাপ হয়ে গেল, 'সীমা কনসিভ করেছে শুনেছ তো? বাচ্চা হবে আর কী। বেশি বয়স, বোঝোই তো কত টেনশন!'

ঘরের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ উঠল। মা বলল, 'শুনেছি। তুমি বরং এখন যাও'।

বাবা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। আসি'।

আমি তখনই ঢুকেছি। বাবা আমাকে একবার দেখে বেরিয়ে গেল।

এটা দু-নম্বর ঘটনা ছিল।

এবার শূন্য নম্বর ঘটনাটা বলি। ভোর চারটে। আমি ঘুম ভেঙে দেখলাম দিদা আমার সামনে বসে আছে। আমার ভয় ডর কম। মন খুব বেশি ঘাবড়ে গেলে লোকে হ্যালুসিনেট করে, তা জানি। আমি চোখ বুজে ফেললাম।

জ্যান্ত মানুষ নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এখন মৃত মানুষ নিয়ে ভাবার সময় নেই...।

৮

পৃথিবীর সব থেকে আনন্দের ব্যাপার হল, সব মানুষকেই একদিন ঘরে ফিরতে হয়।

মামারা কতদিন থাকবে? তাদের তো যেতেই হবে। চলেও গেল। আমাদের বাড়ি আবার ফাঁকা হয়ে গেল। মা আবার স্কুলে গেল।

হাতের মধ্যে শাঁখা পলা পরানো হয়েছিল। সিঁদুর দিয়েছিল। ওসব নিয়ে ঘুরতে যে এত অস্বস্তি হয়, তা আগে বুঝিনি। বাবা পালানোর পর দেখেছি মা কখন যেন সব সযত্নে খুলে ফেলে দিয়েছিল। সিঁদুর পরাও ছেড়ে দিয়েছিল। তবে সাদা শাড়ি পরত না। আমি জিগ্যেস করায় বলেছিল বাবা মরলেও সাদা শাড়ি পরবে না। কেন পরবে? তার থেকেও বড় কথা, এদ্দিন ধরে এসব শাঁখা টাখা পরেছে কেন, তাও যে মস্ত বড় ভুল ছিল, ঘুরিয়ে সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছিল মা।

মামাদের গাড়ি বাড়ির সামনে থেকে বেরোতেই আমি প্রথমে যেটা করলাম, সেটা হল শাঁখা পলা খুলে মাকে বললাম, 'রেখে দাও'।

মা বলল, 'সেটা রাখছি। তবে ওদের বাড়িতে তোর সব গয়নাগুলো আছে'।

আমি বললাম, 'দেবে না?'

মা বলল, 'তুই যদি না যাস, তাহলে চেয়ে নেওয়াই ভালো। আমার মনে হয় হিমু আবার আসবে, তখন বলে দেখ। গয়নাগুলোর অনেক দাম। ওগুলো ওবাড়িতে ফেলে রাখার যুক্তি নেই'।

আমি বললাম, 'সিঁদুরটা ধুয়ে দি?'

মা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধুয়ে ফেল। নিজের ইচ্ছে হলে পরবি। নয়তো পরার দরকার নেই'।

আমি বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে ফেললাম। কী জিনিস দিয়ে এসব বানায় কে জানে, আমার মাথা রীতিমতো চিড়বিড় করছিল। রংটা যত ধুয়ে বেরোচ্ছে, আমার শুধু ওদের বাড়ির মেয়েদের কথা মনে পড়ছে, আর আমি তত হেসে গড়িয়ে পড়ছি কলের তলায় বসেই।

চুল শোকাতে সময় লাগে। মা স্কুলে গেছে।

আমি খোলা চুলে বসে আছি। দেখলাম, দিদা কখন যেন সামনে এসে বসেছে। বিরক্ত গলায় বললাম, 'কাজ নেই বুড়ি? মরেও শান্তি দেবে না?'

আমার কথা শুনে দিদা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'আমাকে খাইলি, নিজের বিয়েটাও খাইলি'।

আমি বললাম, 'বেশ করেছি। তোর তাতে কী?'

দিদা বলল, 'মাইয়া মানুষরে কত সহ্য করতে হয় জানোস?'

আমি বললাম, 'জানি। তোমার মেয়েকে দেখছি তো'।

দিদা বলল, 'তোর মা আর তুই, তোদের দুজনেরই বর থাইকাও নাই। ছ্যা ছ্যা'।

আমি চোখ বুজে ফেললাম আবার। বুড়িকে বেশি লাইসেন্স দেওয়া যাবে

না। বেশি লাইসেন্স দিলেই বুড়িটা ছুরি দিয়ে আমাকে ছারখার করে দিতে থাকবে।

চুল শুকোতে শুকোতেই কলিং বেল বাজল।

দরজা খুলে দেখলাম, একটা বড় ব্যাগ নিয়ে হিমু এসেছে। আমাকে দেখে এক গাল হেসে বলল, 'চলে এলাম'।

আমি বললাম, 'চলে এলে মানে?'

হিমু বলল, 'তুমি বলেছিলে না এ বাড়িতে চলে আসতে? চলে এসেছি'।

পাড়ার কাকিমাগুলো রাস্তায় নেমে এসেছে। এমনিতেই এরা এখন দারুণ আনন্দে আছে। সারাক্ষণ আমাকে নিয়েই এদের সানাই বেজে যাচ্ছে। এর মধ্যে মঞ্চে হিমুর প্রবেশ। এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে? আমি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম, 'এসো'।

হিমু ঘরে ঢুকল। ব্যাগ রেখে বলল, 'মা খুব ঝামেলা করছে। আমাকে বলেছে আমি রাতে না ফিরলে সুইসাইড করবে। কী করা যায় বলো তো?'

আমি সিরিয়াস মুখে বললাম, 'ঠিক কোন পদ্ধতিতে করবে জেনে নাও। যেটা লাগবে, সেটা তাহলে কিনে দিতে পারবে'।

হিমু সোফায় বসে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল, 'রাতের ব্যাপার তো। রাতেই দেখা যাবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি এখানেই থাকব'।

আমি বললাম, 'তবে আলাদা ঘরে। তোমার জন্য দক্ষিণের ঘরটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি'।

হিমু সাগ্রহে মাথা নাড়ল, 'কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি সিঁদুর মুছে ফেলেছ কেন?'

আমি বললাম, 'পরব না ঠিক করেছি'।

হিমু মুষড়ে পড়ল, 'তুমি খুব রেগে আছ নীপা? ঘাবড়েও গেছ মনে হয়। আমি কি খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম?'

আমি হাই তুলে বললাম, 'ভুলে গেছি। তুমি ব্যাগটা রেখে এসো। ওই তো, ওই ঘরটা'।

আঙুল তুলে দেখালাম।

হিমু উঠে ব্যাগটা নিয়ে ওই ঘরে গেল।

৯

মামিরা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমার আসলে ভীষণ ভয় পাওয়া উচিত। স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রী মানে কঠিন ব্যাপার। সবাই রাস্তার মেয়ে ভাববে, সবাই বলবে আমি নাকি শরীর বেচে জীবন চালাই।

একথা শুনে আমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল হয়তো, আমি হাই তুলেছি। হাই তোলা ছাড়া কীই বা করার আছে?

কোথায় যেন পড়েছিলাম, হাই ওঠে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হলে। আমার অক্সিজেনের অভাব হয়েছে নাকি আমি জানি না।

হিমু এ ঘরে এল আবার। আমি বললাম, 'বসো'।

হিমু বসল। পকেট থেকে রুমাল বের করে জোরে জোরে ঘাম মুছতে লাগল।

আমি চেয়ার নিয়ে বসলাম। হিমুকে একটা কেস স্টাডি হিসেবে দেখা উচিত। একটা ছেলে, বিয়ের রাতে আমার সঙ্গে জোর করতে গেছিল, যেটা ওর কথা অনুযায়ী ও নাকি 'মদ খেয়ে' করেছিল, সে ছেলে এখন আমাদের বাড়িতে ঘর জামাই হয়ে থাকতে এসেছে।

যে-কোনও পাড়াতেই পরের জামাই ভাগানোর চেষ্টা করা একজন কাকিমা থাকে। আমাদের পাড়ায় আছে মঞ্জুকাকিমা। হিমুকে একদিন ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মঞ্জুকাকিমা তার মেয়ে পম্পার গুণকীর্তন করেছিল। 'তুমি যে ও মেয়ের জন্য পাগল...' পরক্ষণেই গলা নামিয়ে, 'সে মেয়ের বাবা তো পালিয়েছে অন্য মেয়ের সঙ্গে', গলা তুলে, 'অথচ আমাদের পরিবার দেখো। আমার মেয়েকে দেখো। আমার বরকে দেখো। আমরা কত সুখী পরিবার। আমার মেয়ে তো কোনদিন কোনও ছেলের দিকে তাকালো না পর্যন্ত'।

পম্পার মোবাইল একদিন আমার হাতে পড়েছিল। ফোনে এতরকমের নীল জগতের জিনিসপত্র দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল জাদুঘর যদি ভবিষ্যতে কোনদিন পানুর ডিপার্টমেন্ট খোলে, সেখানে পম্পার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হবার চান্স খুব বেশি থাকবে। সে মেয়েকে মঞ্জুকাকিমা পাম্প দিয়ে মা সারদা বানিয়ে দিল। পম্পা হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'উড়ি উড়ি বাবা'ও করেছিল। হিমু কিছুক্ষণ সেসব শুনে আবার আমার জানলার সামনে ফিল্ডিং দিতে চলে এসেছিল।

পম্পাকে নিয়ে মঞ্জুকাকিমা দু'বাড়িতেই খেয়েছে। আমাদের বাড়িতে মাংসে নুন কম ছিল। ওদের বাড়িঘর দেখে মুখ বাঁকিয়ে কাকিমা বলেছিল, 'সে বাপু দাসদের বাড়ি তো দেখোনি। এসব বাড়ি তার কাছে কী লাগে'।

মঞ্জুকাকিমার ফসকে যাওয়া মিসাইলের টার্গেট হিমু আমার সামনে বসে ঘামছে। 'ঘামতে দেখেছি, থামতে দেখিনি' টাইপের কোনও একটা লাইন এই বসে যাওয়ার সঙ্গে মিশ খাবে নাকি বুঝতে পারছি না। খিলখিল হাসির শব্দ পেয়ে বুঝলাম, বুড়ি আবার এসেছে। আমি পাত্তা দিতে চাইলাম না। বুড়ি বলল, 'মেয়েদের একটা খরচ করতে পারার পোলা দরকার। বুঝছোস মাইয়া? তুই তো

পাইছোস, ন্যাকামি করস ক্যান? যা, সংসার কর গিয়া'।

আমি হিমুকে বললাম, 'এ ঘরে কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

হিমু ঘাড় নাড়ল, 'না, কোথায়! কেউ তো নেই'।

আমি বললাম, 'ভালো। তোমার মার খবর বলো। সময় ঠিক করতে পেরেছেন? জানো তো ফাঁসির আসামিরা কখন উপরে যাবে, সে সময়টা জানে। তোমার মা কি সেরকম কোনও সময় ঠিক করতে পেরেছেন?'

হিমু দুঃখিত গলায় বলল, 'এরকম বোলো না। আমার মা, তোমার শাশুড়ি'।

আমি বললাম, 'তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত। না গেলে তোমার মা, আমার শাশুড়ি অফ হয়ে যেতে পারেন। সেটা ভালো হবে না'।

হিমু বলল, 'তুমি কোনওভাবেই ও বাড়ি যাবে না?'

আমি বললাম, 'জানি না। কী করব আমি নিজেই জানি না। জানলে তো হয়েই যেত'।

হিমু চুপ করে বসে রইল আবার। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকতে শুরু করল।

আমি বাইরে বেরোলাম। মঞ্জুকাকিমা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, 'কাকিমা'।

মঞ্জুকাকিমা ভূত দেখার মতো চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে, 'হ্যাঁ, কেমন আছিস মা?'

বুঝতে পারি না, সিরিয়ালে কেন এদের নেওয়া হয় না। এরা যে কোনরকম অভিনেত্রীদের থেকে একশোগুণ ভালো অভিনয় করতে পারে।

আমি বললাম, 'তুমি যাকে জামাই করার চেষ্টা করেছিলে, সে আমাদের ঘরে আছে। একবার দেখবে নাকি? আমি তো মাঠ ছেড়ে দিয়েছি, দেখো পম্পা যদি এই সুযোগে ফটো ফিনিশে এগিয়ে যেতে পারে'।

মঞ্জুকাকিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'ছ্যাঃ! ছেলেটা তো মাতাল। ও ছেলেকে তুই ছেড়ে চলে এসেছিস বেশ করেছিস'।

আমি গালে হাত দিয়ে বললাম, 'সে কী গো! মার্কেটে এতক্ষণে শুধু এই খবরটুকু বেরিয়েছে, ছেলে মাতাল? কিন্তু ও তো মদ খায় না!'

মঞ্জুকাকিমা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'খায় না'?

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'একদম না'।

মঞ্জুকাকিমা বলল, 'তবে? তবে তুই চলে এলি কেন?'

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, 'ফুলশয্যার রাতে মনে হল ওই খাটে আমার থেকে পম্পাকে বেশি মানাবে গো, তাই চলে এলাম'।

মঞ্জুকাকিমা আমাকে একটা হাই ক্লাস লেভেলের মুখ ভেংচিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

১০

আমার একটা জিনিস দেখার ইচ্ছে ছিল। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে বুঝিনি। মা না থাকলে ভেবেছিলাম বাবা একবার আমাকে দেখতে আসবে। আমি রাস্তার মোড়ে বাবাকে আসতে দেখেই তাড়াতাড়ি সরে গেছি। বাবা এসে কলিং বেল বাজাল। দুবার বাজানোর পর হিমুর ঘুম ভাঙল এবং ও দরজা খুলে দেখল ওর পালিয়ে যাওয়া শ্বশুরমশাই দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবা, পালিয়ে যাওয়া মেয়ের জামাইকে দেখে কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'নীপা আছে?'

হিমু বিহ্বল হয়ে চারদিকে দেখল, 'ছিল তো। আপনি আসুন না'।

বাবা বসার ঘরে গিয়ে বসল। আমি পা টিপে টিপে জানলার কাছে গিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম এই দুই চূড়ান্ত জুটিতে কী কথা হচ্ছে।

প্রথম দু'মিনিট বাবা গলা খাঁকড়িয়ে গেল। দু'মিনিট এক সেকেন্ডের মাথায় বাবা বলল, 'ও প্রেগন্যান্ট'।

হিমু বলল, 'কে?'

বাবা বলল, 'নীপার নতুন মা'।

হিমু বলল, 'নতুন মা? বুঝলাম না'।

ছোটবেলায় সিডি খারাপ হয়ে গেলে এক শব্দ হয়ে যেত। এ বাড়িতে এলেই বাবার সিডি আটকে যায়। যে কথা বলারই থাক, নতুন মায়ের কথাই বলতে থাকবে। বাবা কাশতে শুরু করল।

এবার হিমু খাপ খুলল, 'মদ খাওয়া ভালো না জানেন তো। ফুলশয্যার দিন বন্ধুরা আমাকে জোর করে মদ খাইয়ে দিয়ে বলল যা, এবার তুই বাঘ। বাঘ হতে গিয়ে নীপা চলে এলো। আজ আবার মা বলছে সুইসাইড করবে'।

বাবা সিরিয়াস গলায় বলল, 'তোমার মা মদ খেয়ে সুইসাইড করবেন?'

হিমু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না না। তা না। আমি মদ খেয়েছিলাম বলেই তো এসব হল?'

বাবা বলল, 'না বাবা, মদ খেয়েছ বলেই যে এরকম হয়েছে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। এসব আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। সব পূর্ব নির্দিষ্ট'।

হিমু বলল, 'নীপা আমাকে এ বাড়িতে থাকতে বলছে। ঘর জামাই'।

বাবা বলল, 'ভালো তো। থাকো'।

আমি আর দেরি করলাম না। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বললাম, 'বাবা,

কখন এলে?'

বাবা বলল, 'এই তো। জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও কি এখানে থাকবে'?

আমি বললাম, 'ওর তেমনই ইচ্ছা'।

হিমু মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'মানে নীপা চাইছে আর কী...'

আমি বললাম, 'ওই আর কী। হিমুর মা খুব ঝামেলা করছে। হয়তো এখানে ওর থাকা হবে না। হয় মা, নয় বউমার মধ্যে সব সময় চিরঞ্জিত জেতে বাবা'।

বাবা বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'সে বুঝে লাভ নেই। মার আসার সময় হয়ে গেল বাবা। তুমি কি থাকবে?'

বাবা বলল, 'আমি তো তোর মার কাছে আসিনি। তোকে দেখতে এলাম। তোকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়'।

আমি বললাম, 'আমার মাধ্যমিকের সময় পালিয়ে বিয়ে করেছিলে। তখন চিন্তা করতে পারতে তো। কাজের কাজ হত। মা ছিল বলে কানের পাশ দিয়ে গেছে। যদি সকালে জানতে পারতাম তুমি ভেগেছ, তাহলে কী পরীক্ষা দিতে পারতাম?'

বাবা কুঁকড়ে গেল। কথাগুলো বলে আমারই খারাপ লাগল। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। কাকে কী বলছি বুঝতে পারছি না। নিজের বাবাকে এই কথাগুলো বলা ঠিক না।

দিদার খিলখিল করে হাসিটা শুনতে পেলাম।

শ্বাস ছাড়লাম। বুড়ি জ্বালাবে। পিণ্ডি না কী দিতে হয়, তাতে কি আদৌ এসব পাবলিক যায়? গেলে বাঁচি। এভাবে পাশে বসে সব কিছুতে ইংরেজি সিরিজের মতো হাসাহাসি করলে তো ভারি বিপদ।

বাড়ির বাইরে বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। হিমুর মামা এসেছে। হিমু আমাকে বলল, 'আবার চাপ দিতে এলো'।

আমি বললাম, 'আমার মামারা চলে গেছে। তোমার মামা থেকে গেছে। এটাই তোমার নৈতিক জয়'।

বাবা উঠে দাঁড়াল, 'আমি বরং যাই'।

আমি বললাম, 'তুমি থাকো। তুমি কেন যাবে? এই মামার লক্ষণ ভালো না। তুমি না থাকলে সমস্যা'।

বাবা বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'থাকো তো। অত বোঝাতে পারব না'।

হিমুর মামা এসে মিহি গলায় ডাকলেন, 'নীপা মা'।

আমি বললাম, 'আসুন'।

মামা ঘরে ঢুকে নাটকীয় গলায় বললেন, 'আমাদের ছেলেকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দাও মা। ছেলে বিপথে চলে গেছে'।

বাবাকে মামা চিনতে পারেননি। বললেন, 'আপনাকে তো ঠিক...'

দিদা আমার কানে কানে বলল, 'ও অনেক আগেই বিপথে চলে গেছে'।

১১

আমি দেখেছি কোনও পরীক্ষায় বাস্তব কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আসে না। নইলে উচ্চমাধ্যমিকের বাংলা রচনায় প্রশ্ন আসা উচিত ছিল, 'বিবাহে ফটোগ্রাফারের ভূমিকা লইয়া টীকা লিখ'।

আমি ফটোগ্রাফারকে ভুললাম কেন? তাকে তো ভোলা উচিত হয়নি। বউভাতে হিমু একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এসেছিল।

আমি দেখছি ঘরের ভেতরে ছাতা খুলে কীসব করছে। হিমুর এক মেসোমশাই তো বলেই বসলেন, 'কী হে, তুমি কী রেইন সিকোয়েন্স শুটিং করবে নাকি?'

ফটোগ্রাফার গম্ভীর হয়ে বলল, 'অশিক্ষিতের মতো কথা বলবেন না'।

বিয়েতে ফটোগ্রাফার যে কতরকমভাবে লড়াই চালিয়ে যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। হিমু আমার ডানদিকে দাঁড়িয়েছে। বলা হল বাঁদিকে দাঁড়াতে। ফটো উঠতেই বলল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়। বেচারি হাঁটু গেড়ে বসেছে।

আমার হাসি পাচ্ছে। আমি হাসতে পারছি না। প্রবল হাসি এলে আমি চোখ বন্ধ করে হিমুর মায়ের চোপা প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ভদ্রমহিলার মুখ মনে পড়লে হাসি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বাংলা সিরিয়ালে যে সব দজ্জাল শাশুড়িদের দেখায়, তারা সকাল বিকেল হিমুর মায়ের কাছে কোর্স করতে আসতে পারেন।

হিমুর মামাকে দেখতে দেখতে কল্পনা করছিলাম, এখানে একজন ফটোগ্রাফার থাকলে কী হত। হিমুর মামা কিছু বলতে যাচ্ছেন, ফটোগ্রাফার থাকলে নিশ্চয়ই বলত, 'দাদা আপনি একটু বগলটা তুলে দাঁড়ান। এই অ্যাঙ্গেলটা ভালো লাগবে'।

আমার বাবা তো গোটা বিয়েতে ছিলই না। বাবাকে কী বলতে পারত? মাথায় এসব চিন্তা আসতে আসতেই মা চলে এল। ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখে আমায় জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'হিমুকে বলেছিলাম এ বাড়িতে থাকতে। ও সত্যি সত্যি এখানে চলে এসেছে। হিমুর মা বলেছেন হিমু না ফিরলে বিষ খাবেন'।

মা বলল, ‘তাহলে হিমু ফিরে যাক। আমার মেয়ের জন্য কারো জীবন সংশয় হোক, তা আমি চাই না’।

হিমুর মামা বললেন, ‘কিন্তু ম্যাডাম, আমাদের বউমাকেও তো দরকার। বাড়ির লক্ষ্মী বলে কথা’।

মা বলল, ‘লক্ষ্মী না কী আমি জানি না, তবে আমার মেয়ের ইচ্ছে না থাকলে জোর করে ওকে ও বাড়িতে পাঠানোর কোনও প্রশ্নই আসে না। আপনারা আপাতত হিমুকে নিয়ে যান। আর যেহেতু আমার মেয়ে আর ও বাড়ি যাবে না, ওর যা গয়না আছে, সেগুলো অনুগ্রহ করে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন’।

মামা বললেন, ‘আমি চেক লিখে দিচ্ছি। ওসব ঝামেলায় যাচ্ছেন কেন? আপনি কিনে নিন না। আবার দিদিকে বলব, দিদি আবার কত ঝামেলা করবে, তার থেকে আপনি কিনে নিন’।

মা বলল, ‘টাকা দিয়ে সব কিছু কি কেনা যায়? কেনা গেলে তো অত সমস্যা হত না তাই না? আপনি ওগুলোই ফেরানোর ব্যবস্থা করুন। সেটা আপনাদের জন্যও ভালো হবে। দেশে আইনকানুন আছে। একজন মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কাবু করতে না পেরে আপনারা ওকে মাঝরাতে এ বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা খুব একটা ভালো দিকে যাবে না বুঝতে পারছেন হয়তো। আপনারা ভাবতে পারেন আমার স্বামী নেই বলে আমি দুর্বল, তাহলে ভুল ভাববেন। আমি বা আমার মেয়ে কেউই দুর্বল নই’।

বাবা মিন মিন করে বলার চেষ্টা করল, ‘আমি নেই মানে? আমি তো বেঁচে আছি এখনও’।

মা বাবার কথা কানেই তুলল না। হিমু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, ‘আমি যে থাকতে এসেছিলাম। আমাকে নীপা বলেছিল, সে কথা শুনে আমি চলে এসেছি। আমি এখন কোথায় যাব?’

মা বলল, ‘বাড়ি যাও। বাড়িতে বোঝাও। তোমার মা যদি তোমাকে থাকতে দেন, তবেই থাকতে এসো। নইলে আসার দরকার নেই। নীপা তোমাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেছে, তুমি থাকতে এসেছ খুব ভালো কথা। তবু দেখো তোমার জন্য তোমাদের বাড়িতে কারো কোনও ক্ষতি না হয়’।

হিমু বলল, ‘তাহলে নীপাকে নিয়ে যাই?’

মা বলল, ‘সেক্ষেত্রে যারা ওকে এবাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে তাদের আসতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে। তারপরে যদি নীপার ফিরতে ইচ্ছে হয়ে, তাহলেই ও ফিরবে। নইলে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই’।

মামা অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে গেলেন মাকে। মা কোনও কথাই কানে তুলল না। শেষ অবধি হিমুকে নিয়ে হিমুর মামা ফিরে গেলেন। মন খারাপ হয়ে গেল।

হিমুর জন্য না। রাত হলে হিমুকে ঘাবড়ে দেবার জন্য কিছু 'ইস্পেশাল' প্ল্যান করে রেখেছিলাম, সেগুলো ভেস্তে গেল বলে।

ওরা চলে গেলে বাবা মাকে বলল, 'আগে জানতাম না যে তোমার এত পার্সোনালিটি!'

মা বলল, 'এখন জানতে পারলে তো? তাহলেই হবে'।

বাবা বুঝল এখন কথা বলতে গেলেই ঝামেলা হবে। মা বেশ গরম হয়ে আছে। বাবা হালকা করে কেটে পড়ল।

ঘর ফাঁকা হলে মা বলল, 'তুই নিশ্চিত তো ওই বাড়িতে ফিরবি না?'

আমি বললাম, 'একদম নিশ্চিত'।

মা বলল, 'যাক, তাহলে ঠিক আছে। জোর করে কিছু করিস না'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম, 'করব না'।

১২

অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

দিদা ভূত হয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। পারেনি। রাতের খাওয়া সেরে এসে দেখলাম আমার খাটে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে বসে আছে। আমি ঝাঁটা নিয়ে খাটের উপর দু-চারটে বাড়ি মারলাম। দিদা রেগে গিয়ে বলল, 'লজ্জা লাগে না নিজের দিদারে ঝাঁট দিয়া সরায় দিস?'

আমি বললাম, 'ভালো লাগছে না। এখান থেকে সরো। তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে নেই আমার'।

দিদা আরও কিছু বলার চেষ্টা করছিল হয়তো। আমি আরও বেশি করে ঝাঁটা চালিয়ে দিলাম। বুড়িকে আর দেখা গেল না।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

হিসেব করে দেখলে এই মুহূর্তে আমার জীবনের বারোটা বেজে গেছে। তবু খারাপ লাগছে না। হিমুর মার কথা মনে পড়ছে। হিমু এখানে থাকলে ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করবেন বলেছিলেন। একসময় ইনিই আমাকে বাজারে দেখে পছন্দ করেছিলেন। ভদ্র সভ্য ঝকঝকে চেহারার মানুষ, অথচ মনের মধ্যে কত বিষ ভরে ঘুরে বেড়ান। আমি তো কিছুই লোক চিনি না। কারো দুটো ভালো কথা শুনলে আমার মন গলে যায়। ঠিক করলাম পরের দিন থেকে কলেজ যাব। বাড়িতে থাকলে আমার সমস্যা হবে। সারাক্ষণ উদ্ভট চিন্তা করে করে আমি আরও উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলতে পারি। এসব ক্ষেত্রে আমি বরাবরই সেরা।

নইলে দিদাকে বাথরুমে ফেলে দেবার জন্য কেউ সাবান গোলা জল দিত? কপাল ভালো, কেউ বুঝতে পারেনি। পুলিশও আসেনি। বয়স হয়েছিল, পড়ে মারা গেছে ভেবেছিল সবাই। ধরলে কী হত আমার? জেলে নাকি মেয়েরাই মেয়েদের...ওরে বাবারে...

ঘুম এসেছিল ভালো করেই, ভাঙল জানলার শব্দে। জানলায় কেমন একটা ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছে। আমি চিৎকার করলাম, 'কে?'

জানলাটা যেন উৎসাহ পেয়ে আরও বেশি করে শব্দ করা শুরু করল। বিরক্ত হয়ে উঠে জানলা খুলে দেখি হিমু দাঁড়িয়ে আছে এই শীতের মধ্যে। আমি বললাম, 'কী হল? এত রাতে কী করছ তুমি?'

হিমু বলল, 'পালিয়ে এসেছি। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর সুইসাইড করবে না। দরজা খোল না। ভেতরে আসি'।

উফ! এই এক সমস্যা হল। আমার এক বন্ধু আমাকে নীপা ভাইরাস বলে ডাকে। আমি নাকি ভাইরাসের মতো। আমাকে দেখলেই নাকি সবাই ভালোবেসে ফেলে। হিমু কি আমার ভাইরাসে আক্রান্ত হল নাকি? কী সর্বনাশ? ভালোবাসা মানেই তো ঝামেলা। সব ভালোবাসার পরিণতি হল বিয়ে। আর বিয়ে মানে আবার হিমুর মা মাসি মানুষদের সামনে গিয়ে হাজির হওয়া। তা তো সম্ভব না। আমি বললাম, 'সকালে এসো। এত রাতে কারো বাড়ি আসতে নেই। তুমি যাও'।

হিমু বলল, 'এরকম করো না নীপা, তুমি আমার বিয়ে করা বউ'।

আমি বললাম, 'নাহ, বিয়ে করা বউ না। সিঁদুর ধুয়ে দিয়েছি। শাঁখা পলা খুলে ফেলেছি। তুমি আরেকটা বিয়ে করে ফেলো। আমার দরজায় খিল দিয়েছি, তুমি আরেকটা বিয়ে করে হও বর, অন্য কারো সঙ্গে বেঁধো ঘর। ভালো থাকো। ভালো থাকতে দাও'।

হিমু কাতর গলায় বলল, 'খোল না'।

আমি বললাম, 'খুলব না বলেই তো তাড়িয়ে দিলে। এখন আবার আমার জানলায় এসে একই রিকোয়েস্ট করছ কেন? কেটে পড়। ভাল্লাগছে না। রাত হয়েছে, এত রাতে নাটক করো না'।

হিমু বলল, 'চলেই যখন আসবে, তখন বিয়েতে রাজি হয়েছিলে কেন?'

আমি বললাম, 'আমি তো জানতাম না বিয়ের পর তোমার মা কাকিমারা ওরকম করে কথা বলবে। কী ভেবেছিল ওরা, বিয়ে করে ফেলেছ বলে যা খুশি বলার লাইসেন্স পেয়ে গেছে? এখানে সময় নষ্ট করো না। অফিসে যাওয়া শুরু করো। তোমাদের কথা মেনে শোনার মতো মেয়ে দেখে বিয়ে করো। ঝামেলা করো না'।

দিদা হিমুর পেছনে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাসছে। আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

১৩

সিঁদুর মুছে, শাঁখা পলা খুলে কলেজ করার ব্যাপারটা...

মজার। বেশ মজার। আমার বিয়েতে অনেকের নেমন্তন্ন ছিল। রোজের পোশাকে কলেজে যেতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। শ্রিয়া যেমন আমাকে দেখেই চোখ কপালে তুলল, 'কীরে? কী হল?'

আমি বললাম, 'কী হবে?'

শ্রিয়া বলল, 'সিঁদুর কই তোর? কচি মেয়ের মতো কলেজে চলে এলি যে?'

আমার মজা লাগল। সিঁদুর না পরলেই লোকে কচি মেয়ে বলে দেয়? আর সিঁদুর পরলে সে মেয়ে বড় হয়ে গেল? মজার তো ব্যাপারটা? আমাদের এক কাজের মাসি তার মেয়েকে তেরো বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। সে মেয়ে সিঁদুর পরে গম্ভীর হয়ে ঘুরত বটে। তাকে দেখে বয়স্ক কখনওই মনে হয়নি।

শ্রিয়াকে বললাম, 'অ্যাইসে হি, সেক্সি লাগল। বিয়ে টিয়ে আমার দ্বারা হবে না বুঝলি?'

শ্রিয়া কৌতূহলে প্রায় আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল, 'কী হয়েছিল?'

আমি বললাম, 'তোর কি পাইরিয়া আছে? মুখে খুব গন্ধ। কিছু মনে করিস না'।

শ্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে সরে গিয়ে বলল, 'না তো। হতে পারে, মা আজকে জোর করে রসুন খাইয়েছে, তার গন্ধ হবে'।

আমি বললাম, 'ও। এখন দূরে থাক'।

শ্রিয়া দূরে সরে গেল।

এই ঘটনার দুটো ফলাফল হতে পারে—

১) শ্রিয়া এই ঘটনাটা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করবে না।

২) আমি ওর মুখে গন্ধ আছে বলায় ব্যাপক রেগে গিয়ে আমার নামে মশলা মাখিয়ে আরও আজে বাজে কথা বলে যাবে।

শ্রিয়াকে নিয়ে আরও ভাবাই যেত। সমস্যা হল, আমি দেখতে পেলাম আমার ক্লাসের বাইরেও হিমু চলে এসেছে। টেন্সড মুখ নিয়ে পায়চারি করছে ক্লাসের বাইরে।

আমি বাইরে বেরিয়ে বললাম, 'কলেজে আবার ভর্তি হয়েছ নাকি?'

হিমু বিহ্বল গলায় বলল, 'তা না। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। তোমার পাশের বাড়ির কাকিমা বললেন তুমি কলেজে গেছ'।

আমি বুঝলাম পম্পার মা। কাকিমা যে এতটা পরোপকারী আমি আগে বুঝিনি। মানুষের জন্য সবাই করতে পারে না। আমাদের পাড়ার নেতা জগাইদাকে আমি এরপর ধরে বলব, পম্পার মার উপর নজর রেখো। যে হারে পরোপকার শুরু করেছে, যে কোনওদিন তোমার বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর তোমার রাজনৈতিক কেরিয়রটাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

হিমুর কথা শুনে আমি বললাম, 'ভালো তো। তুমি ক্লাস করবে আমার সঙ্গে?'

হিমু কী বুঝল কে জানে। সত্যি সত্যি ক্লাসে ঢুকে আমার পাশে বসে গেল। ক্লাসের সবাই আমাদের দেখছে। স্যার ঢুকলেন। হিমুকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'একী? নতুন অ্যাডমিশন নাকি?'

হিমু বলল, 'না স্যার। আমি নীপার বর'।

স্যার বিষম খেলেন, 'মানে? বর বলে ক্লাসে ঢুকে পড়বেন নাকি?'

গোটা ক্লাস বিচ্ছিরিভাবে হাসছে। সে কেমন একটা হাসি। মনে হচ্ছে ভুশণ্ডির মাঠে চলে এসেছি। চারদিকে ব্রহ্মদত্যি, রাক্ষস, মামদোরা হাসছে। ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলো এত অসভ্য যে কহতব্য নয়। হিমু যদি কিছু করে বসে, কে দায়িত্ব নেবে?

হিমু বলল, 'স্যার একটা দরকারে এসছিলাম। আপনি ক্লাস নিন না। আমি বসি?'

স্যার বললেন, 'প্লিজ লিভ। আর নীপবন, তোমাদের কথা থাকলে তুমি ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে কথা বলে এসো। ক্লাসের তো একটা ডিসিপ্লিন আছে নাকি?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম কী ডিসিপ্লিন আছে স্যার? ইউনিয়নের ছেলেগুলো ক্লাসের মধ্যে ঢুকে ক্লাস নিতে শুরু করে। আপনি আবার ডিসিপ্লিন দেখাচ্ছেন? বললাম না, কারণ হিমুকে তাড়ানোর এই সুযোগ। আমি হিমুকে বললাম, 'তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। আমি ক্লাস করব'।

হিমু বেরিয়ে গেল। ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। স্যার একবার করে পড়াচ্ছেন, আর হিমুকে দেখে আমার দিকে বিরক্তি সহকারে তাকাচ্ছেন। আমি ভাবলেশহীন মুখে বসে রইলাম। ক্লাস শেষ হলে ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলো হিমুকে 'জামাইবাবু কমলালেবু' ইত্যাদি বলতে শুরু করল।

হিমু দিশেহারা হয়ে আমায় বলল, 'কথা ছিল'।

আমি বললাম, 'চলো'।

বাইরে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

হিমু বলল, 'আমি তোমাকে ভুলতে পারছি না নীপা'।

আমি বললাম, 'তোমার মাকে বলো সেটা। আমাকে বলে কী হবে?'

হিমু বলল, 'মা বলছে তোমাদের বাড়ি থাকাটা আমার জন্য অপমানজনক হবে'।

আমি বললাম, 'আমার বাবার নামে সব লোকের সামনে বলাটা অপমানজনক ছিল না?'

হিমু বলল, 'আর বলবে না। আমি বলে দেব। তাহলে চলো?'

আমি বললাম, 'দেখছি। ক্লাস করেনি'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে কলেজ শেষে আমাদের বাড়ি যাবে?'

আমি বললাম, 'দেখছি। আমি ক্লাসে গেলাম'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে, আমি কলেজ ছুটির সময় তোমাকে নিতে আসছি'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

হিমু বেরোতেই আমি কলেজ পালালাম।

অনেকদিন নতুন মায়ের বাড়ি যাওয়া হয় না...

১৪

বন্ধুরা কারো কিছু হলে বলে, 'ভাই হয়েছে'। আমি যখন গিয়ে দেখি আমার নতুন মায়ের 'বাচ্চা হবে', তখন কি আমার কিছু বলা উচিত?

আমাকে দেখে নতুন মা খুশি হল। অপ্রস্তুতও হল। বলতে গেছিল, 'তুই এখানে?'

সেটা না বলে বলল, 'আয় আয়'।

আমায় যত্ন করে ঘরের ভেতরে বসিয়ে নতুন মা বলল, 'তোর বাবা তোকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছিল'।

আমি বললাম, 'বলো কী? খুব চিন্তা করছিল?'

নতুন মা বলল, 'হ্যাঁ রে। খুব চিন্তা করছিল। ঘরে এসে কান্নাকাটি করল কিছুক্ষণ। বলছে সব আমার জন্য হচ্ছে। আমার দোষেই মেয়েটা বুঝতে পারছে না কী করতে হবে'।

আমার আবার একটা বোবা কান্না উঠে এল গলা জুড়ে। কাঁদা যাবে না অথচ টুক করে গিলে নিতে হবে এমন একটা কান্না। কান্না জিনিসটা অদ্ভুত। সব জায়গায় চোখে জল আনা যায় না। জল এলে কেউ হাসে, কেউ বলে

বেশি আবেগ, কেউ বলে ন্যাকামি। অথচ কাঁদতে পারলে কত ভালো থাকা যায়।

জিগ্যেস করলাম, 'বাবা কোথায়?'

নতুন মা বলল, 'একটা নতুন দোকানে কর্মচারীর কাজ নিয়েছে। আগে নিজের দোকান ছিল। এখন কর্মচারী'।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। বাবা কাজ করছে অন্যের দোকানে? আজকালকার দিনে পাঁচ হাজার টাকায় কিচ্ছু হয় না। মার কাছে হাত পেতে টাকা নিতে হয়। অন্য জায়গায় কাজ করতে হয়। লোকটা এত বোকা কেন? সব কিছু শেষ করে দিল নিজের হাতে।

নিজের সঙ্গে আমাকেও শেষ করে দিয়ে গেল।

নতুন মা বলল, 'তুই কি সত্যিই ও বাড়ি আর যাবি না?'

আমি বললাম, 'জানি না। আমি কিছুই জানি না। ইচ্ছে হলে যাব, না ইচ্ছে হলে যাব না'।

নতুন মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, 'যা করবি ভেবেচিন্তে করিস মা। আমরা কেউ ভেবে কিছু করি না। করি না বলেই আমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পরে যখন বুঝতে পারি কী করেছি, তখন হা হুতাশ করা ছাড়া আর কোনও পথ থাকে না। যে সময়টা চলে যায়, সেটা আর ফেরে না'।

আমি বললাম, 'তারপর সবাই একদিন মরে ভূত হয়ে যায়। তাই অত চিন্তা করে লাভ নেই, বুঝলে?'

নতুন মা বলল, 'বেঁচে থাকাটাই কত দুর্ভোগের বল তো। বেঁচে থাকতে ইচ্ছে না করলেও জোর করে বেঁচে থাকতে হয়। আমরা সবাই শেষ অবধি দেখতে চাই। ইচ্ছে না করলেও বেঁচে থাকতে হবে'।

আমি বললাম, 'তা তো ঠিকই। বাবা যেদিন চলে গেছিল আমারও মনে হয়েছিল মরে যাই। এত লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকব কী করে'?

নতুন মা মাথা নিচু করল, 'তোর বাবা কেমন অস্থির হয়ে গেছিল সেদিন। বারবার পায়চারি করছে। আমাকে বলছে ঠিক করলাম না, তাই না? আমি কী বলব বুঝতে পারছি না'।

আমি বললাম, 'তুমি এই নিয়ে কোনও কথা বোলো না। আমি শুনতেও চাই না, আমার বাবা তার নতুন বউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন কথা বলেছে। এরকম হলে কিন্তু আমি আর এই বাড়িতে আসব না'।

নতুন মা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'থাক থাক। এই নিয়ে আর কোনও কথা হবে না। তুই রাগ করিস না মা'।

আমি বললাম, 'রাগ করিনি, তবে ভীষণ অস্বস্তি হয়। তুমি বুঝবে না

অস্বস্তিটা কেমন। বুঝলে পালাতে না'।

নতুন মা চুপ করে গেল। আমি বুঝলাম, না চাইতেও আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি। কে জানে, হয়তো এই সময় আঘাত দেওয়াটা ঠিক না। বাবারই ভোগান্তি হবে কিছু হলে। কথা ঘোরাতে বললাম, 'দুপুরে কী রান্না করেছ?'

নতুন মা বলল, 'তরকারি করেছি। পেঁপে দিয়ে'।

আমি বললাম 'বাবা পেঁপে খাচ্ছে?'

নতুন মা বলল, 'হ্যাঁ। খায় তো'।

একথা আমার কাছে নতুন। কত কথা নতুন জানি আমরা। আমি রান্না নিয়েই অনেকক্ষণ গল্প করে উঠলাম। বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। গেলাম না। সরাসরি হিমুদের বাড়ি চলে গেলাম। হিমুর মা দরজা খুলে আমাকে দেখেই কেমন একটা শক মতো খেয়ে গেলেন। পড়েই যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ধরলাম। মাথা দোলাতে দোলাতে বলছেন, 'তু...তু...তু...'

আমি বললাম, 'ভালো আছেন?'

ভদ্রমহিলা এবারে পাঁচমাথার মোড়ের নেতাজির স্ট্যাচুর মতো আঙুল তুলে আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার ইশারা করতে শুরু করলেন। আমি ঘরের ভেতর গলা তুলে বললাম, 'জল আনুন কেউ। না পেলে দমকল ডাকুন অন্তত'।

হিমুর মা হ্যাং করে গেলেন...

১৫

মানুষ কত রকমের হয়? আমি জানি না। জানার চেষ্টাও করি না।

কিন্তু হিমুর মাকে দেখলে আমি একটা টাইপ বুঝতে পারি। ছেলেকে বড় করেছেন, ছেলে ভালো চাকরি পেয়েছে, ভালো পড়াশুনা করে, ভীষণ ফিল গুড ব্যাপার। সবাই ওকে রত্নগর্ভা বলবে।

তা বলে উনি অন্যের মেয়ের সম্পর্কে এতটা অসংবেদনশীল কী করে হন?

একটু সুস্থির হয়েই উনি বাড়ি মাথায় করা শুরু করে দিলেন, 'এই মেয়ে এই বাড়িতে কেন? কেন কেন কেন কেন কেন? বের করে দে। এই মেয়েকে রাখা যাবে না'।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন কুড়ি হাজার লোকের কনসার্টে গান গেয়ে যাওয়া রূপম ইসলামের মতো। আমাদের কলেজে রূপম এসেছিলেন। 'চক্রব্যূহে আজওওওও' বলে রূপম মাথা নাড়ছেন। সবাই মাথা নাড়ছে, এমন

একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেন রূপমই আমাদের ভগবান। উনি যদি বলেন তোমরা এখন কলেজের পুকুরে সবাই মিলে ঝাঁপ দাও, আমরা তাই দিয়ে দেব। সম্মোহনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া যাকে বলে।

পার্থক্যটা হল, হিমুর মা কাউকে সম্মোহিত করতে পারছেন না। হিমুর দুষ্টু মামা দূরে বসে হাই তুলছেন। কাকি মামিরা দূর থেকে ড্রোন ক্যামেরা আর সিসিটিভির মতো দেখে যাচ্ছেন। কারো কোনও নড়চড় নেই। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন কেন কেন কেন কেন...বলে এক সময় ওঁর হাঁফ উঠল, আমি ইন্ডিয়ান আইডলের জাজের মতো শান্ত গলায় বললাম, 'আমি আরেকটা তত্ত্ব পাঠাব বুঝলেন? একটা হারমোনিয়াম। আপনি সকালে উঠে কেন কেন কেনটা সা আর পা একসঙ্গে টিপে গলা সেধে যান। আপনার হবে। তবে দমের ঘাটতি আছে। গলায় একটা যষ্টিমধু রাখবেন। তাহলে খানিকটা রেহাই মিলবে'।

হিমুর মা মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বেশ্যা মাগি, তোর লজ্জা লাগে না, তুই এ বাড়িতে এসেছিস? তোকে আমরা লাথি মেরে তাড়িয়েছি, তারপরও তুই এসেছিস? কেন এসেছিস? কেন কেন কেন কেন কেন?'

জীবনে প্রথম কেউ আমাকে বেশ্যা বলল। শব্দটা মনে হয় সব মেয়েকেই জীবনে একবার না একবার শুনতে হয়। কাছে পিঠে হিমুও নেই যে এসে বলে যাবে, 'আমার নীপা বেশ্যা নয়'! পুরোই স্যাড লাইফ।

আমি চেয়ার নিয়ে বসে বললাম, 'আহ, তু তু তু তু'।

হিমুর মা লাফাতে শুরু করলেন। ভোরে টিভিতে এক ভদ্রলোক প্রথমে প্রাণায়ম দিয়ে শুরু করেছিলেন, এখন জিনিস বেচেন। হয়তো ভোটেও দাঁড়িয়ে পড়বেন কোনওদিন।

আমার বাবাও করত। ফোঁৎ ফোঁৎ করে শ্বাস ছাড়ত। ওই সব প্রাণায়ামের জন্যই হয়তো জীবনে বেশি যৌবন চলে আসায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিল। তীর্থে যাবার বয়সে দ্বিতীয় বউয়ের পুচকে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চাঁদমামা দেখিয়ে বলবে, 'আয় আয় টি দিয়ে যা'।

হুট করে ফুটে গেলে সে সংসারটাও আমার মা দেখবে। কোনও সমস্যা নেই কারো।

হিমুর মাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও ব্যায়াম টিচার গুরুদেব এভাবেই ওকে অদৃশ্য কোনও সুতো দিয়ে লাফানোর নির্দেশ দিচ্ছেন, আর উনি নেচে যাচ্ছেন।

আবার অপেক্ষা। উনি থামলে আমি বললাম, 'আহা, এত তাড়াতাড়ি রেস্ট নিলে হবে না। আবার শুরু করুন, ওয়ান টু থ্রি...'

হিমুর মা আমার হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বের করে দিতে গেলেন।

লাভের লাভ হল উনি স্লিপ করে মেঝেয় পড়লেন। আমার হাতে তো শাখা পলা নেই যে ওতে আটকাবে। পড়ে গিয়ে 'উউউউউউউউউউ' করে কাঁদতে শুরু করলেন। এবার হিমুর বুলডোজার মামা উঠে দাঁড়ালেন। 'দিদি দিদি' করতে করতে আসছেন।

আমি বললাম, 'দিদিকে বলুন ছেলেকে সামলে রাখতে। আমি শখ করে এ বাড়িতে আসছি না। হিমু সকাল বিকেল রাত, একবার আমার বাড়ি আর একবার কলেজ করে যাচ্ছে। আমি আসতে চাই না। আপনাদের ছেলেকে আপনারা সামলান'।

এই সময়েই চ্যালেঞ্জ সিনেমায় দেবের এন্ট্রির মতো হিমুর এন্ট্রি হল। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে আবেগে আনন্দাশ্রু ধরে রাখতে পারল না। 'তু তু তুমি এসেছ?'

আমি বললাম, 'বউ গেলে বউ পাবি রে পাগলা, মা গেলে পাবি না। যা মাকে সামলা'।

হিমু মাকে দেখে খাবি খেল।

১৬

কোথাও আগুন লেগে গেলে সেখানে বেশিক্ষণ থাকার নিয়ম নেই। কত্থক, ক্ল্যাসিকাল আর ব্রেক ডান্স একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য সব লোকের হয় না। আমার হয়েছে। আমি হিমুর মায়ের মধ্যে এই তিন নাচের ত্রিবেণী সঙ্গম দেখে হিমুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। মাকে ফেলে হিমু আমার পেছনে আসতে পারল না।

আমি পা চালিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মা স্কুল থেকে চলে এসেছিল। আমাকে দেখে বলল, 'আমার মনে হয় তুই এখানে থাকিস না। তুই এখানে থাকলে ওই ছেলেটা বার বার আসবে। কিছুদিন তুই ছোটমামার বাড়িতে থেকে আয়। হিমুর ছুটি শেষ হলে ফিরে আসবি'।

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'একদম না। আমি ছোটমামার বাড়ি গিয়ে ছোটমামিকে সামলাতে পারব না। তার থেকে হিমুকে সামলানো সোজা'।

মা আর কিছু বলল না। আমি আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে ছাদ দেখতে শুরু করলাম। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা দরকার এটাই সবাই বলে। আমাকেও চিন্তা করতে হবে।

মামিরা বলেছে, আমি একজন মেয়ে। একজন মেয়ের কাজ হল সব সময়

মাথা নিচু করে থাকা। মাথা উঁচু করলে নাকি সে মেয়ে খারাপ হয়ে যায়। বাস্তবে ব্যাপারটা তাই না। মামি মাথা নিচু করে থেকে থেকে ছোটমামাকে এমন রোগা করে দিয়েছে, ইস...আমি কিন্তু অন্য কিছু বলতে চাইনি। না চাইলেও ব্যাপারটা সেদিকে ইঙ্গিত করছে। না না, সেটা বলিনি। তবে আমার ছোটমামার ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করার ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। একজন রুগ্ন মানুষ কী করে এসব করতে পারে? অপুষ্টি অনাহারে ভুগতে ভুগতে যে কোনওদিন ত্রাণ তহবিলে লোকটাকে জমা করে দিতে পারে পাড়ার লোকজন।

'তুই মরবি। তোরে কেউ বাঁচাইতে পারব না'।

দিদা এসে গেছে। আমি পাত্তা দিলাম না। বকে যাক বুড়ি।

পা দোলাতে থাকলাম। বুড়ি বলে চলল, 'তুই হলি শয়তান মাগি। নিজের ছাড়া কিছুই বোঝোস না। ছ্যামরাটা এতবার কইরা আইতাসে, তুই ওরে ভাগায় দিতাসোস কেন?'

আমি এবারেও উত্তর দিলাম না। হতে পারে এই প্রশ্নটা বুড়ির না। আমারই অবচেতন মনের। মনের ভেতরে আমার এই কথাগুলোই ঘুরপাক খেতে থাকে। কত শক্ত আমাদের মন? যতই প্রতিরোধ আসুক, হিমু এভাবে বার বার আসছে, মনের দুর্গের পতন হওয়া আশ্চর্যের নয়।

আমি অন্য কথা ভাবতে লাগলাম। দুপুরবেলা ঘুম ভাঙলে আমি বুঝতাম না সেটা ভোর না বিকেল। আমি উঠে বসে থাকতাম। ভীষণ মন খারাপ করত দুপুরে ঘুমোলে। বাবা আমাকে সাইকেলে করে বাজারে নিয়ে যেত। ফুচকা খাওয়াত। পুতুল কিনে দিত। আমি সেই সময়টার কথা ভাবতে লাগলাম। পালানো দরকার। নিজের থেকেই পালানো দরকার। নইলে যে বিষয়টা নিয়ে ভাবাই উচিত না, সে বিষয়টাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। আমি পাগল হতে থাকব। কিছুতেই পাগল হওয়া যাবে না। একা একা বসে থাকব, বিড় বিড় করব, দেওয়ালে মাথা কুটব, এসব কিচ্ছু করা যাবে না।

মা'র কথা ভাবা দরকার। মা একা হাতে সব সামলাচ্ছে। কত টাকা লোন নিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছে। গয়না কিনে দিয়েছে। সে গয়নাও উদ্ধার করে আনতে হবে। সরাসরি না দিলে থানায় ডায়েরি করতে হবে। মা কি এত দূর ভেবেছে? নিশ্চয়ই ভেবেছে। না ভেবে মা থাকতে পারে না। এত শক্ত মনের মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। অন্য কেউ হলে এতদিনে...নাহ, আবার আজেবাজে ভাবছি। আমি কেমন পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই পাগল হওয়া যাবে না। কিছুতেই না। কলিং বেল বেজে উঠল।

আমার কেন জানি না মনে হল, এই কলিং বেলটা আমার জন্যই বেজেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দরজা খুলে দেখলাম বাবা ভীষণ ঘামছে। জোরে জোরে

শ্বাস ফেলছে। মাও কলিং বেলের শব্দ শুনে এসেছে। দুজনে একসঙ্গেই জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

বাবা জানাল, নতুন মা বাথরুমে সাবান জলে স্লিপ খেয়ে পড়ে গেছে। মাথায় ভীষণ লেগেছে। দোকান থেকে এসে দেখেছে মেঝেতেই পড়ে আছে...

১৭

হাসপাতাল, শ্মশান বা কবরস্থান, থানা, আদালত।

এই জায়গাগুলো আমি যমের মতো ভয় পাই। অথচ না চাইতেও যেতে হয়।

বাবা কাঁপছে, হাঁফাচ্ছে, অসহায়ের মতো বাবার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। নতুন মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখেছে, সিট নেই। নার্সিং হোমে রেখে এসেছে। অত টাকা কোত্থেকে পাবে? মার কাছে চলে এসেছে।

মা বলল, 'ঠিক আছে। চিন্তা করো না। আমি টাকার ব্যবস্থা করছি। তুমি সীমার কাছে যাও। নীপাকেও নিয়ে যাও। একা যেও না। পারবে না। নীপা, বাবাকে একা ছাড়বি না। তুই আমার এটিএম কার্ডটা রাখ। যা বিল আসে, দিয়ে দিস'।

বাবা সত্যিই কেমন করছে। টোটো ডেকে নার্সিং হোমে গিয়ে আবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। ছোটবেলায় যেভাবে বাবার হাত চেপে ধরতাম, সেভাবে হাত চেপে ধরে বললাম, 'বাবা, বাড়ি চলো'।

বাবা বলল, 'ভয় পাস না। আমি আছি তো। আমি গেলে কী করে হবে বল?'

বুঝলাম আমি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে বসলাম। দিদার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, নতুন মার ক্ষেত্রে সেটা হল না কেন? একেক জনের জন্য একেকরকম কেন হবে? সাবান জলে আছাড় খেয়ে পড়লে মাথার পেছনে লাগবে। আচমকা ওই জায়গায় লাগলে অনেকেই বাঁচে না। নতুন মা বেঁচে গেছে। কপাল ভালো। অবশ্য কপাল ভালো না হলে কি আর বাবাকে বিয়ে করে?

ভয়, হতাশা, বাবার জন্য দুঃখ সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি দেখছি বাবা কেমন দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে।

আরও রাগ হয়ে যাচ্ছে আমার।

কিছুক্ষণ পর বাবার মুখে হাসি ফিরল। আমার কাছে এসে বসে বলল, 'যাক। বাচ্চা আর মা দুজনেই সুস্থ আছে। ঠিক সময়ে নিয়ে আসা হয়েছিল'।

আমি স্বস্তির ভাব করলাম, 'যাক'।

বাবা বলল, 'তুই ও বাড়ি গেছিলি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। দুপুরে ছিলামও তো। আমি থাকলে কি আর এসব হত?'

বাবা বলল, 'কপাল। তোর মার কতগুলো টাকা চলে গেল। আমি যে কী করে এই টাকাগুলো ফেরত দেব, আমি নিজেই জানি না'।

আমি কিছু বললাম না আর। বাবা ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পর নতুন মার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

'ঠিক আছে সব?'

কোত্থেকে হিমু চলে এসেছে বুঝতে পারিনি। চমকালাম খানিকটা। যারা ফলো করে, তারা কি এভাবেই ফলো করে? নার্সিং হোমেও আসতে হবে? এরপর শ্বশুরের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানকে কি করবে? কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে?

আমি বললাম, 'তুমি এখানে কী করছ? মজা দেখতে এসেছ?'

হিমু বলল, 'তোমাদের বাড়ি গেছিলাম। তোমার মা বললেন, তুমি এখানে। আমি চলে এলাম। সব ঠিক আছে?'

আমি বললাম, 'কিচ্ছু ঠিক নেই। তুমি এখানে থাকলে সব কিছু আরও খারাপ হয়ে যাবে। তুমি যাও'।

হিমু বলল, 'চলে যাব। আমি তো তোমাকে সাপোর্ট দিতে এলাম'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। এ ছেলের পিছু ছাড়ানো ভীষণ কঠিন। যেখানেই যাব, ভোদাফোনের কুকুরের মতো আমার পেছন পেছন ঠিক চলে আসবে। ওর জানা উচিত ওকে আমি বিন্দুমাত্র পছন্দ করছি না, ভালোবাসার প্রশ্নই নেই, কেন বিয়ে করেছি তাও জানি না, তবু এঁটুলির মতো লেগে থাকবে।

আমি বললাম, 'তোমার মা জানেন তুমি এখানে এসেছ?'

হিমু কুঁকড়ে গেল, 'না। মাকে বলিনি। মাকে বলার দরকার নেই'।

বাবা এসে অসহায় গলায় বলল, 'মা নীপা, ওষুধের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা চাইছে। এটিএম-টা আছে না তোর কাছে?'

আমি ব্যাগ হাতড়াতে গেলাম, হিমু বলে উঠল, 'আমি দিয়ে দিচ্ছি। চলুন চলুন'।

বাবা যেন হাতে চাঁদ পেল। হিমুকে নিয়ে ওষুধের কাউন্টারের দিকে দৌড়ল।

অভাব মানুষকে কতটা নির্লজ্জ আর অসহায় করে দেয়, বাবাকে না দেখলে আমি জানতে পারতাম না।

১৮

চেনা লোকগুলো হঠাৎ করে অচেনা হয়ে গেলে যে কষ্ট হয়, তার তুল্য আর কিছু হয় না বোধ হয়। যে বাবা আমি পড়তে গেলে আধঘণ্টা আগে থেকে স্যারেদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত, সে লোক নতুন মাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেল যে নার্সিং হোম থেকে নতুন মা ছাড়া পাবার পর আমি যে ছিলাম সেটাই ভুলে গেল। রাতের বেলায় দিব্যি নতুন মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

আমার মনে হল এর থেকে বাবা মরে গেলে ভালো হত। বেঁচে থেকে তার অনাদরে থাকার থেকে সে লোক মরে গেলে ভালো।

হিমু নার্সিং হোমের বাইরে আমাকে দেখে বলল, 'আর কোনও চিন্তা নেই। চলো তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি'।

আমি বললাম, 'দরকার নেই। তুমি কেটে পড়। আমি চলে যাব'।

হিমু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না না। আমি যাব না। তুমি বুঝতে পারছ না, এ জায়গাটা ভালো না'।

আমি আমাদের বাড়ির রুটের বাস পেয়ে গেলাম। বাসে উঠে পড়লাম। পেছন পেছন হিমুও উঠল। বাস ফাঁকাই ছিল। সিটও পেলাম। হিমু আমার পাশে বসতে গিয়েও বসল না। আমি জানলার বাইরে তাকালাম। এবার চোখে জল চলে এল বাবার কথা ভেবে। বাবা যেন সব কিছুতে আমাকে হারিয়ে দিয়ে চলে গেল। আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারব না। লোকটা একটা ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আহ্লাদ করবে, আমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসবে ভাবলেই মাথায় আগুন জ্বলে যাচ্ছিল।

'বাদাম খাবে?'

হিমু দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হঠাৎ মনে হয়েছে আমার বাদাম খাওয়া দরকার। মনে পড়ল আমি অনেকক্ষণ না খেয়ে আছি। কিন্তু হিমুকে হ্যাঁ বললে ও প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করে দেবে। আমি মাথা নাড়লাম, 'না'।

হিমু বাদাম কিনে নিজেই খেতে শুরু করল।

একটা স্টপ পরেই আমার নামার কথা। উঠে দরজার কাছে গেলাম, হিমু

পেছন পেছন এল। আমি ফিরে বললাম, 'তুমি চলে যাও। আমি চলে যাচ্ছি'।

হিমু বলল, 'না না। কতক্ষণ আর লাগবে'।

আমি এবার ভীষণ রেগে গেলাম, 'ন্যাকামো হচ্ছে? আমি কি বাচ্চা নাকি? চলে যাব। যাও, ভেতরে গিয়ে বসো'।

হিমু থতমত খেয়ে একটা সিটে বসে পড়ল।

বাস থামার একটু আগেই আমার মনে পড়ল অশ্বত্থতলার পাশ দিয়ে যেতে আমার ভয় লাগবে। আমি ভূতের ভয় পাই না। কিন্তু ওখানে কেমন একটা ভয় লাগে। ভূতের ভয় ছাড়াও আমি আরেকটা জিনিসের খুব ভয় পাই। অন্ধকারে একটা ঘিনঘিনে হাত এসে আমার মুখ চেপে নিয়ে যাবে ভাবলেই বমি পায়। আমি ঘামতে শুরু করি। প্রবল কান্না পায়।

হিমু অন্য দিকে মুখ করে আছে। আমি ডাকলাম, 'চলো'।

হিমু লাফিয়ে চলে এল। বাস থামলে আমার সঙ্গে নেমে বলল, 'রেগে গেলে কেন হঠাৎ করে?'

আমি বললাম, 'ও কিছু না। চলো'।

হিমু বাদাম খেতে খেতে হাঁটছে। আমি ওর থেকে দুটো বাদাম নিলাম। হিমু পিটপিট করে আমায় দেখছে। বুঝতে পারছে না আমার হঠাৎ কী হল।

অশ্বত্থতলা পেরোনোর পর বললাম, 'এবার তুমি যেতে পারো। আর চিন্তা নেই'।

হিমু বলল, 'আমি আজ তোমাদের বাড়ি থেকে যাই। রাত হয়ে গেছে। আবার বাড়ি যাব?'

আমি বললাম, 'তোমার মাকে সামলানো যাবে না তাহলে। ওই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। যাও'।

হিমু বলল, 'তুমি তো আমার বউ। মাকে সামলানোর তো কিছু নেই'।

আমি বললাম, 'আমি কারো বউ না'।

হিমু মাথা চুলকে বলল, 'তাহলে আমি তোমার বউ। তুমি আমার বর'।

আমি হেসে ফেললাম এবার, 'তোমার মাথাটা গেছে'।

হিমু গেল না। পেছন পেছন আমার বাড়ি অবধি এল। আমি ঘরে ঢুকলে তারপর ফেরার পথ ধরল। মা ড্রইং রুমেই বসে ছিল। আমাকে দেখে বলল, 'ঠিক আছে সব?'

আমি আর বললাম না, বাবা আমাকে ফেলে রেখেই চলে গেছিল। শুধু বললাম, 'হ্যাঁ। ঠিক আছে। তুমি খেয়েছ?'

মা বলল, 'না। চল একসঙ্গে বসি'।

মা উঠতেই আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদতে শুরু করলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটাও কথা বলল না...

১৯

'কী রে, কেমন লাগে? তোর বাবা তোরে লাথি মাইরা ওই মাইয়ারে নিয়ে চইল্যা গেল। ভাল্লাগসে?' খিলখিল করে হেসে যাচ্ছে দিদা। আমি পাত্তা দিচ্ছি না। ঘরের মধ্যে আনন্দে নেচে যাচ্ছে।

আমি দেখেছি, কাউকে একটু পাত্তা দিলেই সে এমনভাবে মাথায় উঠে নাচতে শুরু করে যে তারপরে আর সামাল দেওয়া যায় না। আমার উচিত হয়নি হিমুকে ডাকা। এর ফলে ও নিশ্চয়ই ভেবে নেবে আমি চাইছিলাম ও আমার সঙ্গে আসুক। খুব ভুল হয়েছে। যে ছেলের মা আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করেছে, তার ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত না।

ঘুমিয়ে পড়লাম কখন যেন। ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। আগে ভোরে ঘুম ভাঙলে হাঁটতে বেরোতাম। একদিন বেরিয়ে দেখলাম একটা লোক আমায় দেখে প্যান্টের চেন নামিয়ে দিল। তারপর থেকে আমি আর বেরোই না। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে।

এই লোকগুলো আমাদের চারপাশেই থাকে। সুন্দর সংসার করে। রবিবারে মাংসের দোকানে লাইন দেয়। ছুটির চারমাস আগে ট্রেনের টিকিট কাটে। বউ বাচ্চা নিয়ে হই হই করে পুরীতে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে। মন্দিরে পুজো দেয়। পাড়ায় ভদ্রলোকের মতো দুর্গাপুজোর সময় প্যান্ডেলে গিয়ে বসে। অঞ্জলি দেয়। মেয়ের বিয়েতে সম্প্রদান করে।

আবার এই লোকগুলোই আলাদা হলে পুরুষাঙ্গ উঁচিয়ে বাসে বসা মেয়েদের ধাক্কা মারে। দাঁড়িয়ে থাকলে পেছন দিয়ে ঠেলবে। এত উচ্চশ্রেণীর খানকিগুলো এত ভদ্রভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় যে কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মেয়েরা বোঝে। শুরুর দিকে উত্তেজিত হয়। চিৎকার করে। পরের দিকে কিছু বলে না। ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। কর, কত করবি কর।

এসব লোকের জন্য বেরোনো হয় না। চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে রইলাম। খানিকক্ষণ বসে থেকে মনে হল আজ বরং আমি রান্না করি। মা'র কাজ খানিকটা হলেও কমবে। রান্নাঘরে গিয়ে ভাত বসিয়ে দিলাম। মা ভাত আগে করে। আমিও তাই করলাম। ভাতের ফ্যান গালাটা একটু কঠিন হতে পারে। সেটা দেখতে হবে। হাড়ি ওল্টাতে গিয়ে একবার সিংকের মধ্যে সব ভাত ফেলে দিয়েছিলাম।

আমার কিছু একটা আছে। হাত দুর্বল হয়ে যায় হঠাৎ করে। হাতে কিছু

একটা ধরে আছি হয়তো। ফেলে দিলাম কখন যেন নিজের অজান্তেই।

ফ্রিজের মধ্যে কাতলা মাছ আছে। মাছ বের করে জলে দিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে আর রান্না করতে ইচ্ছে হল না। হাত ধুয়ে আবার সামনের ঘরে গিয়ে বসলাম। শুধু খেয়াল রাখতে হবে ভাতটা কখন হয়েছে। মাকে ফুল সারপ্রাইজ দেওয়া গেল না। শুধু ভাত সারপ্রাইজ দেওয়া হবে।

তাই হোক।

হিমুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তায় ঘুরঘুর করছে। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেকে সহজে ঘাড় থেকে নামানো যাবে না। দরজা খুলে বাইরে এসে হাত নেড়ে ডাকলাম। হিমু এসে বলল, 'মর্নিং ওয়াক করছি বুঝলে নীপা। ওয়াকিং ইজ গুড ফর হেলথ। আমি ফিট হতে চাই। ফিট হওয়াটা খুব দরকারি'।

আমি বললাম, 'এ পাড়াতেই হাঁটতে আসতে হল?'

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। তোমাদের পাড়ায় অক্সিজেন বেশি। তুমি আছ তো। তোমার কাছাকাছি এলে আমার ফুসফুস বেশি অক্সিজেন নিতে পারে। দেখো, আমি পালস অক্সিমিটার নিয়ে ঘুরছি। এই দেখো আমি তোমার থেকে দূরে গিয়ে আমার শরীরের অক্সিজেন মাপছি'।

এ কী? সত্যি সত্যিই পালস অক্সিমিটার নিয়ে কে ঘোরে?

হিমু আমার থেকে চার পা পিছিয়ে তর্জনীটা পালস অক্সিমিটারে দিয়ে বলল, 'এই দেখো, ৯৬'। এবার আমার কাছে এসে বলল, 'এই দেখো। ৯৯ হয়ে গেছে। তোমার মধ্যে জাদু আছে। বউ বলেই তুমি এখন গাছ হয়ে গেছ। অক্সিজেন দিচ্ছ বেশি বেশি'।

ছেলেটা একবারেই আউট অফ অর্ডার হয়ে গেছে। আমি বললাম, 'এসো। চা খাও'।

হিমু সাগ্রহে ঘরের ভেতর এল। চা করলাম, খেলো। ভাত হয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম। হিমুকে বললাম, 'এসো। ভাতের হাড়িটা উলটে দাও'।

হিমু আরও উৎসাহ নিয়ে হাড়িটা ওল্টাতে গিয়ে আমার মতো সিংকে সব ভাত ফেলে দিল।

২০

'নীপা। এই নীপা'।

জানলায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। আর কেউ ডাকছে। মেয়েদের গলা।

গলাটা চেনা লাগছে। গলাটা নিশির।

নিশির ভালো নাম নিশি না। ওর খুব কঠিন একটা ভালো নাম আছে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

প্রজ্ঞাপারমিতা। কিন্তু ওর ডাক নামটা আমার মার দেওয়া। নিশি। ছোটবেলায় আমি পড়তে বসলেই ও ডাকতে আসত। আর আমি দৌড়ে চলে যেতাম। মা বলতো, 'ওই দেখ, সকাল সকাল নিশি ডাকতে শুরু করে দিয়েছে'।

এইভাবেই একসঙ্গে বড় হচ্ছিলাম। ক্লাস নাইনে নিশিকে আরেক নিশি ডাকতে শুরু করেছিল।

চিরদিনই তুমি যে আমার সিনেমা আছে। সিনেমা দেখতে ভারি ভালো লাগে। বাইক মিস্ত্রি স্কুলের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। নিশিকে এক বাইক মিস্ত্রি নিশি ডাকতে শুরু করল।

নিশি বাড়িতে পড়াশুনা করতে করতে এক শীতের রাতে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। পাওয়া যাচ্ছে না। একটা চিঠি লিখে গেছে,

'মা

আমি মকবুলকে ভালোবাসি। আমরা বিয়ে করব।
ক্ষমা করে দিও।

তোমাদের পোজ্ঞা'।

ব্যস। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। মকবুল এলাকার ছেলেই না। বিহারের ছেলে। ওর মালিক জানেই না ছেলেটা কোত্থেকে এসেছিল। সে নিশিকে নিয়ে পালিয়েছে।

আমার মাকে কে যেন বলেছিল মেয়েকে সাবধানে রেখো। মা পাত্তাই দেয়নি। বলেছিল, যত বেশি বেঁধে রাখবে, তত আগে পাখি খাঁচা ছেড়ে পালাবে।

বাবার ক্ষেত্রেও মা একই পলিসি নিয়েছিল। কোনদিন বাঁধতে যায়নি। গেছে, গেছে। ঠিক আছে। কোনও ব্যাপার না।

নিশির এতদিন কেউ খোঁজ পায়নি। কেউ বলেছে আরবে পাচার হয়ে গেছে। কেউ বলেছে সোনাগাছিতে নাকি দেখা গেছে।

তাকে যখন জিগ্যেস করা হয়েছে, তুই ওকে সোনাগাছিতে দেখলি কী করে? তার মানে তুইও গেছিলি নিশ্চয়ই। তখন সে আমতা আমতা করে বলেছে, সে ওই রাস্তার সামনে দিয়ে আসছিল। দেখেছে নিশি শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে আবার চেপে ধরা হল, তার মানে তুই ওই রাস্তায় যারা দাঁড়ায় তাদের দেখিস? সে বলেছে তাহলে ভুলই দেখেছে সে। নিশি রাস্তায় দাঁড়াতেই পারে না।

জীবনে একটাই ভালো বন্ধু ছিল। সেও পালিয়ে গেছিল। কপালটাই এমন। এখন সে জানলা ধাক্কাচ্ছে।

দৌড়ে উঠে জানলা খুললাম।

সত্যিই নিশি। একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বড় বড় লাগছে।

আমাকে দেখেই বলল, 'আয় আয়। বাইরে আয়'।

আমি দৌড়ে বাইরে গিয়ে বললাম, 'তুই কোত্থেকে? কোথায় ছিলি তুই?'

নিশি বলল, 'ছাপরা পালিয়েছিলাম। মকবুল নিয়ে গেছে। সে যে কী কেঁদেছি আর ব্যাটাকে কিল মেরেছি তুই জানিস না'।

আমি বললাম, 'তারপর?'

নিশি বলল, 'তারপর অভ্যাস হয়ে গেল। বাচ্চা হল'।

আমি চোখ বড় বড় করলাম, 'তোর বাচ্চা? কোথায়?'

নিশি হাই তুলল, 'বাড়িতে রেখে এসেছি। বাবা বাড়িতে নেই। মা বাচ্চা কোলে নিয়েছে। মা সাইজ হয়ে যাবে। বাবা হবে না। কোন বাড়ি বিয়ে করেছি ভাই! আমার পুরো খবর আছে। বাংলা পক্ষ ধরবে বিহারি বলে, আরেকপক্ষ ধরবে...হি হি'।

আমি বললাম, 'সে তো বুঝলাম খবর আছে, কিন্তু তুই এলি কেন?'

নিশি বলল, 'এমনিই। যেভাবে পালিয়েছিলাম। একদিন সকালে মনে হল পালিয়ে বিয়ে করি। করলাম। কাল মনে হল অনেক সংসার করেছি। এবার ফিরে যাই। চলে এসছি বাচ্চা নিয়ে। মকবুলের কী আছে? বিয়ে করে নেবে আরেকটা'।

আমি বললাম, 'এত সোজা? তোকে এ বাড়িতে মানবে কেন?'

নিশি বলল, 'ও ঠিক মেনে নেবে। কেঁদে টেঁদে সাইজ করে নেবো। কিন্তু ভাই, ওদের লোকজন খুব ডেঞ্জারাস! আমি অবশ্য দূর থেকে তিন তালাক মেরে দিয়েছি'।

আমি বুঝলাম, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা। আমি পাগল, হিমু পাগল, নিশি পাগল, যেদিকে চোখ দেব সবাই পাগল।

অবশ্য সুস্থ হয়েই বা লাভ কী? সুস্থ মানুষজন ভোট দিয়ে যাদের জেতায়, তারা কি আদৌ সুস্থভাবে দেশ চালায়? এসব নিয়ে ফালতু ভাবনা করার কোনও মানেই নেই।

আমি বললাম, 'চল তোর বাচ্চাকে দেখে আসি'।

নিশি খুশি হল, 'চল চল'।

নিশিদের বাড়ি রওনা হয়েই মনে হল আমার বাবার বাচ্চা নিশির বাচ্চার থেকেও ছোট হবে।

উফ!

২১

পৃথিবী আজব জায়গা। এখানে এক একটা লোক কী থেকে কী হয়ে যায়, কেউ জানে না। আমাদের কলেজে একটা মেয়ে ছিল দেবী নামে। দেবী সব সময়

বলত, ও কিছুতেই মদ সহ্য করতে পারে না। পারলে পৃথিবীর সব মদ ও বুলডোজারের তলায় ফেলে দিত।

এখন দেবী পিওর মাতাল। মদ না খেলে নাকি ঘুমাতেই পারে না। মদটাই ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। নেশা জিনিসটাই এমন। একটা সময় অবধি সবাই ভাবে এটায় কিছুই হবে না। সবটাই আমার নিয়ন্ত্রণে আছে। কখন যেন নেশা তাকে গ্রাস করে ফেলে, সে নিজেও জানে না। একটা সময় সন্ধে হলেই মনে হতে শুরু করবে, ইস, একটু খেলে মন্দ হত না। কেউ বা রাতে ঘুমানোর জন্য একটু করে খায়। সবারই ওই 'একটু টেস্ট করে দেখি' দিয়েই শুরু হয়েছিল।

নিশি কী ছিল ভাবতে গেলেই মনে পড়ে ছোটখাটো চেহারার মেয়ে, সারাক্ষণ লাফিয়ে যাচ্ছে, এর ওর বাড়িতে আম, জাম, কুল যা পাচ্ছে পেড়ে নিয়ে আসছে, সে এখন একটা ছেলে কোলে নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চেহারায় একটা বয়স্ক বয়স্ক ভাব এসেছে।

সময় পালটায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পালটায় আর সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে পালটায়, সেটা ভাবতেই অবাক হতে হয়। নিশির মা কাঁদো কাঁদো মুখে আমাকে বললেন, 'আমি শুধু ভাবছি, ওর বাবা এলে কী হবে? ভাবলেই আমার জ্বর চলে আসছে। কী বলব? মেয়ে কপাল পুড়িয়ে এসেছে? সেই চিরাচরিত থ্রেট যেটা মায়েরা দারুণ দেয়। 'দাঁড়া তুই, তোর হচ্ছে। বাবা ফিরুক আগে'।

নিশি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'চুপ করো তো মা। তোমার সারাক্ষণ জ্বরই আসে। এসব নিয়ে ভেবো না'।

আমি বললাম, 'চিন্তার কিছু নেই কাকিমা। আমাকেও শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কেউ একা না, সবাই স্পেশাল কেস। সবাই রাডারের মধ্যে আছি'।

কাকিমা কী বুঝলেন জানি না, চুপ করে গেলেন। নিশি বলল, 'তোমরা ভালো করে খুঁজেছিলে আমায়?'

কাকিমা বললেন, 'খুঁজিনি আবার? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তোকে কোথাও পাইনি'।

নিশি বলল, 'ধুস। খোঁজোইনি। ঠিক করে খোঁজার কোনও ইচ্ছে ছিল না তোমাদের। ঠিক করে খুঁজলে ভগবান পাওয়া যায়, আমি তো কোন ছাড়। তোমরা ভাবলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না, বেঁচে গেলাম'।

কাকিমা কেঁদে ফেললেন, 'নিমক হারাম। তোর লজ্জা লাগে না এসব বলতে? তাও যদি একা থাকতিস, বুঝতাম। একটা বাচ্চা পয়দা করে ফেলেছিস আবার। তোর এই বিহারি বাচ্চাকে কে দেখবে?'

আমি বললাম, 'বিহারি বাচ্চার আরেক সমস্যা আছে কাকিমা। ওরা এখন

থেকেই পানমশলা খায় আর পিক ফেলে চারদিক রং করে দেয়। হ্যাঁ রে নিশি, তোর বাচ্চা এখন থেকেই পান মশলা খাচ্ছে নাকি?'

নিশি খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। আমার ভারি মজা লাগছিল। কাকিমা হাসলেন না। রেগে গেলেন।

নিশি ভালো সময়ে এসেছে। ও না এলে আমার খুব সমস্যা হত।

নিশির বাবা এলেন হঠাৎ করেই। নিশিকে দেখে কিছু না বলে স্নানে চলে গেলেন। নিশির মা অবাক হয়ে বললেন, 'একী! রাগল না?'

নিশি বলল, 'রাগলে রাগবে। আমার কিছু করার নেই'।

কাকিমা রেগে গেলেন, 'করার নেই মানে? তোর জন্য কি বিশ্বযুদ্ধ হবে নাকি?'

নিশি বলল, 'আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই মা। লাথিঝ্যাটা খেয়ে এখানেই পড়ে থাকতে হবে'।

নিশির বাবা ফ্রেশ হয়ে এসে নিশির বাচ্চাকে দেখলেন, নিশিকে দেখলেন। শান্ত মুখে চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'তারপর? বিপ্লব শেষ?'

নিশির মা নিশিকে ইশারা করলেন বাবাকে প্রণাম করতে। নিশি প্রণাম করতে যেতেই নিশির বাবা পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুই আমার মেয়ে না। আমার মেয়ে মরে গেছে'।

নিশি বলল, 'আমি ও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি'।

নিশির বাবা বললেন, 'উদ্ধার করেছ। তোমার বিয়ের জন্য যে গয়না রাখা ছিল, সব গয়না আমি মন্দিরে দিয়ে দিয়েছি'।

নিশি চোখ ছলছল করে বলল, 'আমি শুধু তোমার জন্য চলে এসেছি বাবা। তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল'।

নিশির বাবা কেঁদে ফেললেন। নিশি সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে চোখ মারল।

এর অর্থ হল, 'বাবা ফিট হয়ে গেছে, আর চাপ নেই'।

কী কপাল। এই হয়। নিশির বাবা আছেন, আমার থেকেও নেই!

২২

মা বলে, খারাপ সময় এলে আর পিছু ছাড়ে না। ধরে রেখে দেয়। আটকে রেখে দেয়।

আমার খারাপ সময় যাচ্ছে নাকি জানি না। হিসেবমতো যে দিন বাবা

চলে গেছিল, সেদিন থেকেই আমার খারাপ সময় শুরু হয়ে গেছে। তার পর থেকে আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি, নিজেই বুঝতে পারি না।

নিশি ছিল পিকনিক মাস্টার। ও চলে যাবার পর থেকে আমাদের পাড়ায় পিকনিক করা বন্ধ হয়ে গেছিল।

নিশি এসেই ধুয়ো তুলল, পিকনিক করবে। ডিম ভাত। আর কিছু না। বাড়ির পেছনে উনুন কেটে হাড়িতে ভাত বসিয়ে দিল। শীতের রাত। বেশ উৎসব উৎসব পরিবেশ। আমার কেন জানি না চোখে জল চলে আসছে। আমি মাঝে মাঝেই চোখের জল মুছে ফেলছি।

হিমু এসে গেছে। আগুনের সামনে নিশির বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। নিশি বলল, 'তোর বর তো ভালো বাচ্চা সামলাতে পারে!'

আমি বললাম, 'বিয়ে ভেঙে গেছে। বর বলছিস কেন?'

নিশি বলল, 'আমারও ভেঙেছে। কিন্তু মকবুলের জন্য হেবি দুঃখ হচ্ছে রে। মকবুল পাগলা ছিল, কিন্তু ভালোবাসত। মাঝে মাঝে রান্না করে খাওয়াত। এই যে রান্না করছি না, মকবুল হলে করতেই দিত না'।

আমি বললাম, 'আমি করতে দেব ভাই। ওই হাড়ি তুই আমাকে বা হিমুকে নামাতে বলিস না। সকালেই কেলো করে দিয়েছি'।

নিশি বলল, 'আচ্ছা আমায় একটা কথা বল, কাকা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, কাকিমা কিছু বলল না?'

আমি বললাম, 'না। তোর কাকিমা এখন ওদের সংসার চালায়'।

নিশি বলল, 'পাগল আউরাত'।

আমি বললাম, 'বিহারে থেকে থেকে এসব ভাষা শিখেছিস নাকি? আউরাত আবার কী?'

নিশি বলল, 'আমাকে এটাই বলত মকবুল'।

আমি বললাম, 'বললে বলত। তুই বলিস না। তোর মুখে কেমন লাগে। তোকে অচেনা মনে হয়'।

নিশি হাসি মুখে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আমি মনে হয় এখানে বেশিদিন থাকব না। আমার ওই বিহারে যেতেই ইচ্ছে করছে'।

আমি বললাম, 'জানি। তোকে আমি আজ থেকে চিনি?'

নিশি মনের সুখে ডিমের ঝোলে ঝাল দিয়ে দিল।

বাইরেই খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শালপাতা পেতে খেতে বসে পড়লাম। ধোঁয়া ওঠা ভাত। ঝালস্য ঝাল ডিমের ঝোল।

হিমু খেতে গিয়ে উস আস করতে লাগল।

আমি বললাম, 'মিষ্টি খাবে?'

হিমু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না না। এটাই খাব। কী আর হবে?'

আমি ধমক দিলাম, 'না। দাঁড়াও আমি মিষ্টি নিয়ে আসি'।

ফ্রিজে রসগোল্লা ছিল। নিয়ে এলাম দুটো। হিমু ঝাল ডিমের ঝোল আর রসগোল্লা মিশিয়ে ভাত খেতে খেতে বলল, 'হেব্বি খেতে লাগছে তো। এখন থেকে এভাবে খাব'।

আমি আর নিশি হেসে গড়িয়ে পড়লাম। নিশি বলল, 'তা জামাইবাবু, তুমি কি আমার বন্ধুকে খুব ভালোবাসো?'

হিমু বলল, 'খুব ভালোবাসি'।

আমি বললাম, 'আমি বাসি না। এসব কথা বলিস না নিশি'।

নিশি বলল, 'কেন বলব না? আমি তো বলবই। আমার অধিকার আছে'।

আমি বললাম, 'ওর মার সামনে অধিকার ফলাস'।

নিশি বলল, 'তুই ঘাবড়ে গিয়ে চলে এলি কেন? ফাইট দিতিস'।

আমি বললাম, 'আমি আসিনি। কতবার বলব? আমাকেই ভাগিয়েছে'।

নিশি বলল, 'ঢুকে যা। সংসার শুরু করে দে। ওতে কী হয়?'

আমি বললাম, 'আমি এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না'।

নিশি বলল, 'কেন? কী আছে তোদের বাড়িতে?'

আমি বললাম, 'আমি আছি। ছোট থেকে এখন অবধি। পুরোটা। আর কী চাই?'

নিশি কেঁদে ফেলল, 'ঠিক তো। আমাদের বাড়িতে তো আমরাই থাকি। তাও এ বাড়ি নাকি আমার না, কোনও বাড়িই আমার না'।

আমি বললাম, 'না। আমার বাড়ি আমারই'।

নাট্যস্থলে হিমুর মাকে নিয়ে মামা এসে হাজির হলেন। হিমুর মা হিমুকে রসগোল্লা দিয়ে ডিম খেতে দেখে কপাল চাপড়ে বললেন, 'এ মেয়ে কামরূপ কামাখ্যা থেকে জল পড়া নিয়ে এসে আমার ছেলেকে বশ করেছে গো!'

আমি জলের বোতল এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নিন। আপনিও খেয়ে নিন। তাহলেই আমার দলে চলে আসবেন'।

হিমুর মা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'শাঁকচুন্নি কোথাকার!'

হিমু বলল, 'মা আমায় খেতে দাও'।

হিমুর মা চোখ বড় বড় করলেন, 'না। তুই আমার সঙ্গেই যাবি। চল'।

আমি বললাম, 'যাবে না। এই হিমু, তুমি খাও। নিশ্চিন্তে খাও। নিশি, হিমুর মাকে ডিম টেস্ট করতে দে'।

হিমুর মা তিড়িং বিড়িং লাফ দিয়ে উঠলেন, 'আমি এই মন্ত্রপড়া খাবার খাব না'।

আমি নিশিকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখেছেন? সাক্ষাৎ ডাকিনী। আর একটা হাকিনী আছে। আয়না নিয়ে আসব। দেখবেন?'

হিমুর মা আবার অধিক শোকে পাথর হয়ে গেলেন।

২৩

হিমুর মা আমার মার মুখোমুখি।

যেন অনুপম রায়ের গান।

'তোমার নৌকোর মুখোমুখি আমার সৈন্যদল...'।

হিমুর মা বললেন, 'আমি পুলিশে যাব। একটা পাগল মেয়েকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন আপনি!'

মা কিছু বলল না।

হিমুর মা রীতিমতো ফুঁসছিলেন, 'আমার ডিভোর্স চাই। রেজিস্ট্রি নাকি প্রসেসিং হচ্ছে। বিয়ের ছবি দেখিয়ে নাকি আপনারা বিয়ে প্রমাণ করবেন। আমি ওসব জানি না। আমার ডিভোর্স চাই'।

মা এবার মুখ খুলল, 'আমি যতদূর জানি, বিয়েটা আমার মেয়ের সঙ্গে হিমাংশুর হয়েছিল। এ বাড়িতে আপনাকে বিয়ে করতে কেউ দেখেনি। আর হিমাংশুকে এ বাড়িতে কেউ জোর করে আনেনি। ও স্বেচ্ছায় আসে। আপনারা বরং ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারেন'।

আমি কেরলের কোনও একটা মন্দিরের ভিডিও দেখেছি। সেখানকার পাবলিকদের নাকি ভূতে ধরে, তারা কাঁপতে কাঁপতে এসে কারেন্ট খাওয়া লোকের মতো মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

হিমুর মা একদম সেভাবে মাথা ছাদের দিকে করে কাঁপতে শুরু করলেন। বললেন, 'ও বাবা গো, আমার ছেলের উপর থেকে ডাইনির নজর সরাও গো, কী ভুল যে করেছি, কেন আমি এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলাম গো...'।

হিমুর ঠরকি মামা ভুঁড়ি চুলকাচ্ছেন। দিদির অবস্থা দেখে হাই তুললেন।

হিমুর এখনও ঝাল লাগছে। উস আস করে যাচ্ছে। হিমুর মা কিছুক্ষণ কেঁপে টেঁপে শান্ত হলেন। 'শুনুন, আমি বলছি, ব্যাপারটা মেটান, এই মেয়েকে আমি ঘরে তুলব না'।

মা বলল, 'আমার মেয়েই আপনাদের ঘরে যাবে না। আপনি অকারণ সিন ক্রিয়েট করছেন। মেটানোর কিছু নেই। আপনারা বরং আসুন'।

হিমুর মা বললেন, 'হিমুকে কী গুণ করেছে আপনার মেয়েকে জিগ্যেস

করুন। পানি পড়া খাইয়ে দিয়েছে। বা কোনও জিন দিয়ে বশ করেছে। আমার ছেলেকে বশীকরণ করে দিয়েছে'।

মা বলল, 'আপনার কি মাথা খারাপ? এই সময়ে দাঁড়িয়ে এসব বিশ্বাস করেন? লজ্জা লাগে আপনাদের বাড়িতে আমার মেয়ে একদিন ছিল। আমি আমার মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইছি'।

হিমুর মা চুপ করে গেলেন। চোখ বড় বড় করে চারদিকে ঘুরিয়ে শান্ত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা মেটান'।

মা বলল, 'মেটাতেই চাইছি। আমাদের গয়না ফেরত দিন।'

হিমুর মা বললেন, 'গয়না দেওয়া যাবে না। ওটা এখন আমাদের সম্পত্তি। লক্ষ্মী একবার এসেছে। তাকে আমি যেতে দেব না। গয়না দিলেই আমার বাড়ি থেকে লক্ষ্মী চলে যাবে। আপনারা খাট আর আলমারি ফেরত নিয়ে নিন'।

মা বলল, 'হ্যাঁ সেগুলো তো নেবোই। কিন্তু আগে গয়না'।

হিমুর মা হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেলেন। দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হঠাৎ 'উঁ উ উ' করতে শুরু করে দিলেন। কয়েক মিনিট পর সামলে নিয়ে বললেন, 'গয়না দেওয়া যাবে না। ভালো করে শুনে নিন'।

হিমুর মামা বললেন, 'দেখলেন তো। আপনাকে আমি বলেছিলাম। মূল্য ধরে দেব। ওটা নিয়ে নিলেই পারতেন'।

মা বলল, 'আমি জানি কীভাবে টাকা উদ্ধার করতে হয়। ভাববেন না একদম। আমার রক্তজল করা টাকায় কেনা। কোনও আজেবাজে লোকের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা বৃথা। কিছু লোক আছে, তাদের কাজই হল যে লোকের সম্পত্তি ঝাড়তে হবে। নিজেরা কিছু করবে না'।

হিমুর মা চোখ পিটপিট করে আমার মাকে বলল, 'আপনি কি আমাকে আজে বাজে লোক বললেন?'

মা বলল, 'হতে পারে। বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে হবে। দেখা গেল আপনার সঙ্গে কোনও আজেবাজে লোকের সব বৈশিষ্ট্য মিলে গেছে, তাহলে আপনিও আজেবাজে লোকই হবেন। কোনও কোনও লোক থাকে, তাদের বয়স বাড়ে না। নিজেকে বাচ্চা ভেবে যায়। ভাবে সারা পৃথিবীর দায় পড়েছে তারা যেটা করছে সেটাকে ঠিক বলতে হবে। আপনার মধ্যে এসব তো আছে। দেখতে পাচ্ছি'।

হিমুর মা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন, 'ওগো, আমার কী হবে গো, ওরে হিমু তুই এরকম কেন? দেখ কী শুরু করেছে এরা?'

হিমু কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোটের আগের নেতাদের মতো লাগছে ওকে।

মা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, 'একটু বাইরে আয়'।

আমি ঘরের বাইরে যেতেই মা ভেতরের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'থাক এরা বসে। গয়না পেলে তবেই ছাড়া পাবে'।

আমি মজা পেলাম। এবার ওদের ঘরে দিদা ঢুকলেই ষোল কলা পূর্ণ!

২৪

জীবনে কিডন্যাপিং এর অভিজ্ঞতা ছিল না। সেটাও হয়ে গেল। হিমুর মা কেমন একটা ডাকিনী যোগিনীর মতো চিৎকার শুরু করে দিলেন ঘরের ভেতর থেকে।

ভালো করে শুনলে মনে হবে বলছেন, 'আমি মঞ্জুলিকা, দুর্গাষ্টমীতে আমি তোর রক্ত খাব'।

হিমুর মামা মৃদুগলায় ডাকছেন, 'বউদি, শুনছেন, দরজা খুলুন না, কত গয়না লাগবে? আমি সব গয়না এনে দিচ্ছি'।

মা বলল, 'আগে আনানোর ব্যবস্থা করুন, তারপর দেখছি'।

হিমুর মা বললেন, 'আমি মরে যাব, কিন্তু গয়না দেব না'।

এই মহিলাগুলো এরকম হয় কেন? তোর নিজের গয়না না। ছেলের বিয়েতে গয়না কিনে দিয়েছে মেয়ের বাড়ির লোক। সেই গয়নাগুলোকে কী হিসেবে তুই নিজের বাপের সম্পত্তি ভেবে বসে আছিস? আজব ব্যাপার তো! আমারও মাথা গরম হল। আমি দিদাকে ডেকে বললাম, 'যাও না, ওদের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকো না!'

দিদা নাক কুঁচকাল, 'আমি কেন যাব? তোদের সমস্যা তোরা বুঝে নে'।

মানে বুড়ি শুধু আমায় জ্বালাবে। আমার বোঝা উচিত ছিল বুড়িটা এরকমই।

আরও কীসব কথা খুনখুন করে বলার চেষ্টা করল বুড়ি। আমি পাত্তা দিলাম না। পাড়ার নেতারা ঘুর ঘুর করছে। খবর পেয়েছে বোধহয় এ বাড়িতে একটা বাওয়াল হয়েছে। কিন্তু ভোট বড় বালাই। নিজের পাড়ার লোককে কে খ্যাপাবে? তারা খবরের কাগজের ভাষায় মন দিয়ে 'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ' করছে।

হিমুর মামা হিমুর মাকে বোঝাচ্ছেন, 'গয়না নিয়ে কী করবি দিদি? গয়নাগুলো দিয়ে দে। হিমু তো মেয়েটাকে ভালোবাসে। তুই জেদ ধরে থাকলে সমস্যা বাড়বে'।

হিমুর মার গলা ভেঙে গেছিল চিৎকার করে। মঞ্জুলিকার গলায় ফ্যাসফ্যাস করে বললেন, 'আমি ওই মেয়েকেও ঘরে ঢোকাব না, আর ওই গয়নাগুলিও ফেরত দেব না। যা পারবে করে নিক। এখানে আটকে রাখলে রাখুক'।

আমার মা শান্ত মুখে বসে ওদের কথা শুনছে। আমি বললাম, 'যদি থানা পুলিশ করে?'

মা বলল, 'করুক। তারপর মজা দেখাব। আমি সব সময় চুপ করে সব

কিছু দেখব না নীপা, মানুষের থেকেও আমার পরিশ্রমের দাম বেশি। গয়নাগুলো আমার রক্ত জল করা টাকায় কেনা। ওগুলো ফেরত না দিলে ওদের কপালে দুঃখ আছে'।

আমি বললাম, 'তা তো ঠিকই। আমিও তোমার সঙ্গে একমত'।

মা বলল, 'তুই কি আবার ও বাড়ি যাবার প্ল্যান করছিস?'

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না। একেবারেই না। ও বাড়িতে গিয়ে আমি কী করব?'

মা বলল, 'ছেলেটা সারাক্ষণ তোর পেছন পেছন ঘুরছে। তোর মন গলে যেতেই পারে। তোদের বয়সে সেটা স্বাভাবিক। তুই চাইলে ওদের আমি ছেড়ে দেব। কী বলিস?'

আমি বললাম, 'আমি কিছু চাই না। তুমি যা ভালো বোঝো করো'।

মা বলল, 'তাহলে চুপ করে বসে থাক। ওরা ওদের মতো চলুক'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

নিশি জানলায় টোকা মারল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিশি বলল, 'মজা হচ্ছে কিন্তু। তোদের বাড়ি নিয়ে পাড়ার জুয়া পার্টি বাজি ধরেছে'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। আমাদের পাড়ায় কয়েকটা ছেলে মারাত্মক জুয়াড়ি। সব ব্যাপারে জুয়া খেলে। হিমুদের নিয়েও জুয়া খেলবে মাথায় আসেনি। আমি জিগ্যেস করলাম, 'কী নিয়ে জুয়া চলছে?'

নিশি বলল, 'গয়না ফেরত আসবে কি আসবে না? না আসার দিকে ভোট বেশি আছে এখনও। উল্টো দিকে খেললে বেশি টাকা। আমি বাজি ধরেছি আসবে। ভাই, আমি জিতব তো?'

খবরের কাগজে পড়েছি জুয়াড়িরা প্লেয়ারদের থেকেই খেলার খবর নিয়ে জেতার খবর খোঁজে। এর মানে হল আমি এখন প্লেয়ার। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না ভাই। খেললে ঠিক করে খেল। চিটিং করিস না। তখন বাকিরা তোকে চুর বলবে। চুর চুর চুর, নিশি চুর! ভাল্লাগবে শুনতে?'

নিশি আমার কথা শুনে মুষড়ে পড়ল।

বাড়ির পাঁচিলে উৎসাহী মানুষের মাথা গিজগিজ করছে।

আজকাল মানুষের খবর কেউ নেয় না। সব বাজি ধরে।

কী সময় এসে গেল মাইরি!

২৫

আমাদের এ বাড়িটা তো আমার বাবার বাড়ি। মার বাড়ি না। বাবার বাবা মা থাকত। সে বাড়িতে এখন আমি আর মা থাকি। বাবার বাবা মা বেঁচে থাকলে

কী করতেন তারা? আমি মাঝে-মাঝেই সেসব ভাবি। অবশ্য ও কথা ভাবার আগে আমাকে অন্য বিষয় নিয়ে বেশি করে ভাবতে হবে।

জুয়া বিষয়ক। পাবলিকের মধ্যে ফিসফাস চলছিল, ও বাড়ি থেকে গয়না ফিরবে নাকি তা নিয়ে। এলাকার ডাকাতরাও নাকি ডন বৈঠক শুরু করে দিয়েছিল। দুটো মাত্র মহিলা থাকে যে বাড়িতে, সে বাড়িতে অত গয়না এলে সে বাড়িতে লুঠতে না গেলে তাদের ডাকাত পূর্বপুরুষরা যে রাগ করবেন, সে রাগ তারা দমাবেন কী করে?

রাত একটা বাজে। মা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। হিমুর মা'র গলার স্বর পাচ্ছি না। হিমুর মামা অদ্ভুত একটা শব্দে নাক ডেকে চলেছেন। শুরু হচ্ছে সানাই দিয়ে, 'পুউউউউউউউউউ'...তারপর সানাইটা যেন ব্রেক ডান্স করছে, 'ফুসফুসফুসফুস' করে, শেষ হচ্ছে ড্রামের শব্দ দিয়ে, 'ভ্রু ভ্রু ভ্রু ভ্রু ড্রাম' টাইপ একটা শব্দ।

প্রতি মিনিটে এরকম একটা শব্দ ঘরে ঘোরা ফেরা করছে। পাঁচিলে দাঁড়িয়ে থাকা জুয়াড়িরা পাঁচিলেই মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশির ছেলের চিৎকারের শব্দ আসছে নিশিদের বাড়ি থেকে। খুব সম্ভবত এত রাতেই ছেলেটার বাপের কথা মনে পড়েছে। আমি দিব্যি বুঝতে পারছি নিশি এখানে বেশিদিন থাকবে না। কেউ যাকে ভালোবাসে, তাকে বেশিদিন ছেড়ে থাকতে পারে না। নিশি মকবুলকে হেব্বি ভালোবাসে। ও এখন থেকেই কেমন ছটফট করছে। যে কোনও সময় আবার বিহারের ট্রেন ধরে পালাবে।

জীবনে সব মিথ্যা ভালোবাসা ছাড়া। ভালোবাসা না থাকলে জীবনটাই মিথ্যা। যার বাবা ওভাবে চলে গেছে, অন্য মহিলাকে যার সামনে তার বাবা অত আদর যত্ন করবে, সে কী করে বুঝবে ভালোবাসা কী? সে তো চাইবেই একটা বিস্ফোরণে সব ধ্বংস হয়ে যাক। সে ভালোবাসা পেলেও সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

টাকাও লাগে। ফতুর লোককে কেউ পাত্তা দেয় না। একবুক ভালোবাসা নিয়ে কিছু হয় না যদি পকেটে টাকা না থাকে। চাকরিটা আছে বলে আমার মা সামলে নিতে পেরেছে। বাবাকে দেখতে পারছে। মার চাকরিটা না থাকলে আমি কী করতাম? সেই মা যখন গয়না নিয়ে এতটা ক্ষেপে গেছে, বুঝতে হবে বাবা চলে গেছিল বলে মা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। এই গয়না চলে যাওয়া নিয়ে মা অনেক বেশি চিন্তিত। যে বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, সে বাড়িতে মেয়ে কোনওদিন না ফিরলে অকারণে কেন গয়না রেখে দিয়ে আসবে? মানুষের পরিশ্রম, চোখের জল কি এত সস্তা নাকি?

এত লোকজনের মধ্যে এত রাতে আমিই জেগে আছি। গুপী গাইন বাঘা বাইন পারফর্ম করলে সবাই চুপ হয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে যেন নিঃশব্দে

ওরাই পারফর্ম করছেন। নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই আসছে না। হিমু কি ঘুমোল? হিমুর তো ঘুমোবার কথা না। ও নিশাচর প্রাণী। আমি নিঃশব্দে ওদের ঘরের দরজা খুলে দেখলাম হিমু ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে কী যেন ভাবছে।

ওকে ইশারা করলাম। হিমু আমাকে দেখতে পেল না। এগিয়ে গিয়ে গালে একটা চড় মারলাম। চমকে উঠে ও চিৎকার করে ওঠার আগেই ওর মুখে হাত দিয়ে চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বললাম। হিমু আমার সঙ্গে বেরোল। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম আবার। হিমুকে নিয়ে আমার ঘরে এলাম। হিমু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি তো তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। খামোখা এসব কেন হচ্ছে?'

আমি ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বললাম, 'আমি যাব না বলে'।

হিমু বলল, 'কেন যাবে না?'

আমি বললাম, 'অকারণ নাটক ভালো লাগে না। যাক গে, তুমি বালিশটা নিয়ে শোও। আমি আসছি'।

হিমু বলল, 'শোব?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। শোও'।

হিমু যেন আমার আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল। ঘুমাতে বলা মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠল একবারে সকালে। ভোর পাঁচটার সময় হিমুর মাকে জানলা দিয়ে ডাকলাম, 'শুনছেন, রাতে আপনার ছেলেকে আমার ঘরে নিয়ে গেছিলাম। ভালোই শুয়েছে'।

হিমুর মা কী বুঝলেন কে জানে? 'আমি যে তোমার তুমি যে আমার' টাইপের মঞ্জুলিকা সুলভ চিৎকার জুড়লেন। হিমুর মামার ঘুম সে চিৎকারে ভেঙে গেল। ভদ্রলোক আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, আমার জোর বাথরুম পেয়েছে! ব্লাডার ফেটে যাবে! এবারে, এখন কী হবে? ও দিদি, তোর পায়নি?'

২৬

দু-চারটে চকলেট বোম যে পাড়ায় লুকনো ছিল বুঝিনি। ভোরবেলা গয়না এল আমাদের বাড়িতে। বাজি জেতার আনন্দে বাজি ফাটতে শুরু করল। নিশি খুশি খুশি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু কারো পেচ্ছাপ পায়খানা আটকে রাখার ব্যবস্থা করলে যে কত বড় যুদ্ধ জেতা যায়, তা মা না থাকলে দেখতে পারতাম না। হিমুর মা অবশ্য

ভাঙলেও মচকাননি।

ছোটবেলায় বেপাড়ায় চলে গেলে মা যেমন কানে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসত, হিমুর মা সেভাবে হিমুর কান ধরে নিয়ে গেছেন, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে গেছেন, 'দে...দেখে নেব...'

হিমুর মামা গড়াতে গড়াতে চলে গেলেন।

ভোর সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়িতে শান্তি নেমে এল।

মা গয়নাগুলো ভালো করে দেখে নিয়ে আলমারিতে তুলে দিয়ে বলল, 'আজকেই ব্যাঙ্কের লকারে দিয়ে আসতে হবে। নইলে আর দেখতে হবে না'।

আমি হাই তুললাম, 'স্কুল যাবে না?'

মা বলল, 'না। আজ আর পারব না। ক্লান্ত লাগছে'।

আমি বললাম, 'তাহলে আমিও আজ কলেজ যাব না। মাংস রান্না হোক'।

মা বলল, 'ঠিক আছে খাস। এখন ঘুমা'।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে ঘুম আসছিল না। ভোরে দিব্যি ঘুম চলে এল। আমার মতো মেয়েদের, যাদের সব শেষ হয়ে গেছে, তাদের এত ভালো ঘুম আসা মানায় নাকি কে জানে? আমার তো দিব্যি লাগল ঘুমাতে। কতক্ষণ ঘুমালাম কে জানে, ঘুম ভেঙে দেখি নিশি খাটে বসে নিবিষ্টমনে আমাকে দেখছে। আমি চোখ পিটপিট করে বললাম, 'কী হল?'

নিশি বলল, 'তুই ফেসবুকে নেই কেন? অ্যাকাউন্ট বানাসনি?'

আমি বললাম, 'সেটা কোন ব্যাঙ্ক?'

নিশি হেসে কুটিপাটি, 'সত্যি, লোকজনকে বলিস না তুই ফেসবুক কী জানিস না। তোকে রাস্তা ঘাটে বেরোতে দেবে না'।

আমি উঠে বসলাম, 'আমি সত্যিই জানি না রে। কী এটা?'

নিশি বলল, 'মজার জিনিস। তোর ফোন কই?'

আমি বললাম, 'আমার ফোন নেই। মার ফোনটাই আমার ফোন'।

নিশি মাথা চাপড়ে বলল, 'তোর ফোনই নেই? এরকম হয় নাকি?'

আমি বললাম, 'হয়েছে। তুই জ্বালাতন করিস না তো। ঘুমাতে দে'।

নিশি বলল, 'জ্বালাতন করছি কোথায়? তুই কোন যুগে পড়ে আছিস বল তো?'

আমি ওকে পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'ওসব বাদ দে। তার আগে বল তুই কত পেলি?'

নিশি বলল, 'তিনশো ভাই। তিনশো। কে দেবে এই বাজারে তিনশো টাকা?'

আমি হাঁ হয়ে গিয়ে বললাম, 'তিনশো টাকা? এত টাকা নিয়ে তুই কী করবি?'

নিশি বলল, 'সে দেখা যাবে, কিছু না কিছু করতে হবে। আবার ফিস্ট করব আজ। মুরগি রান্না হবে'।

আমি বললাম, 'সে তো আমাদের বাড়িতেই হবে। তুই বরং এখানে খেয়ে নিস'।

নিশি খুশি হল। পরমুহূর্তে দুঃখিত হয়ে বলল, 'কিন্তু কাকিমা রাগ করবে না তো?'

আমি বললাম, 'মা আবার কবে রাগ করল? তোর ছানাটা কোথায়?'

নিশি বলল, 'আমার মার কাছে রেখে এসেছি। ওর এখানে পোষাচ্ছে না'।

আমি বললাম, 'তোর পোষাচ্ছে?'

নিশি ঠোঁট ফোলাল, 'জানি না। আমার না পোষালে কী করব? কে আমাকে আর বাড়ি নিয়ে যেতে আসছে?'

আমি বললাম, 'কেন তোর মকবুল কই?'

নিশি বলল, 'আছে কোথাও একটা। আমি জানি না'।

আমি বললাম, 'আসবে না?'

নিশি বলল, 'বাবা বলেছে এলে খবর হয়ে যাবে। বাবা আবার কাদের বলে রেখেছে যেন। ওর না আসাই ভালো'।

আমি অবাক হলাম, 'মানে? কাদের বলেছে?'

নিশি বলল, 'আছে। কতরকম লোক আসছে আজকাল'।

আমি বললাম, 'তাহলে তুই পালা। যেখান থেকে এসেছিস, সেখানে চলে যা'।

নিশি মাথা নাড়ল, 'না। আমি যাব না। আমার ওখানেও থাকতে ইচ্ছে করে না, এখানেও থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি অন্য কোথাও চলে যাব। কিন্তু যেখানেই যাই, যাওয়ার আগে তোর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দেব'।

আমি বুঝলাম, এই অ্যাকাউন্ট না খোলা অবধি ও শান্তি পাবে না। হাল ছেড়ে দিলাম, 'খোল, যা করবি কর'।

২৭

আমাদের এখানে মেলা হয়। কত মানুষ আসে। কত ভিড়। গিজগিজ করতে থাকে। কেউ পাঁপড় খাচ্ছে, কেউ নাগরদোলায় চড়ে এন্তার বমি করছে, কেউ চপ খাচ্ছে, কেউ পান খাচ্ছে, কেউ হরেক মাল পাঁচটাকার দোকানেও দরাদরি করছে। লোক, লোক আর লোক।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

নিশি আমাকে অ্যাকাউন্টটা না করে দিলে আমি বুঝতে পারতাম না ফেসবুক এরকমই একটা জায়গা।

আর কে নেই? আমার কলেজের সব বন্ধুরা তো ছেড়ে দিলাম, কলেজের ক্লার্ক, স্যার, ম্যাডাম, এমনকি সিকিউরিটি গার্ডদাদাও ফেসবুকে আছে। সবাই! সব্বাই।

নিশি আমাকে ওর ফোনে যা দেখাল, তাতেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি নিশিকে বললাম, 'এত সব কিছু ছিল, অথচ আমিই জানতাম না?'

নিশি বলল, 'এত কিছু জেনে তুই কী করবি? তোকে অ্যাকাউন্ট করে দিলাম। তুই এখন আমার ফেসবুক বন্ধু'।

আমি বললাম, 'আমরা তো এমনিই বন্ধু'।

নিশি মাথা নাড়ল, 'ওরম না। এমনি বন্ধু আর ফেসবুক বন্ধু হওয়া আলাদা'।

আমি বললাম, 'মকবুল তোর ফেসবুক বন্ধু?'

নিশি বলল, 'হ্যাঁ। আছে তো'।

আমি বললাম, 'তো তুই ওখানে ওর সঙ্গে কথা বলছিস না?'

নিশি বলল, 'এখন ব্লক করে দিয়েছি। রেগে গেছি তো'।

আমি বললাম, 'ব্লক মানে?'

নিশি বলল, 'যাকে পোষাবে না, ফেসবুকে তুই তাকে নাও দেখতে পারিস'।

আমি বললাম, 'ইশ, হিমুর মাকে এরকম সত্যি সত্যি জীবন থেকে ব্লক করতে পারলে ভারি ভালো হত রে'।

নিশি হেসেই কুটিপাটি।

দিদা আমার কানে কানে বলল, 'এই মাগি, এইডা কী জিনিস? ফেসবুকটা কী?'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'যা তো বুড়ি। কাজ নেই, সারাক্ষণ বিরক্ত করতে আসে। তাও কাজের সময় দেখতে পাই না'।

নিশি অবাক হয়ে বলল, 'কী হল? আমাকে বুড়ি বলছিস কেন? রেগে যাচ্ছিস কেন?'

আমি জিভ কেটে বললাম, 'তোকে বলিনি। আছে একটা ব্যাপার। পরে বলব'।

নিশি বলল, 'তোরও কি আমার মতো মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমিও এরকম একা একা মকবুলের সঙ্গে ঝগড়া করি। মনে হয় মকবুল আমার সঙ্গেই আছে। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে জানিস তো! ওর মা আমাকে পাগলই বলত'।

আমি বললাম, 'তুই মকবুলকে দেখতে পাস? ও তোর সঙ্গে কথা বলে যখন দেখতে পাস?'

নিশি বলল, 'হ্যাঁ। কথা বলে। তুই কাকে দেখিস?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আমি কাউকে দেখি না। দাঁড়া, মা বাজার গেছে নাকি দেখি'।

নিশিকে কাটিয়ে দিলাম। নইলে ঠিক বলে দিতাম আমি দিদাকে দেখি। দিদা আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে। কেমিক্যাল লোচা বলে একটা জিনিস আছে, সঞ্জয় দত্তর সিনেমায় দেখেছিলাম। আমার নির্ঘাত সেরকমই কিছু হয়েছে। কিন্তু দিদা সম্পর্কে কিছু না জেনেও হিমু দিদাকে দেখেছে। এটাকে কী বলা যায়?

আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম তুলা হালকা রাশি। এই রাশির পাবলিকদের ভূত মালুম হয়। কিন্তু দিদা ভূত না আমার কল্পনা, সেটা না জানলে আমি কী করে বুঝব হিমু দিদাকে কী করে দেখল? ব্যাপার বড়ই জটিল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম কুকুরের ল্যাজ আবার বেঁকে গেছে। হিমু বসার ঘরে বসে আছে। ভালো ছেলেদের আত্মসম্মান থাকতে নেই? হিমুকে দেখে তো সেরকমই লাগছে। বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকলে ও আজ এ বাড়িতে আসত না। ওর মা ওকে ওরকম কান ধরে নিয়ে গেল, তারপরেও চলে এল!

আমি বললাম, 'কী হল? আবার চলে এলে?'

হিমু বলল, 'এই মাত্র অফিস থেকে ফোন এসেছিল। আমাকে চেন্নাই চলে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম'।

আমি বললাম, 'চেন্নাই চলে যাবে? আর আসবে না?'

হিমু বলল, 'তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। ওখানে আমার মা থাকবে না'।

আমি বললাম, 'চেন্নাই মানে ধোসা? সারাক্ষণ ওই ধোসা খেতে হবে? আমার নারকেল তেলের রান্না সহ্যও হয় না'।

হিমু বলল, 'নারকেল তেলে রান্না করে না সবাই। অনেক ভুল ধারণা আছে'।

দিদা কানের পাশে বলল, 'হারামজাদা ঢপ মারে। তোরে চেন্নাই নিয়া গিয়া বেইচা দিব নে'।

আমি দিদাকে পাত্তা দিলাম না, হিমুকে বললাম, 'ওসব জায়গায় আমি যাব না'।

হিমু বলল, 'তেমন হলে বলো, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমাদের বাড়িতে থাকব'।

আমি খুব অবাক হলাম। এত ভালো ছেলে আমার জন্য সব ছেড়ে

এখানে এসে থাকবে? এও পাগল। নির্ঘাত পাগল। কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বললাম, 'তা তুমি কাকে দেখো?'

হিমু বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'তুমি তো দেখছি পাগল'।

হিমু বলল, 'তা বটে'।

আমি বললাম, 'না না। যাও। চাকরি করো। ভালো থাকো। যাও যাও'।

হিমু ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা। যাচ্ছি'।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, চোখে জল।

আমার বুকটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। ভীষণ গরমের পর কালবৈশাখী এলে যেমন হয়, তেমন। আমি ভাবলাম একবার বলে ফেলি, 'ছেড়ে দাও, থাক। তোমায় যেতে হবে না। এ বাড়িতেই থেকে যাও'।

বলতে পারলাম না...।

২৮

হিমু চলে গেল। যাওয়ার আগে মাকে প্রণাম করতে এসেছিল। ভুলে আমাকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে বেঁচেছি। কান্নাকাটি করছিল গাড়িতে উঠে। মেয়েরা বিয়ের পর যেমন কাঁদে, তেমন। মজার ব্যাপার হল হিমুদের বাড়ি যাওয়ার সময় আমি একটুও কাঁদিনি। পাড়ার সিসিটিভি কাকিমারা কনুই দিয়ে একে অপরের মাদার ডেয়ারির থলিতে মেরে বলেছিল, 'দেখেছ বেহায়া মাইয়া কাঁদে নাই'।

কলেজ একটা অদ্ভুত জায়গা। এখানে পড়লে সবাই সব ভুলে যেতে পারে। দুঃখ কষ্ট ব্যথা সব। আমি বুঝি আমার কলেজটা যাওয়া কতটা দরকার। নিশি বুঝল না, কলেজের মজা। পালিয়ে বিয়ে করে অকালে বুড়ি হয়ে গেল।

আমি বুড়ি হতে চাই না। এখন আরও বেশি করে বুঝতে পারি কলেজে পড়াটা আমার কতটা দরকার ছিল।

শ্রিয়া যদিও আমার সঙ্গে কথা বলছে না। মুখটা গম্ভীর করে রেখেছে। মানুষের পাইরিয়া আছে বললে মানুষ এত রেগে যেতে পারে আমি বুঝিনি। শ্রিয়া রেগে যায়। এই রাগটা আর কারো আছে নাকি দেখতে হবে।

তবে শ্রিয়া রেগেই যায়নি শুধু। আমার নামে অনেককে অনেক কিছু বলেওছে। অনিন্দিতা যেমন অফ পিরিয়ডে আমাকে দেখে সাইডে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তোর নাকি অনেক প্রেম ছিল বলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তোকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে?'

আমি মজা পেলাম। ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বললাম, 'কে বলেছে রে?'

অনিন্দিতা বলল, 'শ্রিয়া বলছিল'।

আগে হলে আমি হাত-পা ছাড়িয়ে কাঁদতে বসতাম। মানে আমার বাবা পালানোর আগে। এখন আমি সেয়ানা হয়েছি। একটুও কাঁদলাম না। বললাম, 'তুই জানিস না?'

অনিন্দিতা চোখ বড় বড় করে বলল, 'কী?'

আমি বললাম, 'শ্রিয়ার বাবার সঙ্গেও প্রেম করতাম তো!'

অনিন্দিতা আমার দিকে রসগোল্লা চোখে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাঁ? ওর বাবার টাক দেখেছিস? ইডেনে বৃষ্টি হলে ওই টাকে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ হতে পারে'।

আমি বললাম, 'দেখিনি। এক কাজ কর না। শ্রিয়াকে জিগ্যেস কর'।

অনিন্দিতা সত্যি সত্যিই শ্রিয়ার কাছে গিয়ে কথাটা বলে এল। শ্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাপাতে দাপাতে আমার কাছে এল, নাক দিয়ে ড্রাগনের মতো আগুন বেরোচ্ছে। গ্যাস ধরিয়ে নেওয়া যাবে।

'তুই কী বলেছিস আমার বাবার নামে?'

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, 'আমি? কই, কিছু বলিনি তো!'

শ্রিয়া বলল, 'না, তুই বলেছিস। তুই বলেছিস আমার বাবার সঙ্গে প্রেম করতিস'।

আমি বললাম, 'তুইও তো নাকি কীসব বলেছিস আমার নামে? আমি অনেকের সঙ্গে প্রেম করেছি তাই আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে? ঠিক কত লোকের সঙ্গে প্রেম করেছি, এত লোকের হিসেব তো করিনি। তাই এই লিস্টে হয়তো তোর বাবাও আছে। তাই বললাম'।

শ্রিয়া আমাকে প্রাণপণে কামড়াতে চাইছে, বুঝতে পারলাম। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। আমি হাই তুলে বললাম, 'দূরে থাক। তোর মুখে খুব গন্ধ'। বলে সরে গেলাম।

আমি শুনতে পাচ্ছি কেমন একটা শব্দ করছে শ্রিয়া। এরকম শব্দ হিমুর মা করছিলেন। দুজনের মধ্যে ভারি মিল আছে তো! আমার মনে হল শ্রিয়া ভারি সুন্দর শাশুড়ি হবে। এখন থেকেই শ্রিয়ার মধ্যে একটা শাশুড়ি শাশুড়ি ব্যাপার আছে। একজন টিপিকাল ভিলেন শাশুড়ির বৈশিষ্ট্য লিখলে কী কী পয়েন্ট হবে?

১) খুঁচিয়ে কথা বলতে জানতে হবে। যেগুলো ব্যথার জায়গা, সেখানেই তাক করে খোঁচাতে হবে।

২) নিজের পেছনে যত গু থাকুক, লোকের গু ঘেঁটে আসতে হবে।

৩) অন্যের মেয়ে মানে তার মান সম্মান নেই, রাগ অভিমান নেই বাই ডিফল্ট বুঝে নিতে হবে।

তবে শ্রিয়া পারবে। শ্রিয়ার উপরে আমার সে ভরসা আছে।

ক্লাস শুরু হবার পরেও শ্রিয়া আমাকে ড্রাগন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল। যে কোনও সময় ছাই করে দিতে পারে। ক্লাস শেষ হবার পরে আমি কেটে পড়লাম। বাবার বাড়ি যাওয়া যায় ভেবেও গেলাম না।

জীবনে সব সহ্য করা যায়, নিজের বাবা অন্য একটা মহিলার সঙ্গে আদিখ্যেতা করবে, কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

তারপর ভাবলাম হিমুদের বাড়ি যাই। হিমুর মার খোঁজ নেওয়া দরকার। হিমু নেই। আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। খানিকটা রাস্তা গিয়েই হাই তুললাম।

নাহ। বাড়ি যাই। ঘুমাই। ঘুমের বড় দরকার।

বাড়ি গিয়ে দেখি হিমু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, 'আমি ঠিক করে নিয়েছি বুঝলে, মুদির দোকান দেব তোমার বাড়ির সামনে। চাকরি করে কী লাভ?'

২৯

পাগল কুকুরের ওষুধ আছে, পাগল মানুষের ওষুধ আছে, কিন্তু কুকুরের লেজের মতো মানুষ সোজা করার ওষুধ কী আছে? যে পাগল চলে গেছে জানি, সে আবার আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি হিমুকে বললাম, 'তুমি যাওনি?'

হিমু মাথা নাড়ল, 'না, যাইনি'।

আমি বললাম, 'কেন যাওনি?'

হিমু বলল, 'তোমার জন্য যাইনি। আমি তোমার কাছে থাকব'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। মা এখনও আসেনি। চাবি খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকে বললাম, 'চা খাবে?'

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। খাব। চা করো'।

আমি বললাম, 'বসো'।

হিমুকে বসিয়ে চায়ের জল গরম করতে দিলাম। নিশি জানলার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কীরে, তোর পাগল বর চলে এল তো'।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কী করব বল তো?'

নিশি বলল, 'কী আর করবি? খুলে দে। তুই এখনও খুলিসনি বলে ও যায়নি। সব দিয়ে দিবি, পুরুষ মানুষ তো, তারপর তোকে আর পাত্তা দেবে না'।

আমি বললাম, 'কেন? মকবুল তোকে আর পাত্তা দিচ্ছে না?'

নিশি মুখ বাঁকাল, 'আমাকে পাত্তা না দিয়ে যাবে কোথায়? ঠ্যাং ভেঙে দেব না?'

আমি বললাম, 'সে তুই যা ভাঙিস ভাঙ, তুই মকবুলকে ভালোবেসে করেছিস'।

নিশি বলল, 'আর তুই হিমুকে ভালোবাসিস না?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'একবারে না'।

নিশি বলল, 'তাহলে বিয়ে করলি কেন?'

আমি বললাম, 'ওই খোলার জায়গাটা আসবে আগে বুঝিনি তো! বিয়েটা তো ভালোই লাগে, গয়না ফয়না দেবে, ছোটখাটো র‍্যাগিং হবে, সবই মেনে নেওয়া যায়। তারপর মদ খেয়ে এসে বলবে, খুলে ফেলো। কেন ভাই? কেন খুলব? আমি কি আলিবাবা চল্লিশ চোরের গুহা? চিচিং ফাঁক বললেই ফাক করতে দেব?'

নিশি হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল, 'আমি জানি না তুই কী করবি। হিমুকে তাড়াতে না পারলে তোর কপালে দুঃখ আছে'।

আমি বললাম, 'সে বোঝাই যাচ্ছে দুঃখ আছে। আরও মজার ব্যাপার হল সব মেনে নেওয়ার পরে যদি আমি হিমুর সঙ্গে সংসার করেও ফেলি, তারপর কোনও গ্যারান্টি আছে হিমুও আমার বাবার মতো ভেগে যাবে না?'

নিশি বলল, 'তা নেই। ওভাবে গ্যারান্টি বলে কিছু হয় না'।

আমার চা হয়ে গেছিল। আমি বললাম, 'পরে কথা বলছি। চা খাইয়ে আসি'।

নিশি বলল, 'যা, পদ সেবা কর'।

আমার মটকা গরম হয়ে গেছিল। ওকে আর পাত্তা না দিয়ে চা নিয়ে হিমুর কাছে গেলাম। হিমুর পেছনে দিদা উবু হয়ে বসে আমাকে দেখছে আর হাসছে। চা টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। হিমু বলল, 'হাওড়া থেকে সাঁতরাগাছি অবধি গিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম, বুঝলে? মনে হল ভালোবাসাকে ফেলে রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার মানে হয় না। হৃদয় ফেলে রেখে কি মানুষ বেশি দূর যেতে পারে?'

আমি বললাম, 'আর তোমার মাথা কোথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে সেটাও দেখতে পারতে একবার। মাথাটা তো একবারেই গেছে'।

হিমু বলল, 'তুমি বুঝছ না নীপা। মাকে দেখানোর দরকার ছিল আমি চেন্নাই চলে যাচ্ছি। মা এখন সেটাই জানবে। এর মধ্যে আমি ক'দিন তোমাদের বাড়িতে থেকে যাব। তাহলে মা আর ঝামেলা করবে না।'

উরিস্‌সালা। এর তো হেবি বুদ্ধি! পুরো চেঙ্গিস খাঁ। দিদা বলল, 'পুটকির ক্ষমতা দ্যাখসস নাতিন? ওই ফুটার জন্য কীভাবে চইলা আইসে দেখ খালি'।

আমি বললাম, 'তুমি এখানে থাকবে, তোমার মা তো ঠিক জানবে। তখন আরও সমস্যা হবে'।

হিমু বলল, 'অজ্ঞাতবাসে থাকব। বেরোব না। ঘাপটি মেরে থাকব'।

৩০

মানুষ কখনও স্বেচ্ছায় কষ্ট সহ্য করে। আর কখনও নিজেও জানে না কেন কষ্ট করছে।

আমার হয়েছে সে অবস্থা। হিমুর টঙের ঘরে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিমু সেখানে দিব্যি আছে। ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে ঘুমাচ্ছে। আর জ্বালা হয়েছে আমার। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে খাবার দিয়ে আসতে হচ্ছে।

হিমু যে বিন্দুমাত্র দুঃখে আছে, তা না। ও খুব আনন্দে আছে। আমি খাবার নিয়ে গেলেই খুশি হয়ে আমাকে বলে, 'উফ, কী দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপার হচ্ছে বলো তো?'

আমি খাবার রেখে বলি, 'হচ্ছে না'।

হিমু বলল, 'কেন?'

আমি বললাম, 'কারণ তোমাকে এখানে কোনও খাটাখাটনি করতে হচ্ছে না। আমাকে করতে হচ্ছে'।

হিমু বলল, 'কিন্তু মজা হচ্ছে নাকি বলো? আমার মা জানে আমি চেন্নাইতে। ফোন করেছিল। আমি বললাম, এখন অফিসে বেরোচ্ছি। এখানে খুব টক রান্না। মা শুনে ফুল বিশ্বাস করে নিয়েছে'।

আমি নিচে নেমে এলাম। মা রেডি হচ্ছে। স্কুল যাবে। হিমুর দেখাশোনার জন্য আমার কলেজ যাওয়া হবে না। মাথা গরম হয়ে আছে।

মা বলল, 'ছেলেটা ঝামেলা করবে। বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হয়নি'।

আমি বললাম, 'কী করব এখন?'

মা বলল, 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে চেন্নাইয়েই পাঠালে ভালো। এখানে থাকাটা খুব ঝুঁকির'।

আমি বললাম, 'ঠিকই। আমার কলেজও আছে'।

মা বলল, 'কলেজ গেলে যাবি। বেরিয়ে যাবি বাইরে থেকে তালা দিয়ে'।

আমি বললাম, 'থাক আজকের দিনটা। পরে দেখা যাবে'।

মা বেরিয়ে গেল। আমি নিশির কাছে গিয়ে বসলাম। নিশি রোদ পোহাচ্ছিল। আমাকে বলল, 'মালটা সুস্থ না'।

আমি বললাম, 'আমরা কেউ সুস্থ না। কে সুস্থ আমাদের মধ্যে?'

নিশি আকাশের দিকে তাকাল, বলল, 'আমি না। তুই না। তোর বাবা তো নাই। তোর মা সুস্থ। মারাত্মক সুস্থ'।

আমি বললাম, 'অতিরিক্ত সুস্থ থাকতে গিয়ে লোকে বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। যার উপর সব সামলানোর দায় থাকে, তার সমস্যা সব থেকে বেশি'।

নিশি বলল, 'তা ঠিক। তোর মার উপর খুব প্রেশার আসছে'।

আমি বললাম, 'আমার মাকে আর কী কী সামলাতে হবে বল? আমার একটা ভাই হবে। মাকে সেটাও সামলাতে হবে। কী করে পারবে?'

নিশি বলল, 'যার বাচ্চা হবে সে সামলাতে পারলে তোর মার না পারার কিছু নেই'।

আমি কী বলব? নিশি ফিসফিস করে বলল, 'আজ রাতে আবার পালাব। মকবুল আসছে'।

আমি বললাম, 'পালানোর কী আছে? তুই এমনিই চলে যা'।

নিশি বলল, 'সম্ভব না। বাবাকে কথা দিয়েছিলাম আমি কোথাও যাব না'।

আমি বললাম, 'সে তো তুই এমনিই কথার খেলাপ করবি মকবুলের সঙ্গে গেলে'।

নিশি বলল, 'তখন বলা যাবে মকবুল আমাকে জোর করে নিয়ে পালিয়েছে। আমার মত ছিল না'।

আমি বললাম, 'যা পারিস কর। তবে তোর কাজকর্ম আমার ভালো ঠেকছে না'।

নিশি বলল, 'মকবুল আমার জান ভাই। আমার কিছু করার নেই'।

আমি বললাম, 'যা। তুই চলে গেলে আবার সব খালি হয়ে যাবে'।

নিশি বলল, 'কেন? তোর বর আছে তো? উপরে চলে যা, শরীরের সব খালি জায়গা ভরে নে'।

আমি রেগে গেলাম, 'আমার জীবনে অত ইচ্ছা নেই। তোকে ভাবতে হবে না'।

নিশি হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল, 'শোন না নীপা। আমার মনে হচ্ছে এবারে গেলে আমি আর ফিরব না, তোর সঙ্গে আর কোনওদিন আমার দেখা হবে না'।

আমি হেসে বললাম, 'কেন রে, তোকে কি মকবুল কোনও সুইসাইড মিশনে পাঠাচ্ছে নাকি? শাড়ির মধ্যে বোম লাগিয়ে পাঠিয়ে দেয় যেমন?'

নিশিও হেসে ফেলল, 'না। আমার অন্য চিন্তা। আমার আজকাল মনে হচ্ছে আমি বেশি দিন বাঁচব না'।

আমি বললাম, 'মরতে হলে তাহলে দূরে গিয়ে মর। কাছাকাছি মরলে সারাজীবন তোর কথা মাথায় আসবে'।

নিশি বলল, 'তুই তো ভারি স্বার্থপর মেয়ে। আমি মরে যাব তখনও তুই নিজের মাথায় কী আসবে সে কথা ভেবে যাচ্ছিস'।

আমি বললাম, 'একটা মানুষের অস্তিত্ব সবটাই তো মাথাতেই থাকে। আর কোথায় থাকে? মাথা থেকে সরিয়ে দিলেই তুই মুক্ত। বাবাকে যেমন সরিয়ে দিয়েছি। যদি হিমুর মাথা থেকে নিজেকে সরাতে পারতাম, তাহলে সব থেকে বেশি খুশি হতাম'।

নিশি বলল, 'মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিস বাবাকে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। সরিয়ে দিয়েছি'।

নিশি বলল, 'ওহ তোকে একটা কথা বলা হয়নি'।

আমি বললাম, 'কী?'

নিশি বলল, 'তোর প্রোফাইল খুলেছিলাম। সেই যে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট বানিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কী হয়েছে তাতে?'

নিশি বলল, 'তোর একটা স্পেশাল মেসেজ আছে। লেখা হয়েছে তোকে অনেকদিন ধরে ভালোবাসে। কোনদিন বলতে পারেনি। সামনাসামনি বলার ক্ষমতা নেই। তাই ফেসবুকে জানাচ্ছে তোকে ভালোবাসে। নামটা সিদ্ধার্থ। চিনিস?'

৩১

সিদ্ধার্থ বলে আমি কাউকে চিনি না।

আবার চিনিও।

তখন ক্লাস নাইনে পড়তাম। ইতিহাস পড়তে যেতাম।

আমার একটু সময়ের আগে কোথাও যাওয়ার বাতিক আছে। স্যারের বাড়িতে পড়া থাকত সাড়ে পাঁচটা থেকে। আমি পাঁচটা পনেরোতে চলে যেতাম। তিন চার মাস পর লক্ষ্য করলাম একটা ছেলেও পাঁচটা পনেরোতে চলে আসত। আমি যখন বসে থাকতাম, ছেলেটাও বসে থাকত। প্রতিবার কথা বলতে যেত আমি বুঝতে পারতাম, কিন্তু পারত না। পুরো আমির খানের সিনেমার মতো ব্যাপার।

এরকম ব্যাপার বেশ ভালো। আমার এরকম লাজুক ছেলেই পছন্দ। যে ছেলে সারাক্ষণ মুখের উপর বলে যাবে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', সে ছেলে আমার পছন্দ না। যে ছেলে কিছু বলবে না, চুপ করে থাকবে, এদিকে হেবি ইচ্ছা দেখাবে, আমার সে ছেলে পছন্দ। নাইন থেকে মাধ্যমিক এভাবেই গেল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ছেলেটা হয়তো ভেবেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা গেলে কিছু একটা বলে ফেলবে। কিন্তু হা ঈশ্বর। তার আর সুযোগ হল না আমার বাবার কৃপায়। বাবা পালিয়ে গিয়ে সব ভেস্তে দিল।

আমি নিশিকে বললাম, 'ছেলেটাকে জিগ্যেস কর তো আল বিরুনির কাছে পড়ত নাকি?'

আমাদের ইতিহাস স্যারকে আমরা আল বিরুনি বলতাম। ইতিহাস ম্যাডামকে বলতাম, আল চিরুনি। আল চিরুনি আর আল বিরুনির হেব্বি রেষারেষি ছিল। আমরা যারা বিরুনির কাছে পড়তাম, চিরুনি তাদের নাম্বার কম দিত। টেস্টেও অনেকে কম পেয়েছিল চিরুনির কাছে। মাধ্যমিকে দেখা গেল বিরুনির পাবলিকরা বেশি নাম্বার পেয়েছে। বিরুনির তাতে ঘ্যাম বেড়ে গেছিল। ডিজে বাজিয়েছিল। পরের দিন হেড স্যার বিরুনিকে শোকজ করে। চিঠিতে লেখা হয়েছিল,

> 'আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও অপসংস্কৃতির চর্চা করেছেন। আপনি শুধু জোরে গান বাজাননি, তাতে কুরুচিকর নৃত্য করেছেন। লোকে দেখেছে আপনার অন্তর্বাস অবধি বেরিয়ে এসেছিল। আপনি এই গর্হিত কাজের সপক্ষে যা বলতে চান, সাত দিনের মধ্যে জানান, অন্যথায় আপনাকে সাসপেন্ড করা হইবে'।

আল বিরুনি উত্তর না দিয়ে ক'দিন বাইরে বেড়িয়ে এল। স্কুলে হিস্ট্রির টিচার কম ছিল। হেড স্যার সে চিঠি প্রত্যাহার করলেন।

আল বিরুনি আবার পড়াতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু কথা সেটা না, কথা হল আমিও কানাঘুষোয় শুনেছিলাম যে ছেলেটার নাম সিদ্ধার্থ। এ ছেলে আমার কাছে ফেসবুকে কী জানাতে চায়?

আমি নিশিকে বললাম, 'দেখা ছেলেটাকে'।

নিশি দেখাল। আমি ভালো করে দেখে বুঝলাম, হ্যাঁ। এই ছেলেটাই। আমিও আড়চোখে দেখতাম। ছেলেটাও দেখত।

নিশি বলল, 'কী করব?'

আমি বললাম, 'বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দে। বিকেলে আসতে বল। কথা বলি'।

নিশি বলল, 'তোর বর আছে তো'।

আমি বললাম, 'সে তো অজ্ঞাতবাসে। আসতে দে'।

নিশি দিব্যি আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিল।

বিকেল বেলা দেখি বাড়ির সামনে একটা বাইক হর্ন মারছে আর ঘুর ঘুর করছে। হিমু খেয়ে দেয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি সামনের ঘরে বসে ছিলাম। বাইরে গিয়ে

দাঁড়াতেই দেখি বাইকটা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাকে দেখে বাইক থেকে সিদ্ধার্থ নেমে এগিয়ে এল, 'তুমি আমাকে ডেকেছিলে?'

আমি আকাশ থেকে পড়ার ভান করলাম, 'আমি? কোথায়?'

সিদ্ধার্থ ঘাবড়ে গেল। এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, 'ফেসবুকে বললে যে? দেখাব?'

আমি বললাম, 'আমি তো ফেসবুকে নেই। থাকলে তো ওসব বলতে পারতাম। কেউ আমার ছবি টবি ব্যবহার করে এসব করছে'।

সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাল। আমি বললাম, 'তুমি চা খাবে? এসো'।

সিদ্ধার্থর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, 'না, আমি পরে আসব'।

আমি বললাম, 'এসো এসো। বসো'।

সিদ্ধার্থ এবার খানিকটা সাহস পেয়ে ঘরে এল। দিদা খাটে বসে আমাকে বলল, 'হেবি বজ্জাত মাগি তো তুই!'

আমি পাত্তা দিলাম না। টঙের ঘরে গিয়ে হিমুকে তুললাম, 'এই দেখো তো নীচে কে এসেছে'।

হিমু বলল, 'মা এসেছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না। একটা ছেলে। দেখো'।

হিমু বলল, 'কে সে?'

আমি বললাম, 'আমার বয়ফ্রেন্ড। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কী বলবে নাকি?'

হিমু ভীষণ চমকে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল...।

৩২

সিদ্ধার্থ বসে আছে। হিমু ধীরে ধীরে নামল। আমি হিমুর পেছন পেছন নামলাম। হিমু সিদ্ধার্থকে দেখে বলল, 'আপনি নীপার বয়ফ্রেন্ড?'

সিদ্ধার্থ বিষম খেল। কাশতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, 'চা খাবে সিদ্ধার্থ?'

হিমু কী করবে বুঝতে পারছে না। রাগবে না অবাক হবে, সিদ্ধান্ত নেবার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। বসে পড়ল। বলল, 'আমি জানতাম না তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে'।

সিদ্ধার্থ বলল, 'আপনি কে?'

হিমু বলল, 'আমি ওর বিয়ে করা বর'।

এবার সিদ্ধার্থ অবাক হল। বলল, 'বিয়ে হয়ে গেছে?'

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। বিয়ে হয়ে গেছে'।

সিদ্ধার্থ আমার দিকে তাকাল। আমার সিঁথি ফাঁকা দেখে হেসে ফেলল, 'ধুস, সিঁদুর নেই তো। সিঁদুর না থাকলে বিয়ে হয় নাকি?'

সিদ্ধার্থর প্রশ্ন শুনে হিমুও আমাকে দেখল। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

কেমন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'বিয়ে হয়েছিল, তবে বিয়ের রাতেই ওদের বাড়ি থেকে আমাকে এ. বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে'।

সিদ্ধার্থ হাঁ করল। কেমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। সব কেমন স্লো মোশনে চলছে। হিমু সিদ্ধার্থর সামনাসামনি বসে বলল, 'কিন্তু আমি নীপাকে ভালোবাসি'।

আমি বললাম, 'আমি ওকে ভালোবাসি না'।

হিমু আরও কুঁচকে গেল।

সিদ্ধার্থ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আসি'।

আমি বললাম, 'তুমি কিছু ডিক্লেয়ার করবে না? তোমার কিছু বলার নেই। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

সিদ্ধার্থ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, বাসি। বাসি। তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

আমি হাসলাম। বাইরে থেকে একটা গান ভেসে আসছে। গান না ঠিক। গানের সঙ্গে মতোই কিছু। কী গান বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে। এটাকে নাকি ডিজে বলে। কারো বাবার বিয়ে লাগলে ডিজে বাজায়। আমার অবশ্য বাবার বিয়ে খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আমার বাবা পালিয়েছিল। বাবা পালালে বাবার বিয়ে খাওয়া হয় না। আমি ঠিক করলাম বাবাকে একদিন বলব, 'বাবা খাওয়াও। তুমি বিয়ে করে পালালে, বা পালিয়ে বিয়ে করলে, খাওয়ালে না তো!'

আমার বাবা ভালো বাজার করে। বাজরে গিয়ে মাছের পেট টিপে টিপে দেখে মাছ কেনে। বাবার জায়গায় অন্য কেউ বাজার করলে এত ভালো বাজার হত না। এখন যেমন হয়। মার ঘেন্নাপিত্তি বেশি। মাছ বোঝেও না। মাছ কেনার ক্ষেত্রে মা নিশ্চয়ই বাবাকে মিস করে।

সিদ্ধার্থ ওর প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, 'তুমি ভালোবাসো জেনে খুশি হলাম। তবে আমি ভালোবাসি না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকেও ভালোবাসি না, হিমুকেও ভালোবাসি না'

আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না এ জন্মে। ওটা আর হবে না আমার দ্বারা'।

সিদ্ধার্থ আশা করেছিল ও ভালোবাসে বললে আমিও বলে দেব। তারপর দুজনে মিলে একটা বেশ তোমায় আমায় মিলে টাইপ ব্যাপার হবে। সেটা বললাম না দেখে ওর বেলুনটা কেমন চুপসে গেল। ফ্যাকাসে মেরে বলল, 'ও। তাহলে আমি আজ আসি'।

আমি হিমুকে বললাম, 'তুমি আবার এগিয়ে দিতে যেও না। তোমার মা দেখলে তোমার খবর আছে'।

সিদ্ধার্থ পালাতে পারলে বাঁচে। বুঝলাম সিদ্ধার্থর অত চাপ ছিল না। ও খানিকটা গুপ্তধন খোঁজার মতো করে আমাকে খুঁজছিল। পেয়েও এত জটিলতা নিতে পারল না।

সত্যি সত্যিই পালিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থর পুরো চলে যাওয়াটা জানলা দিয়ে চুপ করে দেখে টেখে নিয়ে হিমু খুশি হয়ে বলল, 'দেখো, ছেলেটা চলে গেল। ওকে তুমি ভালোবাসো না'।

আমি বললাম, 'আমি তোমাকেও ভালোবাসি না'।

হিমু দাঁত বের করল, 'কিন্তু আমি থাকব। কোথাও যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে তোমার বিয়েও হয়েছে। আমি জিতে গেলাম'।

হিমু বসে বসে পা দোলাতে শুরু করল।

৩৩

নিশি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাল মকবুলের কাছে বিয়ে মানে কী। মকবুলের দাবি অনুযায়ী বিয়ে করেছ মানে মেয়ে তোমার। এবার তুমি তাকে থাবড়াও, পেটাও, যা ইচ্ছে কর, সেটা নিয়ে কিছু বলা যাবে না। তুমি হিরো। তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। কেউ কিছু বললে ব্যাপারটা বুঝে নেব বাওয়া।

বেশ একটা গুহা মানব গুহা মানব ফিলিং লাগছে শোনার পর। মানুষ যখন অসভ্য ছিল, ছেলেরা একটা মুগুর নিয়ে ঘুরে বেড়াত। যে মেয়েকে পছন্দ হত, তার মাথায় ধাই ধাই করে চালিয়ে দিত। মেয়ে অজ্ঞান। উঠে দেখল তার রেপ হয়ে গেছে। আর কী করা যাবে? বিয়ে করতেই হবে।

কিন্তু আমি নিশির চোখ দেখে বুঝতে পারি। মকবুলের নেশা লেগে আছে নিশির চোখে। মানুষের চোখে কারো নেশা লেগে গেলে সে লোক অন্যরকম হয়ে যায়। সে লোকটার অত্যাচারের কাহিনি বলতে গিয়ে, কাঁদতে গিয়েও নেশাড়ু চোখ কোমল হয়ে আসে। 'বদমাইশ' বলবে, কিন্তু সে শব্দে রাগ থাকবে না।

ভালোবাসা থাকবে। জড়িয়ে ধরা থাকবে।

নিশির চোখে সে ভালোবাসা আছে। আমি নিশিকে বললাম, 'তুই কবে আবার মকবুলের কাছে যাবি এটা নিয়ে পাড়ায় বাজি ধরা হয়নি?'

নিশি বলল, 'হয়েছে। আমিও দুদিকেই বাজি ধরে রেখেছি। নিজেই তো জানি না আমি কী করব'।

আমি আর নিশি দুজনেই খিলখিল করে হাসলাম। কেমন পেত্নির মতো হাসি আমরা। মা শুনলে রেগে যাবে। এই হাসিটা আমরা দুজনে টঙের ঘরে মজা করে হাসতাম। সে কী ভয়ংকর শোনাত! মা শুনে খুব বকেছিল। এরকম হাসি নাকি হাসা উচিত না। কিন্তু আমি কী করব? আমার এই হাসিটা হাসতে খুব মজা লাগে। কেমন একটা দিল খোলা হাসি। শুনতে কুৎসিত হলই বা। কী আর করা যাবে?

যাই হোক, ফেসবুক আমার জীবনে হঠাৎ করে সিদ্ধার্থকে ফিরিয়ে আনল। যদিও আমি এখন অবাক হয়ে দেখলাম সিদ্ধার্থর উপরে খুব বেশি একটা আকর্ষণ বোধ করছি না। হিমুদের বাড়ির একটা রাত আমাকে গোটা সম্পর্ক জিনিসটার উপর থেকেই সবরকম মোহমুক্ত করে দিয়েছে।

তুমি বাপু পুরুষ মানুষ হয়ে আমাকে খুব ভালো ভালো ভালোবাসার গল্প করে, আমার বাড়ির সামনে ঘুরে টুরে এসে ফুলসজ্জার সময় রাতের বেলা মদ গিলে আমাকে বলবে 'খোল', আর আমি খুলে শুয়ে থাকব, এটা যদি ভালোবাসা হয়, তাহলে সে ভালোবাসার আমি ইয়ে মারি। কী মারি? অমলকাকু বলত পাইট মারি। পাইট তো জানি মদের বোতল। সেটা কী করে মারবে?

কলেজের খিস্তি স্পেস্টালিস্ট ঋতবান আবার বলে, কথাটা পাইট মারা না। পাইন মারা। পাইন তো গাছের নাম। সেটাই বা কী করে মারে?

যাক গে, এত কিছু না বলে তাই ইয়ে মারি বলাই নিরাপদ বলে মনে হয়। গ্রামারের বড় হ্যাপা। কে যে কখন গ্রামারের জন্য গাঁড় মেরে চলে যায়, সেটা বোঝা আমার অসাধ্য। আমাদের এক স্যার আছেন, গ্রামার নাজি টাইপ। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই ব্যস। পাইট বা পাইন, কিছু একটা মেরে রেখে দেবে।

আবার ভাট বকে যাচ্ছি। যেটা ভালো পারি সেটা করে গেলে জনগণের ভালো লাগার কথা না।

আমার মা ফিরল কিছুক্ষণ পরে। হিমু নীচের ঘরে ছিল। মা হিমুকে দেখে আমাকে জিগ্যেস করল, 'একে নিচে ছেড়ে রেখেছে কে?'

মা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। এমন করে বলল কথাটা, যেন হিমু ভোদাফোনের কুকুর। কিন্তু হিমু তো কুকুর না। আমায় বিয়ে করে আমাকেই

বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আবার চাকরি ছেড়ে আমার বাড়ি থাকতে আসা বর। হিমু কুকুর কেন হবে?

আমি বললাম, 'সিদ্ধার্থ এসেছিল। ওর নাকি আমার প্রতি সফট কর্নার ছিল। হিমু আর সিদ্ধার্থকে মুখোমুখি বসালাম। সিদ্ধার্থ হিমুর সামনে টিকতে পারল না। পালিয়ে গেল'।

হিমু যুদ্ধজয়ীর মুখে আমাদের দেখল।

মা থমথমে মুখে বলল, 'এটা ঠিক করিসনি'।

আমি বললাম, 'কী করব বলো? আমার মাথা কাজ করছিল না। হিমুর মা জানলে কী হবে ভাবো'।

মা হিমুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি হিমুর মাকে খবর দিয়েছি। ভদ্রমহিলা আসছেন'।

হিমু মার কথা শুনেই দৌড়ে উপরের ঘরে চলে গেল।

আমি বললাম, 'সত্যিই বলেছ নাকি?'

মা বলল, 'না। তবে এ বাড়িতে এসব হলে আমি বলতে বাধ্য হব। আমি স্কুলে থাকি। ফিরে এসে এখানে কয়েকটা লাশ পড়ে আছে, সেটা দেখতে পারব না'।

আমি বললাম, 'তাহলে কী করবে? হিমুকে ভাগাবে?'

মা বলল, 'ভাগিয়ে লাভ নেই। হিমু এখন বেড়ালের মতো হয়ে গেছে। ওকে যাই করবি, ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে। ওর অন্য ওষুধ দরকার'।

আমি বললাম, 'কী ওষুধ?'

মা হাসল, 'পুরুষ মানুষের ওষুধ। তোর বাবা যে ওষুধে পালালো, সেই ওষুধ'।

৩৪

রাত ন'টা।

শীত পড়েছে ভীষণ। নিশি রান্না করছে আমাদের বাড়িতেই। কী অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরিয়েছে। চারদিক একবারে ম-ম করছে।

রান্না করতে হবে না বলে মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

খাওয়ার সময় ডেকে দেব।

কলিং বেলের শব্দে বাইরে গিয়ে দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, 'ভালো আছিস?'

আমি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালাম, 'এসো'।

বাবা ঘরের ভেতর ঢুকে মাথা চুলকে বলল, 'তোর মা আছে?'

আমি বললাম, 'ঘুমাচ্ছে। কেন? টাকা লাগবে?'

বাবা হাসার চেষ্টা করল, 'ওষুধ। মানে হাত একবারে খালি বুঝলি?'

আমি বললাম, 'বসো'।

বাবা বলল, 'মাংস রাঁধছিস?'

আমি বললাম, 'নিশি রাঁধছে'।

বাবা বলল, 'নিশি কবে এল?'

আমি বললাম, 'তুমি জানো না নিশি এসেছে?'

বাবা বলল, 'ভুলে গেছি। বলেছিস হয়তো। মা নেই?'

আমি বললাম, 'ঘুমাচ্ছে। নিশি রাঁধছে। টেস্ট করবে?'

বাবা মাথা নাড়ল। আমি জানি বাবা মাংস খেতে ভালোবাসে। মাংস হলে বেশ কয়েকবার টেস্ট করত। মা বেশি পিস দিত বাবাকে। আমি খেতে পারতাম না। বাবা আমার পাতেরটাও খেত। আমি রান্নাঘর থেকে দু'পিস মাংস এনে বাবাকে দিলাম। বাবা তৃপ্তি করে খেতে খেতে বলল, 'ভালো বানিয়েছে তো মেয়েটা। আবার একটা গোটা রসুন দিয়েছে'।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, শ্বশুরবাড়িতে রান্না করে হাত পাকিয়েছে, এটা ওদের ওখানকার প্রিপারেশন। গোটা রসুন দেয়। পেঁয়াজটাকেও কী সব কায়দা করে রান্নার সময়'।

বাবা বলল, 'আহা, অসাধারণ খেতে হয়েছে। অনেকদিন এত ভালো রান্না খাইনি রে মা'।

খুব শিগগিরি দু'পিস শেষ হয়ে গেল। আমি আরও দু'পিস নিয়ে এলাম। সঙ্গে দুটো রুটি। বাবা খাচ্ছে। আমি দেখছি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মারাত্মক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। হঠাৎ চোখ খুলে দেখব বাবার কোলে করে মেলায় ঘুরতে গেছি। বাবা এটা সেটা কিনে দিয়ে নাগরদোলার সামনে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ওটাতে চড়বে আর আমি কিছুতেই চড়তে চাইছি না।

এসব চেয়ে কোনও লাভ হয় না। যা ঘটে, তা ঘটতেই থাকে। সেটা আর কিছুতে দুঃস্বপ্ন হয় না। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে পাঁচ বছর আগের কোনও দিনে চলে যাই। এমন কোনও দিনে যে দিনটা আমরা খুব ভালো কাটিয়েছিলাম। দার্জিলিংয়ের রাস্তায় ঘুরছি। এটা সেটা কিনছি। এরকম কিছু করা গেলে ভালো হত।

জিগ্যেস করলাম, 'কত টাকা লাগবে?'

বাবা নাক টানছিল। মাংসে বেশ ঝাল হয়েছে। বলল, 'হাজার দুয়েক লাগবে। কী একটা ওষুধ দিয়েছে, ওটার দামই দেড় হাজার টাকা। মানুষ বাঁচবে না ওষুধ খাবে বল তো? কী দাম এক একটা ওষুধের। অবশ্য ওষুধের কথাই

বা বলি কেন? জিনিসের দাম কি কম বেড়েছে?'

আমি শ্বাস ছাড়লাম। আমার পালিয়ে বিয়ে করা বাবার কাছে দু'হাজার টাকাও নেই। টাকা কী অদ্ভুত একটা জিনিস! আবেগের বশে শাজাহান হতে চাওয়া লোককে কত সহজে নিজের জায়গা দেখিয়ে দিতে পারে।

আমি আমার জমানো টাকা থেকে তিন হাজার টাকা দিলাম বাবাকে। বাবা টাকাটা পকেটে নিয়ে বলল, 'তুই ও বাড়িতে যাস'।

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'যাব'।

বাবা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে বাড়িটা মায়াভরা চোখে দেখতে দেখতে বলল, 'খুব ঠান্ডা পড়েছে'।

আমি খেয়াল করলাম বাবার মাফলার নেই। বললাম, 'মাফলার কোথায় তোমার?'

বাবা বলল, 'ওর ঠান্ডা লাগছিল। দিয়ে দিলাম। কিনতে হবে একটা, দেখি'।

আমার চাদরটা বাবাকে দিয়ে দিলাম, 'মাথায় প্যাঁচাও ভালো করে'।

বাবা বলল, 'না না। থাক'।

আমি বললাম, 'নাও। ঠান্ডা লাগিও না আর'।

বাবা ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে একটু কেঁদে নিলাম। এই কান্নাটা অদ্ভুত জিনিস। চোখের জলের উপর নিজের কোনও কন্ট্রোল থাকে না।

রান্না হয়ে গেছিল। হিমুকে ডাকলাম।

হিমু মাংস খেতে বসে আর্তনাদ করল, 'এত ঝাল? ওরে বাবা। জলে চুবিয়ে দাও'।

আমি ধেড়ে খোকার জন্য গ্লাস এনে তাতে মাংস চুবিয়ে দিলাম।

দিদা ঠিক চলে এসেছে। ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'দুদ খাওয়া ছ্যামরারে। মিষ্ট লাগব'।

আমি একটু চাপ খেলাম। দিদা যদি ভূত না হয়ে আমারই মনের ভ্রম হয়, তাহলে কি আমি আজকাল এসব চাইছি? খেয়েছে!

৩৫

এই যে এত এত টাকা খরচা করে বিয়ে হয়, এত গয়না, এত লোক খায়, এত ছবি তোলা, তারপর কী হয়? আমার কী হল?

নিশি আজ আমার সঙ্গে শুয়েছে। নিশির বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে

পড়েছে। নিশির দুঃখ ওর বাচ্চা নাকি হিন্দিতে কাঁদে। কান্নার ভাষা হয় নাকি, সে তো এমনিই অ্যাঁ-অ্যাঁ করতে করতে ঘুমিয়ে যায়, জিগ্যেস করতে বলল তুই বুঝবি না। ভাষা আছে। আমি বুঝিনি। কিন্তু নিশি নাকি ঠিকই বোঝে। আমি বললাম, 'এই নিশি'।

নিশি ঘুমের ঘোরে বলল, 'বল'।

আমি বললাম, 'ভেবে দেখলাম তুইই ঠিক। বাপের বেশি টাকা খরচা করাসনি, পালিয়ে গেছিলি। আমার বাবাও ঠিক। পালিয়ে বিয়ে করাটাই ঠিক'।

নিশি হাই তুলে বলল, 'না। বিয়ে করাটাই ভুল'।

আমি বললাম, 'সেটাও ঠিক'।

নিশি বলল, 'মকবুলের উপর আমার টান চলে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম পাগলের মতো চলে আসবে। আমার কাছে এসে পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা তো এল না। নিশ্চয়ই আরেকটা জোগাড় করেছে। পুরুষ মানুষ শাহজাহানের বংশধর ভাই। গাদা গুচ্ছের বিয়ে করে, খেয়াল হলে একটা বউয়ের নামে তাজমহল করে। সে বউ আবার বাচ্চা বিয়োতে বিয়োতে পটল তোলে। ভালোবাসা না ছাই, সবই শোয়ার তাল'।

আমি বললাম, 'শুধু শোবে? আর কিছু করবে না?'

নিশি রেগে গেল, 'ন্যাকামি করিস না তো। ভাল্লাগে না। মকবুল কী করত জানিস? এই শীতের রাতে আমি শুয়ে আছি, সারাদিন দেখা নেই। মাঝরাতে এসে শুরু করবে। কেমন লাগে বল? দূর দূর। সব ফালতু। এসবের কোনও মানে নেই। অত প্রেম, এখন দেখ'।

আমি বললাম, 'ঠিকই। তুই ঠিক বলেছিস'।

নিশি বলল, 'বাচ্চাটাকে মানুষ করতে হবে ভাই। কত ঝামেলা। এখানে স্কুলে ভর্তি করো, বাচ্চা মানুষ করো। বাবা বলছে ছেলে দেখছে। বাচ্চাটাকে হোস্টেলে দিয়ে দেবে। সে বাড়িতে মকবুলের কথা চেপে বিয়ে করতে বলছে। ওরকম চাপা যায় বল? আমার তলা তো এখন সুয়েজ খাল। সবাইকে বোকা ভাবা ঠিক?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম, 'তোর বাচ্চা হয়েছে, শ্বশুর বাড়ির লোক পরে বুঝবে না? এভাবে সব চেপে যাওয়া যায় নাকি?'

নিশি বলল, 'সেটাই তো বলছি। বাবা পেগলে গেছে। মকবুল থাকলে কী আমি এসব ভাবতাম?'

আমি বললাম, 'তুই এক কাজ কর না। হিমুকে নিয়ে ভেগে যা'।

নিশি বলল, 'ধুর। ও আমাকে নিয়ে যাবে কেন? ও তোকে ভালোবাসে'।

আমি বললাম, 'আমি বাসি না। তুই নিয়ে যা'।

নিশি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওর ফোন বেজে উঠল।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

স্ক্রিনের দিকে দেখেই নিশি উত্তেজিত হয়ে বসে ফোন কানে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

কেমন চোস্ত উর্দুতে কথা বলতে শুরু করল। হেবি তো! এর মধ্যে এত কিছু শিখে গেছে?

ফোন রেখে নিশি উত্তেজিত ভাবে বলল, 'অনেক দিন বাঁচবে ভাই। ফোন করেছিল। স্টেশনে এসে গেছে। আসছে নিতে'।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'সে কী রে! এখন?'

নিশি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে বলল, 'হ্যাঁ। এখন। বাবা জানতে পারলে আমাকে জীবনেও যেতে দেবে না। আমি এখান থেকেই মোড়ের মাথায় চলে যাই'।

আমি বললাম, 'এখনই যাবি? আর জামাকাপড়?'

নিশি বলল, 'আর কখন যাব? এখনই যেতে হবে। জামাকাপড় পরে দেখছি। দাঁড়া, ব্যাটাকে কোলে নিই'।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নিশি হড়বড় করে বেরিয়ে গেল।

আমার বুক ধড়ফড় করছিল। আমি বাইরের দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে কোনওরকমে বসলাম।

এরকম করে হয় নাকি? ব্যাগটাও নিয়ে যাবে না? কেমন যেন ঘোরের মাথায় চলে গেল। যেন সত্যিই নিশিকে নিশি ডেকে নিয়ে গেল।

কিন্তু আমি কী করব? আমি কীই বা করতে পারি?

চোখ বুজলাম খাটে শুয়ে।

বেশিক্ষণ শুতে পারলাম না। হই হই শব্দ আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখি পাড়ার সব লোক বেরিয়ে এসেছে। আরেকটু পরে বুঝলাম, মকবুল ধরা পড়েছে।

তাকে মাঝরাস্তায় হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। এবার নাকি বিচার হবে।

ভয়ে আমার হাত পা পেটের ভেতরে ঢুকে গেল।

৩৬

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। কেমন না চাইতেই চলে আসে। মাসি আসত আমাদের বাড়িতে। মা রান্না করছে। কত মজা হত। বাবার সঙ্গে মাসি কথা বলছে। মাংস রান্না হয়েছে। সবাই মিলে খেতে বসলাম। আমায় বাবা খাইয়ে দিচ্ছে।

সে মাসির সঙ্গে বাবা পালিয়ে গেল।

স্মৃতি যে কোনওদিন এভাবে পাথরের মতো বুকে এসে সজোরে ধাক্কা মারতে পারে, তা আমি কোনওদিন বুঝিনি। স্মৃতি সতত সুখের নয়। আমার সুখের স্মৃতিগুলোও দুঃস্বপ্ন হয়ে যায় এ কথা ভাবলে, যার সঙ্গে আমার মা ভালো সময় কাটিয়েছে, সেই বোনই বাবাকে মার থেকে কেড়ে নিয়েছে। মার নিজের মায়ের পেটের বোন নয় ভাগ্যিস।

এই যে মকবুলকে পাড়ার ক্লাবে আটকে রাখা হয়েছে, আমরা সবাই মিলে শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে দেখতে এসেছি, তার মধ্যে এই কথাগুলো আমার কেন মনে পড়ল জানি না। মনে পড়া উচিত না। কিন্তু আমার মনে পড়ল। জীবনটাই এরকম।

মকবুল আর নিশির বাবাকে সামনা সামনি বসানো হয়েছে। নিশির বাবা হিন্দি বলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, মকবুলের দিকে আঙুল তুলে কাকু বলল, 'তুমি আমার লাড়কিকো নিয়ে ভাগতে এসেছ?'

মকবুল স্পষ্ট বাংলাতে বলল, 'আমার বিবি, ওকে নিতে এসেছি'।

নিশির বাবা জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল, 'হবে না। আমি দেব না। আমার মেয়েকে নিতে দেব না'।

নিশির বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদছে। ভিড়ের মধ্যে পাড়ার একজনের গলা পেলাম, 'কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা, নিশি যাবে না। আমি কুড়ি টাকা দিচ্ছি'।

আরেকজন বলল, 'আমি এখনও যাবার দিকেই দেব। একশো। একশো দেব। আছে কেউ?'

নিশিকে অন্য ঘরে রাখা হয়েছে। বাচ্চা সামলাচ্ছে। আমি ওর কাছে গেলাম। নিশি পাংশু মুখে বলল, 'কী বুঝছিস?'

আমি বললাম, 'জানি না। তোদের ধরল কী করে?'

নিশি বলল, 'বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। কী করব বল? কপাল আমার। এবার কী হবে?'

আমি বললাম, 'তুই বাজি ধর কী হবে। ওরা ধরছে'।

নিশি উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'কে টাকা জমা নিচ্ছে, বলাই? তুই ধর তো'।

ওর ক্রন্দনরত বাচ্চাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে নিশি 'এই বলাই, এই বলাই' বলে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। নিশির বাচ্চা কিছুতেই থামে না।

মিনিট পাঁচেক পরে নিশি বাচ্চাকে আবার কোলে নিয়ে পিঠে চাপড় মারতে মারতে বলল, 'মকবুল যখন এসেছে, আমি ফিরবই। দেখে নিস'।

আমি আবার ও ঘরে গেলাম। পুলিশ এসেছে। নিশির বাবাকে পুলিশ সব বোঝাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মকবুলকে নিয়ে চলে গেল।

নিশির বাবা রাগী মুখে নিশির কাছে এসে বলল, 'যা, ঘরে গিয়ে ঘুমা। মান সম্মান রাখলি না'।

নিশি ব্যাকুল গলায় বলল, 'ওকে নিয়ে গেল কেন? কী করেছ তোমরা? এই নীপা, দেখ না কী হল'।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভিড়, নিশির বাচ্চার তারস্বরে কান্না, লোকজনের চিৎকারে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগে নিশিকে টানতে টানতে ওর বাবা ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। নিশি যাবে না বলে যারা বাজি ধরেছিল, তারা আনন্দে লাফালাফি করছে।

এই সময়টাই আমার কী যেন হল, সব কিছু টলতে শুরু করল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আমি কোনওমতে দৌড়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সোফায় বসলাম। গোটা শরীরে প্রবল একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বমি পাচ্ছে। ঘামতে শুরু করেছি।

এরকম কেন হচ্ছে জানি না। মকবুলকে নিয়ে নিশি আর কাকুর টানাপড়েন দেখে হল নাকি তাও বুঝলাম না। তবে শরীর খারাপ লাগছিল রীতিমতো। নিজের ঘরে গিয়ে চমকে গেলাম। হিমু বসে আছে।

আমাকে দেখে লাজুক গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে শুই? উপরে ভয় লাগছে'।

আমি ওকে তাড়াতে পারলাম না। অস্বস্তিটা তখনও হচ্ছিল। শুধু বললাম, 'সোফায় শোও'।

হিমু ভালো ছেলের মতো সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩৭

ভালোবাসার বয়সের এক একটা ভাগ হয়। জ্ঞানবুদ্ধি হবার সময় ভালোবাসার আবেগ আকাশ ছোঁয়া থাকে। আমি যেমন কতকিছু ভাবতাম। ক্লাস নাইনেও। মাধ্যমিকের সময় বাবা পালিয়ে যাবার আগেও।

একটা না একটা মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলেই। সে লোকের গা থেকে গন্ধ বেরোয় নাকি, দাঁত মাজে নাকি, হেগে ঠিক করে ছোঁচে নাকি, তখন সেসব মাথায় থাকে না।

পাড়ার ইলেক্ট্রিশিয়ান বিজনদাকে নিয়ে আমি হেবি স্বপ্ন দেখেছিলাম। বিজনদা কী সুন্দর সরস্বতী পুজোর সময় পাড়ার প্যান্ডেলে আলো লাগাত। গম্ভীর মুখে কাজ করত।

আমি যে লাইন মারতাম, বুঝত না। কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম ওই সময়টা,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

'বিজনদা, একটা ভালো গান দাও না'।

বিজনদা কুমার শানুর গান চালিয়ে দিত। আমার হেবি আনন্দ হত। সেই শীত চলে যাবার সময় 'রাহো মে উনসে মুলাকাত' চলছে, আর আমি চেয়ারে বসে বিজনদাকে ঝাড়ি মারছি।

বিজনদা জীবনেও বুঝল না। মাধ্যমিকের টেস্টের সময় বিয়ে করে নিল। টেস্টই তো নাকি? কে জানে! হবে কিছু একটা।

আমি হেবি কাঁদলাম একা একা। তারপর দেখলাম ওদের বাড়িতে ফুচকার স্টল হয়েছে। যত চাই ফুচকা দিচ্ছে। তাও ফ্রি। ইয়ার্কি নাকি?

মাথা থেকে সব বেরিয়ে গেল। এক গাদা ফুচকা খেলাম। এমন খেলাম যে ভাত খেতে গিয়ে দেখা গেল আর খেতে পারছি না। বাবা রেগে গেল, 'কী খেয়েছিস যে খেতে পারছিস না?'

আমি কাঁদো কাঁদো মুখে বললাম, 'ফুচকা'।

বাবা গজগজ করতে লাগল।

এখন বিজনদা একটা লুঙ্গি পরে লোমশ ভুঁড়ি বের করে ক্যারাম খেলে। আমি দেখলেই ভাবি কত বড় দুই অক্ষর হলে এই লোককে আমি পছন্দ করেছিলাম।

একটা সময় অবধি আমরা সবাই সেটাই থাকি। পরেও যে সেটা বদলায়, তা নয়। পরে গিয়ে দেখা যায় আরও বড় দুই অক্ষর হয়ে গেছি।

আর আমি হিমুকে নিয়ে ক্লান্ত বোধ করছি।

সকালের খাবার দিতে গিয়ে দেখছি হিমু ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে কত কিছু ভাবছে। আমার মনে হল, এ তো ভারি আনন্দে আছে!

এদিকে আমার হাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে এর খাবার নিয়ে উপর নিচ করতে করতে। টেবিলের উপর ট্রে রেখে বললাম, 'তুমি কবে যাবে?'

হিমু হাসি মুখে বলল, 'যাব না ঠিক করেছি। দোকানের প্ল্যানটা নিয়েই ভাবছিলাম। এ পাড়ার ডিমান্ড নিয়ে রিসার্চ করব। তুমি একটা হেল্প করো। পাড়ার লোকেদের কী কী লাগে?'

আমি বললাম, 'মুদির দোকান আছে'।

হিমু বলল, 'রাইট। একটা থাকলে আরেকটা দোকান দিয়ে লাভ নেই। বাঙালির সমস্যা একটাই। যেখানে অলরেডি একটা মুদির দোকান আছে, সেখানে আরেকটা মুদির দোকান দেবে কেন? সেখানে মাছের দোকান দেবে, মাংসের দোকান দেবে। আমি ভাবছি মাছের দোকান দেব। তুমি মাছ কাটবে। আমি বিক্রি করব। হাই মার্জিন বিজনেস'।

দিদা বলল, 'মোড়ের মাথায় দাঁড়াইতে ক হারামজাদারে, ওর দিয়া বেশি

কামাইবোনে। সবাই মাইরা যাইব, আর হাতে দশ টাকা দিয়া যাইবোনে'।

আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। হিমু অবাক হয়ে বলল, 'কী হল? হাসছ কেন?'

আমি বললাম, 'তুমি কিছু পারবে না। এখানে আমার মার টাকায় খাবে আর ঘুমাবে'।

হিমু বলল, 'তুমি কি কোনওভাবে আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ?'

আমি বললাম, 'সে বোধ তোমার থাকলে আমাকে এত কষ্ট করতে হত?'

হিমু হাসিমুখে খাবারের ট্রে নিয়ে বলল, 'তা ঠিক। নিজের লোকেদের কাছে আবার লজ্জা কী? তোমরা কি পর?'

আমি বললাম, 'পরই। তুমি এবার যাও। অনেক হল'।

হিমু বলল, 'তাড়িয়ে দেবে?'

আমি বললাম, 'না। এটাকে তাড়ানো বলে না। এখানে এভাবে তোমার থাকাটা সলিউশন না'।

হিমু বলল, 'সলিউশন ভেবে নেব ঠিক। ওটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারলেই খুশি'।

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'আমি খুশি না। আমার কোনও আনন্দ হচ্ছে না তুমি থাকায়। আমি তোমাকে ভালোওবাসি না। খামোখা আছ তুমি। আমার মনে হয় তোমার চলে যাওয়াই ভালো। না গেলে পাড়ার লোকেদের বলে দেখি, ওরা নিশির বরকে তাড়িয়েছে, তোমাকে তাড়াতে পারবে। এরা ভালো তাড়াতে পারে'।

হিমু করুণ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

৩৮

'ফেসবুক হল নিজেকে লিবারাল প্রমাণ করার জায়গা। বুঝলি? ওখানে বেশিরভাগই বামপন্থী নাস্তিক, ফোন পকেটে রেখে রাস্তায় বেরিয়ে শনি মন্দির দেখলে প্রণাম করে। ফেসবুকে কাজের লোককে লেখে গৃহ সহায়িকা। আর ফোন পকেটে ঢুকিয়ে একদিন না এলে মাইনে কেটে নেয়'।

অনীশ আমাদের ইউনিয়ন লিডার।

অফ পিরিয়ডে ক্লাসে বসেছিলাম। অনীশ সবাইকে ফেসবুক বোঝাচ্ছে। অনীশ ব্রাইট ছেলে। চোখ মুখ থেকে ওর জ্যোতি বেরোয়। আমার সমবয়সী না হলে নিশ্চয়ই প্রেমে পড়তাম। কিন্তু আমার সমবয়সী ছেলে নিয়ে সমস্যা আছে। আমাকে দিদা বলেছিল বাবা মা সমবয়সী বলেই বাবা পালিয়েছে। মেয়েদের

যৌবন আগে শেষ হয়। ওখানের জ্বালাও তাড়াতাড়ি শেষ হয়। সমবয়সী যৌনসঙ্গীর তখন জ্বালা বাড়ার আদর্শ সময়। তার খিদে না মিটলে সে পালাবেই।

আমি বলেছিলাম সবাই পালায় না। দিদা পান চিবোতে চিবোতে বলেছিল, 'না পালাইলে নাড়ায়। অন্যেরে ভাইবা নাড়ায়। বুঝস? তোর বর তোরে না চাইয়া অন্য মাগিরে লইয়া ভাইবা নাড়ায়। তুই খুশি হবি?'

'অ্যাই নীপা, তোকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি। অ্যাক্সেপ্ট করিসনি কেন?' অনীশ কখন আমার সামনে চলে এসেছে দেখিনি। বললাম, 'আমার স্মার্ট ফোন নেই। বন্ধুর আছে। ও-ই প্রোফাইল বানিয়ে দিয়েছিল'।

অনীশ হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেকি রে? তুই কি গুহামানব, সরি মানুষী?'

আমি হাসলাম, 'বাবা পালিয়েছিল ছোটবেলায়। তারপর ওসব নিয়ে ভাবার সময় পাইনি'।

অনীশ ঘাড় নাড়ল, 'রাইট। ক্লাস স্ট্রাগল। তোর ব্যাপারটা আমি জানি। কাকিমা ছিলেন বলে স্ট্রাগলটা এখনও অতটা করতে হয়নি। মানুষ স্ট্রাগল ভুলে যায় আফিম পেলে। তুই ভুলতে পারিসনি। কারণ তোকে ওই সময় থেকেই টিকে থাকতে হয়েছে। বাপের টাকায় খাওয়া লোক স্ট্রাগল বুঝবে কী করে?'

আমার সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'থাক ভাই। তুই আমাকে পলিটিক্স বোঝাস না। অত বুঝি না'।

অনীশ রেগে গেল, 'বুঝিস না মানে কী? না বুঝলে টিকে থাকবি কী করে? তুই কি জানিস তোর বাবার পালিয়ে যাওয়াটাও আসলে রাজনীতি না বোঝার ফল?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম, 'মানে?'

অনীশ বলল, 'এটাকে বলে মূল্যবোধের পতন। মানুষ ভালোবাসার মূল্যবোধকেও পাত্তা দিচ্ছে না। কেন? তাদের আইডল নেতারা তাদের বউকে ছেড়ে আরেকজন বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে থাকছে। মিডিয়া সেটাকে সেনসেশনাল নিউজ হিসেবে দেখাচ্ছে'।

রজত খচে গেল, 'এই অনীশ, সব ব্যাপারে পলিটিক্স টানবি না। তোদের পলিটিক্স আমাকে শেখাবি না, ঘরে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যেও তোরা পলিটিক্স ঢুকিয়েছিস। তোদের দলে এসব হয়নি?'

অনীশ বলল, 'হয়েছে তো। কিন্তু সেটা মিডিয়ায় নিয়ে গিয়ে অমর প্রেম কথা প্রচার হয়নি'।

আমার সামনে একটা ভয়াবহ রাজনৈতিক ক্যাচাল শুরু হয়ে গেল। আমি এই জিনিসটা ভয় পাই। পৃথিবীতে সবাইকে সব কিছু বুঝতে হবে তার দায়

নেই, কিন্তু কমবয়সী ছেলেদের রাজনৈতিক ঝগড়ার থেকে ঝামেলার কিছু হয় না।

আমি সরে পড়লাম। ক্লাসে বসে থাকলে রোজ কিছু না কিছু ঝামেলা লাগবেই। অনীশ কিন্তু ওখানে ঝগড়া করল না। আমার পেছন পেছন এসে আমাকে পাকড়াও করল, 'এই শোন না। পালাচ্ছিস কেন?'

আমি বললাম, 'এসব পোষায় না বলে। তুই একটু পরে মার খাবি, সেটাও আমি দেখতে পাচ্ছি'।

অনীশ বলল, 'মার খাব কেন? কেউ মারবে না, আমাদের ঝগড়া চলে কিন্তু মারামারিতে যায় না। পলিটিক্স সেটাই বলে'।

আমি বললাম, 'বলুক। আমি ভাই এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি। আর ঝামেলায় যেতে চাই না'।

অনীশ বলল, 'আমি সেই ঝামেলার ব্যাপারেই জানতে চাইছি। আমরা সবাই দেখেছি তুই চুপচাপ বসে থাকিস। তোর বিয়ের ব্যাপারটাও জানি। আমরা তো তোর বন্ধু। তুই আমাদের সঙ্গে শেয়ার করিস না কেন?'

আমি অবাক হলাম। এসব নিয়ে ওরা আলোচনা করে নাকি? বন্ধু মানে কী? আমার বন্ধু তো ছোট থেকে নিশি। নিশির সব আমি জানি, আমার সব নিশি জানে। অনীশরা আবার কেন জানবে?

আমি বললাম, 'করিনি। তোরা কেউই আমার ক্লোজ বন্ধু না বলেই করিনি'।

অনীশ বলল, 'এবার থেকে করবি। সবাই সবার পাশে থাকবে। তাহলে কেউ আর একা বোধ করবে না। বুঝলি?'

আমি বললাম, 'বুঝলাম না। আমি আবার তোদের মাথায় কবে ঢুকলাম? কবে সাবজেক্ট হলাম?'

অনীশ বলল, 'আমাদের না। আমার। আমার মনে হয় তোর বড় কোনও সমস্যা আছে। আর সেটা তুই কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারিস না। তুই চাইলে আমাকে বলতে পারিস'।

আমি কঠিন মুখে বললাম, 'না আমার কোনও সমস্যা নেই। আমি বাড়ি যাব'।

অনীশ বলল, 'বাড়ি যাবি? চল তোকে ছেড়ে আসি'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। মহা উৎপাত শুরু হল তো!

অনীশ একটু খ্যাপাটেও বটে। সেদিন শুনছিলাম, বলছিল এই ভয়াবহ পচে গলে যাওয়া সমাজে সবার আগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু নতুন করে শুরু করতে হবে।

শুরু করলেই হবে? শেষ করবে না? পাশ করে যাবার পর চাকরি করতে বাইরে গেলে ক্লাস স্ট্রাগলের কী হবে? বললাম, 'তুই অন্য কাউকে ধর।

আমাকে ছাড়। আমার কোনও সমস্যা নেই'।

অনীশ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু সমস্যা হলে বলবি। আমরা 'আছি'।

আমি হেসে ফেললাম।

কেউ থাকে না আসলে। সবাই পরশ্রীকাতর আর নিজেরটা বুঝতে ব্যস্ত। আছি কথাটার থেকে মিথ্যে কথা আর কিছু হয় না।

৩৯

নিশিকে আটকে রাখা হয়েছে ওদের বাড়িতে। নিশি আর নিশির বাচ্চা দুটোকেই।

আমি ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম। কাকু ঢুকতে দেননি। কোমরে হাত দিয়ে বলেছেন, 'বাড়ি যা। তোরাই ওর মাথা খেয়েছিস'।

আমি ভালো মেয়ের মতো বাড়ি চলে এলাম। দিদা বারান্দায় বসে খিলখিল করে হাসছে, 'মাথা খাইছে নাকি। মাথা খাইছোস তুই?'

আমি দিদাকে পাত্তা না দিয়ে বসলাম। রাস্তা দিয়ে একটা ছেলে গোলাপ নিয়ে যাচ্ছে। দিদা বলল, 'গোলাপ নিয়া কই যায় ছ্যামরা?'

আমি বললাম, 'গোলাপ দেয় মেয়েদের। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রপোজ করে। তুমি বুঝবে না'।

দিদা বলল, 'বুঝুম না ক্যান? আমি কি গাধা? আমি সব বুঝি'।

আমি বললাম, 'কী বোঝো?'

দিদা বলল, 'ছ্যামরারা শোয়ার আগে গোলাপ দেবে, লজেন দেবে, আরও কত কী দেবে। শুয়া হইয়া গেলে পাত্তাও দেবে না। আরেকটা মাগির দিকে তাকায় থাকবে। ওই যে ছাওয়ালটা পইড়া আছে তগো বাড়িতে, তুই কী ভাবছোস শোয়া হইয়া গেলে আর থাকব? পালাইব'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। এটা আমিও বুঝতে পারি। সব কিছু আগে বুঝে যাওয়া ভালো ব্যাপার না। সমস্যার ব্যাপার। এগুলো না বুঝতে পারাই ভালো। সারসত্য বুঝে গেলে ভারি বাজে ব্যাপার হয়। তখন সবকিছু তেতো লাগে।

উপরের থেকে ঘণ্টার শব্দ আসছে। হিমুকে একটা ঘণ্টা দিয়ে আসা হয়েছে। কিছু দরকার হলে ও ঘণ্টা নাড়ায়। আমি আবার উপরে গেলাম। জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

হিমু হাসিমুখে বলল, 'তোমার কথা মনে পড়ছিল। তাই ডাকলাম'।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'রাখালের গল্পটা শুনেছ তো? পালে বাঘ পড়ার পর কিন্তু কেউ আসেনি। এরকম ফালতু কারণে ডেকে যাচ্ছ তুমি। এরপর সত্যি দরকার হলে আসব না'।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

হিমু বলল, 'তখন নীচে নেমে যাব। আমি ভেবেছি মাকে আর ভয় পাব না। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব'।

আমি বললাম, 'সেই একই কথা কেন বলে যাচ্ছ? আমি তো তোমার বাড়িতে যেতে চাই না। আমি চাই তুমি এবার বিদেয় হও'।

হিমু বলল, 'আমি কোম্পানিতে ফোন করেছিলাম। ওরা জানিয়েছে আমার চাকরি আর নেই। পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে মেইল করে দেবে এর মধ্যেই'।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'এবার কী হবে? অন্য চাকরি পাবে?'

হিমু আনন্দিত মুখে বলল, 'না। এখন রিসেশন। কোথাও পাব না। তার উপরে আমার সেভিংস জিরো। একটা টাকাও নেই হাতে। আমার সঙ্গে সন্ন্যাসীর কোনও পার্থক্য নেই বুঝলে?'

কী ভালো কথা! আহা! আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। হিমুর মা জানলে সব দোষ নিশ্চিন্তে আমাকেই দেবে। দিদা খাটের উপরে নাচতে নাচতে বলছে, 'এবার কী করবি মাগি? আমারে মারছিলি, ভাবছিলি খুব আনন্দ হইছে? নে এইবার'।

আমি হিমুকে বললাম, 'তুমি একটা কাজ করো। আমার বাবার বাড়ি চলে যাও। আমার বাবাকে আমার মা একটা মাসোহারা দেয়। মার সঙ্গে কথা বলে আমিও না হয় তোমার জন্য একটা মাসোহারা জোগাড় করব। আমার ভাই হবে। তুমি সেই ভাইকে কোলে নিয়ে ঘুরবে। সুখী পরিবার হবে'।

হিমু জিভ কেটে বলল, 'ধুস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ও বাড়ি যাব কেন? আমি দোকান দেব'।

আমি বললাম, 'দোকানের টাকা কে দেবে?'

হিমু বলল, 'তুমি ধার দেবে'।

আমি আঁতকে উঠলাম, 'আমি! আমি কোত্থেকে দেব?'

হিমু বলল, 'কেন? তোমার কাছে নেই?'

আমি বললাম, 'আমার কাছে দশ টাকাও নেই। তুমি দয়া করে এবার বাড়ি যাও। অনেক সর্বনাশ হয়েছে আমার। আর সর্বনাশ সহ্য করার ক্ষমতাটুকু নেই আর। যাও'।

হিমু বলল, 'ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে'।

আমি বললাম, 'কী করে ঠিক হবে?'

হিমু বলল, 'ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে শিখেছিলাম। সব খারাপ সময় ঠিক হয়। এটা তো কিছুই না। আমি ভালোবেসে থাকি এখানে। খারাপ ভালোর ব্যাপার নেই কোনও। ভালোবাসার দেবতা সব ঠিক করে দেবেন'।

আমি কিছু বললাম না, নীচে নেমে এলাম।

মা ঘরে ছিল। ঢুকে বললাম, 'মা, এবার মনে হয় ওর বাড়িতে বলার সময় হয়েছে'।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

মা জিজ্ঞাসু মুখে বলল, 'কী হয়েছে?'

মা সব শুনল। শুনে বলল, 'নীচে ডেকে নিয়ে আয়। দেখছি কী করা যায়'।

৪০

হিমু এসে মার সামনে বসেছে। সোফায় বসে পা দোলাচ্ছে। মা বলল, 'তুমি কিছু ঠিক করলে?'

হিমু বলল, 'নীপাকে সব বলে দিয়েছি আমি। আমার চাকরি নেই, সেভিংস নেই। এই মুহূর্তে আমি নিঃস্ব। আপনারা আমাকে লোন দিন, আমি দোকান দেব'।

মা একটা ডায়েরি বের করে শান্ত মুখে বলল, 'আমি একজন সামান্য স্কুল শিক্ষক। আমার সীমিত সামর্থ্য। স্বামী পরিত্যক্তা। জানো আশা করি। তা সত্ত্বেও একটা বড় ঘরে নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে আমাকে বারো লাখ টাকা লোন নিতে হয়েছিল। এই বারো লাখের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকার গয়না আছে। পাঁচ লাখ টাকার গয়নায় কিছুই হয় না। আমার কিছু গয়না ছিল, সব মিলিয়ে মেয়েকে বিদায় দিতে পেরেছিলাম। সে গয়না উদ্ধার করতে আমার দম বেরিয়ে গেছে। এই বারো লাখ টাকা লোনের মধ্যে দশ লাখ টাকার ইন্টারেস্ট রেট অনেকটা বেশি। আমি কোনও রাজনৈতিক নেতা কিনে রাখা শিল্পপতি না যে লোন শোধ না করলে আমার কিছু হবে না। আমার জেল হতে পারে। বাড়িটাও চলে যেতে পারে। এত কিছুর পরে আমার মেয়েকে তোমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপরেও আমি তোমাকে এ বাড়িতে জামাই আদরে বসিয়ে রেখেছি। খাওয়াচ্ছি। কোনও অসুবিধে যাতে না হয়, সেটাও দেখছি। তোমার এর পরেও মনে হয়, আমি তোমাকে টানতে পারব? তোমার মতো একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে, যে একটা মেয়ের সঙ্গে থাকার জন্য চাকরি ছেড়ে দিতে পারে, তাকে টেনে আমার লাভ কী হবে বলতে পারো?'

হিমু মার কথাগুলো শুনে মাথা চুলকে বলল, 'দশ লাখ তো নিয়েইছেন, আরও পাঁচ লাখ লোন নিয়ে নিন। তারপর একটা ভালো মাছের দোকান করব'।

মা বলল, 'তোমাকে কথাগুলো বলার দরকার ছিল। বললাম। এবার তুমি উপরের ঘরে ফিরে যেতে পারো। তবে কী জানো তো, আমি আমার মেয়েকে চিনি। আমি এটুকু জানি, তুমি এখানে সারাজীবন হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেও ও তোমাদের বাড়ি যাবে না। তুমি বৃথা কষ্ট করছ'।

হিমু বলল, 'আমি যদি এখানে থেকে যাই?'

মা বলল, 'অকারণ থাকা হবে। আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে ফিরবে না।

আমি ওকে চিনি। ও আমার মতোই। তুমি যাও এবার। বাড়ি যাও'।

হিমু বলল, 'কোথায় আর যাব? চাকরি চলে গেছে'।

মা বলল, 'নিজের বাড়ি ফিরে যাও। বাড়ির লোকের থেকে আপন তো কেউ হয় না। তুমি এবার এসো'।

হিমু ব্যাজার মুখে কয়েক মিনিট বসে থেকে উপরে চলে গেল।

মা আমায় বলল, 'দেখ কী করে। কাল অবধি দেখ। তারপর আমি দেখছি'।

আমি আর কিছু বললাম না। মার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। এর পর কী করতে হবে মা সব জানে। অকারণ বেশি ভেবে লাভ নেই। মা বুঝুক, হিমুর সঙ্গে মা কী করবে।

আমাদের ক্লাসের রানির বয়ফ্রেন্ড অর্ঘ্য, রানির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে। সে ইংরেজির অর্ধেক ভুল। দুজন বাঙালি নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতে যাবে কেন আমি এটাই বুঝি না। ওতে কী লাভ হয়?

হিমুর সঙ্গে মা অবশ্য ইংরেজি বা হিব্রুতে কথা বলেনি। বাংলাতেই বলেছে।

এত কিছুর পরেও যদি হিমু না বোঝে, তাহলে সত্যিই সমস্যা।

হিমু রাতে রুটি মাংস খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। মা বলে দিয়েছে, কুমড়োর ছেঁচকি আছে, খেলে ওটা খাও, নইলে রান্না করে নাও।

আই লাভ ইউ সিনেমার দেবের মতো হিমু লড়ে যাবার চেষ্টাও করেনি। ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর চাপ নিলাম না। হিমুদের বাড়িতে ফোন করলাম। হিমুর মা ফোন ধরলেন, 'হ্যালো'।

আমার বুক ঢিবঢিব করছিল। হিমুর মার 'হ্যালো' শুনে আমি হড়বড় করে বলে গেলাম, 'হিমু এ বাড়িতে আছে। নিয়ে যান। নিজে বাঁচুন। আমাকেও বাঁচান'।

হিমুর মা ওপাশ থেকে একটা আর্তনাদ করলেন। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেলেন...।

৪১

বিয়ে মানে কী?

মানিয়ে নেওয়া?

আমার তো এটাই মনে হয়। আগে মানিয়ে নাও, তারপর বাকি কথা। মানিয়ে নেওয়ার সব দায়িত্বটাই মেয়েদের। ওই একটা বাড়িতে গেলাম, সে বাড়ির

লোকজনেরা আমার বাড়ির সম্পর্কে আজে বাজে বকে যাবে, সেটা শুনে যেতে হবে হাসিমুখে. কোনও ব্যাপার না। আমার বাবা মা সম্পর্কে হুট করে আজে বাজে একটা মন্তব্য ভেসে আসতেই পারে। সেটাও শুনে হজম করে নিতে হবে হাসিমুখে। বিয়ে মানেই তো তাই।

আমার বন্ধু ইপ্সিতা সারাক্ষণ সবার সঙ্গে খিল্লি করে যেত। ওর সঙ্গে দেখা হল সেদিন। ইপ্সিতার বর ছিল। দেখলাম ইপ্সিতা এখন ভীষণ গম্ভীর। আমায় পরে আলাদা করে বলল, ওর বর বেশি হাসলে রেগে যায়। ওকে এখন ওর বর ইংরেজিতে কথা বলা শেখাচ্ছে। বাংলা বললেও রেগে যায়। অনেক কনভেন্ট স্কুলে যেমন ভুল করে বাংলা বলে ফেললে ফাইন হয়, ইপ্সিতা ওর বরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে ফেললে নাকি ওকে ফাইন দিতে হয়। ফাইনটা কী, সেটা বলতে গিয়ে ইপ্সিতা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। ইপ্সিতার বরকে দেখে আমিই ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় আমাকে ডেকে তেরোর ঘরের নামতা জিগ্যেস করতে পারে। কিংবা একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অংক দিয়ে দিতে পারে।

আমায় ইপ্সিতা হাতে পায়ে ধরল, ওর বরের লেগ পুল না করার জন্য। করলে নাকি বাড়ি ফিরে ওকেই আবার শাস্তি দিয়ে দেবে। সেটা শুনে আর কিছু বললাম না।

তবে এই বিয়ে নামক জিনিসটাকে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে হিমু যে আমাকে ইপ্সিতার বরের থেকে বিন্দুমাত্র কম যন্ত্রণা দিচ্ছে তা নয়। হিমুর মাকে ফোন করার কথা আমি কোনওদিন ভাবিনি। সেই ফোন করতে হল।

ফোন করার মিনিট দশেকের মধ্যে হিমুর মা আমাদের বাড়ির সামনে এসে চিল চিৎকার জুড়ে দিলেন, 'আমার ছেলেকে কালো জাদু করেছে, জাদু টোনা করেছে গো...'

আমার মা শান্ত মুখে বলল, 'ডেকে নিয়ে আয়'।

আমি হিমুকে ডাকতে উপরের ঘরে গিয়ে দেখলাম, হিমু নেই। চমকে উঠলাম। সব ঘর দেখলাম। বুঝলাম হিমু পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে।

হিমুর মা সেটা শুনে হাউমাউ করে উঠলেন, 'এই দেখো, আমার ছেলেকে তেলে ভেজে খেয়ে নিয়েছে গো, আমি পুলিশ ডাকব, পুলিশ এসে সব বুঝে নেবে এবার। গুম খুন করেছে আমার ছেলেকে এই মেয়ে'।

মা বলল, 'আপনি বসুন। আপনার ছেলে ঠিক চলে আসবে। আপনি না বসলে আমাকেই পুলিশ ডাকতে হবে'।

হিমুর মা রাগী মুখে আমার দিকে তাকিয়ে সোফায় বসে বললেন, 'কবে থেকে আছে?'

মা বলল, 'আপনার ছেলে চেন্নাই না গিয়ে এখানেই আছে। চাকরি চলে

গেছে। হাতে টাকা পয়সা নেই। ও নীপাকে না নিয়ে কোথাও যাবে না বলছে। আর আমি চাইছি ডিভোর্স করাতে। আপনাকে সে জন্যই খবর দেওয়া হয়েছে। আপনিও ডিভোর্স চান, আমিও ডিভোর্স চাই। যেখানে যা খবর দিতে হয় দিন, যা লাগে বলুন, আপনার ছেলেকে এ বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান। আপনিও ভালো থাকুন, আমাদেরও ভালো থাকতে দিন'।

লোকে অল্প শোকে কাতর হয়, অধিক শোকে পাথর। হিমুর মা এবার চুপ করে গেলেন। তারপর ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কী কুক্ষণে আমি বাজারে এই মেয়েটাকে পছন্দ করেছিলাম। আমার কপাল। আমায় পাগলা কুত্তায় কামড়েছিল'।

মা বলল, 'কী হয়েছিল ভেবে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। আপনি উপায় দেখুন। নইলে আমাকে দেখতে হবে। সেটা হলে ভালো হবে না'।

হিমুর মা বললেন, 'কী করবেন?'

মা বলল, 'সেটা দেখতেই পাবেন। চাইলে আপনি এ বাড়িতে যতক্ষণ খুশি থাকতে পারেন। কিন্তু আপনার ছেলেকে নিয়ে যান। মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য যা যা করতে হয় করুন। আমি এ অশান্তি আর নিতে পারছি না'।

হিমুর মা খুনখুন করে কেঁদে যেতে লাগলেন। মা আর আমি চুপ করে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে জানলা দিয়ে দেখলাম, হিমু আমাদের বাড়ির পেছন দিক থেকে রাস্তার দিকে এগোল। ওর গায়ে কাদা লেগে আছে। মানে এতক্ষণ ধরে বাড়ির পেছনের পুকুরের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে ছিল।

বুঝলাম যে কোনওদিন খালি গায়ে হিমু চৌমাথার মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জায়গায় চলে গেছে।

৪২

ফ্যান চলছে। আমি চুপ করে শুয়ে ফ্যানটা ঘুরছে, দেখে যাচ্ছি।

হিমুকে ওর মা নিয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আমার মা বলেছে, হিমু হল গেরস্থ বাড়ির বেড়ালের মতো। বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে এলেও ঠিক আবার চলে আসবে। এখনই আশ্বস্ত হবার কিছু নেই।

তবে হিমুর মা মিউচুয়াল ডিভোর্সের কথা বললেন। হিমুর মা ডিভোর্স চান। আমি ডিভোর্স চাই। আমার মা চায়। কিন্তু হিমু আমাকে চায়।

একটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হিমুকে কী করে সামলানো হবে এটা নিয়ে পাড়ার নেতারা এসেছিল। সবার বক্তব্য, পাড়ায় দেখলে ঠ্যাং খোড়া করে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে হিমু আর আসবে না। মা বারণ করেছে। মা

গান্ধীপন্থী। কোনওরকম ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে। মা বলেছে ওকে মানসিকভাবে আমার থেকে দূরে করা দরকার।

আমি ভাবছি, কী করে এটা সম্ভব। মোমবাতি মিছিল করা যেতে পারে হিমুর বাড়ির সামনে। 'হিমু তুমি আমাকে ভুলে যাও, আমার দাবি মানতে হবে', এরকম টাইপ কিছু। হিমু কী বলবে সেটা দেখে? আরেকটা পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে এল দেখা যাবে, 'যা পারো করে নাও আমি তোমাকেই চাই'।

নিশির বাবা আবার ওদিকে পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি নিশির মাথা খেয়েছি। কোনও বাড়ির বিপথগামী ছেলে বা মেয়েকে আড়াল করার জন্য তার পরিবারের লোক বন্ধুদের কুপ্রভাবের কথাই বলে বেড়ায়। আমি নিশির কুপ্রভাব। সেই নিশি যে ক্লাস নাইনেই পালিয়েছিল। এখানে আমি কীরকম কুপ্রভাব দিতে পারি, সেটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

মা এসে আমার কাছে বসল, 'তুই দু'দিন কলেজ যাস না। দেখা গেল হিমু কলেজের রাস্তায় তোকে ধরল'।

আমি বললাম, 'কী করবে ধরে? কিছু করতে পারবে না'।

মা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তাও। দেখা গেল অ্যাসিড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রিজেকশন থেকে এসব হয়। তোকে পেতে চাইল, পেল না, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ওদিকে চাকরি নেই। পুরোটাই হতাশা। দেখা গেল সব রাগ তোর উপর এসে পড়ল'।

আমি বললাম, 'দূর, কিচ্ছু হবে না। ওসব নিয়ে ভেবো না। কলেজে যাওয়া দরকার'।

মা সন্দিগ্ধ হল, 'কেন? কলেজে কী আছে? কেউ আছে নাকি?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'সম্ভব সেটা? আমার পক্ষে আর কাউকে ভালোবাসা সম্ভব না'।

মা বলল, 'তাহলে দু'দিন যাস না। আমার কথা শোন'।

আমি বললাম, 'আমি একা একা বাড়িতে কী করব? তার থেকে চলো আমরা দু'দিন কোথাও একটা ঘুরে আসি। সমুদ্রে যাবে? পুরী?'

মা বলল, 'না। আমার এখনই হবে না। অন্য কাজ আছে'।

আমি বললাম, 'কী কাজ?'

মা বলল, 'স্কুলে পরীক্ষা চলছে। আমাকে স্কুল যেতে হবে। তোকে যেটা বলছি, তুই সেটা কর'।

আমি আর কিছু বললাম না। মা চলে গেল।

দিদা বলল, 'তোর কুটকুট করে না? ছ্যামরারে তাড়াইলি কেন?'

আমি বললাম, 'না। লাগবে না। তুমি চুপ করো'।

দিদা বলল, 'ক্যান? শুকাইয়া গেসে?'

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

আমার কান মাথা গরম হয়ে গেল। ঘরের বাইরে এলাম। নিশির বাচ্চাটার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কেমন একটা মন খারাপ করা কান্না। কোনও কোনও কান্নার শব্দ শুনলে আর কিছু ভালো লাগে না। এ শব্দটা সেরকম। হাওয়া দিচ্ছে। শীত চলে যাচ্ছে। বসন্ত আসছে। বসন্তের হাওয়ার মধ্যেও একটা ভীষণ মন খারাপ করা ব্যাপার আছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, এ সময়টাতেই বাবা পালিয়েছিল। যত বেশি জিনিস মনে পড়ে, তত বেশি মন খারাপ হয়।

দু-চোখ দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে নিজের থেকেই। আটকানোর চেষ্টা করলাম না। পড়ুক।

নিশির বাবা চোখ ছোট ছোট করে আমাকে দেখছিল। বলল, 'তুই নিশিকে বুদ্ধি দিয়েছিলি মকবুলের সঙ্গে পালাতে?'

আমি বললাম, 'আমি কেন দিতে যাব? তাছাড়া আমি মকবুলকে এখনও চিনি না'।

নিশির বাবা সন্দিগ্ধ মুখে পায়চারি করতে লাগল। বলল, 'নিশির বিয়ে দেব। বাচ্চাটাকে আমি হোমে রেখে দিয়ে আসব। এখানে তো হবে না, এমন জায়গায় বিয়ে দেব, যেখানে কেউ কিছু জানবে না'।

আমি কিছু বললাম না। বললে ঝগড়া হবে। আমার আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছিল না।

বাইকের হর্নের শব্দ পেলাম। অনীশ এসেছে। বাইক থেকে নেমে হাসিমুখে বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হল। তোর ক্রাইসিসটা জানতে চাই'।

আমি বললাম, 'আমার মনে হয় আমার থেকে তোর পার্টির ক্রাইসিস এখন বেশি। তুই ওইদিকে মন দিলে ভালো হয়'।

অনীশ রাগল না। জোরে হেসে উঠে বলল, 'এই যে এত কিছুর পরেও তুই এত হাসাতে পারছিস, এটার মানে হল তুই এখনও লড়াই করতে পারবি'।

দিদা আমার কানে কানে এসে বলল, 'ভালো ভালো কথা বইলা শুইতে চায় তোর লগে, ছ্যামরা মানেই তাই। ভাগায়ে দে। ভাগা, ভাগা'।

আমি ভাগালাম না। অনীশকে বসার ঘরে বসালাম। নিশির সঙ্গে কথা বলা যাবে না। কাউকে একজন চাই যার সঙ্গে কথা বলা যাবে। অনীশ আসায় রাগ করলাম না, বরং খুশিই হলাম।

৪৩

মানুষের জীবনে সব থেকে বেশি দরকার একজন বন্ধু। যাকে সে সব কথা বলতে পারবে। সবাই সে কপাল নিয়ে আসে না।

আমার বন্ধুভাগ্য বরাবর খারাপ। নিশি পালাল ছোটবেলায়। ওর সঙ্গ যেসময় সবথেকে বেশি দরকার ছিল, সেই সময়ই রইল না। এরপরে একজন বন্ধু হয়েছিল সঙ্গীতা। আমি জানতামই না ও আমার সব কথা অন্য বন্ধুদের বলে বেড়াত। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম সেটা। সুলগ্না এল তারপরে। সে সময়টা আমি একজন বন্ধুর জন্য সত্যিই অস্থির হয়ে গেছিলাম। সুলগ্নার সঙ্গে অনেক কথা বলতাম। ওর বাড়ি যেতাম। ও আমাদের বাড়ি আসত। একদিন হঠাৎ করেই দেখা গেল সুলগ্না আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। ওর অন্য বন্ধু হয়েছে। তাদের সঙ্গে ঘুরছে। আমি চিরকালই বলদ। রাগ দেখাতে গেলাম। তাতে হিতে বিপরীত হল। সুলগ্না আমাকে লাথি মেরে চলে গেল।

বুঝলাম বন্ধুত্ব জিনিসটা আমার জন্য না। এই সময়টা অনীশ আসার পর তাই আমি ওকে তাড়াতে পারলাম না। অনীশ বলল, 'তোর স্ট্রাগলটা এখন ঠিক কোথায়?'

আমি হেসে ফেললাম, আমার স্ট্রাগল জানতে চাইছে। বললাম, 'পুরোটাই তো স্ট্রাগল। তুই জানিস না?'

অনীশ বলল, 'জানি তো। তাও তোর কীরকম সমস্যা হয়?'

আমি বললাম, 'মেয়েদের স্ট্রাগল মানে কী? বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির র‍্যাগিং শুনে সেটল হওয়া তো? সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমি ফেল করেছি'।

অনীশ বলল, 'সেটা গুড সাইন। বাংলার ঘরে ঘরে নীপবনের মতো মেয়ে দরকার'।

দিদা বলল, 'ওই দেখো। বার খাওয়ায়। শোয়ার ইচ্ছা। শুইতে চায়। বললাম না? ভালা ভালা কথা কইয়া বিছানায় নেবে তরে'।

আমি অনীশকে বললাম, 'তাহলে সব মেয়ে বাপের বাড়ি চলে এসে আমার মতো থাকলে ভালো হত বলছিস?'

অনীশ বলল, 'তা কেন? মেয়েদের পড়াশুনা করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে'।

দিদা বলল, 'ছেলেরাই দাঁড়াইতে পারতাসে না, উ আবার মেয়েদের দাঁড় করাইবে। লাথ মার, লাথ মাইরা বাইর কর হারামজাদারে'।

আমার হাসি পেল। আমাকে হাসতে দেখে অনীশ অবাক হয়ে বলল, 'কী হল? হাসছিস কেন?'

আমি বললাম, 'দাঁড়িয়ে কোথায় যাবে? সব কিছুর পরও তো শ্বশুরবাড়ির লোক বলবে বউমা চাকরি ছেড়ে ছেলে মানুষ করো। তখন কী করবে?'

অনীশ বলল, 'তখন নিজের কথা শুনবে। সমস্যা কোথায়?'

আমি বললাম, 'তুই এই সব বিপ্লব করে কবে নাগাদ আমেরিকা পালাবি?'

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অনীশ বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'এরকমই তো দেখি। যে যত বড় বিপ্লবী, সে তত তাড়াতাড়ি আমেরিকায় যায়'।

অনীশ মাথা নাড়ল, 'এটা বাজে জেনারালাইজেশন। সবাই আমেরিকা যায় না'।

আমি বললাম, 'ওই যাওয়ার সুযোগ পায় না আর কী। এদেশেই অন্যভাবে ক্যাপিটালিস্ট লাইফ লিড করে। কলেজ লাইফে কমিউনিস্ট, আরেকটু বড় হলে ক্যাপিটালিস্ট'।

অনীশ এবার সত্যিই অবাক হল, 'তুই এসব টার্ম কোত্থেকে জানলি? তুই তো ভাই ফেসবুকেও নেই।'

আমি বললাম, 'ফেসবুকে থাকলেই এসব জানে লোকে? ওসব না করলে জানা যায় না?'

অনীশ বলল, 'কিন্তু না মাইরি, সত্যি করে বল, এসব কী করে জানলি?'

আমি বললাম, 'জেনে গেছি। জানা আর কী এমন ব্যাপার। কিন্তু ভুল বলেছি কি?'

অনীশ বলল, 'ভুল না। কিছুটা ঠিক। তবে নিঃস্বার্থ লোক নেই, তা নয়'।

আমি বললাম, 'বাদ দে। চা খাবি? ক্লাস স্ট্রাগল বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছিস না?'

অনীশ বলল, 'চা খাই না। খাব না কিছু। কিন্তু তোর কথা শুনে ভালো লাগল। তুই আমাদের ইউনিয়ন জয়েন কর। অনেকের থেকে তোর পড়াশুনা বেশি। দেখ, যারা শাসক দল করে, তারা বেসিক্যালি ধান্দাবাজ হয়। আমাদের সময়ে যারা আমাদের দল করত, তারা কতজন এখন আমাদের দলে আছে? আবার এই দল যখন থাকবে না, দেখবি কেউ এ দল করবে না। পুরোটাই ক্ষমতার ক্ষীর। তুই এমনিই রেবেল। তোর মধ্যে একটা আগুন আছে'।

দিদা বলল, 'ফাঁকা ফ্ল্যাট পাইলেই আগুনে দুধ ঢালার ধান্দা করতাসে পোলা'।

আমি আর পারলাম না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লাম। অনীশ বোকার মতো আমাকে দেখতে লাগল...

৪৪

শীত শেষ হবার সময় প্রতিবার আমার ঠান্ডা লাগে। হাঁচি হতে শুরু করে। আমি একটার পর একটা হাঁচি দিয়ে যাই। নিয়ম করে প্রতিবছর আমার এটা হয়।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সেই ঠান্ডাটাই লেগেছে। নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। হাতে রুমাল নিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।

রোদ ওঠেনি। আমি বারান্দায় বসে পাড়া পর্যবেক্ষণ করছি। দুপুরের দিকে বিভিন্ন বাড়ির কাকিমারা একজোট হয়ে একটা সার্ক সম্মেলনে বসে। ওদের জীবনের সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে ওরা গোল টেবিল বৈঠক করে। ওখান থেকে আমার দিকে তাকিয়েই যখন কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, বুঝতে হয় তখনই আমাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এবারে ওরা বলবে ধিঙ্গি মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর বাড়িতে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুদিন পরে রাস্তায় ব্যবসা করতে দাঁড়াবে। আরেকটু এগিয়ে অন্য একটা কাকিমা বলবে, মেয়ে হয়ে জন্মেছ অত দেমাক কীসের? শ্বশুর বাড়িতে মাথা নিচু করে থাকবে। যা বলবে তাই শুনবে। কেন মেয়েদের এত অহংকার হবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছ মানে সব শুনতে হবে।

এই সময় ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমি আচারের বয়ামটা নিয়ে বসি। ওদের আরও জ্বলতে শুরু করে। চিড়বিড় করে। কই মাছের মতো লাফ ঝাঁপ দিতে শুরু করে, ওদের পিঠগুলো কেমন একটা বেঁকে বেঁকে ওঠে। বুঝতে পারি, জ্বলতে জ্বলতে ওদের মাথায় উঠে যাচ্ছে। বেহায়া, বেশরম মেয়ে মানুষ পাড়াটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, পাড়ার ছোট মেয়েরা কী শিখবে টাইপ আলোচনা সম্মেলনে প্যাক খেতে থাকে। মজার ব্যাপার হল, এই সময়েই, ওদের সামনেই ঘটনাগুলো ঘটে। যেমন ওই বৈঠক চলতে চলতেই বাইক নিয়ে অনীশ চলে এল।

অনীশ হালকা দাড়ি রেখেছে। লাল পাঞ্জাবি পরে বাইক নিয়ে ওর এন্ট্রি হতেই কনুই দিয়ে কাকিমারা একে ওকে ঠেলতে শুরু করে দিল। অনীশ এখন আমার উপর ইন্টারেস্ট নিয়েছে। ও আসবে আমি জানতাম। ঠিক করলাম কাকিমাদের আরও খোরাক দিতে হবে।

অনীশ বাইক থেকে নেমে বলল, 'আজ কলেজ গেলি না?'

আমি বললাম, 'বোস না। পাশে বোস'।

অনীশ আমার পাশে বসল। কাকিমাদের মিটিঙের দিকে তাকালাম। আড়চোখগুলো সিসিটিভি থেকে ড্রোন হয়ে এখন উপরে উড়ছে।

অনীশকে বললাম, 'সিঙ্গুর থেকে টাটা চলে যাওয়ার সময় অ্যানসিলিয়ারি শিল্প চলে গেছিল জানিস তো?'

অনীশ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মানে?'

আমি বললাম, 'গাড়ির সঙ্গে অনুসারী শিল্প। আর যা যা শিল্প হতে পারত ওই গাড়ি কারখানাকে কেন্দ্র করে, সেটাকে অ্যানসিলিয়ারি শিল্প বলে। আমাদের পাড়ায় এই কাকিমাদের গসিপ শিল্পের ভালো অ্যানসিলিয়ারি শিল্প হতে পারত

পপকর্ন, ফুচকা। কপাল, ওসব কিছুই নেই। ওদের আমার এই আচারের বয়ামটা দিয়ে আসবি? যা না। বেচারিরা কিছু পাচ্ছে না'।

অনীশ বলল, 'আমি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। দিয়ে আয়'।

অনীশ কী বুঝল কে জানে, সত্যি সত্যিই আচারের বয়ামটা নিয়ে ওদের গোল টেবিল বৈঠকের দিকে চলে গেল। কাকিমারা দেখলাম জোরে জোরে মাথা নাড়ছে।

অনীশ ব্যাজার মুখে বয়াম নিয়ে এসে বলল, 'কেউ নিল না'।

আমি আরও খানিকটা আচার মুখে দিয়ে বললাম, 'তোকে কেউ কিছু জিগ্যেস করল না? তুই কে, কোত্থেকে এসেছিস?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ করল তো। বললাম'।

আমি বললাম, 'গুড। এবার বল। কী নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিস?'

অনীশ বলল, 'এমনিই খোঁজ নিতে এলাম। কলেজ গেলি না কেন?'

আমি বললাম, 'ভালো লাগে না। কলেজ ভালো লাগে তোর?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ। কেন লাগবে না? বাড়িতে থাকার থেকে কলেজ যাওয়া ভালো'।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, নাট্যদৃশ্যে হিমুর আগমন হল। একটা সাইকেল নিয়ে উসকো খুসকো চুলে হিমু চলে এল।

কাকিমারা আবার নড়ল।

আমি হেবি খুশি হলাম। এই তো চাই। হিমুকে হাত নেড়ে ডাকলাম, 'এসো এসো'।

হিমু উত্তেজনায় সাইকেল স্ট্যান্ড করতে গিয়ে সাইকেল সুদ্ধ ড্রেনে পড়ে গেল।

৪৫

কাদায় মাখামাখি হিমুকে ড্রেন থেকে তুলে বাথরুমে ঢোকানো হল। অনীশ চিন্তিত গলায় বলল, 'এ কী রে, এর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল? এ কি মাতাল না পাগল?'

আমি হাই তুলে বললাম, 'কোনওটাই না। খুব ভালো অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট। আপাতত আই কিউ নেগেটিভে চলে গেছে। এই নিয়ে তোর কোনও রেফারেন্স আছে? কোনও বইপত্রে এসব নিয়ে কিছু লেখা নেই?'

অনীশ মাথা চুলকে বলল, 'না, আমি তো ক্লাস স্ট্রাগল জানি। এসব প্রেম

প্রেম নিয়ে সিরিয়াস বইতে কিছু লেখা নেই। পার্টির উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। বুঝতেই পারছিস, এখন আমাদের স্ট্রাগলের সময়, প্রেম ভালোবাসা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না'।

আমি বললাম, 'প্রেম বুঝে নিলে তো সব বুঝে যাওয়া যেত। প্রেম কমে যাচ্ছে বলেই দলের হাল খারাপ হচ্ছে। তোর কী মনে হয়? এই যে কিছু ছেলে বিপ্লবের কথা বলে সব থেকে বেশি রেসিস্ট, ক্লাসিস্ট আর হিংসুটেপনা করে বেড়ায়, কেউ ভালো কিছু করলেই তাদের টেনে নামাতে চায়, সারাক্ষণ নিজে একটা হনু সেটাই প্রমাণ করে যায়, তোর মনে হয় না এর জায়গায় প্রেমের কথা বললে লাভ হত?'

অনীশ গলা খাকরে বলল, 'তুই কি এটা আমায় বললি?'

আমি বললাম, 'কেন? তোর প্রোফাইল ম্যাচ করছে নাকি? যদি করে তাহলে তোকেও বলতে পারি'।

অনীশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি বিপত্তারিণীর তাগা বাঁধি। পরীক্ষার সময় এখনও ঠাকুর প্রণাম করি। তাহলে হয়তো এখনও পিওর কমিউনিস্ট হতে পারিনি। কিন্তু রেসিস্ট না আমি। হিংসেটা হয়, ধর আমি যে মেয়েটাকে পছন্দ করি, সে যদি অন্য ছেলেকে পাত্তা দেয়, হিংসে হবে না বল? সেটা খারাপ?'

হিমু বাথরুম থেকে গামছা গামছা বলে চিৎকার করছে। ওকে গামছা দেওয়া হল। এ বাড়িতে ওর পায়জামা আছে। সেটা পরে বেরিয়ে এসে দাঁত বের করল, 'কেমন পড়ে গেলাম দেখলে?'

আমি বললাম, 'তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?'

হিমু খুব আনন্দের খবর শোনাচ্ছে এমন গলায় বলল, 'দেখো আমার চাকরি কিছুতেই আর হবে না। এদিকে পকেটও গড়ের মাঠ। বাড়িতে বসেই বা কী করতাম? ঘুরতে বেরোলাম। আমার চাকরি নেই, টাকা পয়সা নেই দেখে যা বুঝলাম মাও আর আমাকে নিয়ে তেমন চাপ নিচ্ছে না। বাধাও দিল না জানো তো? পৃথিবীতে গরিব হওয়াই ভালো। ইম্পরট্যান্স কমে যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা বেড়ে যায়'।

'গরিব' শব্দটা কারো কারো অর্গাজম ঘটাতে সাহায্য করে। অনীশের যেমন হল! অনীশ পারলে সদ্য কাদামুক্ত হিমুকে জড়িয়ে ধরে, গদগদ গলায় বলল, 'একদম ঠিক বলেছেন। আপনার বেশ পড়াশুনা আছে তো'।

হিমু এতক্ষণে অনীশকে দেখল। অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কে?'

অনীশ বলল, 'আমি নীপার ক্লাসমেট'।

আমি বললাম, 'ও আমাদের ক্লাসের বিপ্লবী নেতা'।

হিমু বলল, 'এ বাড়িতে কী করছে?'

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

আমি বললাম, 'বিপ্লব বোঝাতে এসেছে। তুমি বুঝবে? অনীশ ওকে বোঝা'।

তবে অনীশ আমাকে যে উৎসাহ নিয়ে বিপ্লব বোঝাতে চায়, হিমুর সামনে তেমন উৎসাহ দেখাল না। কেমন একটা হাসি হেসে বলল, 'বাদ দে'।

হিমু বলল, 'চা খাওয়াবে? পাঁচ টাকাও নেই চা কেনার জন্য। কঠিন একটা অবস্থা হয়েছে'।

আমি বললাম, 'বসো। তুমি আর অনীশ বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করো'।

অনীশ বলল, 'আমি বরং যাই বুঝলি।'

দিদা সঙ্গে সঙ্গে উদয় হল, 'ওই দেখো, মাইয়া একা থাকলেই ওর চুলকানি হয়। এখন মাইয়া একা নাই, ও পালাইবে। কেমন ঢ্যামন দ্যাখসো'?

আমি বললাম, 'না না বোস না। দেখ হিমুকে হেল্প করতে পারিস নাকি। ওর একটা কাজ দরকার'।

আমি চায়ের জল বসিয়ে এলাম।

অনীশ বলল, 'আমার কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এখন কাজ কোথায়?'

হিমু বলল, 'আমি দোকান দেব। কাজ করে লাভ নেই। দোকান দিতে হবে। কিন্তু তার জন্য টাকা লাগবে। টাকা কোথায় পাব?'

আমি বললাম, 'অনীশ, তুই ওকে বোঝা পুঁজিটাই বড় কথা না। ইচ্ছাটা আসল। শ্রমিক হতে শেখা। কাল একটা কোদাল নিয়ে লোকের বাড়ির বাগান কোপাক। শ্রমের মূল্য বুঝবে। যেন মানুষ না, প্রেমের কাহিনির দেব'।

অনীশ মুখ টুখ কুঁচকে গোমড়া হয়ে গেল।

হিমু বলল, 'মা বলছে তোমায় গয়নার কথা বলতে। তুমি কিছু গয়না দিলে সেটা বিক্রি করে দোকান দেওয়া যাবে'।

আমি হেসে ফেললাম, 'শেষে আমার গয়না তোমার ব্যবসার "মূলধোন"?'

অনীশ গলা খাকরাল, 'আহ, ও কার নেই! কী সব বলছিস?'

আমি বললাম, 'ফুলশয্যা থেকে যার ক্রাইসিস ওইটার ইউজ না হবার জন্য, তার ব্যবসার জন্য ওকার লাগবে যা বুঝতে পারছি'।

অনীশ এবার একটু গরম হল, 'ঠিকই তো। তুই ঠিক বলেছিস। এই যে মশাই, আপনাকে বলছি, আপনার বাড়িতে নীপার যে অপমান হয়েছে, আপনি তার বিরুদ্ধে কী স্টেপ নিয়েছেন? প্রতিবাদ করেছেন?'

হিমু ভয় পেয়ে বলল, 'আপনি কে?'

আমি বললাম, 'বলেছি তো। আমাদের নেতা'।

হিমু বলল, 'আমি অনেকবার ক্ষমা চেয়েছি। বিশ্বাস করুন'।

অনীশ বলল, 'ক্ষমা চাইলেই সব হয়ে গেল?'

এদের কথায় ভুলে গেছিলাম চায়ের জল গরম হয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে চা নিয়ে এসে টেবিলে রাখলাম।

অনীশ উৎসাহ ফিরে পেয়েছে। হিমুকে ডাউন দেখাতে চাইছে। আমি মজা পেলাম। চা খেতে খেতে এসব ক্যাচাল দেখার আলাদা মজা আছে।

অনীশ বলছে, 'সোশিও ইকোনমিক গ্রাউন্ড থেকে বিচার করুন। আমি তো এইরকম বিয়েরই পক্ষপাতী নই। ডাউরি দেওয়া হবে, জিনিস দেওয়া হবে, গাদা গাদা বাজে টাকা খরচা করা হবে। মামাবাড়ি? কোনও মানে হয় এত খরচা করে বিয়ে করার? আবার নতুন কায়দা হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিয়ে। কোথাও আবার নারী পুরোহিত। আরে যদি নতুনত্বই চাই, তাহলে পুরোহিত কেন লাগবে? ছেলে মেয়ের হাত ধরে বলবে আমরা বিবাহিত। গল্প শেষ। এটা তো মহাভারতেও আছে। একে বলে গান্ধর্বমতে বিবাহ।'

হিমু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার কাছে আর টাকা নেই। দোকানটা খুলতে কোথায় টাকা পাব?'

এত জ্ঞান দিয়ে সেটা নিষ্ফলে গেল দেখে অনীশ মুষড়ে পড়ল, 'আমরা পুঁজির বিরোধী। টাকা দিয়ে দোকান খুলে কী হবে? আপনাকে যেটা বললাম তাই করুন। মাটি কোপান। টাকা যা পাবেন, জমিয়ে দোকান কিনুন'।

হিমুর মুখ উজ্জ্বল হল, 'এটা ভালো আইডিয়া। আমি কাল থেকে বাগান করার কাজে লেগে যাব'।

অনীশ বলল, 'আপনার কোনও সমস্যা হলে বলবেন, আমি আমার সংগঠন নিয়ে আপনার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব'।

দিদা বলল, 'মুখে কইব পাশে আছে, আর এ বাড়িত আইসা তোর লগে শুইতে চেষ্টা করব। সব ছেলে বন্ধু এমন হয়। বুঝস তুই মাগি?'

আবার সেই বিচ্ছিরি হাসিটা আসছে। আমি হাসতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখি অনীশের আঙুলে আংটি। আমি জিগ্যেস করলাম, 'কীসের আংটি রে?'

অনীশ বলল, 'এটা পান্না, আমি মানি না। মা জোর করে পরাল'।

আমি হেসে ফেললাম। অনীশ বলল, 'আরে, হাসছিস কেন? আমি জ্যোতিষ মানি না'।

হিমু বলল, 'না মানলে আমাকে দিয়ে দাও। বেচে দিয়ে ব্যবসা করব'।

আমি আবার হাসতে শুরু করলাম। যার যা ধান্দা।

৪৬

'প্রিয় এক দিন কা শাশুড়িমা,

আপনার ছেলেকে সামলান।

সামলানো মানে জানেন? জানেন না বোধ হয়। জানলে আর আপনার ছেলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সকাল বিকেল

যাতায়াত করত না।

আমাদের দেশে কোনও কোনও বাড়িতে বাচ্চা হবার পর যদি ছেলে হয়, তাদের ওই জন্মের সময় থেকেই একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে যায়। সে আলাদা। কেন আলাদা? না সে ছেলে। ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন। সে যা ইচ্ছা তাই করবে, বাপ তার দিদি বা বোনকে বিন্দুমাত্র প্রায়োরিটি না দিয়ে তাকেই সব প্রায়োরিটি দেবে, সব ভালো ভালো জিনিস তার জন্য থাকবে, ভাবটা এমন হবে, সে জন্মে আমাদের কেতাথ করে দিয়েছে। তার জন্যই সব কিছু। বাকিরা নিমিত্তমাত্র। বিয়ের পর সে নিজের বাড়িতেই থাকবে, তার মা বাপ ভেবে নেবে অন্যের বাড়ি থেকে যে মেয়েটা আসবে, তাকে যা ইচ্ছে বলার অধিকার তাদের অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে। সে যা চাইবে করবে, ফুলশয্যার রাতে একটা অপরিচিত মেয়েকে তার শাড়ি খোলানোর জন্য আরামসে জোরাজুরি করতে পারে। একবারও দেখার চেষ্টা করবে না মেয়েটা আদৌ প্রস্তুত নাকি। তার মানসিক অবস্থা কী? তার পিরিয়ড হয়েছে নাকি? পিরিয়ডের কথায় মনে পড়ল, আপনার ছেলেকে জিগ্যেস করে দেখবেন তো পিরিয়ড মানে কী? জানে? মনে হয় না জানে। সেসব শিক্ষা তো...হেঁ হেঁ, দেননি নিশ্চয়ই। দিলেও বিপদ অবশ্য। অতিশিক্ষায় পিরিয়ড কবি হয়ে যাবে। লিখে বসল হয়ত, এই শীতের দিনে পিরিয়ড হলে কী কষ্ট তুমি কী করে জানবে। যেন এই মাত্র কাপড়ে চোপড়ে করে বসে আছে।

যাই হোক, অনেক ভ্যানতাড়া মারলাম। আসল কথা বলি। প্রিয় এক দিন কা শাশুড়িমা, নিজের ছেলেকে সামলান। জানি আপনি ঝাঁসির রানি, আমার মতো মেয়েরা আপনার ব্লাউজের খাঁজে থাকে। কিন্তু সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন, এবার বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আপনার ছেলে সকাল বিকেল আমাদের বাড়ি আসছে, সাইকেল নিয়ে ড্রেনে পড়ছে, আমাদের বাড়িতে থেকেও গেছে কয়েকদিন বিনা পয়সায়। সে ঠিক আছে। আমার মার টাকা আছে। বাবাকে খাওয়ালে আপনার ছেলেকেও খাওয়াতে পারে। অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি আপনার হাতে পায়ে ধরছি, এবার বেড়াল সামলান। দরকারে হাত পায়ে বেড়ি পরান। কিন্তু দেখুন যেন এ বাড়িতে না আসে। আর নেওয়া যাচ্ছে না। ছেলেকে বড় করেছেন, ছেলে পড়াশুনায় ভালো, কিন্তু ছেলেকে বোঝান, নিজের বাড়ি বাদে বাকিদের বাপের সম্পত্তি না ভাবতে। দূরত্ব শেখান।

বাদ দিন। এত শেখানোর ক্ষমতা আপনার থাকলে তো হয়েই যেত। নিজেই তো আমার সঙ্গে অসভ্যের মতো ব্যবহার করেছেন। বাড়ির লোক যেমন হবে, সে বাড়ির ছেলে তো তেমনই হবে।

আপনাকে আমি অনুরোধই করলাম।

ধন্যবাদান্তে
জানেনই তো কে।'

চিঠিটা একটা খামে ভরে অনীশকে বললাম, 'এটা ওদের বাড়িতে দিয়ে আসিস তো!'

অনীশ বলল, 'আমি যাব?'

আমি বললাম, 'পোস্টও করে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পোস্টবক্স একটা দেখেছিলাম ও বাড়িতে। সেখানে দিয়ে আসিস না হয়'।

অনীশ মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তুই যাবি? তুই নিজের হাতেও দিয়ে আসতে পারিস। আমার বাইকে চল'।

দিদা বলল, 'ওই দেখো, ঠেকাইব পিছনে, ছ্যামরার লাফাইব সামনে। কেমন শয়তান দ্যাখসস?'

আমি অনীশকে বললাম, 'আমি যাব না। ভাল্লাগছে না। তুই যা'।

অনীশ চলে গেল। দিদা খাটের উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'বাইকে ঘুরবা? খুব মজা লাগে না?'

আমি বললাম, 'আমি ঘুরেছি? দেখলে যেতে?'

দিদা বলল, 'যাইবার তো ইচ্ছা লাগে। ছ্যামরা মানুষের ছোঁয়া লাগলে আনন্দ হয় না?'

আমি বললাম, 'না। সবাইকে নিজের মতো ভেবো না'।

দিদা বলল, 'ওরকম লাগে। তোরও ইচ্ছা করে। ছোঁয়াইতে, ঠ্যাকাইতে। ছ্যামরারে গায়ে উঠাইতে চাস তুই'।

আমি বিরক্ত মুখে ঘরের বাইরে এলাম। নিশি ঘর থেকে বেরিয়েছে। দু'চোখের তলায় কতটা কালি। সারাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছে মেয়েটা। আমি ডাকতে গেলাম, নিশির বাবা রাগী চোখে আমাকে কথা না বলতে ইশারা করল।

নিশিকে বললাম, 'কীরে? তোকে আটকে রাখছে?'

নিশির বাবা আঙুল তুলে নিশিকে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তুই ঘরে যা'।

নিশি ক্লান্তমুখে আমাকে দেখে ঘরে চলে গেল।

নিশির বাচ্চা কেঁদে যাচ্ছে একভাবে।

কী করা যায়? ঝামেলা করা যায়। কিন্তু নিশি নিজেই যদি সব মেনে নিয়ে বসে থাকে, তাহলে কী করে হবে?

নিশি হাল ছেড়ে দিয়েছে। নিশিকে বোঝানো হয়েছে ওর জন্য ওর বাবা যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই সব থেকে ভালো।

নিশির আর কিছু করার নেই।

আমার আবার বাবা থেকেও নেই। সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার লোক নেই।

কে বেশি সুখী? আমি না নিশি?

৪৭

দিনের একটা সময় আসে, যখন কেউ আর আসে না। পাড়ার কাকিমাদের গলার স্বর অবধি পাওয়া যায় না। মা স্কুলে গেছে। নিশির বাচ্চাটা কাঁদছে না, হিমু কিংবা অনীশ কারো দেখা নেই। চুপ করে জানলার ধারে বসে থাকলে রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে অবধি দেখা যায় না।

অদ্ভুত একটা সময়। দুপুর দুটো থেকে এই মন খারাপ করা একটা সময় শুরু হয় হঠাৎ করে। এই সময় বুকটা দুরু দুরু করতে থাকে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে শুরু করি, 'আমার কী হবে? এরকম ভাবে চলবে?'

তখন মার কথা মনে পড়ে। মা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে রেখেছে। সময় হলেই আমাকে ঠিক বলবে।

হিমুকে অবশ্য বেশিক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব না। হিমু এল দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ। হিমু এখন আমার একটা গয়না চায়। বিক্রি করে দোকান দেবে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবার আগের স্টেপে মানুষ কেমন হয়? হিমুর মতো? নাকি আগের স্টেজ ফেজ না, হিমু বদ্ধ উন্মাদ হয়েই গেছে?

হবে কিছু একটা। অস্থির ভাবে ঘরে ঢুকে হিমু বলল, 'তুমি মাকে চিঠি দিয়েছ?'

আমি বললাম, 'পড়েছ চিঠিটা?'

হিমু বলল, 'না। তুমি এরকম করলে কেন?'

আমি বললাম, 'আমার আর কিছু করার নেই বলে'।

হিমু কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'তুমি সত্যিই চাও না আমি এখানে থাকি?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'তাই চাই। এসো না'।

হিমু থমকে গেল। বড় বড় চোখ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে। আমি আর আসব না তবে'।

আমি বললাম, 'এসো না। চাকরি পাবার চেষ্টা করো। যে ভালোবাসে না,

তার কাছে এভাবে আসতে নেই। নিজেই ছোট হয়ে যাবে'।

হিমু মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে তাই হবে। আমি আর আসব না। ভালোবাসো না যখন এসে কী করব? ঠিকই তো'।

হিমু ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবতে পারিনি হিমু চলে যাবে। আবার আসবে? নাও আসতে পারে। জীবনের তো কোনও ঠিক নেই। কোনও কিছুরই ঠিক নেই।

আমি যেমন মাঝে মাঝে ভাবতে বসি আকাশ কুসুম। এই যে এত বড় একটা পৃথিবী, সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বাকি গ্রহগুলোর মতো, এত এত গ্রহগুলোর মধ্যে খালি পৃথিবীতেই মানুষ আছে। এখনও অবধি অন্য কোনও গ্রহে মানুষ আছে নাকি তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা এই এত গ্রহের মধ্যে মাত্র একটা গ্রহতে মানুষ আছে, আর সেই মানুষের আবার কত কায়দা। মানুষ ঠিক করে দেবে কে কী করবে, কে করবে না, কে কোন পোশাক পরবে, কোন ধর্ম ভালো, কোনটা খারাপ, কে কোন দেশে যাবে, কে যেতে পারবে না।

এত বড় বড় গ্রহের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রহ, সেখানে আবার তাদের কত দাবিদাওয়া। এই যে নিশির বরকে নিশির বাবা মেনে নিচ্ছে না, বৃহস্পতি গ্রহের বা তার উপগ্রহগুলোর কি তাতে কিছু যায় আসে? নাকি সূর্য থেকে যে আলোটা এসে এই গ্রহে পড়ছে, তাতে কারো কিছু যায় আসে? নিজেরাই নিজেদের মতো কত কিছু ঠিক করে বসে আছে সব। কাল একটা বড় পাথর এসে লাগলে গোটা পৃথিবীটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে এই মহাবিশ্বের কার কী যায় আসবে?

কে জানে। এত ভেবে কী হবে? আমার ছোট মাথা। বেশি ভাবলে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। বেশি ভাবতে চাই না এই জন্যই।

মা এল কিছুক্ষণ পরে। আমাকে দেখে বলল, 'তোর বাবার নাকি জ্বর হয়েছে। খোঁজ নিস তো। দোকানের লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোর বাবার তো আবার জ্বর এলে একবারে সারে না। দেখিস'।

আমি ভীষণ রেগে গেলাম হঠাৎ করে, 'তাতে তোমার কী?'

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো মা কেমন মিইয়ে গেল, সোফায় বসে পড়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। তাও তো ঠিক'।

মাকে ওভাবে দেখে আমার ভীষণ কান্না পেল। আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। মার সামনে কাঁদব না।

৪৮

মার কাছে আমি বেশিক্ষণ থাকি না কোনওদিন। মাকে দেখেছি বাবা চলে যাবার পরে স্বাভাবিক মুখে ঘরের কাজ করে যাচ্ছে। রান্না করছে, আমাকে স্কুলে

পাঠাচ্ছে, আবার নিজের স্কুলের জন্য রেডি হচ্ছে। আমি যদি আগে ফিরে আসি, সে কথা মাথায় রেখে আমি কী খাব, তার ব্যবস্থাও করে গেছে। ছোটখাটো খুঁটিনাটি মার ঠিক মাথায় থাকবে। শীতকালে কখন গরম জল লাগবে, স্কুল বা কলেজ যাবার আগে কখন ব্যাগে জলের বোতল বা টিফিন দিয়ে দিতে হবে, সব একবারে নখদর্পণে। এতকিছু মাথায় রেখে এত কিছু সামলানো বড় সোজা কাজ না। মা পারে। আমি পারব না আমি জানি। আমি তো কিছুই পারি না। সারাদিন শুধু শুয়ে থাকতে জানি। শুয়ে থাকাটা কোনও কাজের কথা না। কাজ শেখা দরকার। যদি মা আমাকে অনেক কাজ শিখিয়েছে, তবু মনে হয় আমি এখনও কিছুই শিখিনি।

মা আছে জানি। কখনও ভেবে দেখিনি, মা না থাকলে কী হবে। হঠাৎ করে আমার সেটাই মনে হল। বাবার শরীর খারাপের কথায় যতটা না কষ্ট হল, মার ওরকম চুপ করে যাওয়াটা যেন বুকে এসে বিঁধল।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে কেঁদে গেলাম। কাঁদা ছাড়া আর কীই বা করতে পারি?

চোখের জলের সমস্যা হল, এলে আসতেই থাকে। বুক হু-হু করে, কষ্টে সব ফেটে যেতে থাকে। অনেকটা সময় পরে স্বাভাবিক হলাম। সোজা হয়ে বসলাম। ধীরপায়ে মার ঘরে গিয়ে দেখলাম মা চুপ করে শুয়ে আছে। আমি গিয়ে মার পাশে শুয়ে বললাম, 'তুমি কি চাইছ আমি বাবাকে দেখে আসি?'

মা অন্যমনস্ক মুখে বলল, 'যাবি? ইচ্ছে হলে যাস'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। দেখা যাবে। আজ হিমু এসেছিল'।

মা বলল, 'সে আর নতুন কী? রোজই তো আসে'।

আমি বললাম, 'না, ও বলেছে আর আসবে না। এবারেই শেষ'।

মা বলল, 'ভালো। না এলেই ভালো। ওর জন্যই ভালো'।

আমি বললাম, 'আমার মনে হয় আর আসবে না। এরকম ওকে আমি কোনওদিন দেখিনি'।

মা বলল, 'তোর খারাপ লাগছে?'

আমি বললাম, 'নাহ। না এলেই ভালো'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। মনে হয় বেশি ঝামেলা হবে না। হয়ে যাবে ডিভোর্স'।

আমি বললাম, 'আমি আর বিয়ে করব না'।

মা বলল, 'অনেক সময় আছে। এখনই এইসব নিয়ে ফাইনাল কিছু ভাবিস না'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলাম। কী শান্তি হয়! এর থেকে শান্তি মনে হয় পৃথিবীতে আর কোনও কিছুতে হয় না। আমার সব চিন্তা মাকে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

কিন্তু মা কাকে মার চিন্তাটা দেয়? কেউ নেই তো। আমি বললাম, 'মা'।

মা বলল, 'হু'।

বললাম, 'তুমি খুব চিন্তায় পড়লে কাকে বলো? আমি যেমন তোমাকে বলি। তুমি কাকে বলো?'

মা বলল, 'কাউকে বলি না'।

আমি বললাম, 'সমস্যা হয় না? দম আটকে আসে না?'

মা বলল, 'তোর কী হয়েছে রে? তুই কি কিছু চেপে যাচ্ছিস?'

আমি বললাম, 'না। আমার কিছু হয়নি। তুমি বলো না। তোমার দম আটকে আসে না?'

মা বলল, 'ভাবিনি। ভাবলে আসত। অত ভেবে কী হবে? ভাবলে কি কিছু হত?'

আমি বললাম, 'হুঁ। ভাবলে বাবা তো ফিরে আসত না'।

মা বলল, 'ওরকম ভাবিস না। মন খারাপ হবে'।

আমি বললাম, 'তুমি ভাবো না? জেলেও দেওয়া যেত বাবাকে।'

মা বলল, 'না। ভাবতে নেই। যে যার সঙ্গে ভালো থাকে, থাকতে দে। সেটাই ভালো। জোর করে কোনও কিছু আটকানো উচিত না'।

আমি বললাম, 'তুমি বিয়ে করতে পারতে আরেকটা'।

মা বলল, 'তোর কী হয়েছে? এসব কী বলছিস? আমি ওসব কোনওদিন ভেবেছি?'

আমি বললাম, 'বাবা তো ভেবেছে। তাহলে?'

মা বলল, 'ছেলেদের সমস্যা হয়। হয়তো সব ছেলেদের না। তোর বাবারই, বা আর কারো কারো। এরা একজনে সন্তুষ্ট হয় না। যার জন্য সব করবে ভাবে, যাকে রানি করে রাখবে বলে, দু'বছর পেরোলে যখন দেখে সেই মেয়েটা হাতের কাছেই আছে, তাকে ছোঁয়া যায়, যা খুশি করা যায়, বলা যায়, তখন থেকেই তাদের হাঁফ ধরতে শুরু করে দেয়'।

আমি বললাম, 'আমি কী করে ছেলেদের বিশ্বাস করব মা?'

মা উত্তর দিল না। আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম।

৪৯

সব পাড়াতেই নাকি একজন করে পাগল থাকে।

সে পাগল নিজের মনে ঘোরে, হাসে, খেলে, লাফায়। কেউ কেউ তেড়েও যায়। এক মনে কথা বলতে থাকে।

কখনও মানুষটা জন্ম থেকেই পাগল হয়। আবার কেউ কেউ হয়ে যায়।

আমি ভেবেছিলাম আমাদের পাড়ায় আমার মধ্যেই সেসব লক্ষণ যাবে।

ভেতরে ভেতরে অনেকখানি হলেও পাড়ার লোক অতটা দেখেনি। কিন্তু চোখের সামনে আমি একজনকে পাগল হয়ে যেতে দেখলাম।

নিশি।

সবটাই হঠাৎ করে হল।

সন্ধেবেলা। আমি আমার ঘরে ছিলাম। কী করব বুঝতে না পেরে অনেক দিন পরে পড়ার বই নিয়ে বসেছিলাম। আমার বই পড়তে ভালো লাগে। কেন এতদিন পড়িনি সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। বইয়ের থেকে বড় বন্ধু বোধ হয় আর কিছু হয় না।

জীবনে একবারে 'কিছু না' থেকে খুব উপরে যাবার অনেকরকম মাধ্যম থাকতে পারে, কিন্তু শুধু ভালোবেসে পড়ার বই পড়লে যে কেউ অনেক দূরে যেতে পারে।

এ কথা আমার না। আমার বাবার। বাবা মাঝে মাঝে অনেক কথাই বলত যেগুলো আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না।

যাই হোক, যেটা বলছিলাম। ঘরে বসে পড়ছিলাম আমি। হঠাৎ করে একটা তুমুল হাসির শব্দ শোনা গেল। মনে হল যেন হঠাৎ করে কোনও পেত্নি চিৎকার করে উঠেছে। দৌড়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখছি নিশি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ওদের আর আমাদের বাড়ির মাঝের জায়গাটায় লাফালাফি আর চিৎকার জুড়েছে। নিশির বাবা ওর গায়ে শাড়ি দিচ্ছে আর নিশি সব শাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর শাড়িগুলো টেনে টেনে ছিঁড়তে শুরু করল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এতটাই ভয় পেয়ে গেলাম যে নিশিকে ডাকার সাহসটুকু পর্যন্ত পেলাম না।

নিশি অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করল, নিজেই নিজের বুকে চাপড় মারতে লাগল, প্রায় আধঘন্টা তাণ্ডব চালানোর পর একটা ছেঁড়া শাড়ি গায়ে দিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল।

নিশির বাবা আমাকে বললেন, 'দেখ না, কী শুরু করেছে। ঘরের ভেতর ছিল। বাইরে থেকে তো আটকেই রেখেছিলাম। হঠাৎ দেখি দরজায় বাড়ি মারার শব্দ। দরজা খুলে দেখছি এরকম করছে'।

আমি এবার একটু সাহস করে এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, 'এই নিশি! কীরে, এরকম করছিস কেন?'

নিশি জোরে চিৎকার করে হেসে উঠল। আমি যা বললাম, সেটাই বলতে শুরু করল, 'এই নিশি, কীরে, এরকম করছিস কেন?'

কথাগুলো বলতে বলতে নিশি উঠে দাঁড়িয়ে লাফাতে শুরু করল আবার। নিশির বাবা বলল, 'পাগল হয়ে গেলি নাকি?'

নিশি আমাকে চমকে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ওর বাবার গায়ে লাথি মারল। নিশির বাবা প্রস্তুত ছিলেন না। মাটিতে পড়ে গেলেন।

নিশি একজায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে শুরু করল। যেন ওর ভর হয়েছে।

ছোটবেলায় আমাদের পাড়ার মন্দিরে একজনের উপর ভর হত। মাথা ফাথা ঘুরিয়ে কী সব করত। অন্য সময় বাজারে সবজি বিক্রি করত সেই মাসি। শুধু অমাবস্যা হলেই এসব করত। সবাই ভেবেছিল সত্যিই ঠাকুরের ভর হয়। একদিন ধরা পড়ে গেল।

কয়েকজন তক্কে তক্কে ছিল। ভর হবার পর লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের পেছনের ঘরে ঘাপটি মেরে সে মন্দিরের লোকের সঙ্গে দর কষাকষি শুনে ফেলেছিল। তারপর বেচারির খুব খারাপ হাল হয়েছিল। মাসি ভাড়া বাড়িতে থাকত। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হল।

অন্ধবিশ্বাস আর যুক্তির লড়াই আজ থেকে না। যাকে দেখে মনে হবে ভর হয়েছে, যাকে দেখে মনে হবে স্বয়ং ঈশ্বর ওর মধ্যে অধিষ্ঠান করেছে, যুক্তি বুঝিয়ে দেবে ব্যাপারটা সব সময় তা নয়। অনেক ভগবান সেজে বসে থাকা মানুষের থেকে বড় অপরাধী খুব কম আছে এই পৃথিবীতে। ভালো ভালো কথার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আসল শয়তানেরা।

মাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। নিশির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠান্ডা করল।

প্রথমে ভাবা গেছিল, স্নায়ুর উত্তেজনায় নিশি এসব করছে। বাস্তবে দেখা গেল তা হয়নি। নিশি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। ওর বাচ্চাটা সারাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছে, নিশির সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। কেউ আর ওকে সামলাতে পারছিল না।

শেষমেশ হাসপাতাল থেকে নার্স ডেকে ইনজেকশন দিয়ে নিশিকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হল।

সে রাতে ভেবেছিলাম সকালে উঠে হয়তো দেখব নিশি ঠিক হয়ে গেছে, বাস্তবে দেখা গেল তা হয়নি। সকালে উঠে উলোঝুলো মুখে মাটি মেখে বাগানে বসে রইল বিকেল অবধি। ওর বাবা লাঠি দিয়ে মারল। নিশি অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে হাসতে থাকল।

প্রবল চাপ মানুষকে কী থেকে কী করতে পারে, নিশিকে না দেখলে

জানতেই পারতাম না। একটা সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে চোখের সামনে পাগল হয়ে গেল।

৫০

'বাবা। ও বাবা'।

বাবার জ্বর হয়েছে। অনেক জ্বর।

আমি বাবাকে ডাকছি।

নতুন মার পেটটা কত বড়। ক্লান্ত মুখে বসে আছে। আমি দেখছি না আর সেসব। আমি বাবাকে দেখছি। বাবা কাতরাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে না মনে হয় আমি ডাকছি।

নতুন মা বলল, 'জ্বর এসেছে এখন। ডাকিস না। শুনতে পাচ্ছে না। জ্বর কমলে আবার স্বাভাবিক হবে'।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, 'এত খারাপ অবস্থা কী করে হল?'

নতুন মা বলল, 'ঠান্ডা লেগেছিল। চিকিৎসা করায়নি। শুধু কাশত। কত করে বলেছি ডাক্তার দেখাও। শোনেনি। টাকা ছিল না তো'।

আমি কেঁদে ফেলেই সামলে নিলাম। বললাম, 'বাবাকে ও বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। এখানে থাকলে সমস্যা বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। স্যাঁতস্যাঁতে ঘর তো'।

নতুন মা বলল, 'অপেক্ষা কর। তোর বাবার জ্ঞান ফিরুক। যা বলবে তাই করিস'।

আমি বললাম, 'বাঁচবে না তো। ও বাড়িতে নিজের ঘরে থাকবে অন্তত'।

নতুন মা শূন্য চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। আমি কান্না চেপে রাখতে পারছিলাম না। বললাম, 'তুমি কেমন আছ?'

নতুন মা বলল, 'ঠিক আছি'।

বললাম, 'ডেট কবে?'

নতুন মা বলল, 'পরশু'।

আমি বললাম, 'বাবার এই অবস্থায়, তোমার এই অবস্থায় তুমি এখানে থাকবে?'

নতুন মা এত দুঃখেও হেসে ফেলল, 'আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই রে। তুই তোর বাবাকে নিয়ে যা বরং। আমি সেরকম হলে আজ থেকেই হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছি'।

আমি বাবার কপালে হাত রাখলাম। সত্যিই অনেক জ্বর। ভেতরটা ভেঙে

যাচ্ছে আমার। এই লোকটাকে আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসতাম। সব থেকে বেশি ঘেন্না করতাম।

এখন এই লোকটা আমার থেকে দূরে থাকে। অনেক দূরে। কিন্তু আমার আর কিছু মনে পড়ছে না। আমার কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্টের সীমা পরিসীমা নেই। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, যেন সময় থমকে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটা সময় বাবার জ্ঞান ফিরল। বাবা চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কখন এলি মা?'

আমি বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, 'তুমি বাড়ি চলো বাবা। এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে'।

বাবা উত্তর দিল না। এই তো। এই বাবাকে আমি চিনি না। শুধু বুঝলাম বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি সামলে নিলাম। উঠে বসে বললাম, 'তোমরা দুজনে এই সময়টা ও বাড়ি গিয়ে থাকো বরং'।

বাবা নতুন মাকে বলল, 'কিছু আছে? ওকে খাওয়াও। ডিম আছে না? ডিম ভাজা করো'।

আমি বললাম, 'না না। আমি কিছু খাব না। তুমি ডাক্তার দেখাবে না?'

বাবা বলল, 'হ্যাঁ। দেখাব। পরশু দেখাব'।

আমি বুঝলাম বাবা মিথ্যে বলছে। কতক্ষণ আর এভাবে সহ্য করা যায়? আমার বাবা আমাকে অম্লানবদনে মিথ্যে বলে যাচ্ছে। আজ থেকে না। চিরকাল বলছে। যে মেয়েকে পরীক্ষার দিন ছেড়ে চলে যেতে পারে, সে লোক সব পারে। আমি রেগে মেগে উঠে দাঁড়ালাম, 'ঠিক আছে। আমি আসি আজ'।

বাবা বলল, 'যা। সাবধানে যা'।

আমি আর দাঁড়ালাম না।

পাথরের মতো মুখ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, কখন অনীশ চলে এসেছে জানি না। আমাকে ফলো করছিল নাকি, তাও জানি না। বাইক দাঁড় করিয়ে বলল, 'কোথায় যাবি? চল নামিয়ে দিচ্ছি'।

বললাম, 'তুই চলে যা'।

অনীশ আমার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। এবার জোর করল, 'তুই চল। হাঁটতে হবে না। বাইকেই যাবি। চল চল'।

আমি আর বাধা দিলাম না। অনীশের বাইকে উঠলাম। অনীশ খানিকটা যাবার পর বিধানদার চায়ের দোকানে বাইক দাঁড় করিয়ে বলল, 'আয়, চা খা'।

চা খেলাম। দোকানের সবাই আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি কাউকে চিনি না। শুধু চা খেয়ে গেলাম।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

চা খাওয়া হলে অনীশ খানিকটা যাবার পর বাইক দাঁড় করিয়ে বলল, 'তোর কষ্ট দেখে খারাপ লাগছে রে নীপা। আমি মনে হয় তোকে ভালোবেসে ফেলেছি'।

আমি চমকালাম না। শুধু বললাম, 'রাত হচ্ছে। বাড়ি দিয়ে আয়'।

৫১

'কী কইসিলাম তোরে? ও ছ্যামরা তোর সঙ্গে শুইতে চায়। বুঝছস?'

দিদা কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছে। আমার মাথা কাজ করছে না। আউলে গেছে। অনীশ এরকম কথা বলবে আমি হয়তো জানতাম ঠিকই।

কিন্তু বাবাকে দেখে আসার পর এ কথায় রাগ বেশি হচ্ছে।

নিশি বিশ্রীভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে। নিশির বাবা নাকি নিশিকে ঝাড়াবে। নিশিকে নাকি ভূতে ধরেছে। এক ওঝা আছে, নিশিকে সর্ষে পোড়া দেবে।

মানুষের রোগ ওঝায় সারিয়ে দেবে। তাও ঝাঁটা মেরে। নিশি হয়তো খোলা চুলে রাতের বেলা বেরিয়েছিল, তখন কোনও পেতনি ওর শরীরে আশ্রয় নিয়েছে।

মা চুপ করে বসে আছে। মাকে বাবার কথা বলিনি। মাকে বললাম, 'ওঝা আসবে, কেউ কিছু বলবে না?'

মা কেমন যেন চমকে উঠল, 'ওসব মাথায় নিস না। ওরা যা পারে করুক'।

আমি বললাম, 'তুমি এ কথা বলছ?'

মা ক্লান্ত মুখে বসে রইল। আমি বুঝতে পারলাম মার ভেতরটা তোলপাড় করছে। কতক্ষণ আর কেউ অভিনয় করে শক্ত হয়ে থাকতে পারে? সব শক্ত পাথরই একসময় ভেঙে যায়। আমি আর মার সামনে বসে থাকতে পারলাম না। আমার ঘরে চলে এলাম। দিদা পেছন পেছন এসে বলল, 'তোর কাছে ও ছ্যামড়া আসে ক্যান জানোস? হাতকাটা পইরা থাকলে তর বগল দেখা যায়। ওই দ্যাখতে আসে। বুঝছস? চোখের আরাম করে'।

আমার মাথা দপদপ করতে শুরু করল। বললাম, 'তুমি চুপ করবে?'

দিদা খিলখিল করে হাসে। আবার বলে, 'ওই ছ্যামরার লগে একদিন শুইয়া ল। আর আইব না। আর ভালোবাসব না। ভালোবাসে না কেউ। সব শুইবার ধান্দা। কাম শেষ হইলেই অন্য মাইয়া দেখব। বুঝস না তুই? তোর বাপেরে দ্যাখসস না?'

আমার বমি উঠে এল। ছুটে গিয়ে বমি করলাম। দিদা বলেই যাচ্ছে, 'ওই দেখো। বমি কইরা কী হইব? এমনি এমনি বমি করে নাকি রে মাগি? পেট

বাচ্চা। পেটে বাইন্ধাইয়া বমি কর মাগি'।

আমি তুলো নিয়ে কানে গুঁজলাম। দিদা সামনে বসে বকে যায়, আমি আটকাতে পারছি না। সব কথা কানে এসে যাচ্ছে, 'ছেলেরা কী চায় বুঝস? আরাম চায়। তুই আরাম দিবি। তারপর তুই বাচ্চা দিবি, পেট ফুলবে, বাচ্চা বাইরাবার পর তর পেটে চর্বি হইবে, সেলাই পরবে। তখন তরে আর ওগো ভাল্লাগবো না। অন্য মাইয়া পাইয়া শুইতে যাইব'।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি চুপ করবে?'

দিদা বিশ্রীভাবে হেসে যেতে লাগল। আমার চিৎকার শুনে মা চলে এল, বিস্মিতমুখে বলল, 'কীরে, কী হয়েছে?'

আমি থরথর করে কাঁপছি, কোনওরকমে বললাম, 'কিছু না'।

মা আমার কপালে হাত দিয়ে বলল, 'জ্বর নেই তো। তাহলে কি অন্য কিছু হয়েছে?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না না। কী আর হবে? সেরকম কিছু হয়নি'।

মা বলল, 'বল না, কী হয়েছে? এরকম চিৎকার করে উঠলি কেন? জানলা থেকে কেউ উঁকি দিয়েছে? দেখি!'

মা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। কাউকে না দেখে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে গিয়ে বসবি চল। ভয় পেয়েছিস মনে হয়'।

আমি জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিলাম। মার কথা শুনলাম। দিদা হেসেই যাচ্ছে। বলছে, 'নিজের বররে আটকাইয়া রাখতে পারলি না। লজ্জা লাগে না তর? তরে ফালাইয়া চইলা গেল। তোর মায়া কাইটা গেসে ওর। এবার অন্য কাউরে লাগাইবে'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আয়। এখানে বোস'।

খাটে বসলাম। মা বলল, 'বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে?'

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না, হচ্ছে না'।

মা বলল, 'তাহলে কী হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'কিছু না'।

মা বলল, 'ঘুরতে যাবি কোথাও? চল দুদিনের জন্য দার্জিলিং ঘুরে আসি'।

আমি শূন্য দৃষ্টিতে মাকে বললাম, 'বাবা যে খুব অসুস্থ। কীভাবে ঘুরব বলো তো?'

মা ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'কতটা?'

আমি বললাম, 'খুব। জ্ঞান চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাউকেই চিনতে পারছে না'।

মা আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, 'একবারে চিনতে পারছে না?'

আমি বললাম, 'না'।

মা একটু কালো হয়ে গিয়ে এবার হাসার চেষ্টা করল, 'যাক গে। আমি এটা নিয়ে ভেবে কী করব? আমি চা করি বরং'।

কলিং বেল বাজছে। দরজা খুলে দেখি অনীশ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'সরি রে। কিছু মনে করিস না। মাথা কাজ করছিল না আমার। কী বলতে কী বলে দিলাম'।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'সে বুঝেছি। আয় ভেতরে। মা চা করছে। চা খেয়ে যা'।

অনীশ ঘরের ভেতরে এসে বসল। মাথা নিচু করে আছে।

আমি বললাম, 'মাথা ঠান্ডা হয়েছে?'

অনীশ বলল, 'তোর মা ভেতরে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

অনীশ বলল, 'তুই কিছু মনে করিসনি তো?'

আমি বললাম, 'বললাম তো, আমার মাথা কাজ করছে না। মনে করার থাকলেও কী করতে হবে জানি না'।

অনীশ চুপ করে বসে রইল। আর কোনও কথা বলল না।

৫২

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে জীবন কেটে যায়।

কেউ কখনও কানে কানে এসে বলে দেয় না কেন যে, জীবন একটাই। কেন খামোখা নষ্ট করছ?

বিয়ের জন্য রাজি হয়েছিলাম কেন? কেন অত সমস্যা তৈরি হল আর কেনই বা এখন আমি কিছুই জানি না, কী করব!

অদ্ভুত একটা সময় কাটিয়ে ফেলছি যেন।

অনীশের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশাটাই কেমন যেন হয়ে গেছে আজকাল। কলেজে গেলে বুঝতে পারি দূর থেকে দেখছে। আমার অস্বস্তি হয়।

কোনও মানুষ হঠাৎ পাল্টে গেলে অদ্ভুত লাগারই কথা। আমার সেটাই লাগে।

ক্লাস করে বেরোচ্ছি, হঠাৎ বাইক নিয়ে এসে বলল, 'চল তোকে দিয়ে আসি'।

আমি মাথা নাড়লাম, 'না না। তুই তোর কাজ কর। আমি একা একাই ফিরতে পারব'।

অনীশ নাছোড়বান্দা, 'চল, দিয়ে আসি'।

বেশি আটকেই বা কী করব? হাল ছেড়ে দিয়ে বাইকে উঠে বসি।

পাড়ার কাকিমারা দেখে। নিশি উকুন বাছতে বাছতে দেখে। আমাকে দেখে দাঁত বের করে। আমার নিশিকে দেখে কেমন ভয় ভয় লাগে। মেয়েটা মনে হয় বেশি দিন বাঁচবে না। আমি আগেই বুঝেছিলাম নিশি মকবুলকে ভালোবাসত।

ভালোবাসার কোনও যুক্তি হয় না। কোনও পূর্ব নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। ও এমনি এমনি হয়ে যায়। যখন হয়, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। যখন পালিয়েছিল, নিশি অত বুঝে পালায়নি। কিন্তু হুট করে মকবুলকে সরিয়ে নেওয়ার চাপটা নিশি নিতে পারেনি। আমার আজকাল নিশির উপরেও হিংসা হয়। নিশি কী সুন্দর মকবুলকে ভালোবাসতে পারল।

মনে হয় না, আমি আর কাউকে কোনওদিন ভালোবাসতে পারব। আমার সেই অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

বাড়িতে নামতে গিয়ে মনে হল বাবাকে দেখে আসি। আবার সারা পাড়ার সামনে বাইকে উঠে বসলাম। বাবার কাছে গিয়ে দেখি বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নতুন মা কী একটা শাক দিয়ে ভাত খাচ্ছে। আমি বললাম, 'এটা কী খাচ্ছ?'

নতুন মা থালা লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'বোস বোস। ডিম ভেজে দেব?'

আমি কেমন একটা ধর্মসংকটে পড়ে যাই মাঝে মাঝে। আমি ঠিক কী করব? আমি নতুন মাকে দেখতে পারি না। কিন্তু যে মহিলার ডেলিভারির সময় এসে গেছে সে প্রায় এরকম না খেয়ে থাকবে? আমার কি খুশি হওয়া উচিত? আমার মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষার দিন যে মহিলার জন্য আমার সব কিছু উজাড় হয়ে গেল, সে মহিলা শুধু শাক দিয়ে ভাত খাবেন, আমি কী করব? আনন্দ করব?

আনন্দ হচ্ছে না। প্রবল কষ্ট হচ্ছে। কাউকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারলে ভালো লাগত হয়ত। কিন্তু কাকে জড়িয়ে ধরব? কে আছে আমার? বাবা কেমন বাচ্চাদের মতো ঘুমোচ্ছে। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। নতুন মা বাসন রেখে এসে বলল, 'আমি কাল অ্যাডমিট হয়ে যাব নীপা। বাবাকে এসে দেখিস তখন। পারবি?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। কখন ভর্তি হবে?'

নতুন মা বলল, 'সকাল দশটায়'।

আমি বললাম, 'চলে আসব ন'টার সময়। তোমাকে নিয়ে যাব'।

নতুন মা কেঁদে ফেলল। কী বিষণ্ণ সে কান্না। আমারও কান্না পেল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছি, পারছি না, হু-হু করে কান্না চলে আসছে। চোখ ভাসিয়ে জল আমার দু'চোখ বেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কোনও দূরের কতদিনের দুঃখ যেন আজকের দিনের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। আমি কেঁপে কেঁপে উঠছি। নতুন মা মুখ লুকিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

কতক্ষণ কেঁদেছি আমি নিজেও জানি না।

একসময় বাবার ঘুম ভাঙল। আমাকে দেখে চিনতে পারল। খুশি মুখে বলল, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি রে মা? আমাকে একটা চিমটি কাটত'।

আমার বাবার এই এক মুদ্রাদোষ। কিছু হলেই বলত চিমটি কাট। কতদিনের অভ্যাস। আমি বাবার হাতে খুব আলতো করে একটা চিমটি কাটলাম। বাবা খুশি হয়ে বলল, 'ভালো আছিস তুই?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আছি। তুমি কেমন আছ?'

বাবা বলল, 'সেরে যাব। শিগগিরি সেরে যাব। চিন্তা করিস না তুই। তোর চোখ মুখ ফোলা কেন? কেঁদেছিস নাকি?'

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না। কাঁদিনি। তুমি ভেবো না। নিজের খেয়াল রাখো'।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম, 'আসি তবে। কাল এসে না হয় আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব'।

বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আর কিছু বলল না।

আমি বেরিয়ে রাস্তায় এলাম। অনীশ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে, আমাকে নিয়ে ফিরবে বলে।

৫৩

এক একটা রাত কাটতে চায় না। মাথা ভার হয়ে থাকে। একটার পর একটা চিন্তা মাথায় আসতে শুরু করে। রাত বারোটা নাগাদ চোখ খুলে দেখি দিদা বসে আছে খাটের পাশে। মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'আমারে মাইরা কী লাভ পাইলি ছেমরি? কেমন লাগে এখন?'

আমি বললাম, 'যাও। ভালো লাগছে না'।

দিদা বলল, 'তোর বাবা আরও দূরে চলে যাইব কাল থেকে। তারপর কী করবি?'

আমি চিৎকার করতে গিয়েও চুপ করে গেলাম।

বুড়ির কাজ আমাকে রাগিয়ে দেওয়া। চোখ বন্ধ করলাম। বিভিন্ন দৃশ্য ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বাবা আমাকে মেলায় নিয়ে যাচ্ছে। মা আর বাবার

সঙ্গে হাত ধরে ঘুরছি। সমুদ্রের ধারে বসে আছি আমরা। সবাই মিলে কত আনন্দ করে স্নান করছি।

স্মৃতিরা চাইলেও দূরে থাকে না। না চাইতেও জোর করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আমার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে মার কী হবে? মাঝে মাঝে ভাবি মা বেঁচে আছে কী করে?

রাতে সব নিস্তব্ধ হয়ে আসে। চারদিকে কোনও শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কোনও কুকুর কেঁদে ওঠে।

মাথাটা টালমাটাল করতে থাকে।

এক একটা রাত পেরোনো কত কঠিন কাজ।

একবার মনে হয়, মার কাছে গিয়ে শোব? তারপর ভাবি, না থাক। মা শুয়ে থাকুক মার মতন। আমি গেলে আবার টেনশন করবে।

একটা সময় চোখ বুঁজলাম, ঘুম দরকার। মাথায় হিসেব হতে শুরু হল, কাল অনেক কাজ। নতুন মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওই সময় আবার বাবাকেও দেখতে হবে। মা কেন দেখবে? আমাকেই সামলাতে হবে।

ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম কখন যেন।

ঘুম ভাঙল মার ডাকে, 'নীপা, এই নীপা'।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'কী হয়েছে?'

মা কোনওমতে বলল, 'তোর বাবা আর নেই'।

আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল! দম নিতে পারছি না। চারদিক কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে।

মা আমাকে শক্ত করে ধরে রইল।

বাইরে সকাল হয়েছে। রোজ যেমন হয়। পাড়ার লোকেদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। অথচ আমার কানে কোনওটাই স্পষ্ট হয়ে আসছে না।

বাবা যেদিন চলে গেছিল, সেদিনটা মা যেভাবে সামলেছিল, আজ আর সেটা পারল না। মা কেমন ফুঁপিয়ে উঠছে। দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা পড়ে যাচ্ছে।

কখন জানি না, তবে অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললাম, 'কী করে হল মা?'

মা বলল, 'ফোন করেছিল বোন। ভোর রাতে শ্বাস উঠল। ওই অবস্থাতেই সব শেষ হয়ে গেল'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা আছে আমার। কী হবে এবার?'

মা বলল, 'তুই নিয়ে যা। যেতে তো হবেই। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করছি'।

আমার হাত পা থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। আমি আবার খাটে

শুয়ে পড়লাম। উঠতে পারছি না। আমারও কেমন দম আটকে আসছে। বুকে ব্যথা করছে। সারা শরীরে মনে হয় কেউ আলপিন ফুটিয়ে যাচ্ছে।

মা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে সামলাল। একটা সময় আমি খানিকটা স্বাভাবিক হলাম।

মা আমাকে বলল, 'চল। আমিও যাব'।

আমি বললাম, 'তুমি যাবে?'

মা বলল, 'হ্যাঁ। যেতে তো হবে। চল'।

আমাকে ধরে ধরে মা রাস্তায় নিয়ে এল। পাড়ার কাকুরা খবর পেয়েছে। তারা ভিড় করেছে। সবাই মিলেই ও বাড়ি যাওয়া হল।

ডাক্তার এসেছেন। ডেথ সার্টিফিকেটের কথা হচ্ছে। নতুন মা পাথরের মতো বসে আছে।

মা গিয়ে বলল, 'তুই চল। আমার সঙ্গে চল। এখানে বসে থাকলে হবে না'।

নতুন মা কেমন লজ্জায় মিশে যাচ্ছে। পাড়াভর্তি লোক অবাক হয়ে দেখছে মা তার বরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া বোনকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি বাবাকে দেখছি। এই লোকটা আমার সব কিছু শেষ করে দিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে চোখ বুজে আছে এখন।

ছোটবেলায় রাগ হলে আমি জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারতাম। এখন সেরকম রাগ হচ্ছে। কত লোক এসেছে। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। কেউ ভালো কথা বলবে না। আমি সেই মাধ্যমিকের বছর থেকেই এরকম দেখে অভ্যস্ত। লোকজন আমাকে দেখলেই চুপ করে যায়। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে।

এখনও তাই চলছে। এমন রসালো বিষয় কে ছাড়ে?

দিদা বাবার মাথার কাছে বসে হাসছে। শরীর দুলিয়ে হাসছে, 'কেমন লাগে রে ছেমরি? কেমন লাগে?'

৫৪

একটা দিন কী করে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে যায়, তার সাক্ষী হয়ে থাকতে হল আমায়।

এক জীবনে কত কিছু করার থাকে। আমার বাবা সংসার করল, আমাদের ছেড়ে চলে গেল, ব্যবসা ডোবাল, মরার আগে নিজের আরেকটা সংসারটাকেও

সামলে যেতে পারল না।

আগুনে পুড়তে পুড়তে দেহটা মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে, পাড়ার লোকরা একটু দূরে মদ খেয়ে আনন্দ করছে, যেন কেউ মরলে মদ খেতেই হবে, আমি একা একা দাঁড়িয়ে বাবার পুড়ে যাওয়া দেখে থাকলাম। একটা মানুষের জীবন, যার কোলে করে বড় হলাম, যে লোকটার মৃত্যুও চেয়েছি হয়তো প্রাণপণে, সে লোকটা আর আমার জীবনে থাকল না। অনেকদিন আগেই মরে গেছিল আমাদের জন্য। এবার সত্যিকারের মৃত্যু হল।

অনীশ গোটা সময়টা ছিল, বাইকে বাড়ি নামিয়ে দিতে এল। আমার কান্না পাচ্ছিল না, আমি পাথর হয়ে গেছি। মা ফেরেনি। বাইরে নিশি অদ্ভুত একটা চিৎকার করে যাচ্ছে। নিশির বাচ্চা কেঁদে যাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে অনীশ আমাকে বলল, 'স্নান করবি?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। বসি'।

অনীশ বলল, 'বোস'।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। কোনওদিকে তাকাতে পারছি না। এ বাড়ির সর্বত্র বাবার স্মৃতি। তাকালেই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই মনে করতে চাইছি না। সেটা সম্ভব না। মনে করার দরকারও নেই।

অনীশ উশখুশ করে উঠে আমার পাশে এসে হঠাৎ আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'শোন না। মন খারাপ করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে'।

আমি অনীশের স্পর্শটা বুঝতে পারিনি। সাড়া দিলাম না। অনীশ সে অবস্থাতেই আমায় হঠাৎ কাছে টেনে চুমু খেল। অনীশের শীতল ঠোঁট, সিগারেট টেনেছিল শ্মশানে, সে সিগারেটের গন্ধ, দিদার খিলখিল করে হাসি শুরু করে দেওয়া, আমাকে যেন একটা নরকে ফেলে দিল। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিতে অনীশকে ধাক্কা মারলাম।

অনীশ টাল সামলাতে পারল না, মেঝেতে পড়ে গেল।

আমার মাথা কাজ করছিল না! শুধু তীব্র রাগে ছুটে গিয়ে অনীশকে লাথি মারলাম। একটা, দুটো, পর পর লাথি মেরে যেতে লাগলাম। অনীশ কোনমতে সরে গেল, তারপর উঠে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে, আমি আর পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কেঁদেই যাচ্ছি। সে কী তীব্র কান্না আমার! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি। কেঁদেই যাচ্ছি।

মা ঘরে ঢুকে আমাকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরল। মা ভেবেছে আমি বাবার জন্য কাঁদছি। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কাঁদিস না মা, একদিন না একদিন সবাইকেই চলে যেতে হয়। কেঁদে কি কিছু হয়?'

আমি মাকে জড়িয়ে আরও জোরে কাঁদতে শুরু করলাম।

অনেক পরে সামলে উঠে জানতে পারলাম, নতুন মায়ের ছেলে হয়েছে। কিছুক্ষণ মার সঙ্গে চুপ করে বসে থেকে আমি ঘরে ফিরলাম।

খাটে শুতেই দিদা আবার হাসতে শুরু করে দিল, 'কীরে, কইসিলাম না?'

আমার অনীশের চুমুর কথা মনে পড়ে গেল। বাথরুমে গিয়ে কল চালিয়ে বার বার মুখে জল দিতে থাকলাম। ভীষণ ঘেন্না হচ্ছে। ভালোবাসাহীন, প্রেমহীন শুধু শারীরিক আকর্ষণের চুমুর স্বাদ এত জঘন্য হয় জানা ছিল না। হিমু কেমন প্রভুভক্ত কুকুরের মতো বসে থাকত। ফুলসজ্জার রাত ছাড়া কখনও অসভ্যতা করেনি। অনীশ এমন একটা দিনে এটা করল, ভাবলেই আমার প্রবল ঘেন্না হচ্ছে। প্রথমে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস নিলাম। কিছু হল না। শোক ছাড়িয়ে বমি হয়ে গেল।

বমি করছি আর দিদা হাসছে। সেই একই কথা, 'তোরে কইসিলাম না? দেখসিস? দেখসিস? আমি তো ছ্যামরারে দেইখাই তোরে কইসিলাম। ছ্যামরা শুইতে আইসে। তুই বুঝস নাই ক্যান মাগি? তুইও শুইতে চাইসিলি, তাই না? সত্যি কইরা ক'।

আমি বাথরুমেই বসে পড়লাম।

৫৫

বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই মা শাখা সিঁদুর পরা ছেড়ে দিয়েছিল। তবে সাদা শাড়ি পরেনি। বাবা মরে যাওয়ার পরেও মা একই পোশাক রাখল। সাদা শাড়ি পরল না। নতুন মাকে দেখে আসে মাঝে মাঝে। বাজার করে দেয়। বাচ্চা সামলানোর জন্য আয়া রেখেছে। সুন্দর ব্যবস্থা। বাবা বেঁচে থাকলে এত ভালোভাবে থাকত না নতুন মা। বাবা না থেকে ভালোই হয়েছে।

কত লোকে কত কিছু বলল। মামারা এসে মাকে বলল, 'কী দরকার ছিল এসব করার?'

মা ভাবলেশহীন মুখে বলল, 'সেটা কাউকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব'।

সবাই কমবেশি ভয় পায় মাকে। কেউ কিছু বলল না। এ বাড়িতে বাবার একটা ছবি টাঙানোও হল। মা বলে দিল, মাঝে মাঝে ফুল দিতে।

আমার বিয়ের সময় যেমন আত্মীয় স্বজনে ভর্তি হয়ে গেছিল বাড়ি, বাবার শ্রাদ্ধতেও তাই হল। তারপর সবাই চলে গেল। বাড়ি আবার ফাঁকা হয়ে গেল। মা স্কুল যায়, আমি কলেজ যাই। অনীশ আমার সামনে আসে না। পালিয়ে

পালিয়ে থাকে।

প্রথমে ভাবছিলাম, আমি আর কলেজ যাব না। পালিয়ে থাকাটাই ঠিক হবে। তারপরে মনে হল কেন আমি পালিয়ে থাকব? আমার পালিয়ে থাকার তো কোনও কারণ নেই। পালিয়ে থাকতে হলে অনীশ থাকবে। যে দোষ করেছে, সে পালিয়ে থাকবে। আমি পালিয়ে থাকব কেন?

একদিন স্নিগ্ধা এসে আমাকে নিচু গলায় বলল, 'তুই অনীশকে প্রপোজ করেছিলি?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'আমি? কে বলেছে?'

স্নিগ্ধা বলল, 'বলতে শুনেছি। ওর বন্ধুদেরই'।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'মিথ্যে রটাচ্ছে। বরং ও অসভ্যতামো করেছিল আমার সঙ্গে। ও যা করেছে তা যদি এবার সবাইকে বলতে শুরু করি, তাহলে সমস্যাটা আমার না, ওর বাড়বে'।

স্নিগ্ধা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওরকম বলিস না নীপা। সবাই মেয়েদেরই খারাপ ভাবে। ও যদি এইভাবে বলতে শুরু করবে, তাহলে সবাই ভাববে তুই সত্যিই কিছু করেছিস'।

আমি কোনওদিকে না তাকিয়ে সরাসরি অনীশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'কী রে, তুই নাকি বলে বেড়াচ্ছিস আমি তোকে প্রপোজ করেছি?'

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হয়, অনীশের তাই হল। কুঁচকে গিয়ে বলল, 'না না। আমি কিছু বলিনি। যারা আমার সম্পর্কে এসব বলছে, তারা মিথ্যা বলছে'।

আমি বললাম, 'তোকে আমি এটা লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম। যদি আমি এর পরেও কাউকে কিছু বলতে শুনেছি, তাহলে তার সমস্ত কিছুর দায় তোর হবে'।

অনীশ পালিয়ে বাঁচল। এই ছেলেগুলো এমনই হয়। দোষও করবে, আবার সে দোষ থেকে বাঁচতে একটা কাঁধ খুঁজবে, যার উপরে সব দায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোরা যায়।

একদিন হিমুর বাড়ি থেকে ওর কাকা জ্যাঠারা এল। আমায় ওর কাকা বলল, 'হিমু একটা চাকরি পেয়েছে। এখন চণ্ডীগড় থাকবে ক' দিন। পরে বাইরে চলে যাবে। তোমায় ফোন করে? তুমি কি জানো এই কথাগুলো?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। জানি না'।

কাকা বলল, 'তাহলে তুমি কী চাইছ? ডিভোর্স?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেটা হলে সব থেকে ভালো'।

হিমুর কাকা বলল, 'হিমু এখন খুব মন দিয়ে কাজ করছে। কবে ফিরবে

কেউ জানে না। খুবই গম্ভীর হয়ে গেছে নাকি।'

আমি চুপ করে সেসব শুনলাম। হিমুর জেঠু বলল, 'তুমি একটু ভেবে দেখো। হিমুর মা যাই করুক, আমরা কেউই চাইছি না বিয়েটা ভাঙুক। দেখো মা তোমার রাগের সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ছেলেটা সত্যি ভালো ছেলে। নিজে চিন্তা করে দেখো একদিন'।

আমি মুখ চোখ শক্ত করে বসে রইলাম। ওরা চলে গেলে মা বলল, 'এবার হয়তো অফিসিয়ালি ডিভোর্সটা করে নিতে হবে। তোরও ভালো। আমি কি উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলব?'

আমি বললাম, 'বলো'।

মা বলল, 'নোটিস গেছিল। রেজিস্ট্রি হয়েছিল বিয়ের আগেই। ওই জন্যই আইনের ঝামেলাটা রয়ে গেল। নইলে সমস্যা হত না'।

আমি বললাম, 'যা লাগে করতে তো হবেই'।

মা শ্বাস ছাড়ল, 'তাও ঠিক'।

৫৬

কোনও কিছুই বেশিদিন একরকম থাকে না। স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমাদের স্বাভাবিক হতে হয়েছিল বাবা চলে যাবার পরেই। আমাদের জীবন এমন কিছুই ওলট-পালট হল না।

নিশি মাঝে মাঝে চিৎকার করে। আমাদের বাড়ির দাওয়ায় এসে বসে থাকে। মানুষের মস্তিষ্ক যে এমন কঠিন একটা জিনিস, তা আগে বুঝিনি। যে মেয়ে আমার সঙ্গে এত গল্প করত, মজা করত, সে কেমন যেন হয়ে গেল। নিশির বাবাকে দেখে অবশ্য মনে হয় মেয়ে পাগল হওয়াতে বিশেষ সমস্যা হয়নি। লোকসমাজে নাক কাটেনি, তাতেই উনি খুশি।

জীবন স্থির জল নয়। স্থির হতে চায়, কিন্তু হয় না। ঠিক কোনও না কোনও ঢিল এসে সে জলকে তছনছ করে দেয়। তারপর একসময় জল আবার স্থির হয়ে আসে।

আমাদের সেটা হতে হতেও হল না। একসঙ্গে এতগুলো ঢেউ ওঠার পরে আবার আমি কলেজে নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম। মা স্কুল যেতে শুরু করল।

একদিন হঠাৎ বিপ্লবকাকু আসা শুরু করল। বাবা পালিয়ে যাবার পর দু-একদিন এসেছিল, কিন্তু একটা সময়ের পর আসা বন্ধ করে দেয়। এখন নিয়মিত আসা শুরু করল।

রবিবার সকালে আমি হয়তো একটু আরামে বাইরের ঘরে শুয়ে শুয়ে

খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠবে। 'কেমন আছিস? খোঁজ নিতে এলাম'। বলে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ভদ্রতাবশত ঘরের ভেতর বসাতে হয়। মাকে ডাকতে হয়।

বিপ্লবকাকু বাবার বন্ধু। এসে ইনিয়ে বিনিয়ে আগের কথা বলতে শুরু করে।

মা চুপ করে বসে থাকে। আমি দেখতে পাই বিপ্লবকাকুর চোখ মার শরীরে একবার বুলিয়েই অন্যদিকে চলে যায়। সব বোঝা যায়। কিন্তু লজ্জায় মাকে বলতে পারি না।

মা হয়তো বলল, 'আপনি বউদিকে নিয়ে আসতে পারেন তো'।

বিপ্লবকাকু তখন বলবে, 'আরে না। সারাক্ষণ ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি নিজেই খোঁজ নিতে আসি। আপনারা ইঁচড় খান? আমাদের গাছে ভালো ইঁচড় হয়েছে। নিয়ে আসব'।

মা মাথা নাড়ে, 'না না। থাক না'।

বিপ্লবকাকু শোনে না। ইঁচড় নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে বাজার দিয়ে যায়। পাড়ার সিসিটিভিরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে।

একদিন দেখলাম বিপ্লবকাকুর বাইকে করে মা স্কুল থেকে ফিরল। জিগ্যেস করায় বলল, 'কী করব বল? স্কুল থেকে ফিরছিলাম, বলল চলুন নামিয়ে দিয়ে আসি। আমি আর বারণ করলাম না'।

দিদা গোমড়া মুখে বলল, 'ওই দেখ। তোর মায়েরও চুলকানি উঠসে। কেচ্ছা হইব দেখ'।

আমি দিদাকে পাত্তা না দিয়ে মার কাছে গিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

'মা, তুমি ওই লোকটার বাইকে উঠো না। লোকটার এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দাও। আমার একদম ভালো লাগে না লোকটাকে'।

মা দু চোখে ক্লান্তি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তুই বলে দিস। আমি লোকজনের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করতে পারি না'।

মা মিথ্যে বলেনি। মা এরকমই। কাউকে বারণ করতে পারে না। বাবা মারা যাবার পর যেন আরও নরম হয়ে গেছে। আজ যদি একটা লোক বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে আমাদের বাড়িতে থাকতে চলে আসে, মা তাকে বাধা দেবে না। দুদিন পর দেখা যাবে লোকটা আমাদের বাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছে।

আমি ঠিক করলাম, অনেক হয়েছে। বিপ্লবকাকুর এন্ট্রি বন্ধ করতে হবে। রোজ আসা শুরু করেছে।

কলেজ থেকে ফিরে টিভি দেখছি, কলিং বেল বেজে উঠল। বিপ্লবকাকু এলে বোঝা যায় কারণ উনি কলিং বেল দুবার করে বাজান।

আমি ঠিক করেই নিয়েছিলাম। মাথা গরম করে দরজা খুলে দেখি, হিমু দাঁড়িয়ে আছে।

ঝকঝক করছে মুখে হাসি। আমাকে দেখে বলল, 'কেমন আছ?'

আমার হৃদস্পন্দন এমনিই বেড়ে গেছিল। আমি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম, 'এসো'।

হিমু ঘরে এসে বসে বলল, 'বাড়ি এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করে যাই'।

আমি একটা নোংরা ন্যাতা পরে থাকি ঘরের ভেতর। এই হিমুকে আমি চিনতে পারছিলাম না। চুলের স্টাইল অবধি পাল্টে গেছে। চোখে মুখে সাফল্যের ছাপ স্পষ্ট। বলল, 'ভালো আছ তুমি?'

আমি বললাম, 'চলছে। বাবার খবরটা পেয়েছ?'

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। ওই জন্যই আরও এলাম। কালকেই বেরিয়ে যাব আবার। কোথায় জানো?'

আমি বললাম, 'বাইরে?'

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। লন্ডনে। আবার কবে আসব জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে আর জ্বালাতে আসিনি, দেখলে তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি বড় জ্বালিয়েছিলে এককালে'।

হিমু আর কোনও কথা বলল না। চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি বললাম, 'কী হল?'

হিমু বলল, 'আমি নিজেকে অনেক বুঝিয়ে বেরিয়ে পড়েছি নীপা। যত দিন বাড়ির বাইরে আছি, নিজেকে তোমার জায়গায় বসিয়ে দেখেছি, তুমি একবারে ঠিক। কিন্তু তাও তোমাকে ভুলতে পারলাম কই? সেই সময়টা আমি ইনফ্যাচুয়েটেড ছিলাম। এখন নই'।

আমি বললাম, 'তুমি কেন এসেছ বলবে? ডিভোর্স চাও? আবার নতুন করে শুরু করতে চাও?'

হিমু বলল, 'না। আমি ডিভোর্স চাই না। কিন্তু তুমি মুক্তি চাইলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। তুমি কী চাও?'

আমি কিছু বলার আগেই আবার কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই বিপ্লবকাকু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। হিমুকে দেখে বলল, 'বাঃ। তুমি এসেছ?'

হিমু বিপ্লবকাকুকে চিনতে না পেরে বলল, 'হ্যাঁ। এই এলাম আর কী'।

বিপ্লবকাকু বলল, 'নীপাকে নিতে এসেছ? বাঃ। ভালোই হল'।

আমার মাথার মধ্যে হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। মনে হল এই লোকটা আমি গেলেই এ বাড়ি এসে মার সঙ্গে অসভ্যতা করবে। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম, 'বেরোন। গেট আউট। বেরোন এখান থেকে'।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনেই চমকে উঠল। বিপ্লবকাকু আমার হাত ধরে বোঝাতে গেল, 'আরে মা, কী হয়েছে মা...'

আমি শুনলাম না, 'মা? কে মা? ফালতু লোক একটা, দুটো মেয়ে থাকে দেখে রোজ চলে আসে। কী ভেবেছিস, আমি বুঝি না কিছু? বেরো, বেরো'।

বিপ্লবকাকু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে গেল। হিমু হতভম্ব হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

আমি কেঁদে ফেললাম।

৫৭

হিমু আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। আমি কাঁদছি। প্রায় মিনিট দশেক পরে উঠে বসলাম। হিমু নরম গলায় বলল, 'তুমি ভীষণ স্ট্রেসড হয়ে আছ। এতটা স্ট্রেসড কেন নীপা?'

আমি চোখের জল মুছে বললাম, 'এরকম উটকো লোকজন যাতায়াত করলে স্ট্রেসড না হবার কোনও কারণ আছে'!

হিমু বলল, 'চা খাবে? আমি চা করতে শিখেছি'।

আমি বললাম, 'করো'।

মেঝেতে বসে রইলাম। এবার লজ্জা লাগছে। মা এসে যদি জানতে চায়, আমি কী বলব? বেশি বলে ফেললাম মনে হয়। দিদা বলল, 'ঠিক করসস। ওই লোক আইসিল চুলকানি করনের লাইগা'।

হিমু চা নিয়ে এল। সত্যি ভালো চা করেছে। আমি বললাম, 'এসব শিখলে কোথায়? তুমি তো কুটোটি নাড়তে না'!

হিমু হাসল, 'এবার গিয়ে মরমে মরে ছিলাম। কী সব করেছি বলো তো এখানে। সেসবের প্রায়শ্চিত্তও বলতে পারো। আমি এখন মাংস রাঁধতে পারি, ভাত তো কোনও ব্যাপারই না। যেখানে থাকি, নিজের রান্না নিজেই করেনি। অফিস থেকে ফিরলাম, এসে রান্না বসিয়ে দিলাম, সে যত রাতই হোক। প্রথম প্রথম বাইরে থাকতে পেটের সমস্যা হত। এখন আর হয় না'।

আমি চোখ বড় বড় করলাম, 'বাওয়া! বিরাট উন্নতি হয়েছে তোমার'।

হিমু বলল, 'হ্যাঁ। আমি পাল্টে গেছি। কিন্তু তোমার প্রতি আমার মনোভাব একটুও পাল্টায়নি। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?'

আমি মন দিয়ে চা খেতে লাগলাম। চা-টা সত্যিই ভালো বানিয়েছে।

দিদা বলল, 'টোপ দেয় রে মাগি তোরে। টোপ বুঝস? এখন কইবে রান্না

কইরা খাওয়াইবে, তারপর বাইরে নিয়া গিয়া কুত্তার খাটান খাটাইবে। ভাগা, ভাগা ছ্যামরাডারে'।

আমি হেসে ফেললাম।

হিমু অবাক হল, 'কী হল?'

আমি বললাম, 'এখন তুমি এসব বলবে, তারপর নিয়ে গিয়ে আমাকে কাজের মাসি করে দেবে, তাই না?'

হিমু হো-হো করে হেসে উঠল, 'এসবও মাথায় খেলে তোমার? আচ্ছা পাগলি তো তুমি। দেখো, একসঙ্গে থাকলে দুজনকেই কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। ওখানে তো আর কাজের লোক পাওয়া যাবে না। তা বলে ভেবো না তোমাকেই সব করতে হবে। আমিও করব'।

দিদা বলল, 'ইয়ে করব'।

আমি বললাম, 'ওরম মনে হয়। আমাকেই করতে হবে'।

হিমু বলল, 'না না। আচ্ছা কোর্ট পেপারে সাইন করিয়ে নিও, ঠিক আছে বাপু, এবার তো চলো'।

আমি বললাম, 'আমার ক্লাসের ছেলেটা বাবা মারা যাবার সময় আমাকে চুমু খেতে এসেছিল জানো। ঠোঁটে ওর ঠোঁট লেগেছিল। এবার বলো তো, আমাকে নিতে ইচ্ছে করছে?'

হিমু ফ্যাকাসে হয়ে গেল, 'কোন ছেলেটা?'

আমি বললাম, 'অনীশ। তুমি এত কিছু ভেবে ফেলেছ, তোমারও সব কিছু জানা উচিত, তাই না? পরে সন্দেহ করবে বসে বসে, তার থেকে সব কিছু জেনে নাও'।

হিমু বলল, 'কেন চুমু খেয়েছিল? তোমার আচরণে কোনওরকম কিছু ছিল নাকি?'

যাও বা একটু নরম হয়েছিলাম, আমার আগের বৈরাগ্যভাব আবার ফিরে এল। বললাম, 'না। আমার কারো উপরেই কোনও কিছু নেই। ছিলও না। ওর ধারণা হয়েছিল হয়তো বাড়ি ফাঁকা থাকলে ওসব করা যায়। সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কলেজে উল্টোপাল্টা রটাচ্ছিল। সেখানেও যা বলার বলেছি'।

হিমু বলল, 'আমি ছিলাম না, আর এর মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল?'

আমি বললাম, 'তুমি থাকলে কী করতে?'

হিমু কথা খুঁজে পেল না। একটু পরে চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর আবার এসে আমার সামনে বসে পড়ে বলল, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে নীপা। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সামলে আবার চাকরি করছি। তুমি আমার সঙ্গে চলো প্লিজ। এখানে থেকো না। এখানে থাকলে এরকম আজে

বাজে ছেলে এসে তোমাকে ডিস্টার্ব করবে আর আমি দূর থেকে কিচ্ছু করতে পারব না'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখছি'।

হিমু বলল, 'কী ভাববে? কত ভাববে?'

আমি বললাম, 'ভাবি, আরেকটু ভাবি'।

হিমু আর কিছু বলল না। আমার সামনে বসে রইল।

৫৮

'তোকে আমি কোনওদিন কিছু বলি না, কিন্তু তোকে বিপ্লবকাকুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে'।

দরজা খুলতেই মা এই কথাটা বলল।

আমি বললাম, 'তুমি ঘরে এসো আগে'।

মা দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল, 'আমি ঘরে ঢুকব না। তুই ফোন করে আগে বিপ্লবকাকুর কাছে ক্ষমা চাইবি'।

আমি বললাম, 'কেন ক্ষমা চাইতে হবে?'

মা বলল, 'তুই বিনা কারণে ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলি কেন?'

আমি বললাম, 'দিনের পর দিন লোকটা এ বাড়িতে আসছে। ওর বউ আছে, কোনওদিন সে বউকে এ বাড়িতে আনে না। এখানে আসার পর তোমার সঙ্গে ন্যাকা ন্যাকা ভাবে কথা বলে। এমনকি আমাকে অবধি এবাড়ি ছাড়া করে অন্য কোথাও পাঠানোর প্ল্যান করছে। আমি এটা সহ্য করতে পারব না। ও লোক যেন এ বাড়িতে না আসে'।

মা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল। সোফায় বসে বলল, 'আমরা একটা সমাজে থাকি। এখানে কার সঙ্গে কে কী কথা বলবে, সেটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। তুই এটা না করলেই পারতিস'।

আমি বললাম, 'তুমি ওকে বলে দিও এ বাড়িতে যেন আর না আসে। আমার এ লোকটাকে পছন্দ হয় না'।

মা বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দেব। কিন্তু একবার ক্ষমা চাস। পাড়ার সবাই জেনে গেছে, ছি-ছি হচ্ছে। এটা মফস্‌সল তো, লোকজনের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, প্রচার করতে শুরু করে দেবে এ বাড়িতে বাজে কাজ হয়। লোকের নামে কাদা ছেটানোর ধান্দা থাকলে যে কোনও বিষয় থেকেই সেটা করা যায়'।

আমি আর তর্ক করলাম না। বললাম, 'চা বসাব?'

মা বলল, 'না। বসাতে হবে না। তুই হঠাৎ করে রেগে গেলি কেন?'

আমি বললাম, 'হিমু এসেছিল। নিয়ে যেতে চাইছে। উনি সেটা শুনেই খুশি হয়ে গেলেন। আমার মনে হল তুমি এখানে একা থাকবে, সেটার সুযোগ নিতে চাইছেন'।

মা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই জানিস একজন মহিলার কাছে কতরকম প্রস্তাব আসতে পারে? তোর কোনও ধারণা আছে? তুই নিজে বুঝছিস না সেটা? তোর বাবা যেদিন থেকে চলে গেছে, সেদিন থেকে তো কম দেখিনি। নিজে ঠিক থাকলে কারো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। এটা মাথায় রাখিস'।

আমি বললাম, 'একাকিত্ব থেকে অনেকরকম সমস্যা তৈরি হয়'।

মা শান্ত স্বরে বলল, 'তোর আমাকেও কি তাই মনে হয়?'

আমি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা শ্বাস ছাড়ল, 'তোর দোষ নেই। আমি তোকে দোষ দিই না। আয়, আমার কাছে আয়'।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম।

মা আমার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল অনেকক্ষণ ধরে। নরম গলায় বলল, 'খুব কষ্ট হয় না তোর?'

আমি বললাম, 'ও লোক যেন এ বাড়িতে না আসে মা। আমি খুব ঝামেলা করব'।

মা বলল, 'আসবে না। আজকে যা করেছিস, বিন্দুমাত্র চক্ষুলজ্জা থাকলে আর আসবে না। কিন্তু এলে বাজে ব্যবহার করে তাড়াস না। ভালো করে বুঝিয়ে বলিস যে তোমার এখানে আসাটা ভালো দেখায় না, তুমি আর এসো না, কেমন?'

আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চয়ই এরকম করেই বলেছিলে। তো তারপরেও এসেছিল?'

মা এবার হেসে ফেলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম'।

আমি বললাম, 'দেখলে তো? ভালো কথার লোক না?'

মা চুপ করে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। একটু পরে বলল, 'ঠিক আছে, চল ঘুরে আসি'।

আমি বললাম, 'কোথায়?'

মা বলল, 'তৈরি হয়ে নে। বলছি'।

আমি তৈরি হয়ে নিলাম। বাড়িতে তালা দিয়ে বেরোলাম মায়ের সঙ্গে। মা রিকশায় উঠল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা বিপ্লবকাকুর বাড়িতে পৌঁছলাম।

বেল দিতেই বিপ্লবকাকু এসে দরজা খুলল। মা হাসল, 'ভালো আছেন?'

বিপ্লবকাকু ফ্যাকাসে হয়ে গেল, 'আপনারা?'

মা বলল, 'নীপা ক্ষমা চাইতে এসেছে। বউদি কোথায়?'

বিপ্লবকাকু সভয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে বলল, 'বাইরে গেছে। আপনারা আসুন এখন'।

মা বিপ্লবকাকুকে একরকম ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে 'বউদি, বউদি' বলে ডাকতে শুরু করল।

বিপ্লবকাকুর বউ বেরিয়ে এল।

মা হাসিমুখে বলল, 'আগামী রবিবার আপনারা আমাদের বাড়ি খাবেন। বিপ্লবদা রোজ আমাদের বাড়ি যান, কতবার বলেছি, আজ একবারে চলেই এলাম'।

বিপ্লবকাকুর বউ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। বিপ্লবকাকু হেঁহেঁ করে 'বসুন বসুন, আমি একটু মিষ্টি নিয়ে আসি' বলে পালিয়ে গেল।

৫৯

'এই কাজটা আমাদের অনেক আগে করা উচিত ছিল। অকারণে বিপ্লবকাকুকে এতদিন এন্ট্রি দিয়েছিলে'।

বাড়ি ফেরার পথে মাকে বললাম।

হাওয়া দিচ্ছে সুন্দর। আমি আর মা ফিরছি। সত্যিই তো, কতদিন দুজনে একসঙ্গে কোথাও যাইনি। বিপ্লবকাকুদের বাড়িতে গেছি, তাতেই কী ভালো লাগছিল।

আমার কথার উত্তরে মা বলল, 'মানুষকে শুরুতেই খারাপ ভাবতে যাই না কখনও। হয়তো ও খারাপ ভেবে আসেনি'।

আমি রেগে গেলাম, 'এখনও তোমার তাই মনে হয়? বাড়িতে বলেনি কেন তাহলে?'

মা বলল, 'জানি না রে। সব কিছু এত সরলভাবে ভাবলে তো হয়েই যেত। তবে হ্যাঁ, ওর আমাদের বাড়িতে আসাটা ঠিক হচ্ছিল না। আমারও তাই মনে হয়েছিল। যা হয়েছে, ভালোর জন্যই হয়েছে'।

দিদা কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'তরে কইসিলাম না, তোর মারও চুলকানি আছে?'

আমি সংকুচিত হলাম। কী বাজে লাগল কথাটা শুনতে! অস্বস্তি হতে শুরু করল।

রাস্তায় যেতে যেতেই একটা লোককে প্রায় 'বাবা' বলে ডেকে ফেলছিলাম। আমার বাবা যেমন হাঁটে, একবারে সেভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। রিকশা লোকটাকে পেরোনোর সময় ভুল বুঝলাম।

মা নরম গলায় বলল, 'আমাদের কোথাও বেড়াতে যাওয়া দরকার। এভাবে বাড়িতে থেকে তোর বেশ সমস্যা হচ্ছে'।

আমি বললাম, 'কোথায় যাবে?'

মা বলল, 'তুই বল কোথায় যাবি?'

আমি বললাম, 'আমি কিছু জানি না, তুমি ঠিক করো। চলো ঘুরে আসি'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। দেখছি কোথায় যাওয়া যায়'।

আমি বললাম, 'আবার বিপ্লবকাকুর ফ্যামিলির সঙ্গে যাওয়া প্ল্যান করো না'।

মা বিরক্ত গলায় বলল, 'এ আবার কী? এটা কী বললি তুই?'

আমি জিভ কাটলাম। বেশি বলে ফেলেছি। বললাম, 'আমার মাথা কাজ করছে না। তুমি কিছু মনে কোরো না'।

মা বলল, 'তোর সেই সমস্যাটা হচ্ছে বল? একটা কথা মাথায় ঢুকে গেলে সেটাই ঘুরে যাচ্ছে। অন্য আর কিছু ভাবতে পারছিস না'।

মা ঠিকই বলেছে। এই সমস্যা আমার বরাবরের। বললাম, 'হুঁ, ছাড়ো। এই নিয়ে কথা বলব না। বললেই মাথায় এই কথাগুলো ঘুরতে শুরু করবে'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। বলব না। কিন্তু রবিবার যদি সত্যি এরা আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে চলে আসে?'

আমি বললাম, 'তখন রান্না বসানো যাবে'।

মা বলল, 'তার থেকে কালকেই বেড়াতে চলে যাই চল। যা টিকিট পাবো, কেটে ট্রেনে বসে পড়ব। পাহাড়ে গেলে সোয়েটার নিতে হবে, সমুদ্রে গেলে অত ঝামেলা নেই। পুরী ঘুরে আসি চল'।

আমি বললাম, 'চলো'।

মা বলল, 'তোর মধ্যে উৎসাহ দেখছি না কেন?'

আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি না। উৎসাহী হবার দরকার ছিল হয়তো। কিন্তু হচ্ছি না'।

মা শ্বাস ছাড়ল, 'ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে গোছগাছ শুরু কর। দেখ ভালো লাগে নাকি'।

বাড়ি পৌঁছে দেখি গেটের সামনে হিমু দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে মার সঙ্গে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

মা বলল, 'কেমন আছ তুমি?'

হিমু বলল, 'ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?'

মা বলল, 'হ্যাঁ। এসো। ঘরে এসো'।

যতক্ষণ মা দরজার তালা খুলল, হিমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলতেই হিমু বসার ঘরে বসল।

মা বলল, 'চা খাবে?'

হিমু বলল, 'না। আমি আগেও এসেছিলাম। আবার এলাম। বারবার বিরক্ত করা ঠিক না। কিন্তু আমি চলে যাব, না বলে গেলে সমস্যা বাড়বে'।

আমি চমকালাম একটু। হিমু কেমন বয়স্ক মানুষের মতো কথা বলছে। পরিণত কথাবার্তা। মা বসে বলল, 'বলো'।

হিমু বলল, 'বাড়ি থেকে আমাকে এই বিয়েটা ভাঙার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি বিয়ে ভাঙতে চাইছি না। আমি একটা সময় ঘোরে ছিলাম। এখন সে ঘোর কেটে গেছে। তবুও বিয়েটা ভাঙতে চাই না। এর মধ্যেই আমি বাইরে চলে যাব। নীপা যদি আমার সঙ্গে যেতে চায়ে, যেতে পারে। যদি মনে করে এখন যাবে না, পরে যাবে, তাও করতে পারে'।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কী চাইছিস?'

আমি হিমুকে দেখলাম। হিমু কেমন সাগ্রহে আমার মত শুনতে চাইছে।

বললাম, 'আমরা পুরী যাব। ঘুরে এসে দেখা যাবে। তখন জানাই?'

হিমু মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা বলো, তুমি কি বিয়েটা ভাঙতে চাও?'

আমি অন্য দিকে তাকালাম, 'জানি না'।

৬০

বাড়িতে থাকলে সত্যিই বুঝতে পারি না, জীবনটা আসলে কতটা বদ্ধ। বাইরে না গেলে সেটা বোঝা সম্ভবও না।

সমুদ্রটা যখনই চোখের সামনে এল, আমি যে এতটা অভিভূত হয়ে যাব, বুঝতে পারিনি। হোটেলে যাবার আগে সমুদ্রের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

ঢেউ আসছে, ঢেউ চলে যাচ্ছে, আমার দু'চোখে জল ঘর বাঁধছে। আমি বসেই রইলাম কতক্ষণ।

মা দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে ডাকার পর হোটেলে গেলাম।

মা ঘরে ঢুকে বলল, 'খেয়ে নিয়ে স্নান কর। আমি তোয়ালে নিয়ে যাচ্ছি'।

আমি বললাম, 'তুমি স্নান করবে না?'

মা বলল, 'ধুর, আমি কেন স্নান করতে যাব?'

আমি বললাম, 'কেন, তোমার কি মানা আছে?'

মা বলল, 'কেন মানা থাকবে? কে মানা করবে? আজকে ইচ্ছে করছে না। কাল করব'।

আমি বললাম, 'থাক, তাহলে আমিও কাল স্নান করব'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। দেখা যাবে'।

মা ঠিকই বুঝেছিল। খেয়ে দেয়ে বিচে গিয়ে আবার জলে ঝাঁপ দিলাম। ভাগিস মা গামছা নিয়ে গেছিল। স্নান করতে করতেই দেখলাম হিমু বিচে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি আন্দাজ করেছিলাম। শ্বাস ছেড়ে জল থেকে উঠে এসে হিমুকে জিগ্যেস করলাম, 'তুমি এখানেও চলে এলে?'

হিমু বলল, 'তোমার জন্য এসেছি, ভেবো না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সমুদ্র দেখতে। তাই অফিসে বলে দুদিন ছুটি এক্সটেন্ড করে নিলাম'।

আমি বললাম, 'তুমি বুঝতে পারছ, আবার এক জিনিস শুরু করেছ?'

হিমু বলল, 'করতে দাও না। বাইরের লোকের জন্য তো করছি না। নিজের বিয়ে করা বউয়ের জন্য করছি'।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে মার কাছে গেলাম। মা চা খাচ্ছিল। হিমুকে আমার পেছন পেছন আসতে দেখে বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গেই আসতে পারতে। আবার আলাদা টিকিট কাটতে গেলে কেন?'

হিমু বলল, 'হঠাৎ করেই প্ল্যান হল। ঠিক করে কিছু করিনি। কাল আপনারা বললেন। আমিও ভাবলাম এখান থেকে ঘুরে যাই'।

মা বলল, 'ভালো। তুমি খেয়েছ?'

হিমু বলল, 'এই তো এলাম'।

মা বলল, 'ম্যাগি খাবে?'

হিমু ঘাড় নাড়ল। মা হিমুর জন্য ম্যাগি অর্ডার করল। আমি ভেজা গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মা বলল, 'তুই হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করে আয়'।

হিমু বলল, 'আমি যাব এগিয়ে দিতে?'

মা বলল, 'না। তুমি বসো'।

মা আমাকে চোখের ইশারা করল। আমি হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। পাড়ার পুকুর থেকে স্নান করে উঠলে পাড়ার সবাই দেখে। এখানে কিছু দুষ্টু কাকু ছাড়া তেমন কেউ দেখল না। হোটেলে ফিরে ভালো করে স্নান করে রুমেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। দরজা খুলে দেখি মা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, 'আমি ঠিক বুঝেছি তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস'।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'সে কই?'

মা দরজা বন্ধ করে বলল, 'তুই কি আশা করেছিলিস ও আসবে?'

আমি বললাম, 'না। কিন্তু যেরকম উদ্যোগ নিয়ে এল, তাতে এখানে না এলেই আশ্চর্য হব'।

মা পা ধুয়ে এসে খাটে বসে বলল, 'তুই হিমুর সঙ্গেই যা। আমার মনে হচ্ছে তুই নিজেও তাই চাইছিস'।

আমি রেগে গেলাম, 'এ কেমন কথা? আমি কখন বললাম?'

মা বলল, 'তুইই ওকে পুরী আসবি জানিয়েছিলিস না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কথায় কথায় বলেছিলাম'।

মা বলল, 'ইচ্ছে করেই বলেছিলিস, তুই জানতিস ও ঠিক তোকে ফলো করে চলে আসবে। ও তোর থেকে দূরে চলে যাক, সেটাও তুই চাস না, তুই চাইছিস ও সব সময় তোর পেছন পেছন আসুক'।

আমি বললাম, 'এরকম কেন হবে?'

মা বলল, 'তুই আমার মেয়ে। তোকে আমার থেকে ভালো আর কে জানবে?'

আমি বললাম, 'জানি না'।

মা বলল, 'এক কাজ কর। তুই বেরো। হিমুকে পেয়ে যাবি রাস্তায়। যা দুজনে মিলে ঘোর'।

আমি মাথা নাড়লাম, 'না, দরকার নেই'।

মা বলল, 'আমি বলছি তো। যা'।

আমি শুয়ে পড়লাম। একটু পর দেখলাম, ভালো লাগছে না। সত্যি সত্যিই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লাম হিমুকে খুঁজতে।

৬১

সমুদ্র আর ঈশ্বর একে অপরকে জড়িয়ে আছে পুরীতে। পৃথিবীতে তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। পৃথিবীর ঈশ্বর তো সমুদ্রই।

মাথার সমস্ত চিন্তা সমুদ্রকে সঁপে দিয়ে কেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচে বসে থাকা যায়। রাস্তায় কিছুটা হেঁটে হিমুকে দেখলাম না। কিছু না ভেবেই বিচে চলে এলাম। বিচে ভিড় আছে। রাত হলে মেয়েদের জন্য কোনও জায়গাই নিরাপদ না। আমার মাথায় সেসব চিন্তা আসেনি। আমি চুপ করে বসে আছি।

'কীরে ছেমরি, তোর কি এহন হিমুর লগে লটঘট করতে ইচ্ছা করে?'

দিদা এতক্ষণ দেখা দেয়নি। আমি ফাঁকায় আছি দেখেই জ্বালাতে এসেছে। বললাম, 'তাতে তোমার কি শয়তান বুড়ি?'

দিদা খিলখিল করে হেসে বলল, 'আমি তো তরে দেখি। তোর কুড়কুড়ি হইছে। বরের লগে যাইতে চাস তুই'।

আমি বললাম, 'আমার বর কেন হতে যাবে?'

দিদা বলল, 'বিয়া করছস যখন, তখন তর বরই হইব। যা গিয়ে ঘর নিয়া শুয়া পড়'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। দুটো আমার বয়সী ছেলে চারপাশে ঘুরঘুর শুরু

করেছে। উঠে দাঁড়ালাম। ছেলেদুটো একটু দূরত্ব রেখে পেছন পেছন আসতে থাকল।

আশ্চর্যের ব্যাপার এবার রাস্তাতেই হিমুকে পেয়ে গেলাম। দেখা মাত্র ছুটে চলে এসে বলল, 'হোটেলে গেছিলাম। তুমি নাকি আমাকে খুঁজতেই বেরিয়েছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তোমাকে পেলাম না তো'।

হিমু বলল, 'আমি তো এখানেই ছিলাম। ভিড়ের মধ্যে দেখোনি তাহলে'।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ছেলে দুটো নেই। হিমুকে দেখে হতাশ হয়েছে হয়তো। ছেলেরা মেয়েদের একা দেখলে অনেক কিছু ভেবে ফেলে। সঙ্গে অন্য আরেকটা ছেলে থাকলে হতাশ হয়। আর কেউ কেউ থাকে, তারপরেও এগিয়ে আসে।

এরা সেরকম না দেখে বাঁচা গেল।

হিমু বলল, 'তোমায় একটা শাড়ি কিনে দি? সম্বলপুরী না কী বলে দেখছিলাম'।

দিদা কানে কানে বলল, 'ওই দ্যাখ, শাড়ি দিয়া শাড়ি খোলার ধান্দা করতাসে ছ্যামরা'।

আমি বললাম, 'না না। ওসব লাগবে না। এমনি হাঁটি'।

হিমু তাও ছাড়ল না। বলল, 'একটা দিই না। কিছুই তো দিইনি কোনওদিন'।

আমি মাথা নাড়লাম, 'না না। থাক। দিতে হবে না'।

হিমু বলল, 'তাহলে খাজা খাও? গরম গরম ঘিয়ে ভাজা খাজা?'

আমি না করতে পারলাম না। একটা করে খাজা নেওয়া হল। খেতে দিব্যি লাগছে। রাস্তার পাশে বিচের মধ্যেই মেলা বসেছে। নাগরদোলা ঘুরছে। আর উল্টোদিকে শ্মশানে মড়া পোড়াচ্ছে।

হিমু বলল, 'কিছু ঠিক করলে?'

আমি বললাম, 'না'।

হিমু বলল, 'আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না নীপা'।

আমি বললাম, 'কেন পারবে না? তুমি তো আমার থেকে বেরিয়ে গেছ। আগের মতো পাগলামি আর নেই। তার উপর তোমাকে অনীশের কথাও বলেছি। অন্য লোকের এঁটো হওয়া মেয়ে বলে ঘেন্না করবে না?'

হিমু বলল, 'দূর, ওরকম কেউ অ্যাক্সিডেন্টালি এসে চুমু খেতে চাইলে তাতে যদি ঠোঁটে ঠোঁট লেগেও যায়, তাতে কী হয়?'

আমি বললাম, 'পরে এ নিয়ে ঠিকই কথা শোনাবে তুমি'।

হিমু খাজাটা মুখে নিয়ে ওই রস লাগা হাতে আমার হাত ধরে বলল, 'না না, শোনাব না। বিশ্বাস করো'।

আমি রেগে গেলাম, 'তুমি এই রস লাগালে? জল দাও'।

আবার দোকানে ছুটলাম। জল দিয়ে হাত ধুলাম। রসের এই সমস্যা। হাতে একবার লাগলে আর যায় না। কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। হিমু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে খানিকটা। রুমাল দিল, হাত মুছে টুছে নিয়ে বললাম, 'আমাকে ভাবতে দাও। আমি কারো সঙ্গে থাকার লোক না। থাকলে আমার অস্বস্তি হয়। তাছাড়া তোমার মা আমাকে পছন্দ করেন না। আবার ঝামেলা শুরু হবে'।

হিমু বলল, 'মাকে আমি বুঝে নেব। অনেকবার বলেছি তোমায়। তুমি নিজেও জানো বাইরে থাকলে, মা এমন কিছুই ঝামেলা করবে না'।

আমি বললাম, 'তাও ভাবতে হবে। জোর করে কিছু হয় না'।

হিমু বলল, 'তা তো বটেই। নাগরদোলা চড়বে?'

আমি বললাম, 'না না, ওতে আমার বড় ভয় লাগে। বমি হয়ে যায় যদি। বেড়াতে এসেছি, এসব জিনিস তো আমাদের শিববাড়ির মেলাতেও আসে'।

হিমু বলল, 'তাহলে চলো শাড়ি কিনি'।

কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে ছেলেটা। বুঝতে পারছে না আমাকে নিয়ে কী করবে। আমার তো খুশি হওয়া উচিত, আমার জন্য কেউ এরকম পাগলামি করছে।

কিন্তু খুশি হতে পারছি না কেন, কে জানে। মাকেও তো বাবা এরকমই ভালোবাসত একদিন। তারপরেও কী সুন্দর চলে গেল। মরেও গেল।

আমি তো মা নই। আমি আরেকটা মেয়েকে সহ্য করব না। খুন করে ফেলব ঠিক।

হিমু আমাকে নিয়ে টানতে টানতে শাড়ির দোকানে গিয়ে খুব দামি একটা শাড়ি কিনেই ফেলল শেষমেশ।

৬২

আমাকে হোটেলে দিয়ে গেল হিমু। আমার হাতে হিমুর কিনে দেওয়া শাড়ি ব্যাগ। মা রুমের দরজা খুলেই ব্যাগ দেখে জিগ্যেস করল, 'কী কিনলি?'

আমি বললাম, 'হিমু জোর করে শাড়ি কিনে দিয়েছে'।

মা হিমুকে বলল, 'এসো। বসো'।

হিমু ঘরে এসে বসল। মা দরজা বন্ধ করে আমাকে বলল, 'পা ধুয়ে আয়'।

আমি বাথরুম থেকে পা ধুয়ে এলাম। মা আমাকে বলল, 'তাহলে তুই কি হিমুর সঙ্গে যাবি বলেই ঠিক করেছিস?'

আমি বললাম, 'কিছু ঠিক করিনি। এখনও কিছুই ঠিক হয়নি'।

মা বলল, 'তাহলে শাড়ি নিলি কেন?'

হিমু বলল, 'আমি দিয়েছি। ও তো কিছুতেই নেবে না'।

মা আমার দিকে সোজাসুজি ফিরল, 'তুই যদি ওর সঙ্গে চলে যেতে চাস, তুই যেতে পারিস। সেটাই হয়তো উচিত। আমি আজ আছি, কাল থাকব না। তুই একা হয়ে যাবি। তোর কী হবে ভাবলে আমার পাগল পাগল লাগে'।

আমি বললাম, 'আমি তোমার কাছেই থাকব। হিমুর সঙ্গে যাব না'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। এখন যেও না। পরে যাবে বলো'।

আমি চুপ করে রইলাম। হিমু বলল, 'তোমার কী হয় নীপা? আমরা তো সুন্দর ঘুরলাম। তুমি এখন এরকম শক্ত হয়ে যাচ্ছ কেন? দেখো, বিয়ের রাতের ভুলটা আমি আর কোনওদিন করব না। আমার বাড়ির কেউ কোনওদিন তোমার বাবার নামে একটা বাজে কথা বললে আমি তার সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্পর্কচ্ছেদ করব, আমি তোমাকে কথা দিলাম। এরপরে তোমার না ফেরার মতো কিছু আছে?'

আমি মাকে দেখলাম। মার দু'চোখের কোনায় জল। আমার জন্য মা কাঁদছে। আমি সংকুচিত হলাম। বললাম, 'আমি এখনই মাকে ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারব না'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে যেতে হবে না কোথাও। কিন্তু তুমি আমারই থাকবে, সে কথা দাও'।

আমি বললাম, 'মা, তোমার খিদে পায়নি? চলো খেয়ে আসি'।

হিমু হাল ছেড়ে দিল। মা বলল, 'চল। হিমু তুমিও চলো'।

হিমু না করল না। তিনজনই খেতে বেরোলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি মার হাত শক্ত করে ধরে আছি। হিমু একটু এগিয়ে গেছিল। মা বলল, 'হিমুর মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। অনেকটা ম্যাচিউরিটি এসেছে। ও তোকে ভালো রাখবে'।

আমি বললাম, 'আমি এখন তোমাকে একা রেখে ওর সঙ্গে যেতে পারব না'।

মা বলল, 'ঠিক আছে। হিমুকে বলে দে, তুই ওর জন্য অপেক্ষা করবি। ওর অস্থিরতা তাতে কমবে'।

আমি বললাম, 'লিখিয়ে নি?'

মা বলল, 'কী লেখাবি?'

আমি বললাম, 'কোনওদিন অন্য কোনও মেয়ে দেখলে দৌড়বে না'।

মা বলল, 'ওরকম লেখা যায় নাকি? তাহলে তো পৃথিবীর সব বউ তার বরকে দিয়ে এটা লিখিয়ে নিত। ব্যাপারটা অত সোজা না। বরকে ঠিক মতো জানলে ওসব লেখাতে হয় না'।

একটা প্রাণকাড়া হাওয়া আসছে সমুদ্র থেকে। শরীরটা ঠান্ডা করে দিচ্ছে। আমি বললাম, 'তুমি বাবাকে জানতে পারলে না কেন মা?'

মা বলল, 'অবচেতনে ঠিকই বুঝতাম তোর বাবার বাইরে মন চলে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ সেন্ট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, রাত করে ফেরা, আমার সঙ্গে একটু একটু করে দূরত্ব তৈরি করা, আমার অবচেতন আমাকে ঠিকই বলেছিল। আমি সচেতন অবস্থায় সেটা মানতে চাইনি। না মেনে অস্বীকার করে গেছিলাম শুধু। বার বার নিজেকে বুঝিয়েছি এটা হতে পারে না। তোর বাবা কিছুতেই অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে না। মেয়েটা এত বড় একটা পরীক্ষা দিচ্ছে! কিছুতেই ও অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে চলে যেতে পারে না। যখন ব্যাপারটা হল, আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না'।

এ কথাগুলো মা কোনওদিন বলেনি। সমুদ্র বলিয়ে নিল, নাকি শ্রীজগন্নাথ বলিয়ে নিলেন? জানি না।

আমরা খেতে বসলাম। নিরামিষ খাবার। হিমু খাচ্ছিল। হঠাৎ ফোন এল। ধরে বলল, 'হ্যাঁ মা...ঠিক আছি। পুরীতে এসেছি...না, কোনও মেয়ে দেখবে না। দয়া করে দিব্যি দিও না। প্লিজ না...না, আমি রাখছি'।

ফোন রেখে আবার খেতে শুরু করল হিমু। আমার খারাপ লাগতে শুরু করল হঠাৎ করে। আসলে কি আমি হিমুকে আটকে রাখছি? ওর মা যেমনই হোক, ওকে ওর মার কাছে মিথ্যে বলতে হচ্ছে। আমি নিজেও জানি না আমি ওর সঙ্গে কোনওদিন যাব নাকি। তাহলে ওকে আমি আটকে রাখছি কেন?

৬৩

ছোট থেকে ঠাকুরকে ডেকেছি। ঠাকুর কেমন দেখতে হয় জানি না।

কখনও দুর্গা ঠাকুর দেখেছি বাবার সঙ্গে, কখনও কালী ঠাকুর। বাড়িতে বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথের ছবি ছিল। প্রতিদিন প্রণাম করেছি।

এত এত মানুষ ঠাকুরের কাছে আসছেন, লাইন দিয়ে দর্শন করছেন, পুজো করছেন, আমার তো বেশি কিছু চাহিদা নেই। আমি শুধু চেয়েছি, ঠাকুর আমাকে একটু শান্তি দাও।

দিদার থেকে আমি শান্তি চেয়েছিলাম, মারতে চাইনি। ঠাকুরের কাছে এসে সে কথা বললে কি ঠাকুর সেটা শুনবেন? চড়া রোদের মধ্যে মন্দিরে ঢুকেছি, প্রবল ঠেলাঠেলির মধ্যে পাণ্ডা ঠাকুর দর্শন করালেন। ঠাকুর মানুষের আদরের দেবতা, ভালোবাসার দেবতা, এতটুকু সময় পেলাম না, ঠাকুরকে মনের কথা বলার জন্য।

কেউ একজন পেছন থেকে আমায় ঠেলছিল। পেছন ফিরে দেখি বাবারই বয়সী লোক, গোটা শরীরটা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, তার গোপনাঙ্গ উত্তেজিত, আমায় ঠেলা মারছে। ঘেন্নায় ডুবতে ডুবতে চিৎকার করলাম, অত শব্দের ভিড়ে আমার চিৎকার কেউ শুনতেই পেল না। এরকম তো হয়ই। কোনও মতে দর্শন করে বাইরে এসে লোকটাকে খুঁজতে গেলাম। কিছুতেই পেলাম না। ঠাকুরের কাছে এসেও মানুষের নোংরামি বিন্দুমাত্র কমে না।

মা আমাকে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম। মা আমার হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'চল, ফেরা যাক'।

হিমু মন্দিরে আসেনি। পাণ্ডার ঘর থেকে চটি পরে রিকশা নিলাম আমরা। সকাল থেকে খালি পেটে আছি। মা বলল, 'খেয়ে নিবি?'

আমি বললাম, 'না। আমি স্নান করব। হোটেলে চলো'।

মা আর কিছু বলল না।

হোটেলে গিয়ে দেখি হিমু বসে আছে রিসেপশনে। আমাকে দেখে হাসল।

আমি ওর সঙ্গে কথা না বলে স্নানে ঢুকে গেলাম। মনে হচ্ছিল লোকটার শরীরের নোংরা জিনিসগুলো আমার শরীরে মিশে গেছে, আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। জলের পর জল ঢালতে শুরু করে দিলাম। একটা সময় মা বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল, 'বেরো। আর স্নান করতে হবে না। ঠিক আছে সব। আর চিন্তা করিস না'।

আমি কোনওকালে ভিড় ট্রেনে বাসে যাতায়াত করিনি। আমি জানি, ওখানে মেয়েদের সঙ্গে এরকম অসভ্যতা সবসময় হয়। আমার সঙ্গে এই প্রথম হল বলে আরও গা ঘিনঘিন করছিল।

এরকম লোকগুলো দেখা যাবে হয়তো পরিবারের সঙ্গে আসে, দেখা যাবে লোকটার ফার্স্ট ইয়ারে পড়া মেয়ে আছে। মেয়েটা বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে, বাবা কখন অফিস থেকে আসবে বলে মেয়েটা হাপিত্যেশ করে বসে থাকে। দেখা যাবে লোকটা অফিসে একজন সম্মাননীয় ব্যক্তি, সবার সঙ্গে খুব মিষ্টি সম্পর্ক। সেই লোকটাই মন্দিরের ভিড়ের সুযোগে তার মেয়ের বয়সী একটা মেয়ের সঙ্গে অবলীলায় এরকম অসভ্যতা করে ফেলতে পারে।

রাস্তায় বেরিয়ে লোকটা যখন হাঁটবে, আবার যখন বাড়ি ফিরে যাবে, কেউ জানতেও পারবে না, লোকটা আসলে সমাজের নিকৃষ্টতম লোকদের মধ্যে পড়ে। সারাদিন ধরে মুখের সমস্ত জমানো থুতু লোকটার মুখের উপর ফেললেও সে অসভ্যতার উত্তর লোকটাকে দেওয়া হবে না।

স্নান করে এসে আমার হাত-পা কাঁপছিল। কোনওমতে খাটের উপরে এসে বসলাম। মা হিমুকে ডাকল।

হিমু এসে আমাকে দেখে চমকে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'কিছু হয়নি। কিছু হয়নি। আমি ঠিক আছি'।

মার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই হিমু এগিয়ে এসে আমার কপালে হাত দিয়ে বলল, 'জ্বর এসেছে। তুমি শোও। শুয়ে পড়ো'।

আমি হিমুকে সরিয়ে দিলাম, 'তুমি দূরে যাও। আমাকে ধরবে না। দূরে যাও'।

মা তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধরল, 'তুই শো। আমি তোকে ওষুধ দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করিস না'।

আমি বললাম, 'কিচ্ছু ঠিক হবে না'।

মা হিমুকে বলল, 'তুমি একটু ভাত আলুসেদ্ধ বা যা হোক নিয়ে এসো তো। ওকে খাইয়ে জ্বরের ওষুধটা দিয়ে দিই'।

হিমু দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল।

৬৪

একটা বিকেল আর সন্ধে জ্বরের ঘোরে কেটে গেল। রাতে বাবাকেও দেখতে পেলাম। লজ্জিত মুখে আমার সামনে বসে আছে। আমাকে বলছে, 'কেমন আছিস রে মা?'

ছোটবেলায় আমার জ্বর হলে বাবা এরকমই করত। বার বার আসত, কোলে নিতে ঘুরত, আর কিছুক্ষণ পর পর বলত, 'কেমন আছিস রে মা?'

ভোরে উঠে দেখি, হিমু সোফাতে ঘুমাচ্ছে।

আমার জ্বর ছেড়েছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে।

মা আমার পাশে ঘুমাচ্ছে। আমি উঠে বসতে হিমুও উঠে আমার দিকে পিটপিট করে তাকাল।

আমি বললাম, 'হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো তো পুরো! সারারাত এখানেই কাটিয়ে দিলে?'

হিমু বলল, 'তুমি যা শুরু করেছিলে!'

আমি বললাম, 'কী শুরু করেছিলাম?'

হিমু বলল, 'প্রলাপ বকছিলে তো। একবার বলছ, বাবা চল মেলা থেকে ঘুরে আসি, আরেকবার দিদাকেও মনে হয় ডাকলে'।

আমি জানি আমার জ্বর হলে এসব বলি। মা জানে। হিমু জানে না বলেই ঘাবড়ে গেছে।

আমি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'দিদাকে কী বললাম?'

হিমু বলল, 'সেটা মনে নেই। ওই কিছু একটা বলেছিলে আর কী।'

আমি বললাম, 'চিন্তা কোরো না, আমার জ্বর হলেই এরকম হয়। তুমি হোটেলে ফিরে ঘুমাও। মা তোমাকে যেতে বলেনি?'

হিমু বলল, 'অনেকবারই বলেছেন। আমিই জোর করে থেকে গেছি'।

আমি বললাম, 'আমার সুস্থ লাগছে। চলো সমুদ্রে গিয়ে বসি'।

হিমু বলল, 'সত্যিই?'

আমি বললাম, 'কপালে হাত দিয়ে দেখো'।

হিমু কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই জ্বর নেই। হতে পারে ওষুধের প্রভাব। আবার জ্বর আসবে পরে। তুমি বেরিও না। রেস্ট করো'।

আমি বললাম, 'না। অনেক রেস্ট হয়েছে। তুমি গেলে চলো, নইলে আমি একা একা চলে যাব'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে, চলো'।

আমি মাকে তুলে বললাম, 'হিমুর সঙ্গে হেঁটে আসি, জ্বর কমে গেছে'।

মা ঘুমঘোরেই বলল, 'যা'।

আমি হিমুকে নিয়ে বেরোলাম। সূর্যোদয়ের সময় এখন। আকাশ লাল হয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে বালির উপরেই বসে পড়লাম।

হিমু বলল, 'অ্যাই, এখানে বসলে কেন?'

আমি বললাম, 'বসো না। কী সুন্দর লাগছে দেখো'।

হিমু বসে পড়ল। বলল, 'নীপা, তুমি বুঝতে পারো আমি তোমাকে কতটা ভালোবেসে ফেলেছি?'

আমি বললাম, 'পারি'।

হিমু বলল, 'তাহলে যেতে চাও না কেন?'

আমি বললাম, 'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না'।

হিমু চুপ করে গেল। আমি বললাম, 'তুমি যাও। মন দিয়ে চাকরি করো। আমার কথা ভেবো না'।

হিমু বলল, 'তা কী করে হয়? আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করবে, আমি সেটা নিতে পারব না'।

আমি বললাম, 'আমি এখনও ভালোবাসতে পারি না। তোমাকে কেন, কাউকেই পারি না। কাউকে যদি ভালোবাসতে না পারি, তাহলে খামোখা নাটক করব কেন? শুধু সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিয়ে করে নেব?'

হিমু বলল, 'পরে কাউকে ভালোবাসলে তাকে তুমি বিয়ে করবে?'

আমি একটুও না ভেবে বললাম, 'করতেও পারি'।

হিমু আর কিছু বলল না। আমি সমুদ্রে স্নান করলাম, পুরো ভিজে হোটেলে ফিরে এলাম। হিমু আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

আমি গরম জলে স্নান করে চা আনিয়ে খেলাম।

মা উঠে বলল, 'হিমু কোথায়?'

আমি বললাম, 'আর আসবে না মনে হয়'।

মা বলল, 'কেন?'

আমি সব বলে বললাম, 'ঠিক করিনি?'

মা একটু চুপ থেকে বলল, 'ঠিক ভুল সব আপেক্ষিক রে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়। আজ যেটা ঠিক মনে হবে, কাল সেটাই ভুল মনে হতে পারে। তোর বাবাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, আমার মনে হত আমার কী ভাগ্য, কী ভালো একটা লোক! কত কেয়ারিং! আমাকে কিছু করতে হত না। যা চেয়েছি, তাই নিয়ে আসত। একটা সময় আর চাইতেও হয়নি। সাবান একটু বাকি, নিজে থেকে সাবান কিনে আনছে, শ্যাম্পু বল, যাই বল। তোকে ছোটবেলায় আমি কতটা দেখেছি? তোর বাবাই তো দেখেছে বেশিরভাগটা। তখন মনে হয়েছিল ঠিক। পরে মনে হল এত বড় ব্লান্ডার করে ফেলেছি? মানুষ কখন কী করে, কেউ জানে না। হিমু কম পরীক্ষা দেয়নি। চাইলে চলে যেতে পারত। কিন্তু ফিরে এসেছিল। জানি না, ঠিক হল নাকি'।

আমি বললাম, 'আমি ওকে ভালোবাসি না। মায়া আছে। ভালোবাসি না'।

মা বলল, 'তাহলে ঠিকই করেছিস হয়তো'।

আমি বললাম, 'আমার যাওয়া উচিত হয়তো। যাব না। থাক। ও চলে যাক। ভালো থাকবে'।

মা বলল, 'হু। ওর জন্য ভালোই'।

কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি হিমু দাঁড়িয়ে আছে। হাসি মুখে বলল, 'এখন কেমন লাগছে?'

৬৫

হিমুর মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। হিমু যখন যেটাতে আটকে পড়ে, সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। আমার থেকে বেরিয়েছিল, সাফল্যের সঙ্গে চাকরি করছে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু এত কিছু বলার পরেও যে হিমু যাবে না, আমি ভাবতে পারিনি।

আমি বললাম, 'ভালো লাগছে। এসো'।

হিমু ঘরের ভেতরে এসে বসল। মা হিমুকে জিগ্যেস করল, 'তুমি কি করবে? বাড়ি যাবে, না এখান থেকেই বেরিয়ে যাবে?'

হিমু বলল, 'ভুবনেশ্বর থেকে যাবার কথা। আর বাড়ি ফিরব না। নীপা

গেলে ওর টিকেট করিয়ে ফেলতাম। আমি যা বুঝলাম, ওর যাবার তেমন ইচ্ছে নেই। ঠিক আছে, অসুবিধে নেই। ও যদি পরে মনে করে, যেতে পারে'।

আমি বললাম, 'তুমি আমার মধ্যে কী দেখলে বলো তো? এরকম নাছোড়বান্দা হয়ে গেছ কেন?'

হিমু বলল, 'কিছু দেখিনি। আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে'।

আমি বললাম, 'অপরাধবোধের কিছু নেই। তুমি যা করেছ, তার অনেক বেশি জ্বালাতন আমি করেছি। এখন তুমি নিশ্চিন্তে বিয়েটা ভেঙে দিয়ে একটা নতুন সম্পর্কে ঢুকতে পারো। পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে। যে কাউকে বিয়ে করে ভালো থাকো'।

হিমু অস্বস্তির সঙ্গে আমার মার দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে বলল, 'থাক, এসব নিয়ে পরে কথা বলব'।

মা উঠে দাঁড়াল, 'আমি একটু হেঁটে আসি বরং। তোরা কথা বল। কিছু খাজা কিনে আমি, পাড়ার লোকেদের দেওয়া যাবে'।

আমি মাথা নাড়লাম। দিদা বলল, 'ওই দেখো, মাগি বন্ধ ঘরে লাগাইতে চায়'।

আমি দিদার কথা কানে নিলাম না। মা চলে গেলে বললাম, 'বলো কী বলছিলে'।

হিমু বলল, 'আমি অন্য কারো সঙ্গে থাকতে পারব না। আমার মাথার মধ্যে তোমার প্রোগ্রাম চলছে। অন্য কিছু নিয়ে আমি ভাবতেই পারব না'।

আমি বললাম, 'চেষ্টা করো। আমি কিছু বইয়ের নাম বলতে পারি। সেগুলো পড়ো। দেখবে পারবে। মনের অস্থিরতা অনেক কমবে'।

হিমু হাসল, 'মনের অস্থিরতা আমার অনেক আগেই কমে গেছে। ওটা কমানোর জন্য আমাকে কোনও বই পড়তে হবে না। কিন্তু আমি স্থির মনেও তোমাকেই ভালোবাসি। সে ভালোবাসা সরিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না'।

আমি বললাম, 'আর আমি অন্য কাউকে বিয়ে করলে?'

হিমু বলল, 'তখন তো পারতেই হবে'।

আমি হেসে ফেললাম, 'তাহলে তো অন্য কাউকে বিয়ে করতেই হচ্ছে যাতে আমার ভূত তোমার মাথা থেকে নামে'।

হিমু বলল, 'এসব কোরো না। আমি যদি তাকে মেরে ফেলি?'

দিদা বলল, 'ওই দেখ ছেমরি, তোর ভায়রা ভাই। তোর মতো মারার কথা ভাবে। দ্যাখছস?'

আমি বললাম, 'আমি অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি। যে লোককে ভালোবাসি না, তার সঙ্গে থাকতে পারব না'।

হিমু মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। তাই করো। তোমাকে যেতে হবে না।

তোমরা কাল ফিরবে। আমি কাল অবধি তোমাদের সঙ্গে থেকে বেরিয়ে যাব। আর জ্বালাব না তোমাকে। ঠিক আছে?'

আমি বললাম, 'তাই করো। আমাকে বার বার এক কথা বলে যেও না, আমাকে কেউ এক কথা বার বার বললে আমার মন বিদ্রোহ করে ওঠে। হয়তো আমি তোমার সঙ্গে যেতাম, এতবার ন্যাগ করে গেছ, এখন আর কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছে না'।

হিমু বলল, 'আর করব না। আজ চিলকা ঘুরে আসি চলো'। পরক্ষণেই বলল, 'না থাক। তোমার শরীর ঠিক নেই'।

আমি বললাম, 'শরীর ঠিক আছে। চলো। ঘুরে আসি'।

হিমু উদ্যোগী ছেলে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি ঠিক করে ফেলল। মার কী হল জানি না, বলল, 'তোরা যা। আমি যাব না'।

আমি জোর করলাম না। হিমু একদিন পরে চলে যাবে, সত্যি যদি ওর কিছু বলার থাকে, মা থাকলে ওর বলতে অসুবিধা হবে।

হিমু গাড়ির ব্যবস্থা করল। চিলকা যে পুরী থেকে বেশ খানিকটা দূরে, আমি জানতাম না। গোটা রাস্তায় হিমু খুব বেশি কথা বলল না। চিলকা পৌঁছে দেখি চারদিকে শুধু জল আর জল। হিমু আমাদের জন্য একটা গোটা নৌকা নিয়ে নিল। মাঝি একদিকে, হিমু আমাকে নিয়ে আরেকদিকে বসল।

চিলকা ম্যাপ পয়েন্টিং করেছিলাম, হ্রদ, সবই জানতাম, কিন্তু চারদিকে যে এত জলের মাঝখানে নৌকোয় থাকতে হবে বুঝিনি। আমার অস্বস্তি শুরু হল।

শুধু মনে হতে লাগল, হিমু যদি আমার উপর সমস্ত প্রতিশোধ নিয়ে এখানেই আমাকে মেরে জলে ফেলে দেয়, তাহলে কী হবে?

৬৬

কয়েকটা নৌকো দূর থেকে চলে যাচ্ছে, আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করছে চিৎকার করে ওদের ডাকি। এরকম কেন মনে হচ্ছে জানি না।

হিমু তো কোনওদিন আমার কোনও ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি। ভালোবেসেছে হয়তো, সব সময় আমার কাছে ছুটে এসেছে। তবু এরকম অদ্ভুত চিন্তা আমায় কেন গ্রাস করে নিচ্ছিল আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না।

হিমু বলল, 'এখানে নাকি ডলফিন থাকে, জানো। এই মাঝিরা বলে ডলফিন আছে। হঠাৎ করে বলবে ওই দেখুন ডলফিন, আসলে কেউ কিচ্ছু দেখতে পায় না'।

আমি বললাম, 'আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে হিমু। আর ঘুরব না। ফিরে যাই?'

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

হিমু অবাক হয়ে গেল, 'কেন বলো তো? কী সমস্যা হচ্ছে তোমার?'

আমি বললাম, 'জানি না। অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে যদি ডুবে যাই? আমি সাঁতার জানি না'।

হিমু বলল, 'আমি জানি। খুব ভালো সাঁতার জানি। এই নৌকায় লাইফ বোটও আছে। একদম এসব নিয়ে ভেবো না'।

আমি চুপ করে গেলাম। অনেকগুলো পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বকই বেশি। জলেও বসে আছে।

হিমু বলল, 'আমি তোমাকে অনেক জ্বালিয়েছি নীপা। এবার সত্যি-সত্যিই হয়তো চলে যাব। একবার দেশের বাইরে চলে গেলে আর ফেরা হয় না, আমি তো আমার সিনিয়রদের দেখেছি। অনেকেই আর ফেরেনি। তোমার জন্যই হয়তো আমি ফিরে ফিরে আসব'।

আমি বললাম, 'কেন আটকে আছ তুমি? একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করে নাও। অবশ্য ওসব দেশে মেয়ের অভাব নেই। ওখানেই বিয়ে করে নিতে পারবে'।

হিমু বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম'।

আমি কথা ঘোরাতে চাইলাম, 'খাজা খেতে ইচ্ছে করছে এখন। কী অদ্ভুত'।

হিমু বলল, 'পুরী গিয়েই কিনে দেব। খেও ভালো করে'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

পাশ দিয়ে একটা নৌকো গেল। অনেকগুলো বন্ধু এসেছে, হইহই করতে করতে চলে গেল। জলে প্রথম দিকে একরকম লাগে, পরে একটা সময় ভীষণ একঘেয়ে লাগতে শুরু করে।

এত বড় হ্রদের মধ্যে নৌকোয় বসে আমার একটুও ভালো লাগছিল না। হিমু বুঝল সেটা। মাঝিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল। মাঝি ঝিনুক দেখাবে বলল। হিমু বারণ করল। মাঝি শুনল না। নৌকো দাঁড় করাতেই একটা ছেলে এসে ঝিনুক থেকে মুক্তো বের করে দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করতে চাইল। আমি হলাম না, হিমু হল। ফস করে একগাদা টাকা দিয়ে একটা মুক্তো কিনে আমাকে বলল, 'এই নাও'।

আমি রেগে গেলাম, 'তুমি কি গাধা?'

হিমু থতমত হয়ে বলল, 'কেন? কী হল?'

আমি বললাম, 'এগুলো ঝুটো মুক্তো। তুমি আমাকে একবার জিগ্যেস করে টাকা দেবে তো!'

হিমু বলল, 'হোক না। রাখো'।

আমি বললাম, 'কেন রাখব? অদ্ভুত ব্যাপার। এগুলো আমি রাখব না'।

হিমু বলল, 'আমি তো চলেই যাব। আর বেশি যন্ত্রণা দেব না তোমায়। সেটা ভেবে অন্তত নাও'।

আমি আর কী বলব। ব্যাগে রাখলাম। নৌকো আবার ছাড়ল। হিমুকে বললাম, 'এভাবে যেখানে সেখানে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করবে না। ঠকে যাবে'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। মাথায় রাখব'।

বাকি সময়টা চুপ করে বসে রইলাম। একসময় নৌকো আবার তীরে ভিড়ল। নৌকো থেকে নেমে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

হিমু বলল, 'এখানে খুব সুন্দর মাছ ভাজা পাওয়া যায়। একবারে তাজা মাছ। খাবে?'

আমি বললাম, 'তা খাওয়া যেতে পারে'।

একটা ঘুপচিমতো রেস্তোরাঁয় বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা, পমফ্রেট মাছ খেলাম। সত্যিই তাজা মাছগুলো। খেতে খুব ভালো লাগল। হিমু শুনে খুশি হয়ে বলল, 'আর খাবে?'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'পাগল! এটুকুই ঠিক আছে। চলো ফেরা যাক'।

দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। গাড়ি একটু চলতেই হিমুর ফোন বাজতে শুরু করল। হিমু ফোন ধরামাত্র আর্তনাদ করে উঠল, 'কী?'

হিমু কাঁপছিল। আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

হিমুর দু চোখ জলে ভিজে উঠল, 'একটু আগে মা চলে গেল। হার্ট অ্যাটাক। আমাকে ফোন করছিল, নট রিচেবল বলছিল'।

জীবনে অনেকরকম অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়েছি আমি। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কোনওদিন পড়তে হবে ভাবতেও পারিনি।

৬৭

মানুষের কতরকম রূপ হয়?

যে ছেলেটা একটু আগেও আমার সঙ্গে মহানন্দে ঘুরছিল, সেই ছেলেটাই কাঁদতে শুরু করল। বাচ্চা ছেলের মতো কান্না। প্রথম দিন স্কুলে বাবা আমাকে স্কুলের বাউন্ডারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে, খানিকটা গিয়ে আমি দেখলাম, বাবা নেই। সে কী মারাত্মক নিরাপত্তাহীন অবস্থা, কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম।

হিমুকে কাঁদতে দেখে আমার সেই কান্নার কথা মনে পড়ে গেল।

অনেকভাবে ওকে শান্ত করতে গিয়েও পারলাম না। হোটেলে ফিরে ঠিক হল আমরা হিমুর সঙ্গে তখনই ফিরব। একটা গাড়ি ঠিক করা হল।

হিমু অনেক কেঁদে চুপ করে গেল একটা সময়ে। পাথরের মতো মুখ

করে বসে রইল গোটা রাস্তা। কিছু খেলও না।

ওর মায়ের মৃতদেহ রাখা ছিল বাড়ির উঠোনে। হিমু ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল।

দিদা বলল, 'দেখ ছেমরি, তুই মার থেকে ছেলেটাকে আলাদা কইরা দিছিলি। ছ্যামরাটা মারে ছাইড়া তোর কাছে আইছিল। মারে কয় নাই পুরীতে ছিল। তোর জন্যই এইসব হইল'।

আমি কেঁপে উঠলাম। দিদা ঠিক বলেছে। হিমু এ সমস্ত কিছুর জন্য আমাকে দায়ী করতে পারে। ওর মার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহারই তো করেছি। ওর আত্মীয়স্বজন যারা এসেছে, সবাই আমার দিকে বাঁকা চোখেই তাকাচ্ছে।

আমি মাকে বললাম, 'বাড়ি চলো'।

মা বুঝল, 'চলো। হিমুকে বলে আয়'।

আমি বললাম, 'থাক। পরে আসব। চলো'।

হিমুর এক কাকিমা আমাকে যেতে দেখেই দাঁড় করাল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'বাড়ি যাচ্ছি'।

হিমুর কাকিমা চিৎকার করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল, 'একটা মেয়ে কী করে একটা সংসার নষ্ট করে দিতে পারে, এই মেয়েকে দেখলে বোঝা যায়। শেষ করে দিল আমাদের পরিবারটাকে। দিদি চলে গেল, অথচ সবাই দেখো, এর চোখে একফোঁটা জল নেই। অপয়া মেয়ে একটা। অসভ্য বেহায়া কোথাকার। ছি!'

পাড়ার লোকেরাও আজেবাজে কথা বলতে শুরু করল। আমি একটুও দাঁড়ালাম না। চোখ মুখ শক্ত করে মাকে নিয়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

ঘরে ঢুকে কাঁদতে শুরু করলাম। মা বাধা দিল না। অনেকক্ষণ ধরে শুধু কেঁদেই গেলাম।

হঠাৎ করে নিশির কান্নার শব্দও শুনতে পেলাম। কী বাজেভাবে কাঁদছে। আমি চুপ করে গেলাম। নিশির কান্নাটা কেমন যেন বুকে এসে লাগছে।

বাড়িটা দিন দিন কেমন নিরানন্দ ভবন হয়ে উঠল। দিদা মরল, আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এলাম, নিশি পাগল হয়ে গেল, বাবা চলে গেল, হিমুর মা মারা গেল—সব পর পর মনে পড়তে শুরু করল। অনেকক্ষণ পর মা চা নিয়ে এসে বলল, 'চা খা'।

আমি চুপ করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে শুরু করলাম।

মা শান্ত গলায় বলল, 'যা হয়েছে, তার জন্য নিজেকে দোষ দিবি না। হিমুর মা অসভ্যতা করেছিলেন, তুই উত্তর দিয়েছিলি। এখানে তোর কোনও দোষ

নেই। ওর ছেলেকেও তুই ওর থেকে দূর করিসনি। ওর ছেলে নিজে বারবার এ বাড়িতে এসেছে। আমি তোর মা, আমি জানি, তুই কোনও দোষ করিসনি'।

এ কথাটা আমাকে যে কতটা জোর দিল, তা আমি জানি। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কোনও মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে হ্যারাস করলে তুই যা করেছিস, তাই করা উচিত। একটুও ভুল কিছু করিসনি। তুই পড়াশুনা কর, চাকরি কর, নিজের পায়ে দাঁড়া, তোর কাউকে লাগবে না'।

আমি চুপ করে রইলাম। মা বলল, 'হিমুর বাড়ির লোক বা পাড়ার লোক কী বলেছে, মাথায় নিতে হবে না। তুই তোর মতো করে জীবন কাটাবি। ঠিক আছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

মা বলল, 'লোকে কী ভাববে, সেটা নিয়েই সারাক্ষণ ভেবে গেলে এ জন্মে সুখে থাকতে পারবি না। তুই নিজেকে ভালো রাখবি।'

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

৬৮

অনেকটা রাস্তা আমরা গাড়ি করে এসেছি। এতটা রাস্তা গাড়িতে চড়া আমার কোনওকালেই অভ্যাস নেই। জ্বরটাও যেন শরীরের ভেতরেই লুকিয়ে ছিল। আবার জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে ছটফট করছি। চারদিক অস্পষ্ট হয়ে আসছে, অসহ্য মাথাব্যথা। এত শরীর খারাপ আমার অনেক দিন হয়নি।

মা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল, কড়া কড়া ওষুধ দেওয়া হল। জ্বর সারতে আমার দিন সাতেক লাগল। মা স্কুল ছুটি নিয়ে সারাক্ষণ আমার মাথার কাছে বসে রইল।

আমি কাঁদি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, 'কী হয়েছে মা?'

আমি আরও কাঁদি।

এভাবেই আটদিনের মাথায় সকালে ঘুম থেকে উঠে বসে দেখলাম শরীর সুস্থ লাগছে।

মা আমার পাশেই ঘুমাচ্ছিল। জড়িয়ে ধরে রইলাম। মা ঘুম ভেঙে উঠে বসল, 'কীরে? ভালো লাগছে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। এর মধ্যে হিমু এসেছিল?'

মা বলল, 'না'।

আমি ফ্যাকাসে হলাম। মা বলল, 'হিমুকে ওর মা বেঁচে থেকে ভাঙতে না পারলেও, এখন খুব সহজেই ভেঙে ফেলবে। ওর ধারণা হবে ওর মার

মৃত্যুর জন্য তুই দায়ী। সম্ভবত ও আর আসবে না'।

আমি বললাম, 'আমারও তাই মনে হয়'।

মা বলল, 'তুই কি ওর প্রতি নরম হয়েছিলি? ওর সঙ্গে যেতে চাস?'

আমি হেসে ফেললাম, 'না'।

মা বলল, 'এখনও না?'

আমি বললাম, 'না। আমি কোনওকালেই যেতে চাইনি। এখনও চাই না। তবে ও অনেকবার এসেছে। আমার খেয়াল রেখেছে, ওর যে ভুল ধারণাটা তৈরি হবে, সেটা ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছে'।

মা বলল, 'পৃথিবীতে সবাইকে একসঙ্গে কোনওদিন খুশি করতে পারবি না। সবাইকে খুশি করতে গেলে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বি। সুতরাং ওসব চিন্তা মাথাতেই আনিস না'।

আমি বললাম, 'আর ও এলে কী করব?'

মা বলল, 'বলে দিস। সম্পর্কটা রেখে লাভ নেই। অহেতুক আশা বাড়িয়ে লাভ নেই ছেলেটার'।

হিমু আর এল না। পাড়ার এক কাকিমা মাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল মার শ্রাদ্ধ সেরে হিমু দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

আমি বুঝতে পারলাম, আমার মন পাথরের মতো হয়ে গেছে। হিমুর জন্য আমি একটুও মন খারাপ অনুভব করতে পারলাম না। আবার কলেজ যাওয়া শুরু করলাম। অনীশ আমাকে দেখে দূরে দূরে পালাতে থাকল।

তবে মেয়েদের জীবন তো! খুব বেশি দিন শান্তি থাকে না। আমি কলেজ থেকে বেরোনোর সময় লক্ষ্য করলাম একটা ছেলে আমার পিছু নিচ্ছে।

দুদিন বাইক নিয়ে পুরো বাড়ি অবধি এল।

তৃতীয় দিনের দিন কলেজ থেকে বেরিয়েছি, ছেলেটা বাইক নিয়ে একেবারে আমার পাশে বাইক দাঁড় করিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?'

আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে কোনওকালেই ভয় পাই না। বললাম, 'বলুন'।

ছেলেটা বলল, 'আমি হিমুদের পাড়ায় থাকি'।

আমি বললাম, 'হিমু পাঠিয়েছে?'

ছেলেটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'না না। হিমু পাঠায়নি। আমি ওই পাড়ায় অনেক পরে এসেছি। আমি জানি হিমুদের বাড়িতে আপনার উপর অত্যাচার হয়েছিল বলে আপনি আর সংসার করেননি। পাড়ার সবাই জানে'।

আমি বললাম, 'ভালো কথা। আর কিছু বলবেন?'

ছেলেটা বলল, 'আমি একটা ছোটখাটো ব্যবসা করি। রোজগার খুব একটা খারাপ না। আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আপনি কি রাজি হবেন?'

ছেলেটা স্পষ্টবাদী। কোনও আজেবাজে কথা নেই। সরাসরি বিয়ের কথা বলেছে।

কিন্তু আমি তো নীপবন। ভালো ছেলে হলেও আমি ওসব নিয়ে ভাবলাম না। বললাম, 'আমি এই মুহূর্তে বিয়ের কথা ভাবিনি। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। প্লিজ আর ফলো করবেন না'।

ছেলেটা অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বলল, 'আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম আসলে। এভাবে ফলো করাটা অসভ্যতা আমি জানি। সেরকম হলে আমি আপনাদের বাড়ি এসে...'

আমি বললাম, 'দেখুন, বিয়ে জিনিসটাই আমার কাছে আতঙ্ক। এই নিয়ে আমি ভাবছি না'।

ছেলেটা আরও কিছু কথা বলত হয়তো। হঠাৎ নায়কের মতো অনীশ বাইক নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কোনও প্রবলেম?'

আমি বললাম, 'না। তোর আবার কী ধান্দা?'

ধান্দা শব্দটায় অনীশ চুপসে গেল। আমার দিকে কড়া চোখে দেখে বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার মাথা গরম হয়ে গেছিল। ছেলেটাকে বললাম, 'আপনি আসুন। নিজের কাজ করুন। আমি ঠিক ম্যারেজ মেটিরিয়াল নই'।

ছেলেটা বলল, 'হিমুর মা যেদিন মারা গেছিল সেদিন আমি ছিলাম। পাড়ার অনেকে উল্টোপাল্টা বলছিল। তবে কেউ কেউ আপনার হয়েও কথা বলল পরে। বলল মেয়েটা কী করবে? হিমুর মাকে পাড়ার সবাই চেনে। উনি ওরকমই ছিলেন'।

আমি দেখলাম অনীশ দূরে বাইকটা দাঁড় করিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ছেলেটাকে বললাম, 'আমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেবেন?'

ছেলেটা বলল, 'শিওর'।

আমি ছেলেটার বাইকে চাপলাম। দেখলাম অনীশ বিষ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

৬৯

যখন বাড়ির সামনে নামলাম, মা একই সময়ে স্কুল থেকে ফিরেছে।

পাড়ার সিসিটিভি কাকিমারা গুরুত্বসহকারে আমাদের দেখল, যেভাবে নিউজ রিপোর্টাররা দেখে।

আমি বাইক থেকে নেমে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে'।

ছেলেটা হাসল, 'ভালো থাকবেন'।

আমি ঘরে আসতে বললাম না। অনীশকে দেখামাত্র আমার বিরক্ত লাগছিল। ও নিশ্চয়ই হিমুর চলে যাবার খবরটা পেয়েছে। এখন আবার জ্বালাতন করার চেষ্টা করবে।

ঘরে ঢুকতেই মা জিগ্যেস করল, 'তোদের কলেজে পড়ে?'

আমি বললাম, 'না। হিমুদের পাড়ায় থাকে। বিয়ে করবে বলল'।

মা বলল, 'এ আবার কী! কেমন ছেলে? চেনা নেই, জানা নেই, এসে বিয়ের কথা বলে দিল? এর বাইকে এলি কেন?'

আমি বললাম, 'আমি না করে দিয়েছি। ভাবলাম, হেঁটে আসব? তার থেকে নামিয়ে দিয়ে যাক'।

মা বলল, 'এরকম করবি না কোনওদিন। ছেলেটা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ভাববে মুখে না বললেও তোর ইচ্ছে আছে। বুঝেছিস? আর হিমুদের পাড়ার ছেলে বিয়ে করতে চাইছে কেন?'

আমি ছেলেটার বলা কথাগুলো মাকে বললাম। মা বলল, 'যতসব আমাদের কপালেই জোটে। তুই পড়াশুনায় মন দে'।

আমি বললাম, 'তাই তো দিই'।

মা বলল, 'তোর টিউশন লাগবে? একা একা পড়িস। এবার এভাবে একা পড়লে হবে না। পীযূষদাকে আমি সেদিন বলেছিলাম। আজ সন্ধে থেকে যেতে বলেছে। আমি তোকে নিয়ে যাব'।

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'ঠিক আছে'।

মা সন্ধেবেলা পীযূষজেঠুর বাড়ি নিয়ে গেল। পীযূষজেঠু পড়াশুনা নিয়ে থাকেন। পণ্ডিত মানুষ। জেঠিমা সারাক্ষণ পুজো করে যান।

আমায় কিছু প্রশ্ন করে পীযূষজেঠু হতাশ হয়ে বললেন, 'তোকে অনেক বেশি পড়তে হবে। আমি চারটে বই দিচ্ছি। প্রশ্ন তৈরি করে দিচ্ছি। বই ঘেঁটে উত্তর লিখে নিয়ে আসবি। আগে দেখি তোর নোটস তৈরি করার ক্ষমতা কেমন। আরেকটা কথা বল, পড়তে পড়তে বিয়ে করে পালাবি না তো? তাহলে আমি খাটব না। অহেতুক খাটার কোনও মানে হয় না'।

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না। পালাব না। পড়ব'।

পীযূষজেঠু বই দিয়ে একগাদা প্রশ্ন লিখতে দিয়ে দিলেন। জেঠিমার সঙ্গেও অনেক গল্প হল। ফেরার সময় মা বলল, 'আমি চাই তুই পড়াশুনা নিয়ে থাক। এই জন্যই স্কুলে আমার পীযূষদার কথা মনে হল। পড়াশুনা না থাকলে জীবন কাটাতে পারবি না ঠিক করে'।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ক'দিন ধরে আমি একটা কথাই ভেবে যাচ্ছিলাম। বেঁচে আছি কেন? কী করতে? পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকা আর না থাকার উপরে কোনও কিছু নির্ভরশীল নয়।

চোখের সামনে আমাদের পাড়াটাও কেমন নিরানন্দপুর হয়ে গেল। নিশি ফেরার পর ভেবেছিলাম, সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে যাবে।

সেটা হল না। বই খাতা নিয়ে জানলার ধারে বসে নিশিকে দেখি। নিশি নিজের মনে হাসে, খেলে, বাচ্চাটাকে ছুঁয়েও দেখে না। আমি ডাকি, 'অ্যাই নিশি'।

নিশি আমার ডাক কখনও শোনে। কখনও শুনতে পায় না।

লিখতে লিখতে কান্না চলে আসে। নিরাপত্তাহীনতা ঘিরে ধরে। মা চলে গেলে আমার কী হবে?

আমি কী করে সব সামলাব? অনীশ আবার কলেজে গেলে দূর থেকে দেখে।

তবে আমাকে পীযূষজেঠুর বাড়ি পাঠানোর মধ্যে যে মা অন্য কিছু ভেবে রেখেছিল, তা বুঝিনি। এক সপ্তাহ পর পড়তে গিয়ে দেখলাম জেঠুর ছেলে অনির্বাণদা পুনে থেকে ফিরেছে। জ্যেঠিমা বলল, জেঠু বাজারে গেছে। বসতে। অনির্বাণদার সঙ্গে কথা বলতে।

আমার অ্যান্টেনায় বরাবরই সিগনাল ভালো করে ধরে। আমি বুঝলাম মা কিছু একটা ভেবে আমাকে এখানে আসতে বলেছে। অনির্বাণদা ভদ্র মানুষ। রিমলেশ চশমা পরে। বই পড়ার মতো চেহারা। জেঠিমা যেতেই বললেন, 'তোমার নামটা বেশ অদ্ভুত কিন্তু। নীপবন। ইন্টারেস্টিং'।

আমি জানতাম না এসব হবে। আমি ন্যাতা টাইপ একটা কামিজ পরে এসেছি। অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনি পুনেতে থাকেন, তাই না? জেঠু বলছিল'।

অনির্বাণদা বলল, 'হ্যাঁ। তবে কলকাতায় ট্রান্সফার হব সামনেই। তুমি গল্পের বই পড়ো?'

আমি বললাম, 'পড়তাম। এখন পড়া হয় না'।

অনির্বাণদা বলল, 'কেন পড়া হয় না? মোবাইল ঘাঁটো?'

আমি বললাম, 'না। আমার মোবাইল নেই। মানে ওই স্মার্ট ফোন জিনিসটাই নেই'।

অনির্বাণদা চোখ কপালে তুলে বলল, 'সেকি? এটা তো যুগান্তকারী ব্যাপার। এও সম্ভব এই সময়ে?'

আমি বললাম, 'আমার মতো অনেকেরই নেই। যুগান্তকারী কিছু না'।

অনির্বাণদা বলল, 'তোমাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে। বই পড়ো না, নেট ঘাঁটো না, তাহলে কী করো?'

আমি বললাম, 'পড়ার বইটুকু পড়ি। ওটুকুই। এর বেশি কিছু করা হয় না তেমন'।

অনির্বাণদা বলল, 'তোমার একটা ডার্ক পাস্ট আছে শুনেছি'।

আমি বললাম, 'ডার্ক ঠিক না। আমার বিয়েটা ভেঙে গেছে। কারো বিয়ে ভেঙে যাওয়াটা ডার্ক পাস্ট বলে আমার মনে হয় না'।

অনির্বাণদা বলল, 'আমারও বিয়ে ভেঙে গেছে জানো। ডিভোর্স হয়েছে। আমার এখনও সেটা খুব একটা ভালো ব্যাপার বলে মনে হয়নি। বাজে বলেই মনে হয়েছে'।

আমি এবার বুঝলাম, মা কেন এখানে পাঠিয়েছে আমাকে। এই হিসেবটাই মিলছিল না।

৭০

পীযূষজেঠুর বাড়ি থেকে ফিরে দেখি মা রান্না করছে। আমি গিয়ে বললাম, 'তুমি জেনেশুনে ও বাড়িতে পাঠিয়েছিলে? ওর ছেলে আসবে বলে? তুমি তো এসব করো না। হঠাৎ কী হল তোমার?'

মা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিছু খাবি?'

আমার আর মার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। আমরা যদি বুঝি কেউ কোনও বিষয়ে ওই মুহূর্তে কথা বলতে না চাই, আমরা পরস্পরকে বিরক্ত করি না।

আমি বললাম, 'নাহ্। থাক'।

মা আর কিছু বলল না। আমিও মাকে বিরক্ত না করে ঘরে চলে এলাম।

রাতে খাওয়া হয়ে গেলে মা বলল, 'একটা সময় ওদের বাড়ি আমরা যেতাম। ওরাও আসতেন। অনির্বাণ ভালো ছেলে। পীযূষদার সঙ্গে আমার সেদিন বাজারে দেখা হয়েছিল। উনি তোর ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন। আমরা কেউই তোদের জোর করব না। তোর মনে হলে কিছু হবে। নইলে পড়াশুনা কর। পরে দেখা যাবে'।

আমি বললাম, 'আমি তো হিমুর সঙ্গেই চলে যেতাম। এতই যদি গলার কাঁটা হয়েছিলাম, আগে বললে না কেন?'

মা বলল, 'তুই হিমুকে ভালোবাসিস না। বাসতে পারবিও না'।

আমি বললাম, 'কেন? আর অনির্বাণদাকে ভালোবাসতে পারব কেন?'

মা বলল, 'হিমুকে কেন ভালোবাসতে পারবি না সেটা তুই নিজেকে জিগ্যেস কর। এত কিছু করার পরেও ওকে কি তুই ভালোবাসতে পেরেছিস?'

আমি নিরুত্তর থাকলাম। আমাকে মার চেয়ে ভালো কে চেনে? তারপরেও তর্ক করতে চাইলাম, 'আর অনির্বাণদাকে আমি ভালোবাসব কী করে বুঝলে?'

মা বলল, 'আমি বুঝতে চাইনি। অনির্বাণ ভালো ছেলে। তুই ভালো মেয়ে। আমি চাই একটা ফ্রেশ শুরু হোক। হলে ভালো, না হলেও জোর নেই। কোনও কিছু জোর করে করতে চাইলে কী হয় আমরা জানি। হিমু পারেনি। অহেতুক চেষ্টা করার দরকার নেই'।

আমি বললাম, 'তুমিই বলছিলে আমায় পড়ায় মন দিতে। এখন আবার এসব বলছ'।

মা বলল, 'মেয়েরা সব পারে। সংসার সামলাতে পারে, একই সঙ্গে পড়াশুনাও করতে পারে। তোকে অন্ধকার পেরোতে হবে। তার জন্য যদি পড়াশুনায় সমস্যা হবে কেন?'

বাবা চলে যাবার পর যে মহিলা একা হাতে সব কিছু সামলেছে, তাকে অমান্য করি কী করে? অন্ধের মতো বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাকে তো দেখতে পাব না কোনওদিন। মা যতদিন আছে, মার কথাই শোনা উচিত।

মার বয়স হচ্ছে, কত চুল পেকে গেছে। নিঃশব্দে ঘর সামলাতে সামলাতে, আমাকে সামলাতে সামলাতে আমার মা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। একদিন সকালে হঠাৎ করে আর থাকবে না। সেদিনের কথা যতবার ভাবি, আমার বুক কেঁপে ওঠে।

ঘরে এসে বসতেই দিদা এসে হাজির। শুধু হেসে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'কী হল?'

দিদা বলল, 'তোর মা কইল অনির্বাণ ভালো ছেলে, আর তুই নাকি ভালো মেয়ে। কীরে ছেমরি, তুই ভালো মেয়ে? তুই আমারে মারছস তোর মা জানলে তোরে ভালো মাইয়া কইবে?'

আমি বললাম, 'তুমি যাও। ভালো লাগছে না'।

দিদা বলল, 'যা, মায়েরে গিয়া ক, তুই কেমন ভালো মাইয়া, তোর মায়েরে গিয়া ক'।

আমি উত্তর দিলাম না। দিদা ভ্যানভ্যান করতে থাকল, 'ওই অনির্বাণেরে বিয়া করবি এখন। আহারে, হিমু ছেলেটা কত বার আইসিল, তোরে কত ভালোবাসে, তুই সেইডা বুঝলি না। তর জন্য ওর মা মইরা গেল...ছি-ছি ছেমরি, তোর জন্য...তোর কোনও লাজ লজ্জা নাই। তুই...মর তুই। তুই মর'।

আমার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ক'দিন ধরে এই হচ্ছে আমার। অকারণে চোখে জল চলে আসছে। হিমুর সঙ্গে আমি অন্যায় করলাম কি? হিমু এসেছিল, বাড়ির সবাইকে ছেড়ে আমার কাছে থাকার জন্য কাঙালের মতো এসেছিল। অথচ আমি ওকে দূরে ছুঁড়ে দিলাম। ও আর কী করত?

অনেক রাত অবধি কাঁদলাম। দিদা অনেক বাজে কথা কানের কাছে বলে গেল। তবু এত কিছুর পরেও আমি বুঝলাম হিমুর জন্য আমার মায়া আছে

ঠিকই, কিন্তু হিমুকে আমি কোনওদিন ভালোবাসিনি।

মা এটা বুঝেই পীযূষজেঠুর বাড়ি আমাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মা ঠিক। এই চিন্তাগুলো মাথায় আসার পর আর দিদা এল না। বুঝলাম, বুড়ি আমাকে এবারে হারাতে পারেনি। বাকি রাতটা আমার ভালো ঘুম হল।

৭১

অনির্বাণদা ভালো কথা বলতে পারে। অনেক বিষয়ে পড়াশুনা আছে। পীযূষজেঠু যেমন পড়াশুনা করেন, অনির্বাণদার মধ্যেও সে জিনিসটা আছে।

অবশ্য আমার সঙ্গে পড়াশুনার কথা দিয়ে কথা শুরু হল না। আমাকে বলল, 'তোমার মনে আছে তুমি একসময় খুব ছোট ছিলে?'

আমি হেসে ফেললাম, 'আমরা সবাই ছোট ছিলাম। আপনি কি শুরু থেকেই বড়?'

অনির্বাণদা বলল, 'অ্যাকচুয়ালি। আমার ম্যাচুরিটি অনেক বেশি। আমি আমার এক্স বউকে বই পড়তে বলতাম বলে আমাকে বোরিং বলে চলে গেল। কী মজার না?'

আমি বললাম, 'মজার কিছু নেই। কারো পার্টনার চলে গেলে সেটা মজার হয় না'।

অনির্বাণদা বলল, 'তা ঠিক। তোমার কি তোমার পার্টনারের জন্য মন খারাপ হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না। আমারা সেরকম পার্টনার ছিলাম না। আমাদের বিয়েটা ঠিক করে টেকেনি। আমিও ওকে ভালোবাসতে পারিনি কোনওকালে। ফলে কেটে গেছে'।

অনির্বাণদা বলল, 'গুড। তুমি তোমার রিলেশনের ব্যাপারে ক্লিয়ার দেখে ভালো লাগল'।

আমি বললাম, 'ভাবি না কিছু। ভাবতে ইচ্ছে করে না। আপনি ভাবেন?'

অনির্বাণদা বলল, 'আমাদের সমাজে বিয়ে ভেঙে যাওয়াটাকে নিচু নজরে দেখা হয়। এটা একটা বড় সমস্যা। আহারে, তোর বিয়েটা ভেঙে গেল? এসব শুনে শুনে কান পচে যায়'।

আমি বললাম, 'ঠিকই। বড় বিরক্তিকর'।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আমার অস্বস্তি হল। যার কাছে পড়তে এসেছিলাম, তিনি থাকছেন না, অথচ তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছি। সবাই চাইছে আমরা একটা সম্পর্কে যাই, অথচ সরাসরি কেউ কিছু বলছে না। এর

থেকে 'কেমন কেমন ব্যাপার' আর কী হতে পারে? স্বভাবতই আমি পালাই পালাই করতে শুরু করলাম।

অনির্বাণদা সেটা বুঝেই হয়তো বলল, 'তুমি কি একদমই গল্পের বই পড়ো না?'

আমি বললাম, 'খুবই কম পড়ি। আগের দিনই তো বললাম। পড়ার বই বেশি পড়ি।'

অনির্বাণদা বলল, 'তাও, কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসো?'

আমি বললাম, 'শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র'।

অনির্বাণদা বলল, 'ব্যস? এই যুগের কারো লেখা পড়োনি?'

আমি বললাম, 'নাহ্। পড়ার সময় পেলাম না। ইচ্ছে ছিল মাধ্যমিকের পরে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে পড়ব, বাবা গেল ভেগে, আর কিছুই হল না'।

অনির্বাণদা আবার হাসল, 'ভেগেটা কেমন শব্দ নীপা?'

আমি বললাম, 'পালানো, ভেগে কাছাকাছিই তো। ভেবে দেখুন একজনের বাবা পালিয়ে যাচ্ছে আরেকজনের সঙ্গে। এটা কি খুব গৌরবের ব্যাপার?'

অনির্বাণদা বলল, 'মহাভারতের আগের সময়েও তাই হত জানো? একজন আরেকজনের বউয়ের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আরেকজন অন্য কোনও মহিলাকে নিয়ে আসছে; তখন একজন মুনি বললেন, না, এসব তো হবে না। এসব বন্ধ করতে হবে। নিয়ম করা হল পরকীয়া ব্যাপারটা পাপের শ্রেণীতে নথিভুক্ত করতে হবে'।

আমি বললাম, 'জানি। কিন্তু পরকীয়া পাপ কেন হবে? ভালোবাসাই তো। কে ঠিক করে দিয়েছে সারা জীবনে আপনি শুধু একজনকেই ভালোবাসতে পারবেন? হতেই পারে অন্য কাউকে ভালোবেসে ফেললাম'।

অনির্বাণদা বলল, 'সেটা কি তুমি তোমার বর্তমান পার্টনারকে জানিয়ে করবে, না না জানিয়ে?'

আমি বললাম, 'জানিয়ে করব। বলে দেব দেখো, তোমাকে আমার ভালো লাগছে না। তুমি এসো। বাবার মতো কাউকে না বলে ফ্যামিলিকে পথে বসিয়ে পালিয়ে যাব না অন্তত'।

অনির্বাণদা মাথা নাড়ল, 'ইন্টারেস্টিং। তুমি জীবন থেকে শিক্ষা নিতে চাও যা বুঝছি'।

আমি বললাম, 'কেন? আপনি নিতে চান না?'

অনির্বাণদা বলল, 'জীবন যে ঠিক কী চায় সেটাই তো বুঝে উঠতে পারি না মাঝে মাঝে। জীবন বড়ই অহেতুক একটা ব্যাপার'।

আমি বললাম, 'তাও লোকে জীবন কাটাতে বিয়ে করে। আরও জীবন

তৈরি করে। অহেতুক বলে বলে লোকে বিয়ের জন্য তৈরিও হয়'।

অনির্বাণদা বলল, 'এ কথাটা কি তুমি আমাকে বললে?'

আমি বললাম, 'সবাইকেই। আপনি আবার বিয়ে করতে চাইছেন কেন?'

অনির্বাণদা বলল, 'একজন লাইফটাইম বন্ধু পাবার জন্য'।

আমি বললাম, 'এসব শুরুতে বলে, তারপর বিয়ের পরে ঘর মোছায়'।

অনির্বাণদা হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'আমি ভালো ঘর মুছি। ওসব করতে বলব না কোনওদিন'।

আমি বললাম, 'আর যদি একদিন সকালে আপনার স্ত্রী এসে বলে আপনার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগছে না, চলে যাবে অন্য কারো সঙ্গে, তখন কী করবেন?'

অনির্বাণদার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, 'তাহলে খুন করে ফেলব'।

আমি চমকালাম। আপাত নিরীহ এই মানুষটার চোখে একটা খুনি বাস করে। যে কেউ চোখ দুটো দেখলেই বুঝে যেত।

৭২

মা আগ্রহ নিয়ে বসেছিল। আমি বাড়ি ঢুকতেই জিগ্যেস করল, 'কথা বললি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। বললাম'।

মা বলল, 'কেমন লাগল?'

আমি বললাম, 'আমি আর ও বাড়ি যাব না মা। পড়তেও যাব না'।

মা বলল, 'কেন বল তো? অনির্বাণ তো খুব ভালো ছেলে'।

আমি বললাম, 'আমার ভালো লাগেনি। আমি আর যাব না'।

মা আর কিছু জিগ্যেস করল না।

আমি ঘরে এসে বসলাম। আমাকে দুটো বই দিয়েছে অনির্বাণদা। একটা 'পথের পাঁচালী', আরেকটা 'আরণ্যক'। এই দুটো বই পড়ে কেমন লাগল, জানাতে হবে। আমি বই দুটোকে যত্ন করে রাখলাম। যেমনভাবে এনেছি, তেমনভাবে ফেরত দিতে হবে।

বাড়িতে এলেই আমার মাথার মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা আসতে শুরু করে। কখনও মনে হয় আমি জীবনে কী করব, আবার কখনও কখনও মনে হয় মা মারা গেলে কী করব? সুইসাইড করলে কীভাবে করব?

মানুষ তো মানুষকে জড়িয়ে বাঁচে। আমার জড়িয়ে থাকার মানুষ আমাকে ছেড়ে মাধ্যমিকের সময় চলে গিয়ে আমার পৃথিবীটা ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে।

আমার মধ্যে দ্বিধাও কাজ করতে শুরু করল। মাকে বললাম যদিও, আমি আর যাব না, আমার মনে হয়েছে অনির্বাণদার চোখে খুনির চোখ দেখলাম, হতে পারে, ব্যাপারটা সেটা না। আমার মনের মধ্যেই একটা বাধা কাজ করতে শুরু করেছে, যখনই অবচেতন বুঝেছে আমি অনির্বাণদায় ইমপ্রেস হতে চলেছি, তখন আটকাতে চাইছে সেটা। আমার মাথার তো ঠিক নেই। কখন কোন জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে! আমি নিজেকেই মাঝে মাঝে নিজে বিশ্বাস করতে পারি না।

'চুলকানি হইছে ছ্যামরা দেইখা?'

দিদা এসে গেছে।

আমি বললাম, 'চুপ করো। ভালো লাগছে না'।

দিদা বলল, 'লাগব ক্যান? বয়সের মাইয়া তুমি। তোমার কুড়কুড়ি দিতাসে। যাওয়ার কথা ছিল হিমুর লাগে, তা তো তুমি গেলা না। এখন তুমি নতুন ছ্যামরা পাইছ, তোমার তো ইচ্ছা করবই'।

আমি বললাম, 'তুমি এইসব ভাবো কেন? আমার কি আর কোনও কাজ নেই?'

দিদা বলল, 'আবার কী কামে লাগে ছ্যামরা? ছ্যামরারাও মাইয়াদের কাছে কী চায়? দাবা খেলতে চায়?'

আমি বললাম, 'চুপ করো। আবার একঘেয়ে বক বক শুরু করেছ। ভালো লাগছে না'।

দিদা খিকখিক করে হাসতে শুরু করল।

কলিং বেল বাজল। বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম বাবার ছোট বউ এসেছে। কোলে বাচ্চা। সাদা শাড়ি পরেছে। আমার অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। বলল, 'ভালো আছিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

বলল, 'তোর মা আছে?'

আমি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালাম।

মাকে ডাকলাম। মা এসে বলল, 'বোস'।

বাচ্চা কোলে হিমসিম খাচ্ছে। আমার ইচ্ছে হলেও বাচ্চাটাকে আমি নিলাম না।

মা বলল, 'টাকাটা পাঠাইনি এখনও। পুরী গেছিলাম তো। ওটার জন্যই এসেছিস তো?'

নতুন মা বলল, 'ও বাড়িটায় থাকতে পারছি না। অনেক সমস্যা। আমাকে মেজদা বলল, এ বাড়িতে আমারও অধিকার আছে। এখানেই থাকতে পারলে ভালো হত'।

মা মাথা নাড়ল, 'না। কোনও অধিকার নেই। কাগজপত্র সব আমার নামে।

তোর মেজদাকে বলে দিস, এসব নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই। আর আমি তোর সঙ্গে থাকব না। তুই যদি মনে করিস বাড়ি নিয়ে ঝামেলা করবি, তাহলে মাসে মাসে যে টাকাটা দি, আমি সেটাও বন্ধ করে দেব। অনেক বাঁদরামি সহ্য করেছি, তুই যদি ভাবিস আমি সব মেনে নিয়েছি বলে এটাও মেনে নেব, তাহলে ভুল করবি'।

নতুন মা চুপ করে রইল। কিছু লোক হয় যাদের কেউ পাখি পড়া শিখিয়ে দেয়, পরে জায়গামতো পড়া ভুলে যায়, নতুন মাকে দেখে সেরকম মনে হল।

মা বলল, 'তোর মেজদার তোর জন্য যখন এত দরদ, ওর বাড়িতে রাখছে না কেন?'

নতুন মা অসহায়ের মতো বলল, 'আমাকে যা বলল আমি তাই বললাম'।

আমার আবার কষ্ট হল। আমারই যে কেন এসব হয় কে জানে!

৭৩

বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে আমি কোনওদিন মাকে এত রেগে যেতে দেখিনি। মা সংযত থেকেছে, স্থির থেকেছে। বরাবর বাবাকে বা নতুন মাকে সাহায্য করে এসেছে।

মা যে এত রেগে যাবে, আমি ভাবতেও পারিনি।

নতুন মা আমার বাবার সন্তানকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে আছে। মা বলল, 'তুই নিজে বুঝিস না, এক বাড়িতে আমাদের থাকা উচিত না? বুঝিস?'

নতুন মা নিষ্প্রাণভাবে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি আর পারছি না। একা একা এভাবে টানা যায় না। এটুকু বাচ্চা নিয়ে আমি কী করব?'

মা বলল, 'এতদিন পর বুঝলি সেটা? এই দিন তো আসারই ছিল। ছিল না?'

নতুন মা আবার মাথা নাড়ল।

মা বলল, 'একটা সম্মানজনক কাজ খোঁজ। কাজ কর। বাচ্চাটাকে মানুষ করার সঙ্গে সঙ্গে কাজে ব্যস্ত হলে বেঁচে থাকাটা অতটা কঠিন হয়ে উঠবে না। আমাদের তো দেখছিস, নীপার মনটাকেই ওর বাবা শেষ করে দিয়ে চলে গেছে। এরপরেও কেন এরকম করার কথা ভাবছিস?'

নতুন মা বলল, 'মেজদা রোজ আসে। রোজ বলছে'।

মা বলল, 'আসবে। ওরা তোকে রাগাবে, ব্যবহার করতে চাইবে। কেন জানিস? এ বাড়িটা বড়। তোকে একটা ঘর দিলে দুদিন পরে আমরা যখন বাড়ি

থাকব না. তোর মেজদা এসে বাড়ি দখল করবে। আমি সেটা হতে দেব না। তোকে হয়তো আমি রাখতে পারতামও, কিন্তু শুধু এই ঝামেলার জন্য কোনওদিন সেটা করব না'।

নতুন মা বলল, 'আমি বলতে পারি না'।

মা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'তোর মেজদা বাইরেই আছে না? ঘুর ঘুর করছে?'

নতুন মার মাথা ওঠা নামা করল।

মা দরজা খুলে বেরোল। আমিও বেরোলাম। দেখলাম একটা চিমসে মার্কা লোক, হরলিক্স ফ্রেমের চশমা পরা, বেশ বৈপ্লবিক ভঙ্গিতে চলা ফেরা করছে। মা ডাকল, 'এই সমীরণ, শোন, এদিকে আয়'।

মামার নাম সমীরণ। আমার দূর সম্পর্কের মামা। লোকটাকে মামাবাড়ির বিভিন্ন কাজে দেখেছি। মার ডাক শুনে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল, 'বল'।

মা ঠান্ডা গলায় বলল, 'তুই যে কাজটা করছিস, তার ফল তুই পাবি'।

সমীরণমামা বলল, 'তুই কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছিস?'

মা বলল, 'না। ভয় দেখাতে চাইছি না। তবে তুই আমার সংসারে আগুন লাগাতে চাইছিস। এরপর আমি সত্যি সত্যি পেট্রোল নিয়ে গিয়ে তোদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে আসব। সামলাতে পারবি তো?'

মা হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। মার এরকম রূপ আমি কোনওদিন দেখিনি।

সমীরণ মামা আঙুল তুলে বিড় বিড় করল, 'তু...তুই...তোকে দেখে নেব...'

দরজার পিছনে দরজা দেবার ডাসা ছিল। মা সে ডাসাটা নিয়ে সমীরণমামাকে তাড়া করল। পাড়ার লোক জমে গেছিল। তারাও এগিয়ে এসে মাকে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে বউদি?'

মা বলল, 'ঝামেলা করতে এসেছে'।

সমীরণমামা মার খেয়ে যেত। পাড়ার লোক জড় হয়ে গেছিল। মা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আজ ছেড়ে দাও। এরপর এলে বুঝে নেব'।

সমীরণমামা তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল, 'এত বড় সাহস, আমি এবার কোর্টে যাব, দেখব কী করা যায়। বেশি বাড় বেড়েছে না? দেখব'।

মা ডাসা নিয়ে ঘরে ঢুকল। নতুন মাকে বলল, 'বাড়ি যা। সমীরণকে বাড়িতে ঢুকতে দিস না। বেশ বাড়াবাড়ি করলে টাকা দিতে বলবি। লোকের ঘরে আগুন লাগানো সোজা। কন্ট্রিবিউট করা কঠিন। যেদিন কন্ট্রিবিউট করবে অন্যের ঘরে আগুন না লাগিয়ে, সেদিন বুঝবি ওর কথা শোনা যায়, তার আগে না'।

নতুন মা মাথা নেড়ে উঠল। মা ঘর থেকে টাকা নিয়ে এসে বলল,

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

'নিয়ে যা। আমাদের এ বাড়িতে যেন এসব ঝামেলা আর না দেখি'।

নতুন মা চলে গেল।

মা দরজা বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'কত বড় সাহস।'

৭৪

সকালে এসেছি পীযূষজেঠুর বাড়িতে। মা বলেছিল জেঠু ডেকেছে।

ওদের বাড়িতে ঢুকতেই জেঠি আমাকে বললেন, 'নীপা, তুই মাংস রাঁধতে পারিস? তোর জেঠু মাংস এনেছে। আমি বুঝতে পারছি না, কী করে করা যায়'।

আমি বুঝলাম, পরীক্ষা নেবার চেষ্টা। আমার স্বভাব যা, আমি তাই করলাম। বললাম, 'না গো জেঠিমা, আমি রান্না পারি না'।

জেঠিমা হেসে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'ওহ, পারিস না? আচ্ছা, আয় শিখিয়ে দিই'।

আমি বললাম, 'না না এই গরমে কে গ্যাসের কাছে দাঁড়াবে। আমার ভাল্লাগছে না'।

জেঠিমা আর কিছু বললেন না।

আমার মেজাজটাই তিতকুটে হয়ে গেল। এই যে রান্নাঘর দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা, এটা ভারি বিরক্তিকর। এত এত বই, এত পড়াশুনা, এত বইয়ের গল্পের পর আমি কেমন মাংস রাঁধি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হল?

অনির্বাণদা খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে দেখে বলল, 'এসো। কেমন আছ?'

আমি বললাম, 'ভালো আছি'।

অনির্বাণদা বলল, 'আচ্ছা তোমার যে ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সে এখন কোথায়?'

আমি বললাম, 'জানি না। বাইরে থাকার কথা'।

অনির্বাণদা বলল, 'দেশের বাইরে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

অনির্বাণদা কাগজটা টেবিলে রেখে বলল, 'তোমার জীবনে আবার চলে এলে কী করবে?'

আমি বললাম, 'আমি ওকে ভালোবাসি না'।

অনির্বাণদা বলল, 'তুমি শিওর?'

আমি বললাম, 'আমি শিওর। আমি কাউকেই ভালোবাসতে পারি না। আমার ভালোবাসার ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে গেছে'।

অনির্বাণদা বলল, 'ওটা একটা মেন্টাল স্টেট। ঠিক করে কাউন্সেলিং করালে সব ঠিক হয়ে যাবে'।

আমি বললাম, 'হলে হবে। দেখা যাবে'।

অনির্বাণদা বলল, 'তোমাকে একটা কবিতা শোনাতে ইচ্ছে করছে। শুনবে?'

আমি নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, 'শোনান'।

অনির্বাণদা আমার অনিচ্ছাটা বুঝল না। বলল, 'কাল রাতে লিখেছি, বুঝলে। দেখো তো কেমন লাগে। কবিতার নাম—

রাত জাগিও না আমায়
হে প্রিয়তমা,
রাত জাগিওনা আমায়।
রাতের পর রাত বসে আছি,
ভাঙা হৃদয়ে
তোমার অপেক্ষায়।
তুমি জানো না,
কতদিন ধরে শুধু
তোমার জন্য বসে আছি।
সাড়া দাও।
কেমন?'

অনির্বাণদা উৎসুক মুখে আমার দিকে তাকাল। বুঝলাম, কবিতার মাধ্যমে কিছু বলতে চাইছে। আগুন জ্বলেছে-টলেছে বোঝাতে চাইছে। আমি এক বালতি জল ঢাললাম, 'হে প্রিয়তমা বলে কিশোরকুমারের একটা গান আছে। শুনেছেন?'

অনির্বাণদা দমে গেল। বলল, 'ভালো লাগল না? এটা গুন্টার গ্রাসের একটা কবিতার অনুবাদ'।

আমার এটাও পোষায় না। নিজের লেখা না চললে অন্য বিখ্যাত কারো ল্যাজ ধরে ঝোলার চেষ্টা। এটা কেমন ব্যাপার?

বললাম, 'আচ্ছা। ঠিক আছে। ভালো'।

অনির্বাণদা বলল, 'প্রেমের বিভিন্ন স্টেপ থাকে। আমার এত কিছুর মধ্যে পূর্বরাগই ভালো লাগে। একটা ইচ্ছা থাকে, মন কেমন কেমন। তোমার কোনটা ভালো লাগে?'

আমি বললাম, 'আমার প্রেম জিনিসটাই ভালো লাগে না। বাজে ব্যাপার'।

অনির্বাণদা হেসে ফেলল, 'আবেগহীন মেয়ে তুমি। তাই তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। জেঠু কোথায়?'

অনির্বাণদা বলল, 'জানি না। বাজার করে এলে আবার বাজারে গেল। দেখে আসি'।

অনির্বাণদা দেখে এসে বলল, 'ওই দেখো, মাও আবার পাড়ার দোকানে চলে গেল। রান্না করে না কী করে কে জানে'।

আমার পাশে বসে পড়ল অনির্বাণদা। বলল, 'শরীর নিয়েও কি তোমার একই ধারণা?'

আমি বুঝলাম বাড়িতে কেউ নেই দেখে ছেলে উৎসাহিত হয়ে পড়েছে।

উঠে উল্টোদিকের সোফায় গিয়ে বসলাম। বললাম, 'ভাবিনি এসব নিয়ে। আপনি আরও দু-চারটে কবিতা শোনালে শোনান'।

অনির্বাণদা বলল, 'তুমি কি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ?'

আমি বললাম, 'না। কবিতা শুনতে চাইছি তো। অ্যাভয়েডের প্রশ্ন নেই'।

অনির্বাণদা অস্থির হয়ে সোফার হাতলে একটা ঘুষি মেরে বলল, 'না, অ্যাভয়েড করছ। উঠে চলে গেলে কেন?'

আমি একটা কথা শুনেছিলাম। কোনও মানুষকে চেনার সব থেকে ভালো উপায় তার সঙ্গে থাকা। বেশি করে কথা বলা। যত বেশি কথা বলা যায়, থাকা যায়, সে মানুষকে তত বেশি করে চেনা যায়।

অনির্বাণদার এই অস্থিরভাবটা দেখে আমি বললাম, 'কবিতা বলবেন না?'

অনির্বাণদা বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবছি। আর তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ। কেন?'

আমি বললাম, 'আমি ভাবছি না'।

অনির্বাণদা চিৎকার করে উঠল, 'গেট আউট। বেরোও আমার বাড়ি থেকে'।

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। আসি'।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনির্বাণদা শান্ত হয়ে গেল, 'সরি। এক্সট্রিমলি সরি। বসো। ওভাবে বলা আমার উচিত হয়নি'।

আমি বেরোতে গেলাম। অনির্বাণদা আমার হাত ধরল, 'বসো'।

এমনভাবে ধরেছে, আমার ব্যথা লাগছিল। বুঝলাম বেশি টানাটানি করলে আমারই লাগবে। আমি বসে পড়লাম। অনির্বাণদা বলল, 'তোমার বিয়ে করার দরকার। আমারও। বাবা মা বলেছে তোমাকে আজ বলতে। তুমি রাজি থাকলে কথা এগোবে। বিয়েটা দরকার না নীপা?'

আমার হাতে ভালোই ব্যথা করছিল। আমি যদি বলে দিই না, তাহলে যদি আবার মারে টারে। ভয়ই পাচ্ছিলাম। বললাম, 'ভেবে বলি দাদা?'

দাদায় জোর দিলাম।

অনির্বাণদা আবার জোরে জোরে শ্বাস ফেলা শুরু করল।

৭৫

সন্ধে নেমেছে।

তুমুল মাথা ধরেছে। ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছি। নিশি কেমন ঘ্যানঘ্যানে সুরে কেঁদে যাচ্ছে।

মাথা ধরা তাতে আরও বেড়ে যাচ্ছে।

মা ঘরে এসে আলো জ্বালল, 'কী হল? শুয়ে আছিস যে?'

আমি বললাম, 'আমি আর ও বাড়ি যাব না'।

মা বলল, 'কেন?'

আমি বললাম, 'আমার অনির্বাণদাকে সুস্থ বলে মনে হল না। কেমন কেমন যেন। জেঠু জেঠি ছিল না, অনির্বাণদা আমার পাশে এসে বসে পড়েছিল। আমার মনে হয় ওর বিয়ে এসব কোনওকারণেই ভেঙেছে। মাথায় গন্ডগোল আছে'।

মা বলল, 'মানে? তোর সঙ্গে অসভ্যতা করেছে নাকি?'

আমি চুপ করে গেলাম।

মা বলল, 'তুই বল। কোনরকম অসভ্যতা করলে আমি ওদের কাউকেই ছাড়ব না'।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'ছেড়ে দাও। এমনিই চলে যাবে। চলে যাক। জেঠু কিছু বললে বলে দিও আমি আর যাব না'।

মা শ্বাস ছাড়ল, 'ভেবেছিলাম একটা ভালো কিছু হবে। এ ছেলেও এরকম হল? পড়াশুনোয় কত ভালো'।

আমি বললাম, 'হবে হয়তো, পড়াশুনা বেশি করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এরকম অনেকে আছে। বেশি বেশি পড়ে মেন্টাল হয়ে যায়। মেয়েদের চাকর টাকর ভাবে। ভাবে জুতো মেরে ঠিক করা যায়। কিছু বলার দরকার নেই কাউকে। কিন্তু আমাকে আর ও বাড়ি যেতে বোলো না'।

মা মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, 'ক'দিন হল আমার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরছে। আমার কিছু হলে তুই কী করবি? তুই একা থাকবি ভাবলেই আমার কেমন একটা হচ্ছে। আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি'।

আমি বললাম, 'পাগল হবে কেন? তুমি অনেক কিছু সামলেছ। এমনভাবে সামলেছ, যা কখনওই চাপ বলে মনে হয়নি। হয়তো বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

সে সব চাপ এখন তোমার উপরে এসে পড়ছে। এ জন্যই তোমার এরকম হচ্ছে'।

মা বলল, 'একটা লোক এসেছিল আজ। ভালো দাম দেবে। বাড়ি কিনে নেবে বলছে। আমি না বলিনি। তোর গ্র্যাজুয়েশনটা হলে মাস্টার্সটা তো কলকাতা থেকেই করবি। এখানকার পাট চুকোই। কী বলিস?'

আমি বুঝলাম, মা সত্যি ভেঙে পড়েছে। এই অভিশপ্ত পাড়া, এই বাড়ি, জীবন, সবকিছু মার মাথার উপরে চেপে বসেছে। আমি বললাম, 'কিছু বিক্রি করতে হবে না। তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে'।

মা বলল, 'একটা সময় ভেবেছি নিজের পায়ে দাঁড়ালেই একটা মেয়ের সবকিছু সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখন বুঝি, ব্যাপারটা তাও না। মানুষের জীবনে আসলে মানুষ দরকার। বেশি বেশি করে মানুষ দরকার, বন্ধু দরকার। যে মানুষ যত একা থাকে, সে তত অভাগা'।

আমি ফিক করে হেসে বললাম, 'তাহলে তোমার সতীনকে নিয়ে এসো। মানুষই তো। ভালো হবে'।

মা বলল, 'তুই বুঝতে পারছিস না। আমার যদি কোনওদিন কিছু হয়ে যায়, কখন ভুলেও এ কাজ করবি না। সম্পত্তি মানুষকে মানুষ রাখে না। ও খারাপ না। কিন্তু ওর ভাইরা ওর মাথায় বিষ ঢোকাতে শুরু করেছে। আমি না থাকলে ও তোকে দেখা গেল মেরে দিল। আমার এসব ভাবলেই বুক ঢিবঢিব করে। কী জ্বালা বলত, বেঁচে থাকলেও মরে যাবার কথা ভাবলে প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে'।

আমি বললাম, 'ভেবো না। মাথা থেকে সরাও। আমি কাউকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেব না'।

মা বলল, 'লোকটা বলল, এ বাড়িতে যা জায়গা জমি আছে, তাতে কলকাতায় ভালো একটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে'।

আমি বকলাম এবার, 'তুমি ভেবো না বলছি তো। ভেবো না'।

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইলাম। একটা সময় মা বলল, 'অনির্বাণ কত ভালো ছেলে ছিল। ছোটবেলায় যখন এ বাড়িতে আসত, তখন তোর খেলনা নিয়ে খেলে আবার জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে তবে যেত। সে ছেলে এরকম হয়ে গেল!'

আমি বললাম, 'ভেবো না বললাম তো'।

মা বলল, 'তোর কি আমার উপর রাগ হয়? তোর কি মনে হয় হিমুকে আমি তোর থেকে দূরে নিয়ে গেছি?'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'একেবারেই না। আমি হিমুকে কোনওকালেই ভালোবাসতে পারিনি। এর মধ্যে তুমি নেই। তবে তুমি যেভাবে আমাকে হিমুর

ব্যাপারে গাইড করেছিলে, অনির্বাণদার ব্যাপারে কেন এগিয়ে দিয়েছিলে, আমি এখনও বুঝতে পারছি না'।

মা বলল, 'ওই যে বললাম, ভয়। তোকে একা রেখে মরে যাবার ভয় পাচ্ছি আজকাল'।

আমি বললাম, 'ছাড়ো। এসব নিয়ে ভেবো না'।

মা বলল, 'তাহলে পড়তে বোস। ভালো রেজাল্ট কর।'

মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কলিং বেল বাজল। মা বলল, 'এখন আবার কে এল?'

আমি বললাম, 'চলো দেখি'।

দুজনে বেরোলাম। দরজা খুলে দেখা গেল সমীরণমামা একজন নেতা গোছের লোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশি একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, 'কী চাই?'

সমীরণমামা বলল, 'এই বাড়িতে আমার বোনের অধিকার আছে। সেটা নিয়ে কথা বলা দরকার। আমি ভুবনদাকে নিয়ে এসেছি। সালিশি হোক'।

মা নেতাগোছের লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ভুবনদা?'

উনি ঘাড় নাড়লেন। মা বললেন, 'অকারণ ঝামেলা করতে চাইছেন? কত টাকা চান?'

লোকটা রেগেমেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা কাণ্ড হল।

নিশি দৌড়ে এসে সমীরণমামার হাতে কামড়ে দিল।

সমীরণমামা তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চিৎকার জুড়ল, 'ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র। বাড়িতে পোষা পাগল রেখে দিয়েছে আমাকে কামড়াবে বলে, দেখুন ভুবনদা, কত বড় ষড়যন্ত্র'!

আর ভুবনদা! নিশির লাফঝাঁপ দেখে ভুবনদা রাস্তায় নেমে এমন একখানা দৌড় লাগালেন, দেখে মনে হচ্ছিল অলিম্পিকে গেলে দিব্যি দু'চারটে মেডেল নিয়ে চলে আসতে পারবেন।

৭৬

স্বপ্নে আজকাল চিল্কার নৌকোভ্রমণটা আসে। জলের মাঝামাঝি একসময় হঠাৎ হিমু আমার গলা টিপে ধরে, আমার দমবন্ধ হয়ে যায়, আমি ছটফট করতে থাকি। হিমু আমাকে ঠেলে জলে ফেলে দেয়। মাঝরাতে উঠে বসি ঘামতে ঘামতে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

দিদা আমার দিকে চেয়ে থেকে ফিকফিক করে হাসে, 'কীরে ছেমরি, ঘুম হয় না? বুঝোস ঘুম না হইলে কেমন জ্বালা? বুঝোস?'

রাতে ঘুম না আসার মতো বড় অভিশাপ আর কিছুতে নেই। শুয়ে থাকি, ঘড়ির কাটার শব্দ হয়, কুকুর ডাকে, কখনও নিশির বাচ্চা কেঁদে ওঠে। আমি জানলার ধারে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে মনে হয় শেষমেশ কি আমি পাগল হয়ে যাব? আমার জীবনটা কি অভিশপ্ত হয়ে গেল?

আমরা বেঁচে থাকি কেন? বেঁচে থাকার কি সত্যিই কোনও মানে আছে? একদিন তো মরেই যেতে হবে। তাহলে এত যন্ত্রণা, এত নিরাপত্তাহীনতা সহ্য করে বেঁচে থাকব কেন?

খাটে শুয়ে শুয়ে কাঁদি, ভাবতে থাকি, মার কিছু হয়ে গেলে কী হবে আমার? কীভাবে আত্মহত্যা করব?

বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। কোনও দরকার নেই।

সকাল হয় নিয়মমতো।

সমীরণমামা বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি করে। মানুষ কোনও বিষয় নিয়ে একবার লেগে পড়তে পারলেই হল, সবসময় সেটা নিয়েই পড়ে থাকবে। নিশির কামড় খাবার পর সমীরণমামা আসা থামায়নি, তবে নিশি কাছে পিঠে থাকলে আসে না।

সারারাত জেগে থেকে একসময় ভোর সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, বাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সমীরণমামা দেখলাম সাইকেল করে আসছে। আমাকে দেখে সাইকেল স্লো করল। দাঁত বের করে বলল, 'কেমন আছিস মা?'

আমি বললাম, 'ভালো আছি। তোমার হাত কেমন আছে?'

সমীরণমামা বলল, 'ভালো থাকে? কী বাজেভাবে কামড়ে দিল'।

আমি বললাম, 'তোমার কপাল ভালো, নিশি সেদিন মুডে ছিল না। ও আধলা নিয়ে ঘোরে। সেটা ছুঁড়লে আর দেখতে হবে না'।

সমীরণমামা সভয়ে বলল, 'ওরে বাবা। কী সাংঘাতিক'!

আমি বললাম, 'আমার ছোটমা কেমন আছে?'

সমীরণমামা বলল, 'ভালো না। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা দরকার। ওই স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে থাকে। তোর মাকে বোঝা, কী আছে? দুই বোনে থাকবে'।

আমি বললাম, 'আমি তো তাই চাই'।

সমীরণমামা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'তুই তোর মাকে বোঝা'।

আমি বললাম, 'আমার বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তোমরাও চলে এসো'।

সমীরণমামা আরও উৎসাহ পেল। চোখ চকচক করে উঠল। বলল, 'ভাড়াবাড়িতে থাকি। ইচ্ছে তো করে বোনের বাড়িতে আসি। একা একা থাকে দুই বোন। তোর মা আমার দূর সম্পর্কের বোন হলেও কর্তব্য তো আছেই'।

আমি উনুনে আরও হাওয়া দিই, 'ঠিকই তো। আমিও তাই চাই। মাকে বলব। ভেবো না'।

সমীরণমামা উৎসাহিত হয়ে চলে যায়। এভাবে একটা বেশ আশা ভরসার সম্পর্ক তৈরি হয়। পরদিন আবার আসে। আবার জিগ্যেস করে, 'মাকে বললি?'

আমি বললাম, 'বলব। মুড বুঝে। কোন স্টুডেন্ট অঙ্ক ভুল করেছে। খুব রেগে ছিল, বলিনি'।

সমীরণমামা একটু নিভে যায়। পরক্ষণে আবার তার মধ্যে রবার্ট ব্রুসের আত্মা ভর করে, 'ঠিক আছে। তুই বলসি কিন্তু'।

আমি বলি, 'নিশ্চয়ই'।

পরদিন আবার দেখা হয়। এদিন বলি, 'বলেছি'।

সমীরণমামার চোখ চকচক করে, 'কী বলল?'

বললাম, 'কিছু বলেনি। শুনে গেছে'।

সমীরণমামার মুখ দেখার মতো হয়। বুঝতে পারি মামা বিশেষ কিছু করে না। কাজ নেই তেমন। ছেড়া জামা, খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, সাইকেল নিয়ে আসাটা থামে না। অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি তার ছোটবোনের অধিকার দেওয়ানোর নাম করে আসেন।

আমায় মা মা করে ডাকেন। একটা সময় সুখ দুঃখের কথাও বলতে শুরু করে দেন। 'তোর মামির হার্টের রোগ। কত টাকা লাগে। যা হাতে পাই, সব চলে যায়, জানিস? তারপর বাড়ি ভাড়া। জিনিসপত্রের দাম দেখেছিস?'

আমি বুঝদারের মতো বলি, 'তা তো ঠিকই। সব জিনিসের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। গরিব মানুষ চালাবে কী করে?'

সমীরণমামা বলে, 'মাকে বোঝাস। আমরা তো পর না'।

আমি বলি, 'ঠিকই তো। আপনে তো আপনে হোতে হে'।

মামা খুশি হয়। পরদিন একটা কমদামি শাড়ির প্যাকেট নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে বলে, 'রাখ। পরিস। গরিব মামা, যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু দেবে'।

ধান্দা লেগে থাকার কথা ছিল মামার চোখে, তা দেখতে পাই না। চোখের কোণে সত্যি জল দেখতে পাই। দুর্ভাগ্যবশত মাকে এমন দিনেই ভোরে উঠতে হল। মামা পালাল। মা শাড়িটা আমার হাতে দেখে বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

আমি বললাম, 'ভালোবেসেই দিয়েছে'।

মা বলল, 'তুই কি গাধা? বুঝিস না কেন আসছে?'

আমি বললাম, 'আসছে তো তাও। ধান্দায় হলেও আসে। আর কে আসে? সবাই তো আমাদের একা ফেলে রাখল, বলো?'

মা থতমত খেয়ে যায়। বুঝতে পারে না, আমার কী হল।

আমাকে বলল, 'শাড়ি ফেরত দিয়ে দিস। কী জানি, এই নিয়ে আবার কী ঝামেলা করবে। ওদের সঙ্গে কোনওকালেই সেরকম সম্পর্ক নেই। তোকে শাড়ি দিল কেন বুঝলাম না'।

আমি বললাম, 'মামাই তো। বাড়ির ভাগ নিতে এসে গল্প করে। কত গল্প। মামির হার্টের সমস্যা, সংসার চলে না...'

মা বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক, ওদের একটু টানাটানিই চলে। ঠিক আছে'।

সন্ধেয় মার সঙ্গে সমীরণমামার বাড়ি গেলাম। মামা আমাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। মা মিষ্টির প্যাকেট মামির হাতে দিয়ে বলে, 'তোমাদের খোঁজ নিতে এলাম'।

গল্প হল। কত মরে যাওয়া চারাগাছের মতো সম্পর্ক জল পেয়ে আবার পুনরুজ্জীবন লাভ করে। একসময় মামা মার হাত ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে, 'আমাকে ক্ষমা করে দে, অভাব মানুষকে অমানুষ করে দেয় রে বোন'।

আমরা কাঁদি, সবাই মিলে কাঁদি।

মানুষ এত একা, মানুষ চাইলে কোনওদিন একা থাকতে হত না তাদের।

৭৭

'হেমরি, এই হেমরি'।

চোখ খুলে দেখি দিদা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

কিছু বললাম না।

দিদা ফিসফিস করে বলল, 'বাইচা থাইক্যা কী করবি হেমরি? মইরা যা। মরণ কঠিন কাম না। বড় সোজা। ছাদে গিয়া ঝাঁপ দে'।

আমার মার মুখটা মনে পড়ল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কানের কাছে সারারাত জুড়ে একই কথা শুনে গেলাম, 'বাইচা থাইক্যা কোনও লাভ নাই। মইরা যা'।

কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। রেজাল্ট বেরোবে যে কোনওদিন। অনীশ মাঝে মাঝে একটা ছেলেকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যায়। চোখে রাগ জ্বলজ্বল করে।

এত রাগের কারণ আমি বুঝতে পারি না। একটা আদর্শবাদী ছেলের কথা না শুনলে তার এত রাগ হতে পারে? বামপন্থা তো আর অন্য কোনও ধর্মীয় সংগঠনের মতো না। বামপন্থা মানুষকে মানুষের কাছে যেতে সাহায্য করে। অনীশের মতো কত ছেলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মুখেই বামপন্থা থাকে। কাজে অনীশের মতো হয়।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

সমীরণমামা আর বেশি জ্বালাতন করেনি। মাঝে মাঝে আসে, চা খেয়ে চলে যায়। মা হয়তো সমীরণমামাকে কিছু টাকা দেয়। টাকা কত সমস্যার সমাধান করে। টাকা না থাকলে কি সত্যিই কিছু হত? হত না হয়তো। জীবনে টাকার দরকার আছে।

টাকা না থাকলে কী হয়? কিচ্ছু হয় না।

মা একদিন আমাকে বাড়ির দলিল বুঝিয়ে দিল। আমি বুঝতে চাইলাম না, তাও বোঝাল। ব্যাঙ্কের পাশবই বোঝাল, গয়না বোঝাল।

তারপর একদিন বলল, 'তোকে কলকাতা যেতে হবে। একটা কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হ। বাড়িতে বসে থাকার দরকার নেই'।

আমি আঁতকে উঠলাম, 'হারিয়ে যাব তো'।

মা বলল, 'যাতে হারিয়ে যেতে না হয়, সেভাবে যাবি। শহরটাকে চিনবি। ঘরে বসে বসে জীবন কাটবে না। রবিবার অফিস টাইম থাকে না। আমার সঙ্গে যাবি। চিনিয়ে দিয়ে আসব। প্রতি রবিবার যাবি আসবি একা একা। এই কোর্স এখানেও করায়, তবু তুই কলকাতাতেই যাবি। এক কাজে দু'কাজ হয়ে যাবে'।

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লাম।

সত্যি সত্যিই মা একদিন নিয়ে গেল। কতটা রাস্তা! বাড়ি থেকে রিকশা করে স্টেশন। স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে শেয়ালদা। সেখান থেকে আবার বাসে করে কলেজ স্ট্রিটে কম্পিউটার সেন্টার। সারি সারি কম্পিউটার। কত ছেলেমেয়ে। আমাকে একটা কম্পিউটারে বসাল। প্রথম দিন কম্পিউটার জিনিসটা কী শেখাল। ফেরার পথে মা আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ঘোরাল।

বইয়ের দোকান, ইউনিভার্সিটি, কত মানুষ! নিজেকে কুয়োর ব্যাং বলে মনে হচ্ছিল। একটা দোকানে ভাত খাওয়াল, স্বাধীন ভারত না কী নাম।

দিদা মুখ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। আমি কলকাতা এসেছি বুড়ির একবারে পছন্দ হচ্ছে না, বুঝতে পারছি।

খেয়ে দেয়ে দুজনে আরেকটু ঘুরলাম, ভূতের গল্পের বই কিনলাম। মা বেশ কয়েকটা বই কিনল।

শেয়ালদায় এসে ট্রেনে উঠে মা বলল, 'এবার একা একা আসতে পারবি তো?'

আমি বললাম, 'আরেকদিন এসো'।

মা মাথা নাড়ল, 'না। একাই আসতে হবে। একা চলাফেরা করার শিক্ষাটা দরকার। আর...'

এটুকু বলে মা চুপ করে গেল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'আর কী?'

মা বলল, 'কিছু না'।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

ট্রেনে যাওয়ার একটা নেশা আছে। জানলার পাশে বসেছি, ভিড় খুব বেশি নেই। হাওয়াটা মুখে এসে লাগছে। ভালো লাগছিল।

বাড়ি এসে মা বলল, 'কয়েকটা চাকরির পরীক্ষা দিবি। প্রস্তুতি নেওয়া শুরু কর'।

কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনে আনা কম্পিটিটিভ এক্সামের বইগুলো মা আমাকে দিল। বলল, 'যতটা বুঝবি, বোঝার চেষ্টা কর। এরপরে একটা কোচিঙে ভর্তি করে দেব'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

বই পড়ি, অংক করি, আবার ভূতের বইও পড়ি। পড়তে খারাপ লাগে না। পড়তে পড়তেই শুনতে পাই, নিশি কখনও চিৎকার করছে, কাঁদছে। নিশির জন্য মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। পরক্ষণে নিশির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি। আমি দেখেছি যে কথায় আমাদের মন বেশি খারাপ হয়, আমাদের মাথা সে কথা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। নিশিকে নিয়ে হয়তো বেশি ভাবতামও না। শুধু শব্দগুলো আমার ঘরে আসে বলে ভাবতে বাধ্য হই।

পরের রবিবার একাই গেলাম। কাগজে লিখে নিয়ে গেছিলাম বাসের নাম। চিনে চিনে ঠিক পৌঁছে গেলাম। আত্মবিশ্বাস হল। কম্পিউটারে অনেকক্ষণ ধরে টাইপ করাল। ক্লাসের পরে আলাপ হল পিউর সঙ্গে। পিউ কলকাতার মেয়ে।

ফুচকা খেলাম দুজনে।

আমাকে শেয়ালদা অবধি পৌঁছে দিল। বলল, 'একটা বড় ফোন নে। আজকাল কেউ বিশ্বাসই করবে না তোর অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই।'

আমি বললাম, 'নেবো'।

ও যে আমার সঙ্গে বিধাননগর অবধি চলে আসবে ভাবিনি। গল্প করতে করতে চলে এসেছিল। নেমে যাবার আগে ওই ফোন নেওয়ার কথাটাই বলে গেল। আমার মাথার মধ্যেও ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরে মাকে বললাম। মা বলল, 'হুঁ, এটা ভাবছিলাম'।

রাতের মধ্যে ফোন চলে এল। পিউ নাম্বার দিয়ে দিয়েছিল। ওকেই প্রথম ফোন করলাম।

পিউ খুব খুশি। হোয়াটস অ্যাপ শিখতে শুরু করলাম। ওই শেখাল।

মাঝরাতে দেখি একটা বিরাট প্রেমের কোট পাঠাল। আমি ফোন করলাম, 'এটা কি তোমার প্রেমিককে পাঠাতে গিয়ে আমাকে পাঠালে?'

পিউ হাসতে হাসতে বলল, 'প্রেমিক আবার কী? আমার ছেলে ভাল্লাগে না। তোকে বেশ ভালো লাগল আজ। তোর মেয়েদের ভালো লাগে?'

আমি বললাম, 'আমার কাউকে ভালো লাগে না। ছেলেদেরও না, মেয়েদেরও না'।

পিউ আরও হাসল। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। আমি বুঝলাম, এই নতুন ফোন জিনিসটা জীবনে উৎপাত বাড়াবে। কমাবে না।

৭৮

ফোন না থাকলেই ভালো হত হয়তো। ঘর ভুলিয়ে দেয়, চারপাশ ভুলিয়ে দেয়, বাস্তবও ভুলিয়ে দেয়।

আগে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিল নিশি। সেটা খুঁজে পেলাম না। নিজে থেকেই একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বানালাম একটু একটু করে। পিউ অ্যাড হল। জানলাম পিউর কিছুদিন আগে বিচ্ছেদ হয়েছে। ও একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে ছিল।

ছেলে ছেলে, মেয়ে মেয়ে প্রেম হয় শুনেছিলাম। প্রথম দেখলাম কাউকে, যে সরাসরি বলে দেয় সে তার সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়।

নিশি আমার বন্ধু ছিল। নিশির সঙ্গে এখন কথা বলা সম্ভব না। পিউ আমার বন্ধু হল। আজে বাজে বকে যাচ্ছে সারাদিন ধরে। কবে কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, বাড়িতে ওর মা রোজ ওকে বলে ডাক্তার দেখাতে। রাত হলে পিউ রোমান্টিক হবার চেষ্টা করে, 'শোন না, তোর কোনওদিন কোনও মেয়েকে ভালো লাগেনি?'

আমি বললাম, 'তোকে বলেছি তো, আমার ছেলে মেয়ে কাউকেই ভালো লাগে না। ভালো লাগার জন্য যে জিনিসটা দরকার, সেটাই নেই'।

পিউ হিহি করে হেসে বলে, 'তোর জল পড়ে না? ওটা শক্ত হয় না?'

আমি ভাবতে বসি। এ কথা আমি ভাবিনি আগে। ভেবে দেখলাম পিউ ঠিক বলেছে। আমার কখনও সেক্স করতে ইচ্ছে হয় না। পিউকে বললাম, 'না। এটা কি কোনও রোগ?'

পিউ বলল, 'একবার ডাক্তার দেখা তাহলে'।

আমার মাথায় এবার অন্য চিন্তা এল। এই যে আমার কিছু হয় না, এই জন্যই কি আমি হিমুকে ঠেলে দিলাম? শরীরে যৌন আকাঙ্ক্ষা না এলে কি ভালোবাসা হয় না? তাই হবে হয়তো।

আরও দুটো রবিবার কোচিং সেন্টারে গেলাম, আরেকটু সড়গড় হতেই সেন্টার থেকে জানানো হল এবার থেকে সপ্তাহে তিনদিন যেতে হবে।

এতদিন রবিবার গেছি ট্রেনে, অসুবিধা হয়নি। মঙ্গলবার ট্রেনে উঠে বুঝলাম এ রবির ট্রেন না। এখানে ভয়াবহ ভিড় হয়। লেডিস কম্পার্টমেন্টে দম আটকে দাঁড়িয়ে আছি, মনে হচ্ছে যে-কোনও সময় আমি দম আটকে মরে যেতে পারি। এত ভিড় হতে পারে ট্রেনে? শেয়ালদা পৌঁছে হাঁফ ছাড়লাম। কোনওমতে স্টেশনে নেমে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে সেন্টারে পৌঁছলাম।

পিউ আসেনি। আসবে না বলেছিল। আমায় যেসব টাস্ক করতে দিয়েছিল, সেসব করে বেরোতে বেরোতে দুপুর হল। বিকেল হলে আবার ভয়াবহ অফিস টাইমের ভিড়ে আমার ফেরা মাথায় উঠবে ভেবে বেশ তাড়াহুড়ো করে হাঁটছিলাম। কলেজ স্কোয়ারে প্যারামাউন্টের ঠিক সামনে একটা ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। হাতে একগাদা বই। চোখে রিমলেস চশমা।

খুব সুন্দর একটা পারফিউমের গন্ধও পেলাম। ছেলেটাকে রেগেমেগে বললাম, 'দেখে চলতে পারেন না?'

ছেলেটা মুখ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'সরি। ভীষণ সরি। একটা দোকান খুঁজছি বুঝলেন? কিছুতেই পাচ্ছি না। বোন একটা বই আনতে দিয়েছে, ওই পাবলিশার ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না'।

আমার কী হল কে জানে, বললাম, 'কোন পাবলিশার?' কিছুই চিনি না কলেজ স্ট্রিটের আমি। তবু কেন জিগ্যেস করলাম, আমি নিজেও জানি না।

ছেলেটা একটা চিরকুট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন'।

আমি চিরকুটটা হাতে নিয়ে বিজ্ঞের মতো বললাম, 'চলুন'।

ছেলেটা ভাবল আমি বুঝি কলেজ স্ট্রিট বিশেষজ্ঞ। বলল, 'খুব উপকার হল'।

অনেকগুলো দোকান বন্ধ। যেগুলো খোলা, তাদের কেউই ওই পাবলিশারের ঠিকানা ঠিক করে বলতে পারল না। আমার জেদ চেপে গেল, ভুলেও গেলাম বাড়ি ফিরতে হবে। সব দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করা শুরু করলাম। সীতারাম মল্লিক স্ট্রিট, কোন এক অভিষেক দত্তের বই। লেখকের নামও প্রথম শুনলাম।

এদিক-সেদিক ঘুরে, অনেক হেঁটে অবশেষে উপরওয়ালা সদয় হলেন। একবারে উলটো দিকে চলে এসেছিলাম। আবার মাইল খানেক হেঁটে একটা সরু গলিতে ঢুকে অবশেষে একটা ছোট বাড়ির মধ্যে সেই পাবলিশারের হদিশ পাওয়া গেল। ছেলেটা বইগুলো কিনে খুব খুশি হয়ে বলল, 'আপনি না থাকলে আমি কিছুতেই বইগুলো পেতাম না। এই বইগুলো না নিয়ে বাড়ি গেলে আমার কপালে দুঃখ ছিল'।

আমি বললাম, 'এ কেমন লেখক? নামই শুনিনি।'

ছেলেটা বলল, 'জানি না। বোন বলল কলেজ স্ট্রিট যাচ্ছিস যখন, নিয়ে

আসবি। আমি কী করব? বাড়ি গিয়ে পড়ে দেখতে পারি। আপনাকে বরং একটা বই কিনে দিই। অনেক হেল্প করলেন। বই কিনে দেওয়াই যায়'।

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না না, ওরকম হয় নাকি? বই কিনে দিতে হবে না। এসব অচেনা অজানা লোকের বই আমি পড়ি না'।

ছেলেটা বলল, 'তাহলে নামি কারো বই কিনে দিই?'

আমি বললাম, 'না। আমায় শেয়ালদা যেতে হবে। এরপর গেলে আর দেখতে হবে না'।

ছেলেটা বলল, 'তাহলে চলুন ছেড়ে দিয়ে আসি। চলুন রিকশা ধরি'।

আমি আঁতকে উঠলাম, 'না না, টানা-রিকশায় আমার খুব ভয় লাগে'।

ছেলেটা বলল, 'আরে কিছু হবে না। চলুন না'।

আমি যতই না বলি, ছেলেটা শোনে না। জোর করে রিকশায় তুলল। উঠে বলল, 'আপনি দেখি আমার মতোই পাগল। চিনি না জানি না ঠিকানা খুঁজতে লেগে গেলেন'।

আমি বললাম, 'ওই যে পাওয়া যাবে না বলছিল দোকানদারেরা! তাতেই আমার জেদ চেপে গেল। পাওয়া যাবে না মানে কী? পৃথিবীতে কোন জিনিস পাওয়া যায় না?'

ছেলেটা বলল, 'ঠিক বলেছেন। সব পাওয়া যায়। আপনি কোথায় থাকেন?'

আমি বললাম, 'মফস্‌সলে। এখানে কম্পিউটার শিখতে আসি'।

ছেলেটা বলল, 'কম্পিউটার কি শেখার জিনিস? আমি তো ছোটবেলা থেকেই জানি'।

আমি বললাম, 'পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আমি ওই পরিবেশে ছিলাম না বলেই হয়তো শিখিনি'।

ছেলেটা বলল, 'তা ঠিক। ভালো বললেন। পরিবেশটা ইম্পরট্যান্ট। আপনি বই পড়েন না? নতুনদের লেখা পড়েনই না?'

আমি বললাম, 'না। পড়ি না। কারো বইই পড়ি না আসলে'।

ছেলেটা বলল, 'বাজে ব্যাপার। আপনি এই বইটা নিয়ে যান। তিনটের একটা। পরের দিন আপনার থেকে নিয়ে ফিডব্যাক নেব। তাহলে আমাদের আবার দেখা হবে'।

আমি বললাম, 'দেখা হয়ে কী লাভ?'

ছেলেটা একটা অদ্ভুত কথা বলল, 'আপনার মনে হয় না পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের সঙ্গে প্রতিটা মানুষের আবার দেখা হওয়া উচিত? কেন দেখা হবে না বলুন তো? মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তো দেখা করার জন্যই'।

আমার যে কী হল, বললাম, 'ঠিক আছে, দিন একটা বই। পড়ে ফেরত দেব। কীভাবে দেব?'

ছেলেটা বলল, 'কবে আবার আসবেন বলুন। আজ যেখানে ধাক্কা খেলাম, পরের দিন না হয় সেখানেই আসবেন? একই সময়ে?'

আমার যে কী হল, আমি রাজি হয়ে গেলাম।

৭৯

এতদিন ঘরে থাকতাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম মানুষের আরেকটা সংসার থাকে। কারো অফিসে থাকে, কারো ট্রেনে থাকে। ওই ভীষণ ভিড়ের মধ্যেও কথা বলার লোক পাওয়া যায়। একেকজনের একেকরকম কাজ। ট্রেনের ওই সময়টাও তারা তাদের মতো করে কাটায়। কেউ গল্প করে, কেউ করে ঝগড়া। লোকাল ট্রেনের ভিড়ে ঠেলা খেতে খেতেও একটা আলাদা পৃথিবী দেখা যায়।

কুয়োর ব্যাং ছিলাম। এই জীবনটাকে আমার দেখার দরকার ছিল। এই জন্যই হয়তো মা আমাকে কলকাতায় পাঠাল। ঘরে বসে থেকে অলস জীবন কাটালে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না, এটা স্বাভাবিক ঘটনা।

কোচিং থেকে বেরিয়ে ছেলেটার বই ফেরত দেওয়ার কথা। এদিকে পিউ এসেছে। পিউকে আমি বলিনি। কেন বলিনি আমি নিজেও জানি না। পিউ রোজ আমাকে শেয়ালদা পৌঁছে দেয়। এখন আমি যদি ওকে বলি তুই চলে যা, তাহলে আরেক ঝামেলা হবে।

আমার মাথায় এসব বুদ্ধি বেশি আসে না। কোচিং শেষ হতে আমি কোনও দিকে না তাকিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে পিউ এল, 'কী রে, তুই একা একা বেরিয়ে গেলি যে?'

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, 'আমায় এক রিলেটিভের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুই চলে যা'।

পিউ বলল, 'কোথায় থাকে?'

আমি বললাম, 'এখানেই। কাছেই'।

পিউ বলল, 'কাছে মানে?'

পুলিশের জেরা যেন! বললাম, 'ওই আর কী, তুই চলে যা'।

পিউ বলল, 'ঠিক আছে। যা তাহলে'।

আমি উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। পেছনে ফিরে দেখলাম না।

আগের দিনের জায়গায় গিয়ে দেখলাম ছেলেটা ঠিকই এসেছে। আমি বইটা ফেরত দিলাম। ছেলেটা বলল, 'পড়লেন?'

আমি বললাম, 'নাহ্। পড়া হল না। বাড়ি গিয়েই একগাদা কাজ পড়ে গেল'।

ছেলেটা বলল, 'তাহলে আপনি বইটা রেখে দিন। পড়া হলে তবেই দেবেন'।

আমি বললাম, 'না। তা কেন? আপনার বোনের পড়ার জন্য কেনা হয়েছে। বরং ও পড়ে নিক, তারপর আমি নেব।'

ছেলেটা বলল, 'ও দুটো বই পড়ুক। তারপর নেব। নিন, রাখুন'।

একরকম জোর করে বইটা আমায় দিয়ে দিল ছেলেটা। বলল, 'চলুন, আগেরদিন খুব দৌড় ঝাঁপ হয়েছিল, আজ একটু বসা যাক'।

আমি বললাম, 'চলুন'।

একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। ছেলেটা বলল, 'আপনার নাম কী?'

আমি নাম বললাম। ছেলেটা হেসে বলল, 'এটা আবার কেমন নাম?'

আমি বললাম, 'আমার বাবা দিয়েছিল। আপনার নাম কী?'

ছেলেটা বলল, 'আমার নাম নিয়েও আমার কমপ্লেক্স আছে। দাদু দিয়েছিল। বাবা ভয়ে সে নাম পাল্টাতে পারেনি। আপনি বরং আমার ডাক নাম ধরেই ডাকবেন। আদি'।

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'না। ডাক নাম ধরে ডাকলেও আসল নাম বলতেই হবে। বলে ফেলুন শিগগিরি'।

ছেলেটা মাথা টাথা চুলকে বলল, 'আদিনাথ'।

আমি বললাম, 'কী এমন কঠিন নাম? হ্যাঁ, তবে পুরোনো নাম'।

আদি লাজুক হাসল, 'কী বলব বলুন। সব জায়গায় এ কেমন নাম আর নামের মানে বলতে বলতে আমার হাল খারাপ হয়ে যায়। কপালটাই এমন। আচ্ছা আপনি খেয়েছেন?'

আমি বললাম, 'আমি ভাত খেয়ে আসি। মা টিফিন দিয়ে দেয়'।

আদি বলল, 'সরবত খাবেন? নাকি ফিশ ফ্রাই?'

আমি বললাম, 'কিছু খাবো না। বাইরে খাই না বেশি'।

আদি বলল, 'খাবেন না? একী কথা!'

আমি বললাম, 'নাহ্। আমার তেমন খাবারের প্রতি লোভ নেই'।

আদি বলল, 'কিছু কিছু খাবার আছে, না খেলে পাপ লাগে জানেন তো। উপরওয়ালা যখন জিগ্যেস করবে, মর্ত্যে কী করে এলে, ফিস ফ্রাই খেলে না, মোগলাই খেলে না, পরোটা দিয়ে খাসির মাংস খেলে না, প্যারামাউন্টের কোকো মালাই খেলে না, তখন কী বলবেন?'

আমি হেসে ফেললাম, 'আচ্ছা, খাব'।

আদি বলল, 'তাহলে কোকো মালাইটা খাওয়া যাক'।

আমি বললাম, 'আচ্ছা'।

দুজন মিলে প্যারামাউন্টের দিকে রওনা দিতে দেখি, পিউ দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে বলল, 'ইনি তোর রিলেটিভ?'

আমি বললাম, 'পরিচিত। কথা বলার জন্য এসেছি'।

পিউ রাগী মুখে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে চলে গেল।

আদি বলল, 'ইনি কে?'

আমি বললাম, 'একই কোচিঙে আছে। ওকে বলিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব। তাই রাগ করেছে হয়তো'।

আদি বলল, 'না বলার কী আছে? বলে দিলেই পারতেন'।

আমি বললাম, 'বললে হাজার প্রশ্ন করবে। এত প্রশ্নের উত্তর দেব কেন? নিজের মাকেই এত প্রশ্নের উত্তর দিইনি কোনওদিন'।

সরবত খেতে খেতে দেখলাম পিউ লম্বা মেসেজ করেছে, 'তোকে আমি ভালোবাসি। তুই আমার সঙ্গে এটা করলি কেন? আমি তোকে এত ভালোবাসি, তুই আরেকজনের সঙ্গে চলে গেলি? আমার যদি কিছু হয়, তাহলে কী হবে?'

আমি বিষম খেয়ে গেলাম। সরবত খাওয়া মাথায় উঠল আমার।

৮০

আদির সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে একটা কথা মনে হল।

আদির মতো ছেলের সঙ্গে আমার আগে কেন দেখা হল না? আদি বিরাট কোনও হিরো না। কিন্তু আদি একজন স্বাভাবিক ছেলে।

পিউর মেসেজ দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম। আদি আমার মুখ দেখে সেটা ঠাহর করতে পারল, 'কী হল?'

আমি কিছু না ভেবেই ফোনটা আদিকে দিলাম। আদি মেসেজটা দেখে হাসল, 'চিন্তা করবেন না। ভয় দেখানো পাবলিক অত সহজে মরে না। যারা মরার, তারা কিছু না বলে টুপ করে মরে যায়'।

আমি বললাম, 'কিন্তু ও মরবে কেন?'

আদি বলল, 'সেটা ও বলতে পারবে। আপনি সরবত খান'।

আমি সরবত শেষ করলাম। আদি বলল, 'আর কোনও সরবত খাবেন?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না না। একটাই ঠিক আছে। আমি বেশি খেতে পারি না'।

আদি বলল, 'খাবেন। খাওয়াটা দরকার। মানুষ বেঁচে থাকে কেন? কিছুটা খাওয়ার জন্যও তো বাঁচে। আপনার বয়ফ্রেন্ড আছে?'

কোন কথার পর কোন কথা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, 'মানে?'

আদি বলল, 'এমনিই জানতে চাইছি। বয়ফ্রেন্ড আছে?'

আমি বললাম, 'আমার বয়ফ্রেন্ড নেই, তবে হাফ রাতের বিয়ে হয়েছিল। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে যত্ন করে ফুলসজ্জার রাতে বাপের বাড়িতে দিয়ে গেছিল'।

আদি হাঁ হয়ে গেল, 'সিরিয়াসলি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি ইউনিক পিস'।

আদি বলল, 'না, এখানে ইউনিক পিসের কিছু নেই। কিন্তু কী হয়েছিল?'

আমি যতটা ছোট করে বলা যায়, বললাম। আদি শুনে হাসতে হাসতে বলল, 'ওরে বাবা, এ তো ইতিহাস'।

আমি বললাম, 'ইতিহাসই বটে। অংক পরীক্ষার দিন বাবা পালিয়ে গিয়ে আমার জীবনটাই ইতিহাস করে দিয়ে চলে গেছে'।

আদি বলল, 'আপনি সেসব ভুলে যান'।

আমি বললাম, 'বাস্তব থেকে পালিয়ে যেতে চাই না। পালিয়ে গিয়ে কি কিছু হয়?'

আদি বলল, 'বাস্তব যদি মাথায় চেপে বসে, তাহলে মাথা থেকে সেসব সরিয়ে রাখলে ভালো থাকা যায়। চেষ্টা করে দেখুন। অসুবিধা হবে না'।

আমি বললাম, 'চেষ্টা করব। এবার আমাকে ফিরতে হবে। অফিস টাইমের ভিড়টাকে আমি বড্ড ভয় পাই'।

আদি বলল, 'আগের দিনই বলেছেন। চলুন রিকশা ধরি'।

আমি বললাম, 'রোজ রোজ রিকশা ধরা ঠিক হবে না। আমি চলে যাব'।

আদি বলল, 'চলে যাবেন? আর দেখা হবে না?'

আমি বললাম, 'কেন হবে না? বইটা ফেরত দিতে হবে তো'।

আদি বলল, 'তাও ঠিক। আমাকে ফোন করে নেবেন না হয়। নাম্বারটা সেভ করে নিন'।

আদি নাম্বার দিল। আমি সেভ করে নিলাম। আদি বলল, 'ভালো থাকবেন'।

আমি বললাম, 'আপনিও'।

আদি হাঁটতে হাঁটতে ভিড়ে মিশে গেল। আমি বাস স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

ফোন বেজে উঠল, দেখলাম পিউ ফোন করছে। ধরলাম, 'বল'।

পিউ বলল, 'তোর প্রেম হল?'

আমি হেসে ফেললাম, 'প্রেম না। এমনি দেখা করতে এসেছিল। একটা বই দেওয়ার জন্য। তুই এরকম করছিস কেন?'

পিউ বলল, 'আমার মনে হল তুই আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছিস না। আমার ভীষণ রাগ হল। তোর কি ছেলেটাকে ভালো লেগে গেছে?'

আমি বললাম, 'ছেলেটা তো ভালোই। খারাপ লাগার কিছু নেই'।

পিউ বলল, 'ওরকম মনে হয়। সময় দে। দেখবি খারাপ লাগার অনেক কারণ বেরিয়ে আসে। বাইরে থেকে ওপর ওপর দেখে কিছু বুঝবি না। যাকে বেশি ভালো মনে হয়, সে বেশি জালি বেরোয়'।

আমি বললাম, 'তোর তো খুব এক্সপেরিয়েন্স!'

পিউ বলল, 'এক্সপেরিয়েন্সের কিছু না। যে ক'টা মেয়ে আমার বন্ধু ছিল, সবার বয়ফ্রেন্ডের কিছু না কিছু কেলো বেরিয়েছে'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। রাখ। আমি বাড়ি যাই'।

পিউ বলল, 'এখনও যাসনি?'

আমি বললাম, 'না, এই তো বাসস্ট্যান্ডে'।

পিউ বিকট একটা শব্দ করে বলল, 'দেখ তাহলে, আমি হলে তোকে স্টেশনে দিয়ে আসতাম। ছেলেটা চলে গেল। দেখলি ডিফারেন্সটা'।

আমি বললাম, 'কী করব বল, আমি মেয়েদের পছন্দ করি না। অবশ্য ছেলেদেরও যে করি এমন নয়'।

পিউ বলল, 'কেন? মেয়েদের পছন্দ করিস না কেন? এতে পাপের কিছু নেই। তোকে বলছি শোন...'

আমার বাস এসে গেছিল। আমি তাড়াতাড়ি পিউকে 'ছাড়ি' বলে ফোন কেটে দিলাম। বাসের মধ্যে পিউ ফোন করতে শুরু করল। আমি কেটে দিতে থাকলাম। অনেকবার কাটার পর মেসেজ করল, 'ঠিক আছে, আমি দূরে চলে যাচ্ছি, তুই আমাকে পছন্দ করছিস না যখন, তখন থাক'।

আমি উত্তর দিলাম না।

৮১

কোনও কোনও মানুষ ভীষণরকমের একা। এতটাই একা যে কল্পনা করা যায় না। একাকিত্ব মানুষকে রাগী বানিয়ে দেয়, মিথ্যুক বানিয়ে দেয়, কখনও কখনও অপরাধীও বানিয়ে দেয়।

পিউর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারে, পিউ মেয়ে পছন্দ করে, তাতেও আমার সমস্যা না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমাকেও যে পিউকেই পছন্দ করতে হবে, মেয়ে হয়ে মেয়েকেই ভালোবাসতে হবে, তার তো কোনও মানে হয় নেই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতেই পিউ আমাকে এমন সব মেসেজ পাঠানো শুরু করল, যেগুলো দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

'তোর কথা শুনে মনে হয়েছিল তুই আমাকে ভালোবাসিস, তুই একটু আমাকে বোঝ'।

'তুই তো নিজেই বলেছিলি তোর ছেলে পছন্দ না, তাহলে ওই ছেলেটাকে পছন্দ করলি কেন?'

'আমি খুব একা নীপা, প্লিজ আমাকে একটু বোঝ'।

দিদা খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'এই হয়, বিয়া করস নাই, এখন তোর পিছনে মাইয়া মানুষ পড়সে। দুদিন পর পাড়ার কুত্তায় আইসা পড়বে'।

আমি পাত্তা দিলাম না। ফেসবুক খুললাম। ফেসবুকে আজকাল হিমুকে ফ্রেন্ড সাজেশনে দেখায়। খুব কায়দা করে দাঁড়িয়ে আছে। অনির্বাণদাকে দেখায়, রিমলেস চশমা পরে এমন একটা ছবি দিয়েছে, যে কেউ দেখলে পাগল হয়ে যাবে।

অনীশ বড় বড় কোটেশন শেয়ার করে, 'যৌথখামার', লেনিন মার্ক্সের ছবি দেয়। নারীবাদী লেখা শেয়ার করে। ফেসবুক দেখার পর থেকে আমার বিস্মিত হবার মাত্রা কমে গেছে। মানুষ বাস্তব জীবনে যা, ফেসবুকে কি ঠিক তার উল্টো হবার চেষ্টা করে? অনীশের মতো ছেলে, যে কিনা আমার বাবার মৃত্যুদিনে আমার অনুমতি ছাড়া আমাকে চুমু খেতে গেছিল, সে নারীবাদী কোটেশন শেয়ার করছে? ভাবলেই কেমন পেট গুড়গুড় করে হাসি পায় আমার।

আদিকে খুঁজলাম। পেলাম না। আদি কি ফেসবুকে নেই? নাকি আমিই পাচ্ছি না? কে জানে।

পিউ হোয়াটস অ্যাপে দুঃখ ভরা স্ট্যাটাস দেওয়া শুরু করেছে, 'যাকে বন্ধু ভাবি, সেই বুঝিয়ে দেয় আমি কেউ না', 'কাছের মানুষ যাকে ভেবেছিলাম, সেই সবার আগে ধোঁকা দিয়ে চলে যায়'।

এসব দেখে রেগেমেগে ফোন রেখে দিলাম। কিন্তু ফোন একটা অদ্ভুত নেশা। রাখার পরে কখন যে আবার হাতে চলে আসে, কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা অজানা ছেলে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। অ্যাক্সেপ্ট করতে মেসেজ করতে শুরু করে, 'হাই, কথা বলা যাবে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'বলুন'।

'তোমাকে দেখাও'।

আমি একটা ছবি তো দিয়েছি। তারপরেও দেখতে চায় কেন? দিদা বলল, 'ভইরা দিতে চায়, বুঝস না?'

আমি আর উত্তর দিই না। রাতের দিকে কোনও কোনও ছেলের কথার টোন পাল্টে যায়। 'কী করছ?' যদি উত্তর দিই শুয়ে আছি, লিখবে 'একা শুয়ে আছ? ফিলিং রোমান্টিক!' কিংবা 'কী পরেছ?'

আজব! আমি কী পরে থাকব? কেউ কেউ আবার অতিরিক্ত কবি কবি ভাব নিয়ে কথা বলে, 'এই বৈশাখী সন্ধ্যায় আপনার মন কি উদাসীন হয়ে আছে?'

ফেসবুকে এসে বুঝলাম মেয়ে হলে জীবনে একা থাকার কোনও ব্যাপার নেই। ঝড়ের মতো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর মেসেজ আসতে থাকে।

পড়াশুনা মাথায় ওঠে ভিডিওর জন্য, গোটা রাত কাটিয়ে দিতে পারি আমি ভিডিও দেখতে দেখতে। জীবনের একটা জানলা খুলতে চেয়েছিলাম হয়তো ফেসবুকে এসে। খুব কম সময়ে গোটা বাড়ির দরজা জানলা খুলে ফেলেছি বুঝতে পারলাম। কত লোক কত বড়লোক। কত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। দেখলে লোভ হয়, হিংসে হয়। কবে আমি এরকম একা একা ঘুরতে যেতে পারব?

আদিকে ফোন করে ফেলি একসময়। আদি ফোন ধরে বলে, 'বলছি'।

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, 'নীপা বলছি'।

'ওহ, বলুন, কেমন আছেন?'

আমি বললাম, 'ভালো আছি। আপনাকে কি ভুল সময়ে ফোন করে ফেললাম?'

'না না। বলুন না। কিছু বলবেন?'

আমি কথা খুঁজে পাই না। কথা হাতড়াই। শেষে কিছু না বলতে পেরে ফোন কেটে দিই। কী বা বলব? আমার কি কিছু বলার আছে?

৮২

'তোকে ফোন কিনে দেওয়াটা ঠিক হয়নি'।

খেতে বসেছিলাম। খেতে খেতেই মা বলল।

আমি বললাম, 'কেন?'

মা বলল, 'সর্বক্ষণ হাতে ফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। নিজে বুঝতে পারছিস না, সমস্যাটা কোথায়?'

আমি খেতে খেতেই ফোন দেখছিলাম। মার কথায় লজ্জা পেয়ে ফোন রেখে বললাম, 'একজন বন্ধু মেসেজ করেছিল। ওকে উত্তর দিচ্ছিলাম'।

মা বলল, 'বন্ধুটা ফোন কেনার আগে ছিল?'

আমি বললাম, 'না'।

মা বলল, 'কোথাকার বন্ধু?'

বললাম, 'কোচিঙের'।

মা বলল, 'ছেলে না মেয়ে?'

আমি বললাম, 'মেয়ে'।

মা বলল, 'কী ধরনের কথা বলিস? মানে এত কথার কী আছে?'

আমি বললাম, 'ও মেয়েদের পছন্দ করে। সেই যে আছে না, মেয়েরা মেয়েদের পছন্দ করে, সেরকম'।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে খেল। মিনিট দুয়েক পরে বলল, 'যাই করিস, ফোনটা যেন আরেকটা বডি পার্ট না হয়ে যায়, সে চেষ্টা করিস। ফোন নিয়ে আমি শুনছি সর্বত্র, সবখানে এক সমস্যা। তোকে নিয়ে কোনওদিন ভাবতে হয়নি'।

আমি বললাম, 'ভাবতে হবে না'।

মা বলল, 'দেখিস সেটা। পৃথিবী ছোট হয়ে আসা একদিকে যেমন ভালো, তেমন তার অসংখ্য খারাপ দিক আছে। তোকে নতুন করে আর কিছু বোঝানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না'।

আমি বললাম, 'না না। ভেবো না'।

মার খাওয়া হয়ে গেছিল, উঠে গেল।

আমি নির্লজ্জের মতো দেখলাম আমার হাতটা নিজে থেকেই ফোনের কাছে চলে গেছে। জিভ কেটে ফোন রাখলাম। দিদা বলল, 'দ্যাখসোস? তোর চুলকানি? ওই ছ্যামরাটারে ফোন করতে ইচ্ছা করে না?'

আমি বললাম, 'না, করে না'।

দিদা বলল, 'তাইলে কি তোর ওই মাইয়াডারে পছন্দ নাকি?'

আমি বললাম, 'আমার কাউকেই পছন্দ না'।

দিদা খিকখিক করে হাসতে শুরু করল, 'তুই একা একা মইরা যাবি ছেমরি। বাড়িতে কেউ থাকব না, দরজা বন্ধ হবে বাইরে থিকা, তুই ঘরের ভিতরে একা একা মইরা যাবি। কেউ জানতেও পারব না তুই মইরা লাশ হইয়া পইড়্যা থাকবি ঘরের ভিতরে'।

আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। আমি আর খেতে পারলাম না।

মুখ হাত ধুয়ে সব বেসিনে রেখে ঘরে গিয়ে বসলাম। নিজে থেকেই আবার ফোন ঘাঁটতে শুরু করে দিলাম। অনির্বাণদা একটা মেয়ের সঙ্গে ছবি দিয়েছে। হয়তো এই মেয়েটাকেই বিয়ে করবে। খানিকটা শান্তি পেলাম।

ফোন বাজতে শুরু করল। পিউ। ধরলাম না। পিউ ছেড়ে দেবার মেয়ে না। ক্রমাগত ফোন করতেই থাকল। বিরক্ত হয়ে ধরলাম, 'বল'।

পিউ বলল, 'কোথায় ছিলি? কোনও ছেলের সঙ্গে ছিলিস নাকি?'

আমি বললাম, 'না। খেলাম'।

পিউ ভারী গলায় বলল, 'আমি ভাবলাম কারো সঙ্গে বিজি। হতেই পারে, তোর ডিমান্ড আছে, ফিগার ভালো। অনেকেই তোকে আড়চোখে ঝাড়ি মারে, একা ঘরে পেলে কী করবে ইমাজিন করে'।

আমি বললাম, 'কী বলবি বল'।

পিউ বলল, 'ওই ছেলেটা আর ফোন করেছিল?'

আমি বললাম, 'কোন ছেলেটা?'

পিউ বলল, 'আমাকে ঢপ মেরে যেটার সঙ্গে দেখা করতে গেলি, সে ছেলেটা'।

আমি বললাম, 'আমার ভালো লাগছে না রে। পরে কথা বলছি'।

পিউ বলল, 'ছেলেটার ডিটেলস বের করে দেব? সব পেয়ে যাব। আমাকে ফোন নাম্বারটা দে, একটা লয়্যাল্টি টেস্ট করি'।

আমি বললাম, 'লয়্যাল্টি টেস্ট মানে?'

পিউ বলল, 'অন্য একটা মেয়ে হিসেবে ফোন করি, দেখা যাক কীভাবে ট্রিট করে। লাইন মারলে বুঝে যাবি ছেলে ভালো না। তোর সুবিধার্থে আমি কল রেকর্ড করব'।

আমি বললাম, 'দরকার নেই'।

পিউ বলল, 'দরকার নেই কেন, দে না নাম্বারটা'।

আমি বললাম, 'না'।

পিউ ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করল। আমি ফোন কেটে দিলাম। পিউ একটার পর একটা ফোন করে যেতে থাকল। ফোন ছাড়া হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার, কিছুই ছাড়ল না। আমি রেগেমেগে ফোন সুইচ অফ করে দিলাম। এই জিনিসটাকে আর আমাকে যন্ত্রণা দিতে দেব না। মা ঠিকই বলেছে।

যখন কোচিঙে যাব, তখন শুধু রাস্তার জন্য ফোন অন করা থাকবে।

আধঘণ্টা পাড়লাম। তারপর ফোন অন করে ফেললাম।

আদি মেসেজ করেছে, 'কাল টিউশন আছে আপনার? দেখা করব'।

৮৩

কথা বলতে ইচ্ছে করে, দেখা করতে ইচ্ছে করে, একেই কি প্রেম বলে? প্রেম মানে কী? সারাক্ষণ কারো কথা মনে হওয়াকেই তো প্রেম বলে? আমার এই কঠিন কঠোর হৃদয়ও দেখি আদির সঙ্গে দেখা করতে চায়। এরকম হবে ভাবতে পারিনি। আদিকে আমি উত্তর দিলাম, দেখা করব।

আদি মেসেজ সিন করেনি। অনেক আগে মেসেজ করেছিল, রিপ্লাই করিনি দেখে রেগে গেছে হয়তো।

আমার খারাপ লাগতে শুরু করল। পিউর উপরে রাগও হল। পিউর জ্বালাতনেই তো আমি ফোন অফ করে রেখেছিলাম।

আদি কলকাতার ছেলে। আমাদের মফস্‌সলের লোকেদের কাছে কলকাতা খুব বড় শব্দ। অন্য গ্রহের প্রাণী মনে হয়। তাদের চলাফেরা, কথা বার্তা,

জামাকাপড় আমাদের থেকে আলাদা। আদিকে নিয়ে আমি অবশ্য অত কিছু ভাবিনি। আদির সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। সবার সঙ্গে তো কথা বলতে ভালো লাগে না। যেন কেমন একটা হয়ে যায়। হিমুর উপর আমার ফুলশয্যা থেকেই বিরাগ জন্মে গেছিল। চেষ্টা করলে হয়তো হিমুকে ভালোবেসে ফেলা যেত, কিন্তু আমি পারিনি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আদির মধ্যে ভালোবাসার মতো কিছু আছে কি? জানি না। তবে ওই, কথা বলতে ভালো লাগে।

রাতে মাঝে-মাঝেই ঘুম ভেঙে ফোন চেক করলাম, আদি রিপ্লাই করেছে নাকি দেখলাম। করেনি।

মেসেজ পৌঁছায়নি। আমার কি ফোন করা উচিত হবে? নাহ্, সেটা ঠিক হবে না বলে চুপ করে গেলাম। দিদা ফিকফিক করে হাসে, আর একই কথা বলতে থাকে, ‘ছেমরির কুড়কুড়ি উঠসে, বিয়া করবি ছেমরি? কীরে’।

আমি বললাম, ‘চুপ করো’।

দিদা বলল, ‘চুপ করুম ক্যান রে? কুড়কুড়ি বুঝস না?’

আমি চোখ বুজলাম। বুড়িকে বলতে দিলে বকে যাবে।

কলকাতা যেতে একবার ইচ্ছে করে, আবার বিরক্তও লাগে পিউর জন্য। আমি ঠিক করলাম পিউর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখব। কথা বলব না।

সেন্টারে পৌঁছে দেখা গেল, আমি না, পিউই দূরত্ব রাখতে শুরু করেছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাঁচা গেল। পিউ কথা না বললেই আমি ভালো থাকব। সব সময় দখল করার মানসিকতা নিয়ে কেউ থাকলে তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় না। পিউর মধ্যে সব সময় একটা চাপে রাখার প্রবণতা থাকে। জানি না, কতক্ষণ পিউ কথা না বলে থাকবে কিন্তু যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমি ভালো থাকব।

আদি আর অনলাইন আসেনি। আমিও আর ফোন করিনি। ক্লাস শেষে পিউর চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে কিছুক্ষণ কলেজ স্কোয়ার চত্বরে হাঁটলাম। আদিকে দেখতে পেলাম না। দিদা কানের কাছে বকে গেল, ‘খুইজা লাভ নাই, ওই ছ্যামরা তোরে পাত্তা দিবো না’।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। অগত্যা একা একাই কিছুক্ষণ হাঁটলাম। ব্যাগে কিছু টাকা ছিল। দুটো বই কিনলাম। ফোন রেখে বই পড়ার অভ্যাস করতে হবে। মা ভুল কিছু বলেনি। ফোন রাখার দরকার আছে। সত্যিই আমি পাল্টে গেছি। শুধু আমি কেন, বাসে ট্রেনে কত লোককেই দেখছি সারাক্ষণ ফোনে মুখ গুঁজে বসে আছে। কেউ কেউ হেডফোন কানে গুঁজে রেখেছে। ফোন এত সর্বগ্রাসী, কেউ কি আদৌ বুঝতে পারছে? লজ্জা লাগছিল, ঠিক করলাম, মাকে বাড়ি ফিরেই বলব আমি আর ফোন ঘাঁটব না।

এমনিতেই জীবনে অনেক টেনশন, ফোনের জন্য আর টেনশন বাড়িয়ে লাভ নেই।

কলেজ স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ারের মধ্যে একটা নেশা আছে। বই দেখার নেশা, চুপচাপ ঘুরে বেড়াবার নেশা। আমি নেশাগ্রস্তের মতোই যেন কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম।

বইয়ের প্যাকেট নিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতেই আদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'দেরি হয়ে গেল'।

আমি বললাম, 'আপনি তো মেসেজ দেখেননি। খোঁজ পেলেন কী করে?'

আদি বলল, 'আমার মনে হয়েছিল আপনি আজকে আসবেন। চলে এলাম। আপনি কি এখনই চলে যাচ্ছিলেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তবে আরেকটু থাকা যায়'।

অফিস টাইমের ট্রেনগুলোতে ভীষণ ভিড় হয়। তবু আমি এ কথা বললাম। আদির চোখ পড়ল আমার হাতের বইয়ের প্যাকেটের উপরে। বলল, 'বই কিনলেন? দেখি'।

আমি দেখালাম। আদি বইগুলো দেখে খুশি হল, 'বাঃ। নীললোহিত। ভালো লাগবে। বোহেমিয়ান ব্যাপার স্যাপার এই বয়সে ভালো লাগবে'।

আমি হাসলাম, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি আমার থেকে অনেক বড়!'

আদি অপ্রস্তুত হল, 'ব্যাপারটা সেরকম না। মানে বয়সটা তো একটা ব্যাপার বটেই। শান্ত মাথায় একরকম লেখা ভালো লাগে, টেনশনের মধ্যে অন্যরকম। বড় হলে কি ছোটদের লেখা সবার ভালো লাগবে? তা তো নয়'।

আমি বললাম, 'তা বটে। সব বয়সে সব লেখা ভালো লাগে না। আমার অবশ্য পড়ার অভ্যাস তেমন নেই'।

আদি বলল, 'হবে হবে। পড়তে পড়তেই অভ্যাস হয়। একদিনে কি কিছু হয়? চলুন, আজ একটু শহর ঘুরি'।

আমি বললাম, 'দেরি হয়ে যাবে তো'।

আদি বলল, 'ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। কত আর দেরি হবে?'

মা কত করে বলে দিয়েছিল অপরিচিত কারো সঙ্গে একা একা কোথাও যাবি না। আমি সেটা মনে করে বললাম, 'থাক। আমরা এখানেই বসি'।

আদি বলল, 'ভয় পেলেন নাকি?'

আমি বললাম, 'না, দেরি হয়ে যাবে। তাই বললাম'।

পিউকে দেখতে পেলাম। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। বুঝলাম, এতক্ষণ ও আমাকে ফলো করছিল। আমি ওর দিকে আর তাকালাম না। বললাম, 'চলুন, বসি কোথাও'।

দুজনে কফি হাউসে গেলাম। আদি অনেকক্ষণ সুনীলের কবিতা নিয়ে কথা বলে গেল। আমি চুপ করে শুনলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হুঁশ ফিরল। আদি জিভ কেটে বলল, 'এবাবা। চলুন আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি'।

আমি না করলাম। ও আমাকে বিল দিতে দিল না কিছুতেই।

বাসের ভিড়ে পিষে যেতে যেতেও বুঝতে পারলাম, আদিকে আমার ভালো লাগছে। আমি কিছুতেই ওকে দূরে ঠেলতে পারলাম না। ট্রেন থেকে কোনও মতে নেমে আমি ওকে ফোন করলাম, ফোন ধরতেই বললাম, 'আপনি জানেন তো আমার বাবা পালিয়ে গেছিল? আমার হাফ রাতের বিয়ে হয়েছিল?'

আদি বলল, 'জানি তো'।

এর পর কী বলতে হবে, আমি বুঝতে পারলাম না। চুপ করে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

৮৪

মফস্সলের একটা পরিবেশে থেকে কলকাতায় যাওয়া...কুয়ো থেকে সমুদ্রে পড়ার থেকেও বেশি।

আমাকে সেদিন হিমুদের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে না দিলে আমার জীবনটা কেমন হত? হিমুর মার সঙ্গে ঝগড়া করতাম, হয়তো এতদিন বিদেশে গিয়ে হিমুর জন্যে রান্না করছি এখন।

আমার কলকাতা দেখা হত না। জীবনে কতরকম সম্ভাবনা থাকে, একটা পথে গেলে সবরকম সম্ভাবনার পথ বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো অন্য পথে গেলেই ভালো হত। হয়তো হত না। কেউ জানে না, কোনটা ঠিক।

মার কথা শুনে চলার চেষ্টা করি বাড়ি থাকলে। ফোন দূরে রাখি। মার কাছে গিয়ে বসি। মা স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখে। লাল কালি দিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দেয় কত খাতা। আমি বললাম, 'এরকম করে কাটছ কেন?'

মা বলল, 'না কেটে না দেখে নম্বর দিয়ে গেলে কিছু শেখে না। স্কুলে শিখতে এসেছে। না শিখিয়ে অকারণ একগাদা নম্বর দিলে সে ছাত্রের কোনও লাভ হবে না'।

আমার সে উত্তর ভালো লাগে না। কী দরকার এরকম কাটার? নম্বরই তো। দিয়ে দিক না।

একটু রাতের দিকে মাকে বললাম, 'মা, আমার মনে হয় একটা ছেলেকে পছন্দ হয়েছে'।

মা খাতা দেখতে দেখতে আমার দিকে না ফিরেই বলল, 'কোচিঙের?'

আমি আদির ব্যাপারে সবটা বললাম। মা একটু থমকে গিয়ে বলল, 'তোর ব্যাপারে সব জানে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

মা বলল, 'তুই ওর ব্যাপারে সব জানিস?'

আমি এবার থমকে গেলাম। না তো, আমি আদির ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না। এটা তো আমি ভেবে দেখিনি। বললাম, 'জানি না'।

মা বলল, 'আগে জান। একটা সম্পর্ক তৈরি করার আগে অনেক কিছু জানা দরকার। ভালো লাগাটাই সব না'।

আমি বললাম, 'আজকাল সবাই শুরুতেই বিয়ের কথা ভাবে না জানো?'

মা বলল, 'ওটা চালাকির কথা। বিয়ের কথা যারা ভাবে না তারা আসলে শুতে চায়। শুয়ে দায়িত্ব না নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা কি কোনও কাজের কথা?'

আমি বললাম, 'এটা পুরনো দিনের কনসেপ্ট হয়তো'।

মা শান্ত গলায় বলল, 'মেয়েদের কাছে নতুন পুরনো বলে কিছু হয় না। যত বন্ধুত্ব করুক, বিয়ে না করে যত শুয়ে পড়ুক, পেটটা তো মেয়েদেরই হবে। ডাক্তারের কাছে মেয়েদের ছুটতে হবে। সবাইকে উত্তর দিতে হবে বাপটা কে। ছেলেটা তখন দায়িত্ব না নিলে হবে?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম, 'তুমি অত দূর ভেবে ফেললে কেন?'

মা বলল, 'সম্পর্ক শুরু হয়ে গেলে ব্যাপারগুলো ওদিকেই চলে যায়। শরীর তো ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো, ঘুমিয়ে আছে একরকম, জেগে উঠলে তখন তাকে আটকানো যায় না। তার উপরে তুই একা একা যাচ্ছিস, ছেলেটার সঙ্গে মিশছিস, কখন কী হবে কে বলতে পারে?'

আমি বললাম, 'না না অত কিছু হয়নি। ভালোবাসা, বা সম্পর্ক নিয়ে কোনও কথা হয়নি। ছেলেটার দিক দিয়ে হয়তো কিছু নেইও'।

মা বলল, 'এমনি এমনি তোর সঙ্গে দেখা করতে আসছে না। হয় ভালোবাসে, নয়তো কুমতলব আছে। দু'ক্ষেত্রেই তোকে সতর্ক হতে হবে'।

আমি বললাম, 'ওরে বাবা, এত ভেবে তো মেশা যায় না। হতে পারে শুধু বন্ধুত্ব চায়?'

মা বলল, 'কেন? ছেলেটার এমনি বন্ধু নেই? হঠাৎ তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসবে কেন? লোকের খেয়েদেয়ে কাজ নেই?'

আমি ব্যাজার মুখে বসে রইলাম। দিদা বলল, 'কুড়কুড়ানি উঠসে ছেমরির। শোয়ার তাল করো, না?'

আমি দিদাকে পাত্তা দিলাম না।

মা বলল, 'যাই হোক, কথা বলার সময় ছেলেটার বাড়ির সব তথ্য নিবি, তারপর দেখা যাবে। ঠিক আছে? প্রেম ভালোবাসায় গিয়ে হাওয়ায় ভেসে যাবার

সময় এটা না। সময় ভালো না। কোনওকালেই ছিল না অবশ্য, এখন আরও খারাপ'।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। মা ছাড়া এ কথা আর কে ভালো বুঝবে? সংসার করা একটা লোক ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, এরপর মা আর কাকে বিশ্বাস করবে?

মা যে সবসময় ঠিক, তা আমার থেকে ভালো আর কে জানে!

৮৫

'আচ্ছা আপনার বাড়ি কি কলকাতাতেই?'

প্রশ্নটা করেই ফেললাম।

আদি বলল, 'হ্যাঁ। কেন? যাবেন? চলুন না'।

বিপদে পড়ে গেলাম। আমি আদির সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাইছি। কিন্তু সরাসরি বলতে পারছি না। মার কথা অনুযায়ী আদিও আমার সঙ্গে সম্পর্কে যেতে চায় অথবা ওর খারাপ উদ্দেশ্য আছে। ও যদি এখন বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তখন আমি কী করব?

আমি বললাম, 'পরে একদিন যাব না হয়। আজ তো ফিরতে হবে'।

আদি বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে করে আপনার বাড়ি যেতে। আমার মামাবাড়ি মফস্‌সলে। ছোটবেলায় খুব যেতাম। কত গাছপালা'।

আমি বললাম, 'বেশ তো। ঘুরে আসবেন'।

পিউকে দেখতে পেলাম যেন। ঘুর ঘুর করছে। পিউ আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হোয়াটস অ্যাপ স্ট্যাটাস দেয়। কেমন অস্বস্তি হয় সেগুলো দেখলে। যেন বোঝাতে চায় আমি ওকে ঠকিয়েছি। ঠকানোর তো কোনও ব্যাপার নেই। আমার সঙ্গে শেয়ালদা যাওয়া নিয়েও ঠারে ঠোরে কথা শুনিয়েছে। আমি তো ওকে শেয়ালদা যেতে বলিনি। ও নিজেই আমার সঙ্গে যেত।

পিউকে আদিও দেখেছে। বলল, 'ওর কি কোনও সমস্যা আছে?'

আমি বললাম, 'জানি না। হতে পারে সমস্যা আছে'।

আদি বলল, 'কেমন রাগী রাগী মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে'।

আমি বললাম, 'ছাড়ুন। দেখার দরকার নেই'।

আদি বলল, 'হুঁ। আপনাকে একটা কথা বলব?'

আমার বুকটা ধুক করে উঠল। বললাম, 'বলুন'।

আদি বলল, 'আমার আজকাল আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করে খুব। মনে হয় কাছে কাছে থাকি। এটা কি কোনও সমস্যা?'

আমি বললাম, 'আপনি কি প্রেম নিবেদন করতে চাইছেন?'

আদি পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, 'চাইলে কি আপনি না করে দেবেন?'

আমি বললাম, 'কেউ কারো সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুধু মনে হওয়া নিয়ে কিছু বলা ঠিক না'।

আদি বলল, 'আপনি আমার সম্পর্কে কী জানতে চান বলুন? আমি সব কিছু বলছি।'

আমি বললাম, 'কিছু জানাতে হবে না। জেনে কী করব?'

আদি বলল, 'আপনার জানতে ইচ্ছে করে না?'

আমি বললাম, 'আমার মধ্যে অনেকগুলো দেওয়াল আছে আদি। কোন দেওয়াল কখন সব কিছু আটকে দেবে আমি নিজেই জানি না। বোধ হয় আমার মনে কোনওদিন কারো জন্য কোনও ফিলিংসও তৈরি হবে না। আপনাকে জড়ালে আপনাকেই কষ্ট দেওয়া হবে। আমার হিমুর কথা মনে পড়ে যায়...'

আদি হেসে ফেলল, 'আপনি কি অনেক দূর অব্দি ভেবে ফেলছেন?'

আমিও হাসলাম, 'না ভাবিনি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে হার্ডলগুলো আছে, সেগুলোকে পেরিয়ে আমি কতদূর এগোতে পারব, তা নিয়ে খুব দ্বিধায় থাকি'।

আদি বলল, 'মনে হয় আমার সম্পর্কে আপনাকে সব কিছু বলে দেওয়া উচিত। আপনার নাম আদিনাথ রায়। আমার বাবা পরমার্থ রায়। বাবা ব্যাঙ্কে কাজ করেন। আমি কম্পিউটার পার্টসের ব্যবসা করি। বড় রোজগার নেই। তবে খারাপ না। আমি বেহালায় থাকি'।

আমি বললাম, 'থাক থাক। এত জেনে আমি কী করব?'

আদি বলল, 'দ্বিধা কাটবে। আমার কিন্তু আপনার ওই আধ বেলার বিয়ে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই'।

আমি বললাম, 'তাও থাক। আমি এত তাড়াতাড়ি কিছু ভাবছি না। আমার মাথা কাজ করে না'।

আদি বলল, 'ভালো তো। আমরা দেখা করব, কথা বলব, আপনার যদি মনে হয় এগোতে চান, এগনো যাবে। কোনও অসুবিধা নেই'।

আমি হাসলাম, 'তাই হোক। আচ্ছা আপনি ফেসবুকে নেই? দেখলাম না তো'।

আদি বলল, 'না। আমার ভালো লাগে না। সময় নষ্ট হয় অনেক'।

আমি বললাম, 'যাক। আমার মতো কেউ একজন আছে'।

আদি বলল, 'আমরা কি তুমি করে কথা বলতে পারি?'

আমি বললাম, 'পারি'।

আরও কত আজেবাজে কথা বললাম। আদি আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল।

ভালো লাগছিল। এই অনুভূতিটা ভালো লাগার মতোই।
বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজকাল আমার সন্ধ্যা হয়ে যায়।
মা দরজা খুলে বলল, 'জিগ্যেস করলি?'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। আদি যা যা বলেছে বললাম।
মা বলল, 'রবিবার বাড়িতে ডাক। ঘুরে যাক'।
আমি বললাম, 'এখনই?'
মা বলল, 'হ্যাঁ। এখনই'।
আমি বললাম, 'ঠিক আছে বলব'।

৮৬

হঠাৎ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির সামনেটায় জল জমে যাচ্ছে। নিশি ওদের বারান্দায় বসেছিল। হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজতে বাইরে এসে দাঁড়াল।

আমার মাথাটা কেমন একটা ধরে আছে। হয়তো একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হত। ঘুমোতে পারছি না। চোখ বুজলেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আদি যদি আমার সঙ্গে আর দেখা করতে না চায় তাহলে কী হবে?

আমার যে খুব আদির বাড়িতে গিয়ে সংসার করতে ইচ্ছে করছে, ব্যাপারটা একবারেই সেরকম না। কিন্তু আমার আদির সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছে। আদি না থাকলে অস্বস্তি হচ্ছে।

জানলার বাইরে চেয়ে চুপ করে বসে আছি। সন্ধে থেকে রাত হয়ে গেল এভাবেই। আরেকটু রাত হলে আদি ফোন করল, ধরলাম। ওপ্রান্ত থেকে আদি বলল, 'কী করছেন?'

আমি বললাম, 'মা আপনাকে দেখতে চেয়েছে। রবিবারে আসতে পারবেন?'

আদি বলল, 'কেন পারব না? অবশ্যই যাব'।

আমি বললাম, 'কিছু মনে করলেন না তো?'

আদি বেশ জোর দিয়ে বলল, 'না না। একেবারে না। কেন মনে করতে যাব?'

আমি বললাম, 'আসলে মাকে বলেছিলাম তো। তাই মা চিন্তা করছিল। বুঝতেই পারছেন আমাদের বাড়ির পরিস্থিতিটা কেমন। মা কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না'।

আদি বলল, 'প্লিজ আপনি এত কিছু বলবেন না। অ্যাকচুয়ালি আমিই তো যেতে চাইছিলাম। আপনাকে বলেছিলাম। আপনি কি ভুলে গেছেন?'

আমি বললাম, 'না, আমার মনে আছে। তবু আমার মনে হচ্ছে আমি

যেন জোর করছি'।

আদি বলল, 'জোর করার কিছু নেই। আমি যাব। আপনি ঘাবড়াবেন না'।

আমি চুপ করে রইলাম। কান্না পাচ্ছিল। কান্না জিনিসটাকে আমি ঘেন্না করি। তবু এটাই আমার সব থেকে বেশি পায়। কারণে অকারণে চোখ জলে ভিজে যায়।

ফোন রাখতে দেখি দিদা খাটে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছে। বলল, 'কীরে ছেমরি, কলকাতার ছ্যামরা পাইয়া গলায় ঝুলতে ইচ্ছা করে, তাই না?'

আমি বললাম, 'তুমি এখন যাও। আমার ভালো লাগছে না'।

দিদা খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'তুই বুঝস না? তোর কপালে দুর্ভোগ লেখা আছে। তুই কোনওদিন সুখী হইতে পারবি না। বাপ পালাইছিল তোর, তুই কি কইরা আনন্দে থাকবি?'

আমি উত্তর না দিয়ে শুয়ে রইলাম।

ইদানীং আমার নিজেরও মনে হয়, আমি একটা অপয়া। আমার ভালো কিছু হবে না। হয় দেখা যাবে আদি একটা ফ্রড, নয়তো ওর বাড়ির লোক মানবে না।

সারারাত এপাশ ওপাশ করলাম, ঘুম এল না। ভোর হতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিশি উঠোনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর বাড়ির লোক কি মেয়েটার একটুও খেয়াল রাখে না?

আমি গিয়ে নিশিকে ঠেলে তুললাম, 'ওঠ-ওঠ, ঘরে যা'।

নিশি ভেজা গায়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। আমার দিকে কঠিন চোখে দেখে বলল, 'কীরে নীপা, তুই রাতে আমার কাছে শুয়েছিলি?'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। নিশি কি ঠিক হয়ে গেছে? বললাম, 'না। তুই একা একা উঠোনে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। ঘরে গিয়ে শো'।

নিশি একদম সুস্থ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ঠিকই বলেছিস। যাই ঘরে যাই'। গট গট করে গিয়ে সদর দরজায় কলিং বেল বাজাল। নিশির বাবা দরজা খুলতে নিশি বলল, 'আমি বাইরে ছিলাম আর তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমোলে? তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে বাবা?'

নিশির বাবা ফ্যালফ্যাল করে একবার আমার দিকে, আরেকবার নিশির দিকে তাকাল।

নিশি বাবাকে সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিশির বাবা আমাকে বললেন, 'কীরে, ও কি ঠিক হয়ে গেছে?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'জানি না'।

নিশির বাবা উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকে গেল।

আমার হতভম্ব ভাব কাটছিল না। কিছুক্ষণ ওখানেই বসে রইলাম। ঘরের

ভেতর থেকে নিশির গলা ভেসে আসছিল, 'একী! আমার ঘরে মা শুচ্ছে কেন? এ আবার কী? আমি শোব এখন, যাও, তোমার ঘরে গিয়ে শোও'।

আমি নিজেকে একবার চিমটি কাটলাম, নাহ ব্যথা লাগছে তো! তাহলে আমি স্বপ্ন দেখছি না, সত্যিই নিশি সুস্থ হয়ে গেছে।

৮৭

নিশির হঠাৎ ঠিক হয়ে যাওয়ার খবরে আমাদের পাড়ায় শোরগোল পড়ে গেল। সবাই নিশিদের বাড়ি ভিড় করতে শুরু করেছে। নিশি গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ হয়তো ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করছে, 'ঠিক আছিস নিশি?'

নিশি রোষকষায়িত নেত্রে দেখছে। তারা পালিয়ে যাচ্ছে। নিশি একদিন হঠাৎ করে যেমন পাগল হয়ে গেছিল, তেমন একদিন ঠিক হয়েও গেল। যদিও ঠিক হবার পরেও কোনও কোনও ঘটনা দেখলে মনে হয় আদৌ হয়তো ঠিক হয়নি। পাড়ার কেউ বেশি প্রশ্ন করলে আগের সেই পিলে চমকে দেওয়া ভয়াবহ হাসিটা হেসে ফেলত। চাউনিটাও মাঝে মাঝে কেমন কেমন লাগে। বাবা বলত, পাগল বোঝা যায় চোখ দেখে। মানুষ বোঝার জন্যে চোখের বিকল্প নেই।

নিশিকে আমি ঠিক করে চিনতেই পারলাম না হয়তো কোনওদিন।

আদিকে আনতে রিকশা নিয়ে স্টেশনে গেছিলাম। এমনিতেই নিশির জন্য আমাদের বাড়ির সামনে ভিড় গিজগিজ করছিল। আদিকে নিয়ে যখন রিকশা করে ফিরছি, পাড়ার সিসিটিভিগুলো উত্তেজনায় ছটফট করছে। আমার সেই অস্বস্তিটা ফিরে আসছিল। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে শুরু করল।

আদি বলল, 'ভয় পাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'জানি না'।

আদি বলল, 'ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে'।

আমি রিকশা থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। আদি ধরে নিল।

মা রান্না করছিল। আদি গিয়ে প্রণাম করল। মা বলল, 'বসো। চা খাবে? না সরবত?'

আদি বলল, 'জল খাব'।

আদিকে একটা গ্লাস ভর্তি করে জল দিল মা। আদি একঢোকে জল খেয়ে নিল। মা বলল, 'রান্না শেষ করে আসছি। তুই ওকে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখা'।

আদি বলল, 'খুব ভালো লাগছে জানেন আন্টি। কতটা জায়গা নিয়ে আপনাদের বাড়ি'।

মা বলল, 'দেখো ভালো করে'।

আদিকে ঘরগুলো দেখাতে দেখাতে নিশির কথাটা বললাম। আদি বলল, 'এরকম হয় নাকি? একবার পাগল হয়ে গেল, আবার ঠিকও হয়ে গেল?'

আমি বললাম, 'আপনি পরিচয় করবেন? এখন গোটা পাড়ার লোক আছে ওদের বাড়িতে। কিন্তু আমার বন্ধু তো, ডাকলে চলে আসবে'।

আদি বলল, 'না না থাক। আমি এমনি গল্প করি'।

আমরা বসার ঘরে বসলাম। আদি হাসল, 'কী অদ্ভুত না? কীভাবে দেখা হয়ে গেল, আমি চলেও এলাম আপনাদের বাড়িতে? এভাবেই দেখা হয়ে যায় হয়তো'।

আমি বললাম, 'আপনার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না তো?'

আদি বলল, 'না। কিছু হচ্ছে না। আপনার মার যা যা খোঁজ নেওয়ার দরকার, উনি নিতে পারেন। আমি প্রস্তুত'।

আমি বললাম, 'আমার বিয়েটার ব্যাপারে...'

আদি বলল, 'আর কতবার বলবেন? ইট হ্যাপেন্স'।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তবে সেই বাবা চলে যাবার পর থেকে আমার সঙ্গে তো ভালো কিছুই হয়নি, তাই একটু কেমন কেমন লাগে'।

আদি বলল, 'আপনার বাবার চলে যাওয়াটাও সেভাবে দেখতে গেলে বিরাট অস্বাভাবিক কিছু না। মানুষ যার সঙ্গে ভালো থাকবে, তার সঙ্গে থাকুক'।

আমি থমকে গেলাম। বললাম, 'আপনারও কি এরকম মনে হয়? আপনি এরকম করতে পারেন ভবিষ্যতে?'

আদি বলল, 'আমি সরাসরি বলব। দুম করে না বলে চলে যাব না। এটুকু বলতে পারি'।

আমি বললাম, 'অনেকটা সময় পরে একটা মানুষ ছেড়ে চলে যাবে, এটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আপনার?'

আদি বলল, 'হ্যাঁ। আপনার বাবার দোষ নেই'।

আমি চুপ করে গেলাম। রাগ হচ্ছিল। বললাম, 'বসুন, আমি দেখি মার কোনও হেল্প লাগবে নাকি'।

আদি বলল, 'ঠিক আছে'।

আমি রান্নাঘরে গেলাম না। নিজের ঘরে গিয়ে বসে রইলাম। কান্না পাচ্ছিল। দিদা বলল, 'দ্যাখসস ছেমরি? সব ব্যাটা একরকম হয়'।

আমি বললাম, 'হু। সবাই সমান'।

দিদা বলল, 'কাজ শেষ হইলেই ছ্যামরারা সব ভুইলা যায়। নতুন মাগি চায় তহন'।

আমি আবার বললাম, 'হুঁ'।

চোখ ফেটে জল আসছে। মা ডাকল, 'এদিকে আয়'।

আমি চোখ মুছে রান্নাঘরে গেলাম।

মা বলল, 'ছেলেটা ভালো'।

আমি বললাম, 'মানে?'

মা বলল, 'দেখলে বোঝা যায়। সে বোধ আমার আছে। লুচি করলাম। দিয়ে আয়'।

আমি আর কিছু বললাম না।

আদি বেশ মন দিয়ে খাওয়া দাওয়া করল। মার সঙ্গে ওর মার কথা বলিয়ে দিল।

বিকেল নাগাদ আদিকে রিকশায় তুলে দিলাম। ও যেতেই আমি মাকে বললাম, 'তুমি জানো, ও বলেছে বাবা যেটা করেছে ঠিক করেছে? এ ছেলেকে বিয়ে করা ঠিক হবে না'।

মা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি শুনেছি, তোরা যখন কথা বলছিলি। ও চাইলে প্রিটেন্ড করতে পারত। তোর দলে গিয়ে তোর বাবাকে বাজে কথা বলতে পারত। বলেনি। ও যে কথাটা বলেছে, সেটা সত্যি কথা। ও মন জুগিয়ে কথা বলেনি। তোর বাবা যদি আমাকে সরাসরি বলত তোমায় পোষাচ্ছে না, তোমার বোনের সঙ্গে আমি চলে গেলাম, আমার সমস্যা হত না। আদি ভালো ছেলে। যদি অন্য কোথাও সম্পর্কে যায়, তোকে সরাসরি এসে বলবে। যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ না, বলতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলি?'

আমি কিছুই বুঝলাম না। মাথা নেড়ে তবু বললাম, 'ঠিক আছে'।

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, 'বুঝবি আরেকটু বড় হ। পেছন থেকে কেউ ছুরি মারার চাইতে সামনে বুকে গুলি করা অনেক ভালো। আদির বাড়ি যেতে বলেছে ওর মা। আমরা যাব'।

৮৮

দোকান থেকে কোনও জিনিস কেনার পর যখন মনে হয়, দামটা কম বললে হয়তো কম দামেই জিনিসটা দিয়ে দিত, তখন অদ্ভুত মন খারাপ হয়। আমার সেরকমই মন খারাপ হল।

এতদিন আদিকে চোখে হারিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? আদির মার সঙ্গে আমার মার কথা বলার মতো জায়গায় তো আমাদের সম্পর্কটা যায়নি। তাহলে কথা বলার কী দরকার?

আমি কিছু ভাবতে পারলাম না। মাথা ঘেঁটে গেছে বিচ্ছিরিভাবে।

নিশিদের বাড়ি ফাঁকা হয়েছে এতক্ষণে। নিশির বাবা পাড়ার সবাইকে মিষ্টি

খাইয়েছে মেয়ে সুস্থ হয়েছে বলে।

নিশির সঙ্গে গিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু গেলাম না। নিশির আবার কিছু হলে নিশির বাবা যদি আমাকেই দোষী ঠাউরে দেন? আমি আর ঝামেলায় যেতে চাই না।

শেয়ালদা পৌঁছে আদি মেসেজ করল। পিউও মেসেজ করেছে, 'ওই ছেলেটার জি এফ আছে। মেয়েটার সঙ্গে এদিক সেদিক ঘুরতে যায়। জিগ্যেস করবি'।

পিউ পাগল হয়ে গেছে। আমি আর পিউর মেসেজ দেখব না ঠিক করলাম। এমনিতেই আমার মনে অনেক দ্বিধা কাজ করছে, এরপর আরও দ্বিধা চলে আসবে।

কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আদি ঠিক বলে দিত। তাছাড়া ছেলে মেয়ে বন্ধুও হয়। কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘোরা মানেই প্রেম করছে, এরকম ভুলভাল ধারণার কোনও মানেই হয় না। অবশ্য পিউ হিংসা করে মিথ্যে রটাতেও পারে। ওর মধ্যে এই গুণ আছে। শুরু থেকেই আদির বিষয়ে আমার সংশয় তৈরির চেষ্টা করেছে মেয়েটা।

মা কখন আমার ঘরে চলে এসেছে বুঝতে পারিনি। খাটে বসে বলল, 'তোর বিয়ে হলে বাড়ি বিক্রি করব। এ বাড়ি আর রাখব না'।

বুঝলাম বাড়ি বিক্রির ভূত আবার মার মাথায় চলে এসেছে। বললাম, 'তুমি কোথায় থাকবে?'

মা বলল, 'কলকাতায় একটা না একটা থাকার জায়গা পেয়ে যাব। এই বাড়িতে দুঃস্বপ্ন মাথায় করে আর বাকি জীবনটা কাটাব না'।

এ কথা বললে কি আর বাড়ি বিক্রির বিরোধিতা করা যায়? বললাম, 'আমার বিয়েটা হবেই, কী করে বুঝলে?'

মা বলল, 'বোঝা যায়। এগুলো তো সংযোগ। একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। তোকে কলকাতায় কম্পিউটার শিখতে পাঠানোর কথা হঠাৎ মাথায় এল। আমি কোনওদিন ভাবতে পারিনি তুই এই ভিড় লোকালে যাতায়াত করতে পারবি। সেটাও পারলি, আবার আদির সঙ্গে তোর দেখা হল। পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোই বিয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে'।

আমি বললাম, 'বাড়ি বিক্রি করে একটা সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় একা একা থাকতে পারবে?'

মা বলল, 'তোর কাছাকাছিই ফ্ল্যাট কিনব। তুই কাছে থাকবি, মাঝে মাঝে দেখে যাবি। তাহলে আর অসুবিধা হবে না'।

মা তো ভুল কিছু বলছে না। আমরা দুটো প্রাণী। একজন দূরে চলে গেলে আরেকজন কী করবে? এটাই স্বাভাবিক। তবু আমার খুব কষ্ট হল বাড়িটার জন্য।

জগদীশচন্দ্র বোস আবিষ্কার করেছিলেন গাছেদের প্রাণ আছে। আমি জানি বাড়িরও প্রাণ আছে। এই যে আমার ঘরটা। খাট, সোফা, ডাইনিং টেবিল, আমাদের বাড়ির রঙ, সব কিছু অনেকটা মায়া বুকে নিয়ে আমাকে জড়িয়ে থেকেছে এতদিন। সেই বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে? আমরা থাকব না, অন্য মানুষ এসে থাকবে?

আমার ঘরে একটা পুতুল আছে। ছোটবেলায় বাবা কিনে দিয়েছিল। বাবার চলে যাওয়ার খবর যেদিন জানতে পেরেছিলাম, সেদিন পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। এই সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে চলে যেতে হবে একদিন। অবশ্য অনেকেই বলে বাপের বাড়ি মেয়েদের আসল বাড়ি না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা আমার বাড়ি না। তবু, এসব যুক্তি দিয়েও কি ওই পুতুলটা এখন আমার কাছে জড়বস্তু হয়ে যাবে?

রাতে আদি ফোন করে জানিয়ে দিল। পৌঁছে গেছে। আমি বেশি কথা বললাম না, ঘুম পেয়েছে বলে দিলাম। আমি জানি এখন আবার চিন্তা করতে শুরু করব। সারারাত খাটে শুয়ে ভাবব কী হবে আমার।

কোনও কিছুতেই শান্তি পাব না আমি...।

৮৯

'তুমি বই পড়ো?'

আদির বোন আমায় জিগ্যেস করল।

আদিদের বাড়িটা ভারি সুন্দর। কলকাতায় তো বাড়ি করার জন্যে আমাদের মফস্‌সলের মতো বড় জায়গা থাকে না। তবু আদিদের বাড়ি বেশ বড়। আসার পরে আদির বোন আমায় ওর ঘরে নিয়ে এসেছে। মা আদির বাবা মার সঙ্গে গল্প করছে। আদিকে মিষ্টি আনতে পাঠানো হয়েছে।

আদির বোনের ঘরটা বেশ ছিমছাম। এক কোণে কম্পিউটার। দেওয়ালে অনেক বই। বোঝাই যায়, অনেক বই পড়ে।

আমি অবশ্য আগে থেকেই জানি আদির বোন খুব বই পড়ে। বললাম, 'খুব পড়ি না। মাঝে মাঝে পড়ি'।

আদির বোন বলল, 'হ্যাঁ দাদার সঙ্গে তোমার সেই বই কিনতে গিয়েই আলাপ হয়েছিল। দাদা বলেছে'।

আমি বললাম, 'আমি ওখানে একটা কম্পিউটার কোচিঙে যাই। বই কিনতে যাইনি'।

আদির বোন বলল, 'হ্যাঁ। সেটা জানি। দাদার যে কাউকে পছন্দ হবে

আমরা ভাবতে পারিনি জানো? দাদাকে বিয়ের কথা বললেই দাদা রেগে যেত। কারণটা কেউ জানি না আমরা'।

আদির বোনের কথায় আমি হাসলাম, 'পছন্দ হয়েছে নাকি জানি না। খুব বেশিদিন কথা হয়নি আমাদের'।

আদির বোন বলল, 'কেন? তোমার দাদাকে পছন্দ হয়নি? নাকি এখনও ডাউট আছে?'

আমি বললাম, 'হয়েছে। আমার মা বলেছে, আদি ভালো ছেলে। যা বলে মুখের উপর বলে দেয়'।

আদির বোন বলল, 'তুমিও কোনও কথা গোপন করনি। যা হয়েছে, তা বলেছ'।

আমি বললাম, 'লুকিয়ে কি কোনও লাভ হয়? সবাই জানতে পারে। তাছাড়া লুকোনোর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার এমনিতেই কাউকে পছন্দ হয় না। এককালে আমি ভেবেছিলাম, আমার হয়তো কাউকেই ভালো লাগবে না'।

আদির বোন বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে হয়তো এত শক্ত থাকতে পারতাম না। তুমি খুব কঠিন কাজ করেছ। তোমার মেন্টাল স্ট্রেসের ব্যাপারটা আমি বুঝি। তুমি এত ভেবো না। আমাদের বাড়িতে তোমার কোনও সমস্যা হবে না'।

আমার জীবনে কোনও কিছুই সোজা সরলভাবে হয়নি। আমার বাবা, হিমুদের বাড়ি, অনীশ, অনির্বাণদা, নিশি, দিদা—কোনও কিছুই জটিলতাহীন না। আমার আশঙ্কা ছিল আদিদের বাড়িতে এসে আমার আশাভঙ্গ হবে। আশ্চর্যজনকভাবে তা হল না। আদিদের বাড়ির জানলাগুলো বড় বড়, ঝকঝকে ঘরগুলোর মতো মানুষগুলোও ভারি আন্তরিক। আদির মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, অনেক আদর করলেন। আমার চোখে জল চলে আসছিল। দুপুরে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন। মাকে অনেকদিন পর প্রাণখুলে হাসতে দেখলাম। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে উঠেই মা শুধু বলল, 'অনেক দিন পর একটু শান্তি পেলাম। ওরা ভালো মানুষ'।

আমি কিছু বললাম না। আজ আদি খুব হাসছিল। আমরা দুজন আলাদা ঘরে বসে কথাও বললাম। আদি বলল, 'আপনি কি একটু ফ্রি হতে পেরেছেন?'

আমি বললাম, 'পেরেছি'।

আদি বলল, 'আপনার কি এখনও মনে হচ্ছে সব কিছু বড্ড তাড়াতাড়ি হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'কিছুটা। আমরা বেশিদিন দেখা করিনি'।

আদি বলল, 'তার দরকার নেই। আমার সৎ মানুষ চিনতে ভুল হয় না।

যত দেরি, তত কমপ্লিকেশন। যদিও আমাদের বাড়িতে ওসব সমস্যা নেই'।

আমি বললাম, 'আমি যদি বলি আপনাকে ভালোবাসতে পারব না, কাউকে ভালোবাসতে পারব না? তাহলেও আপনি এগোবেন?'

আদি বলল, 'হ্যাঁ। আমি এগোব। আপনার সঙ্গে থাকতে ভারি ইচ্ছে করে আমার। দেখেন না, আপনার কম্পিউটার সেন্টারে কেমন ছুটে ছুটে যেতাম? সব সময় ভালোবাসাটাই বড় কথা না। একসঙ্গে থাকতে ভালো লাগছে নাকি, সেটাও বড় কথা। আমার আপনার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে'।

আমি হেসে ফেললাম, 'এ কেমন কথা?'

আদি বলল, 'এটাই কথা। ভালোবাসা ধুয়ে কি জল খাবেন?'

আমি বললাম, 'অস্বীকার করব না, আমারও আপনার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে'।

আদি বলল, 'তাহলে? আর কিছু দরকার নেই। আর ঝামেলা করবেন না'।

আমি বলেছি, 'বেশ। করব না'।

বাড়িতে ঢোকার সময় আবার আমার মনে হল, এই বাড়িটায় আর থাকব না বিয়ে হয়ে গেলে?

৯০

রাতে আমি আর মা পাশাপাশি শুয়েছি। আজ ইচ্ছে হল মার কাছে শুই। অদ্ভুতভাবে মা যেন আমার মনের কথাটা জেনেই বলল, 'তুই আমার কাছে শো'।

আদিদের বাড়ি থেকে খাবার বেঁধেছেদেও দিয়েছিল। রাতে আর রান্না করতে হয়নি। দুজনে চুপ করে শুয়ে আছি। আমার ঘুম আসছে না। ভেবেছিলাম মা ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ পর মা বলল, 'ওরা ভদ্র সভ্য স্বাভাবিক মানুষ। আশা করি তোর সমস্যা হবে না'।

আমি কী বলব, বুঝতে পারলাম না। শুধু বললাম, 'হুঁ'।

আমার মা আছে। মার আমি। আমাদের আর কেউ নেই। মাকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে ভেতর থেকে একটা কান্না আসছে। বহু কষ্টে সে কান্না চেপে রেখেছি।

মা বলল, 'তুই এখনও চাকরি করিস না। হয়তো করবিও না। তার মানে

তুই হাউস ওয়াইফ হবি। সবার আগে চেষ্টা করবি, বাড়ির সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে। প্রত্যেকের কথা শুনবি। ওরা তোকে গুরুত্ব দেবে। তুইও সবার সঙ্গে ভালোভাবে থাকবি। ভিলেন হতে যাস না। সংসারে কেউ ভিলেন পছন্দ করে না। তুই একটু লাজুক। সবার সঙ্গে কথা বলিস না। ওদের বাড়িতে ওর বাবা কিংবা মার বাড়ি থেকে অনেক লোক আসবে। ইচ্ছে না থাকলেও সবার সঙ্গে কথা বলবি। ওরা কেউ তোর বাবা কিংবা আগের বিয়ে নিয়ে খোঁটা দিয়ে কথা বললে ঝগড়া করতে যাস না। মাথা গরম করবি না'।

আমি বললাম, 'মোদ্দা কথা হল সেই রাতেই যাতে আমাকে আবার বাড়ি দিয়ে না যায়, তাই বলতে চাইছ তো?'

মা শ্বাস ছাড়ল, 'তাতেও অসুবিধে নেই। যদি তোর আত্মসম্মানে কোনওরকম সমস্যা হয়, তুই নিশ্চিন্তে চলে আসবি। আমি আছি'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

মা বলল, 'তবে ওদের বাড়ির লোক হিমুদের বাড়ির মতো না। ওরা অতটা নীচতা প্রকাশ করবেন না, এটুকু আমি বুঝেছি'।

আমি বললাম, 'আবার সবকিছু কী করে সামলাবে?'

মা বলল, 'ওরা কোর্ট ম্যারেজ চাইছেন। অত খরচ করতে চাইছেন না। আমিও সেটাই চাই। আদি বলেছে বিয়েতে অত খরচার পক্ষপাতী ও না। একটা জয়েন্ট রিসেপশন হবে, আমরা সে রিসেপশনের খরচ ভাগাভাগি করে দেব'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। সবাই যা ভালো বোঝে তাই হোক। আমারও আর সং সাজতে ভালো লাগছে না'।

মা বলল, 'বাড়ির জন্য বলেছি। দু-তিন দিনের মধ্যেই লোক দেখতে আসবে। আমি আদির বাবা মাকেও জানিয়েছি আমার সিদ্ধান্তের কথা। ওরাও খুশি হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে'।

আমি বললাম, 'তোমরা এত কিছু আলোচনা করে ফেলেছ?'

মা বলল, 'করতে হবে। আলোচনা না করলে বিয়ে হয় না। ট্রান্সপারেন্সি থাকা দরকার। আমি যেমন আদি সম্পর্কেও শুনলাম এর আগে ওর একটা সম্পর্ক ছিল। বিয়ের কথা হবার সময় কেটে গেছিল'।

আমি চমকালাম। আদি তো আমাকে এই কথা বলেনি। মাকে সে কথা বলতে বলল, 'তোদের সম্পর্ক সেভাবে দানা বাঁধেনি বলেই বলেনি। আরেকটা কথা মনে রাখবি, বর্তমান সম্পর্কে অযথা অতীতকে টেনে এনে কোনও লাভ হয় না। তুই বা আদি, কেউ যদি একে অপরের অতীত টানতে থাকিস, তাহলে তোরা কেউই ভালো থাকবি না'।

আমি বললাম, 'তাও একবার কথায় কথায় বলতে পারত'।

মা বলল, 'গোপন করেনি। ওর বাবা তো বলেছেন। ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেনি হয়তো'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। পরে সে এক্স এসে ঝামেলা না করলেই হল'।

মা বলল, 'পরের কথা ভেবে মাথা খারাপ না করে যাতে বিয়ের পরেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস, সে চেষ্টা কর। তোর বাবা চলে যাবার পরেও আমার সমস্যা হয়নি, চাকরি করতাম বলে'।

আমি বললাম, 'চাকরি পাওয়া এত সোজা?'

মা বলল, 'কিছুই সোজা না জীবনে। একটা ঠিকঠাক মানুষ খুঁজে পাওয়াও ভীষণ কঠিন। তাও চেষ্টা চালানোটাই বড় কথা। পড়াশুনা কর, চেষ্টা কর, সম্পর্কে সৎ থাক। তারপর যা হবার হবে'।

আমি আর কিছু বললাম না।

ঘুম আসতে বেশিক্ষণ লাগল না।

অনেক বেলা অবধি ঘুমালাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি বসার ঘরে দুজন অচেনা লোক বসে আছে।

জমি বাড়ির দালাল।

৯১

বাড়ি দেখতে আসে লোক। ঘরে যায়, বাথরুম দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কত প্রশ্ন তাদের। কেউ কেউ এসে জিগ্যেস করে, 'বাড়িতে প্রেতাত্মার কোনও লক্ষণ নেই তো?'

দিদা বসে বসে হাসে। ভাগ্যিস বাবার ভাই বোন নেই। তাহলে অনেক সমস্যা হত। মা বলেছে, সেরকম ঠিকঠাক টাকা পেলে নতুনমাকে কিছুটা দেবে। সংসার তো মাকেই চালাতে হয়।

নিশি আমার কাছে আসে। আমার বিয়ের খবর শুনে বলল, 'এবার ঠিক হবে তো? তুই আবার চলে আসবি না তো?'

আমি বললাম, 'জানি না। যা হবে, দেখা যাবে। আচ্ছা তুই কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছিলি, না নাটক করছিলি? আমাকে বল না প্লিজ'।

নিশি বলল, 'আমার মনে নেই, বিশ্বাস কর। জানিস, আমারও বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে। বাবা বলেছে, আমাকে ভালো স্বধর্মের ছেলে দেখে বিয়ে দেবে। রাজি হয়ে গেছি। বাচ্চাটাকে বোর্ডিং-এ দিয়ে দেবে বলেছে বাবা'।

আমি বললাম, 'তোর কষ্ট হবে না?'

নিশি বলল, 'ধুর। অত ভাবি না। বাবার কথা শুনে চলব। যা হবে দেখা যাবে'।

আমি নিশিকে বুঝতে পারি না। নিশিকে বোঝা অসম্ভব। অহেতুক বুঝে লাভ নেই ভেবে হাল ছেড়ে দিলাম।

আদি আমাকে ওর আগের সম্পর্কটা নিয়ে বলেছে। খুব সিরিয়াস ছিল। মেয়েটা শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছিল। বিয়ে করবে না। আদি নাকি জানে না মেয়েটা কেন বেঁকে বসেছিল। আমি বেশি খোঁচাইনি। জানার থাকলে পরে জানা যাবে। আদি আমাদের নিয়ে বেশি উৎসাহিত। বিয়ের পরে আদি অরুণাচল যেতে চায়। আমি বলেছি, অত দূর যাওয়া অভ্যাস নেই। যদি বমি করে দিই? আদি বলেছে, সামলে নেবে।

আদি অনেক কথা বলে। আমি শুনি। শুনতে ভালো লাগে। ব্যবসায় চেষ্টা করছে, আরও ভালো হতে হবে। তারপরেই খাওয়া দাওয়ায় চলে যায়। আমাকে নিয়ে একদিন ফুড ওয়াক করবে। কলকাতার ভালো ভালো রেস্তরাঁয় খাবে। আমি হাসি, হাসতে হাসতে বলি, ঠিক আছে।

খেতে ভালোবাসে ছেলেটা। মায়া জন্মায়। মায়া বড় বাজে বস্তু। আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি। রাতে ঘুম ভাঙলে দিদা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলে, 'কীরে মাগি, ছ্যামরাডারে কইবি না?'

আমার বুকটা ধুক করে ওঠে, জিগ্যেস করি, 'কী বলব?'

দিদা বলে, 'তুই যে আমারে মারসিলি, কইবি না?'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। উঠে বসি। অনেকটা জল খাই।

আদি যদি জানে আমি দিদাকে মেরেছিলাম, নিশ্চয়ই বিয়েটা ভেঙে দেবে। কিন্তু কেউ তো জানে না সে কথা। তা সত্ত্বেও আমার বুকের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে থাকে সবটা। উৎকণ্ঠা, বিয়ের দিন গোনার মধ্যে ভুলতে চাইলেও দিদা ভুলতে দেয় না।

সেদিন কলকাতা যাইনি। মা ব্যাঙ্কে যাবে। আমাকে বলল, 'চল, তোকে লকারে নিয়ে যাব। ভালো করে দেখে নে'।

আমি যেতে চাইছিলাম না। মা বলল, 'দেখে নে। আমার জন্য না, তোর জন্যই যাওয়া দরকার। ক'দিন আছি, কবে চলে যাব, আমি নিজেও তো জানি না। চল'।

এরপর আর কোনও কথা বলা যায়? অগত্যা যেতে হল। গোটা পদ্ধতিটা ছোট থেকে কতবার দেখেছি, তবু ভুলে যাই। মা আবার দেখিয়ে দিল। গয়না গুণে গুণে মিলিয়ে নিল মা।

লকার থেকে বেরিয়ে মা বলল, 'তুই বাড়ি চলে যা। আমি পরে যাচ্ছি।

আরও কিছু কাজ আছে'।

মা রিকশা ভাড়াও দিয়ে দিল। কিন্তু কপালে থাকলে যা হয়!

ব্যাঙ্ক থেকে বেরোতেই অপ্রত্যাশিতভাবে হিমুর সামনে পড়ে গেলাম। হিমু আমাকে দেখেই এগিয়ে এল, 'কেমন আছ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'ভালো। তুমি কবে এলে?'

হিমু বলল, 'কাল। বেশ কিছু কাজ আছে, সেরে চলে যাব। তোমার কী খবর?'

আমি বললাম, 'চলছে'।

রোদ উঠেছে বাজেরকম। খুব গরম পড়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার অস্বস্তি হচ্ছে কেন? গরমের জন্য না হিমুর জন্য?

হিমু বলল, 'আমি বিয়ে করিনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি এখনও। তুমি হয়তো ভেবে থাকবে মার জন্য আমি তোমার উপর রাগ করে আছি, ব্যাপারটা তা নয়। আমি তোমার দিকটা বোঝার চেষ্টা করে বুঝেছি, তোমার কোনও দোষ ছিল না। ওই সময়টা তোমার পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল আমার। পারলাম না। অফিসের ডাকে চলেও যেতে হল'।

আমি বললাম, 'আমি কিছু মনে করিনি। ভালো থাকো'।

হিমু বলল, 'এটুকুই? আর কিছু বলবে না? তোমার তো আর বিয়ে হবে না নীপা, তুমি এখনও আমাকে কেন মেনে নিতে পারছ না?'

আমি বললাম, 'কে বলেছে আমার আর বিয়ে হবে না?'

হিমু দৃঢ়স্বরে বললে, 'তুমি নিজেই করতে পারবে না। তোমার মধ্যে অনেক ডিলেমা কাজ করে, আমি জানি'।

আমি বললাম, 'আমি একজনকে ভালোবাসি। সম্পর্কে আছি। এখন আর এসব কথা না বলাই ভালো'।

হিমু প্রথমে বড় বড় চোখ করল। পরক্ষণেই হেসে ফেলল, 'কেন এসব বলছ? আমাকে কাটাতে চাও তো? সে আমি এমনিই কেটে গেছি। আলাদা করে বলার দরকার নেই'।

আমি বললাম, 'মিথ্যে বলছি না। সত্যি বলছি। আমি একটা সম্পর্কে আছি। আসি। ভালো থেকো'।

তাড়াতাড়ি একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। হিমু একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কেউ ওকে খুব জোরে ঝাঁকিয়ে গেছে। আমার একদিনের বিয়ে করা বর। মাথা ঘুরিয়ে আর দেখলাম না। সামনের দিকে তাকালাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়িতে স্নান সেরে একটু বসেছি, কলিং বেল বাজতে দরজা খুলে দেখি, হিমু দাঁড়িয়ে আছে। ভয়াবহ বিধ্বস্ত চেহারা। আমাকে দেখে কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, 'কিছু বলবে?'

হিমু বলল, 'তোমার কথাটা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাব'।

৯২

আমার জীবনে হিমু ফিরে আসবে না, এটা হতেই পারে না। হিমু না ফিরলেই বোধহয় আমি অবাক হতাম। তবে আমার ধারণা ছিল আমার ভূত হিমুর উপর থেকে অনেকটা নেমেছে। অথচ এখন ওর চোখদুটো কিছুতেই সে কথা বলছে না। বললাম, 'ভেতরে এসো'।

হিমু ঘরের ভিতরে এসে বসল। আমার অসহায় লাগছিল। মা থাকলে সমস্যা হত না। মা ঠিক হিমুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিত। এমনভাবে এসেছে, আমার ভয় ভয় লাগছিল।

হিমু বলল, 'ছেলেটা কে?'

আমি বললাম, 'চিনবে না'।

হিমু বলল, 'এলাকার?'

আমি মাথা নাড়লাম।

হিমু রুমাল বের করে কপাল মুছল। উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করা শুরু করে দিল। আমি বললাম, 'কী হল? এরকম করছ কেন?'

হিমু বলল, 'তুমি আমার বিয়ে করা বউ। তুমি কেন অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে করবে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

হিমু হিংস্রভাবে এসে আমার কাঁধে ধাক্কা মারল। আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম। হিমু সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে আমাকে ধরল, 'এ বাবা, আমি এক্সট্রিমলি সরি নীপা, ছি-ছি, এটা আমি কী করলাম'।

আমি হিমুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'তুমি চলে যাও'।

আমার অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল কাঁধে। হিমু আমাকে ধরতে গেল।

আমি সরে গিয়ে বললাম, 'তুমি যাও'।

হিমু গেল না। কাঁদতে শুরু করল।

দিদা ফিক ফিক করে হাসছে, 'কেমন লাগে ছেমরি? আমারে জালাইসোস তুই, এহন দেখ কেমন লাগে'।

আমি বললাম, 'তুমি প্লিজ যাও। তোমার তো এখানে থাকার কথা না। তোমার মা মারা যাবার পর তোমার বাড়ির লোক আমাকে যা নয় তাই বলেছে। তারপরে তুমি আমার সঙ্গে আর কোনওরকম যোগাযোগ করনি। এখন অহেতুক

সময় নষ্ট করছ'।

হিমু বলল, 'তুমি আমাকে একটা সুযোগ দিতে পারতে নীপা'।

আমি বললাম, 'আমার নিজেকে সুযোগ দেওয়ার দরকার ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি না। কেন ভালোবাসতে পারিনি, আমি জানি না। কিন্তু অকারণে জোর করে কাউকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব না। তুমি যাও'।

হিমু বলল, 'আইনত তুমি আমার স্ত্রী'।

আমি বললাম, 'না। আমাদের বিয়ে ভেঙে গেছে। তাছাড়া ধরো আমি তোমার স্ত্রী হলামও, কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না। অকারণ জোর করে কোনও কিছু টিকিয়ে রাখার কি কোনও মানে আছে?'

হিমু বলল, 'আমি তোমার জন্য কত কিছু করেছি নীপা। তোমাদের বাড়িতে থেকেও গেছি। তোমার কি আমার প্রতি একটুও দয়ামায়া জন্মায়নি?'

আমি বললাম, 'দয়া মায়া থাকলেও একসঙ্গে থাকা যায় না'।

হিমু কাতর গলায় বলল, 'তুমি তো চেষ্টাই করতে চাওনি কোনওদিন। আমি এত ভালোবাসলাম তোমাকে, তুমি কী করলে? আমি অন্তত এটুকু জানতাম, তুমি কোনওদিন বিয়ে করবে না। বাড়িতেই থাকবে। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখব। সেটা তো হল না। তুমি অন্য কাউকে ভালোবেসে ফেললে। এ যে কতটা যন্ত্রণার, তা আমি তোমাকে কী করে বোঝাব?'

আমি বললাম, 'পৃথিবীতে অনেক মেয়ে আছে হিমু। যাকে খুশি বিয়ে করে আমাকে মুক্তি দাও'।

হিমু বলল, 'কেন যাকে খুশি বিয়ে করতে যাব? আমি তোমাকে ভালোবাসি'।

আমি বললাম, 'না, ভালোবাসো না। এটা তোমার একটা রোগ। তুমি যথেষ্ট শিক্ষিত একজন মানুষ। ভালো ডাক্তার দেখাও। নিজেই বুঝতে পারবে তুমি রোগে ভুগছ। ভুল কোরো না। নিজের চিকিৎসা করাও। নিজে বাঁচো, আমাকে বাঁচতে দাও'।

হিমু বলল, 'ছেলেটাকে দেখাও'।

আমি বললাম, 'না'।

হিমু বলল, 'প্লিজ দেখাও। আমি দেখে চলে যাব'।

আমি বললাম, 'না আমি দেখাতে পারব না'।

তাকে একটা কাঁচি ছিল। হিমু উঠে সেই কাঁচিটা নিয়ে নিজের গলায় ধরে বলল, 'আমায় দেখাও নীপা। নইলে আমি নিজেকে শেষ করে ফেলব'।

শরীরে প্রবল ব্যথা হচ্ছিল, তার উপরে হিমুর এই পাগলামি। বললাম, 'তুমি বুঝতে পারছ, কী করছ? একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। তুমি এত বড় চাকরি করো, একজন এন আর আই। তোমার যা টাকা, তা দিয়ে তুমি

পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় গিয়ে থাকতে পারো, যা খুশি করতে পারো। তার জায়গায় তুমি কী করছ? একবার ভেবে দেখো তো!'

হিমু চোখ মুখ শক্ত করে বলল, 'ছেলেটাকে দেখাও। আমি চলে যাব'।

আমি এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচাবার জন্যই ফোন থেকে আদির হোয়াটস অ্যাপ ডিপিটা বের করে ফোনটা হিমুর দিকে এগিয়ে দিলাম।

হিমু ফোনটা হাতে নিয়ে খুট খুট করতে করতে আদির নাম্বারটা দু'চার বার বলে ফোনটা সোফার উপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৯৩

প্রচণ্ড ভয় পেলে কী করে মানুষ? আমি জানতাম না, এতটা ভয় কোনওদিন পেতে পারি। আদির সঙ্গে আমার বিরাট কোনও পরিচয় হয়নি, বিরাট কোনও রসায়ন গড়ে ওঠেনি, তবু হিমু যেই মুহূর্তে আদির নাম্বার নিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমার মনে হল হিমু আদিকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আদিকে ফোন করলাম। একবার রিং হতেই আদি ফোন ধরল। আমরা আপনি থেকে তুমিতে গেছি একদিন হল। ফোন ধরেই আদি বলল, 'বলো'।

আমি বললাম, 'একটা ঘটনা ঘটেছে'।

আদি বলল, 'কী? সেই মেয়েটা বিরক্ত করছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না। মেয়েটা না। ছেলেটা। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল'।

হিমু যা যা করেছে সব বললাম।

আদি বলল, 'বেশ তো, ফোন করুক। যা খুশি করুক। আমিই তো রিসিভ করব, ভয়ের কিছু নেই। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছো কেন?'

আদির গলায় যেন জাদু আছে। আমার বুকের ভেতরের সমস্ত উৎকণ্ঠা এক কথায় কমে গেল। আমি বললাম, 'ভয় পাব না?'

আদি বলল, 'না। ভয় পেও না। আমি আছি তো। নিশ্চিন্ত থাকো'।

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা চলে গেল, মা ছাড়া তো কেউ ছিল না। হঠাৎ করে মনে হল আদিকেই যেন আমি আজীবন খুঁজছিলাম। আদি বলল, 'নীপা'।

বললাম, 'বলো'।

আদি বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না। পৃথিবীর কোনও শক্তিকে নিয়েই কোনওরকম চিন্তা কোরো না। এক কাজ করো, একটু ঘুমাও'।

আমি বললাম, 'এখন ঘুমাব? এই পরিস্থিতিতে?'

আদি বলল, 'আমি তাই করি। খুব টেনশন হলে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার প্রাক্তন যখন আমাকে একদিন সব জায়গা থেকে ব্লক করে দিয়েছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি শুনতে চাও ওর কথা?'

আমি বললাম, 'না। আমার কারো কথা শোনার ইচ্ছে নেই। হিমু তোমাকে বেশি না জ্বালাক, তাহলেই আমি খুশি'।

আদি বলল, 'তুমি শোও। চিন্তা কোরো না'।

আমি ফোন রাখলাম। মা এল কিছুক্ষণ পরে। আমাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বলল, 'কী হল?'

আমি বললাম, 'হিমু এসেছিল। আদির নম্বর নিয়ে গেছে'।

মা শান্ত মুখে ব্যাগ রেখে দরজা বন্ধ করে বলল, 'এসব হতে পারে, তুই ভাবিসনি? আমি তো ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল এমন হতে পারে। এ জন্যই আমি বাড়ি বিক্রির কথা ভেবেছিলাম'।

আমি বললাম, 'এভাবে পালিয়ে যাওয়া যায় নাকি? হিমু ঠিক খুঁজে বের করত'।

মা বলল, 'তাও ঠিক। হিমুর মধ্যে না পাওয়ার পাগলামি আছে। তুই আদিকে বলেছিস?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সব বলেছি। আদি চিন্তা করতে বারণ করেছে। বলেছে সামলে নেবে'।

মা বলল, 'হ্যাঁ, আদিকেও দায়িত্ব নিতে হবে। ভালো করেছিস বলেছিস। ও বুঝে নেবে'।

আমি বললাম, 'আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, বুঝতে পারছ না?'

মা বলল, 'স্নান করিসনি তো? স্নান কর গিয়ে। চিন্তা করিস না। কিচ্ছু করতে পারবে না'।

আমি স্নানে গেলাম। দিদা হাসছে, 'দেখসস পুঙ্গায় কেমন আগুন লাগসে? দেখ! পাপ করসস তুই, পাপের শাস্তি এভাবেই পাবি!'

আমি শাওয়ার ছেড়ে দিলাম। জলের ধারায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আদিকে কত বাজে কথা বলতে পারে হিমু? আদি কী মনে করবে? ওদের বাড়িতে আমাকে থাকতে হবে। এর মধ্যে হিমুর কথাগুলো কি একটুও প্রভাব ফেলবে না? স্নানের মধ্যেই আমার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। ঘাম হচ্ছে। আমি মেঝেতে বসে পড়লাম। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যেন আমি মরে যাচ্ছি। কীভাবে যে শাওয়ার বন্ধ করে বাথরুম থেকে বেরোলাম, আমিই জানি। বেরিয়ে বিছানার চাদরটাই ভেজা গায়ে জড়িয়ে 'মা, ও মা' বলে ডাকতে শুরু করলাম।

মা ছুটে এসে আমাকে ধরল। 'কী হয়েছে?'

আমি শ্বাস নিতে নিতে বললাম, 'শরীর খারাপ লাগছে'।

কাঁদতে শুরু করলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু হবে না। কিছু হবে না'।

৯৪

শুয়ে ছিলাম। আদি ফোন করে বলল, 'হিমাংশু ফোন করেছিল। খুব কান্নাকাটি করল। তোমাকে খুব ভালোবাসে এসব বলল'।

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। এরকম শরীর খারাপ আমার অনেকদিন হয়নি। শুধু মানসিক চাপে যে এত শরীর খারাপ হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবিনি। বললাম, 'তুমি কী বললে?'

আদি বলল, 'তোমার গলাটা এরকম লাগছে কেন?'

আমি বললাম, 'আমি টেনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছি'।

আদি বলল, 'অসুস্থ হবার কিছু নেই তো। ওসব নিয়ে ভেবো না। আমি আসব? বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব'।

আমি বললাম, 'না না, তোমার কষ্ট হবে। এত কষ্ট করে আসার দরকার নেই'।

আদি বলল, 'ঠিক আছে, যাব না। কিন্তু তুমি হিমাংশুকে নিয়ে অকারণ ভয় পাচ্ছ কেন?'

আমি বললাম, 'জানি না। আমি কী নিয়ে ভয় পাচ্ছি, আমি নিজেই জানি না'।

আদি বলল, 'ভয় পেও না। মাথা থেকে সব চিন্তা বের করে দাও। অহেতুক অকারণ চিন্তা করার দরকার নেই। দেখো, আমাকে যে কেউ এসে আজেবাজে কিছু বলে গেলেও আমি তোমাকেই বিয়ে করব। বুঝেছ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। বুঝেছি। তোমাকে আসতে হবে না। তুমি ঠিক থাকো'।

আদি বলল, 'আমি হিমুকে বুঝিয়েছি, দ্যাখো ভাই, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে আরেকটা লোক আসে। একজন প্রাক্তন হয়। এটা নতুন কিছু না। তুমিও নতুন জীবন শুরু করো। আমি আর নীপা পরস্পরকে ভালোবাসি। তুমি এটা নিয়ে ভেবো না আর'।

আমি বললাম, 'কোনও লাভ নেই। হিমুর এসব বোঝানোতে কিচ্ছু আসে যায় না। হিমু আবার তোমাকে জ্বালাবে'।

আদি বলল, 'জ্বালাক। এটা খুব সামান্য বিষয় নীপা। এটা নিয়ে ভেবো না। ঠিক আছে?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। পারলে ওকে ব্লক করে দিও'।

আদি বলল, 'আচ্ছা, তাই করব'।

আমি ফোন রাখলাম। বাইরে নিশির গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছে। দিদা এখন কথা বলছে না। শুধু ফিকফিক করে হাসছে। দিদাকে দেখলেই আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

মা ডাব নিয়ে এসে বলল, 'এক চুমুকে খেয়ে নে। বাইরে বেরিয়ে রোদটাও লেগেছে। পেট ঠান্ডা হোক'।

আমি ডাবের জল খেয়ে বললাম, 'হিমু ফোন করেছিল আদিকে'।

মা বলল, 'আদি বুঝিয়েছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

মা বলল, 'আদির হিমুর সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। যত কম কথা হবে, তত ভালো'।

আমি বললাম, 'আমিও তাই বলেছি। ব্লক করতে বলেছি'।

মা কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, 'সব কিছুর মধ্যে সব থেকে খারাপ দিকটা ভাববি। এখন খুব খারাপ হলে কী আর হবে? বিয়েটা হবে না, তাই তো? হবে না। কী সমস্যা?'

আমি বললাম, 'আমার ওখানেই সমস্যা হচ্ছে। আমি জানি না কেন, আমার মনে হচ্ছে আদির সঙ্গে বিয়ে না হলে খুব খারাপ হবে'।

মা বলল, 'কিচ্ছু খারাপ হবে না। পৃথিবীতে একজনের পছন্দের মানুষের সঙ্গে কারো বিয়ে না হলে ওখানেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। তুই ওয়ার্স্টটাই ভাব। যা হবে হবে'।

আমি কিছু বললাম না।

মা বলল, 'তুই নিজের পড়াশুনাটা ঠিক করে করবি। তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। কারো উপর নির্ভরশীল হবি না। আমি আদির বাবা মার সঙ্গে কথা বলেছি। তুই চাকরি করবি বিয়ের পরে। যে কোনও সম্মানজনক চাকরি, যা পাবি তাই করবি। মাইনে কম হোক। টাকার জন্য যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা দরকার সবার আগে। ভালোবাসা ইত্যাদি কিচ্ছু ম্যাটার করে না। তোকে আমি সব সময় একটা কথাই বলে এসেছি। মেয়েরা ঘরের কাজ করবে, রান্না করবে, বাসন মাজবে, ঝাট দেবে, সব ওরা সিস্টেমের অংশ বলে ভেবে নেবে। যেন সেটাই মেয়েদের কর্তব্য। তখন থেকেই ওরা তোকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ভাবতে শুরু করে দেবে। সেটা তো করতে দেওয়া যাবে না। তোকে চাকরি করতে হবে'।

আমি বললাম, 'করব'।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল।

কলিং বেল বাজল। জানলা দিয়ে দেখলাম, হিমু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মা বলল, 'আমি দেখছি, তুই বোস'।

আমি কাঁটা হয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর মা কাঁপতে কাঁপতে এসে বলল, 'আমার ফোনটা কি এই ঘরে রেখে গেছিলাম?'

মার গলা কাঁপছিল। আমি বললাম, 'কেন? কী হল?'

মা বলল, 'হিমু একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে এসেছে'।

৯৫

'এই মা আর মেয়ে তো মধুচক্র চালায়। ছেলেদের মাথা খায় এরা। ভালো ছেলেটাকে নষ্ট করে দিল। ছি ছি ছি। লজ্জা লাগে না? থু!'

আমি আর মা হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। কীভাবে দাঁড়িয়ে আছি, বুঝতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। দম বন্ধ হয়ে এখানেই আমি মরে পড়ে যাব।

অল্প শোকে কাতর হয় মানুষ, অধিক শোকে পাথর।

আমি ঠিক কী হব, তা বুঝতে বুঝতেই একটা বেলা কেটে গেল।

ঝড়ের মতো গোটা দিনটা কেটে গেল। হিমুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, ভর্তি করা, সব কিছুর পরে যখন হিমুর পাড়ার লোকেরা আমাকে ঘিরে ধরল, তখন বুঝলাম আমি এখনও বেঁচে আছি।

অকথ্য গালিগালাজ, 'এই মেয়েটাই হিমুকে শেষ করল', 'লজ্জা লাগে না? নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার!'

হিমুর আত্মীয়রাও এসেছে। মাকে এক মহিলা জোরে ধাক্কা দিয়েছে। আমি মাকে না ধরলে মা হাসপাতালের মেঝেতেই পড়ে যেত।

দেবদূতের মতো এসে বাঁচাল সেই ছেলেটা, যে হিমুদের পাড়ায় থাকে, আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার কলেজ অবধি এসেছিল। এসেই চিৎকার জুড়ে দিল, 'সরুন, সরো সবাই। এখানে নাটক করতে শুরু করেছ? তোমরা জানো না হিমুর মা মেয়েটাকে বিয়ের রাতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? তারপর কী হত? মেয়েটা বসে বসে পুজো করত? বিষ খেলেই কি সে ভগবান হয়ে যায় নাকি? সরো'।

চিৎকার করতে করতে রীতিমতো মারমুখী ভঙ্গিতে ছেলেটা এসে আমাদের উদ্ধার করল।

আমি আর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছি। ছেলেটা বলল, 'আপনারা বাড়ি চলে যান। হিমুর কিছু হয়নি, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বেঁচে যাবে। এখানে থাকলে ঝামেলা কমবে না, বরং বাড়বে'।

একটা রিকশা ডেকে আমাদের সেটায় তুলে দিল। ওদের পাড়ার দুয়েকজন কিছু বলতে এসেছিল, ছেলেটা চিৎকার করে তাদের দূরে সরিয়ে দিল।

আমার জ্বর এসেছে বুঝতে পারছি। মা আমার হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'চিন্তা করিস না, হিমু বেঁচে যাবে'।

আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। দিদা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'তুই একটা ডাইনি মাগি। বুঝছোস? তুই হইলি ডাইনি। তোর জন্য তোর বাবা পালায়, তুই আমারে খাইলি, হিমুর মারে খাইলি, হিমুরে খাইলি, এবার আদিরে খাইবি। সব শেষ কইরা দিবি তুই'।

সত্যিই তাই। আমি নিজেই সবাইকে খেয়ে ফেলছি।

পাড়ার লোকেদের বাঁকা দৃষ্টির সামনে ঘরে ঢুকে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমি বললাম, 'কাল কলকাতা চলে যাব আমরা। দালালের সঙ্গে কথা বলে নাও, যা দাম পাওয়া যায়, বিক্রি করে দাও। এই বাড়িতে আর থাকতে পারব না মা'।

মা হতাশ গলায় বলল, 'এখন আর সেটা সম্ভব না। চলে গেলেই ঝামেলা হবে। সবাই বলবে পালিয়েছে। ফেরার বলে দাগিয়ে দেবে। সব মিটিয়েই যেতে হবে'।

আমি বললাম, 'ওদের পাড়ার লোক যদি আবার আসে?'

মা বলল, 'আর আসবে না। হিমু ঠিক হচ্ছে, ভাবিস না। ও অনেকটা বমি করে দিয়েছিল ভয় পেয়ে। ওরা বলল তো, চিন্তা কিছু নেই। অবজারভেশনে রাখা হয়েছে'।

আদি ফোন করছে। আদিকে আগেই জানিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরেই ফোন করেছে, হাসপাতালের মধ্যে আমি ফোন ধরতে পারিনি। এখন ধরলাম। আদির উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে তো সব? ফোন ধরছিলে না কেন?'

আমি বললাম, 'ওদের পাড়ার লোকেরা ঘিরে ধরে খুব ঝামেলা করছিল। তাই ফোন ধরতে পারিনি'।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আদি বলল, 'তুমি ঠিক আছ?'

আমি বললাম, 'জানি না'।

আদি বলল, 'আমি কাল যাচ্ছি'।

আমি বললাম, 'এসো না। এই ঝামেলার মধ্যে তুমি এলে আবার যদি ঝামেলা বেড়ে যায়?'

আদি বলল, 'আমি এখানে থেকেই বা কী করব? ভেবো না, আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি'।

আমি কী বলব? বারণ তো করা যায় না। বললাম, 'ঠিক আছে'।

ফোন রেখে মাকে বললাম, 'কাল আদি আসছে!'

মা বলল, 'আসুক। তোকে ডাক্তার দেখানো দরকার। আমার মনে হচ্ছে তোর প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে'।

দিদা তখন থেকে ফিকফিক করে হেসেই যাচ্ছে। হেসেই যাচ্ছে...

৯৬

মধুচক্র চালাই আমি আর মা?

তখন লোকগুলো বলে গেছে, শুনে গেছি। শব্দটা রাতে যে এভাবে মাথায় হাতুড়ির মতো ধাক্কা মারতে শুরু করবে, বুঝতে পারিনি। খেতে পারিনি কিছুই। একটু মুড়ি খেয়ে শুয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। 'মা মেয়ে মধুচক্র চালায়'।

এত বড় কথা বলল? বাড়িতে বাবা না থাকলে, বাবাই যদি কালপ্রিট হয়, তারপরেও বাড়ির মেয়েদেরই এই কথা শুনতে হবে?

উঠে বসে রইলাম।

দিদা বলল, 'পাপ করসস, শাস্তি তুই পাবি। ভাবছস পালাইয়া বাঁচবি?'

আমি বললাম, 'পালাতে চাই না তো। তুমি ফালতু বকছ কেন?'

দিদা বলল, 'আমি ফালতু বকি? তুই আমায় মারছোস না? তার শাস্তি পাইতেই হবে তোকে'।

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুলাম। হেড ফোন কানে দিয়ে গান চালালাম। খুব জোরে গান শুনতে শুরু করলাম। তার মধ্যেও শব্দটা আমার মাথায় বাড়ি মেরে যেতে থাকল। মধুচক্র। মধুচক্র...

মেয়েদের ছোট দেখানোর অস্ত্র তাহলে তার চরিত্র খারাপ করে দেখানো? এরকম কথা নিশ্চয়ই হিমুদের বাড়ি থেকেই বেরিয়েছে। কী কুক্ষণে ওই বিয়েটায় রাজি হয়েছিলাম।

মা একটা ঘুমের ওষুধের অর্ধেক দিয়েছিল। তার প্রভাবেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে মা সামনের ঘরে ডেকে পাঠাল। পুলিশ এসেছে। কোনও মহিলা পুলিশ নেই। লোকটা আমাকে আপাদমস্তক দেখে বলল, 'আপনিই নীপবন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

লোকটা বলল, 'আপনি কী এমন বলেছিলেন যে হিমাংশুবাবু ঘুমের ওষুধ খেলেন?'

আমার হাত পা কাঁপছিল। তবু যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'আমি কিছু বলিনি। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে জানার পরে ও এসেছিল। বারবার বিয়ে করতে বারণ করেছে। দেখুন আমাকে ওবাড়ি থেকে বিয়ের দিনই বের করে দিয়েছিল ওরা'।

লোকটা বলল, 'হুঁ। উনি বেঁচে গেছেন। সেটা একটা ভালো দিক। তবু

চেষ্টা করবেন, ওকে কিছু না বলার'।

আমি বললাম, 'আমি কিছু বলিনি। ওই বারবার আসছে'।

মা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা তো হিমাংশুকে ডাকছি না। ও বার বার চলে আসছে। এখানে আমাদের কী করার আছে বলুন তো'।

জানলা দিয়ে দেখলাম, পুলিশের জিপ দেখে বাড়ির বাইরে লোক জড়ো হচ্ছে। সবাই মজা পাচ্ছে।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, 'ও চাইলে ওর সঙ্গেই সংসার করুক'।

মা কঠিন গলায় বলল, 'আমার মেয়েকে আমি জীবন্ত অবস্থায় চিতায় তুলে দেব কিন্তু ওই ছেলের সঙ্গে আর বিয়ে দেব না'।

লোকটা বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আইনি সমস্যা হতে পারে, আপনি মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দিতে যাচ্ছেন'।

মা বলল, 'কীরকম আইনি সমস্যা বলুন। আমারও আত্মীয় স্বজন আছে। ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে থাকে না, ছেলের বাড়ি থেকেই মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর কীরকম আইনি সমস্যার কথা আপনি বলছেন?'

লোকটা খুক খুক করে কেশে বলল, 'হতে পারে। কংক্রিট এভিডেন্স দেখাতে হবে যে একসঙ্গে থাকে না'।

মা বললেন, 'দেখিয়ে দেব। আর কিছু?'

লোকটা সুবিধা করতে না পেরে চলে গেল। মা দরজা বন্ধ করে বলল, 'একদম ভয় পাবি না। এরা সব ভয় দেখাতে আসে। নিশ্চয়ই হিমুদের বাড়ি থেকে পাঠিয়েছে'।

আমি বললাম, 'আমার অস্বস্তি হচ্ছে মা। ওরা এখন আবার বিয়ে নিয়ে ঝামেলা শুরু করবে নাকি?'

মা বলল, 'সুবিধা করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এ জায়গা ছাড়তে হবে। একটু ঠান্ডা হোক, ধীরে ধীরে কলকাতায় শিফট হয়ে যেতে হবে। এ বাড়ি...'

মা চুপ করে গেল।

মাথার পেছনটা কেমন দপ দপ করছে। বাড়িতে পুলিশ আসবে কোনওদিন ভাবতে পারিনি। ঘরে গিয়ে বসতেই দিদা বলল, 'কীরে ছেমরি, পুলিশরে কইলি না তুই আমারে খুন করসস?'

আমি উত্তর দিলাম না। জানলা খুলে দিলাম। নিশি কলতলায় দাঁত মাজছে। আমাকে দেখে বলল, 'পিকনিক করবি?'

আমি ম্লান হাসলাম।

নিশি বলল, 'ডিম ভাত। আমি রাঁধব'।

আমি বললাম, 'হবে না রে, আজ একজন আসবে'।

নিশি বলল, 'কে?'

আমি বললাম, 'চিনবি না। কলকাতায় থাকে'।

নিশি বলল, 'বিয়ে করবি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

নিশি ফিক ফিক করে হাসল। ওকে ঠিক সুস্থ মনে হল না আমার। আবার আগের মতো হয়ে যাবে না তো? নাকি আমিই ওর মতো হয়ে যাব?

৯৭

যে বাড়িতে বড় হয়ে উঠেছি, যে ঘরগুলোর প্রতিটা অণু পরমাণুর সঙ্গে আমার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে, সে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া কি এতই সোজা? আমি তো আসলে ঘরকুনো একটা মেয়ে। সারাক্ষণ ঘরে শুয়ে আছি। পাড়ার লোক অন্য নজরে দেখছে, রাস্তাঘাটে লোকজন বাজে কথা বলছে, এরকম একটা কুয়ো থেকে কলকাতার সমুদ্র হয়তো আমাকে উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু আমার শিকড়টাই যে উচ্ছেদ হয়ে যাবে! যতবার ভাবছি, ততবার অস্বস্তি বেড়ে চলেছে।

আদি এগারোটার মধ্যে চলে এল। উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। আমাকে দেখে স্বাভাবিক হল কিছুটা। মা চা বসাল।

আদি বলল, 'ছেলেটার সমস্যাটা কী? আমাকে ফোন করে কান্নাকাটি করল। ওষুধ খেয়ে ফেলল। এরকম কেন?'

মা বলল, 'সমস্যা তো আছেই। এ বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করত। দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত। নীপা ওর কাছে কিছুতেই ফিরে গেল না, হিমু সেটা মানতে পারল না'।

আদি বলল, 'এবার কী করব আমরা? হিমু কী করবে, তা দেখার জন্য বসে থাকব?'

মা বলল, 'না। সব শান্ত হলে আমি এবার বাড়ি ঘর বেচে চলে যাব। আর থাকব না'।

আদি বলল, 'সেটাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। আমার এক পরিচিত লোক আছে, দালালি করে। কথা বলব?'

মা ঘাড় নাড়ল, 'বলো, ঠিকঠাক দাম পাওয়াটাও দরকার। কলকাতাতেও একটা মাথা গোঁজার ঠাই তো দরকার'।

আদি বলল, 'এখন বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বাড়ি দখল হয়ে যেতে পারে'।

মা বলল, 'হ্যাঁ। আগে সব ব্যবস্থা হোক, তারপর দেখা যাবে। আসলে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। হিমুদের বাড়ি থেকে পুলিশ পাঠিয়েছিল। যা বুঝলাম ওরা বিয়েটা নিয়ে কিছু একটা ঝামেলা করতে চাইছে'।

আদি বলল, 'কিচ্ছু করতে পারবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার মেসো বড় পোস্টে আছে। সামলে নেবে। স্থানীয়ভাবে ঝামেলা করে সুবিধা করতে পারবে

না। এগুলো কোনও সমস্যা না। আসল সমস্যা হল, ছেলেটা। এরকম সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি চিন্তার কারণ'।

মা বলল, 'বাড়ির লোকও তো সেরকম। আমাদের বিরুদ্ধে লোক লেলিয়ে দিচ্ছে। নেওয়া যাচ্ছে না আর। বসো চা নিয়ে আসি'।

আদি বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে আশা করি আজকের মধ্যেই। এইধরনের কেসগুলো খুব জটিল হয়। মানুষ বুঝতে চাইবে না কনসেন্ট ছাড়া কিছু হয় না। তুমি যে ওর সঙ্গে থাকতে চাইছ না, সেটা কেউ মানতে চাইবে না। যে বিষ খাবে, জনমত তার দিকে চলে যাবে'।

আমি বললাম, 'তাহলে এর সলিউশন কী? আমিও বিষ খাব?'

আদি বলল, 'সেসব কথা ভুলেও ভাববে না। প্রশ্নই আসে না। তুমি তোমার অতীত ভুলে সুখে থাকবে। থাকতেই হবে'।

দিদা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, 'বলসিস? বল। বল। তুই আমারে খুন করসিস বল'।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। দিদা এখন আমায় দিয়ে এই কথাটা আদিকে বলাবে?

আমার বন্ধু ইঙ্গিতার মা একদিন বলেছিল, মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে সব কথা বলতে নেই। অনেক কথা পেটে রাখতে হয়। দুর্বলতাগুলো সারাজীবন খোঁটা শোনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদিকে আমি যদি বলি বাথরুমে সাবান গোলা জল ফেলে রেখেছিলাম, তার ফলে দিদা মরে গেল, এই কথা বলার পর যদি ও আমাকে বিয়ে না করে, তাহলে কী হবে?

আমার মধ্যে সেই সব হারিয়ে ফেলা ভয়টা ফিরে এল আবার।

মা চা নিয়ে এল। আদি চা খেতে খেতে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করার কিছু নেই'।

মা বলল, 'ছোট জায়গা তো, পরিচিত মানুষ সবাই। কয়েকটা লোক ক্রমাগত উল্টোপাল্টা বলে গেলে খারাপ লাগবেই। বিয়েটা তো কোনও বেড়াল পার করার ব্যাপার না, আমার একমাত্র মেয়ে। আমি সারাজীবনের কথা ভাবছি। আর পারছি না। অনেক তো হল'।

মার কথা শুনে আমার কান্না পেল। মা এভাবে কোনওদিন কথা বলে না।

৯৮

ব্যাগ গোছানো শুরু হয়েছে। জামা কাপড়গুলো এক জায়গায় গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। গয়নাগাটি লকারে আছে। কলকাতার ব্যাঙ্কে লকার নিয়ে একদিন গাড়ি করে এসে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হবে।

এখানকার পাট আমাদের চুকবে এবার। আদির গাড়িতে দুটো ব্যাগ চলে যাবে। পরে সব ঠান্ডা হলে আমি আর মা বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে কলকাতা চলে যাব।

আদি আমার ঘরে এসে বসল।

আমাকে গোছাতে দেখে বলল, 'তুমি কী সুন্দর জামা ভাঁজ করতে পারো নীপা। আমি একদম পারি না'।

আমি হাসলাম, 'ধুস, ওটা কোনও কাজ হল? শিখে যাবে'।

আদি বলল, 'তোমার মন খারাপ করছে, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। বাপের বাড়ি বলে আর কিছু রইল না। থাকবে কী করে? আমি মানুষটাই অভিশপ্ত'।

আদি মাথা নাড়ল, 'একদম বাজে কথা! এইধরনের কথা বোলো না। মাথাতেও এনো না। কেউ ওভাবে অভিশপ্ত হয় না। আবার এও হতে পারে, একটা সময় পরে অভিশাপ শেষ হয়। মহাভারত পড়োনি? মহাভারতে তো বলাই আছে, কেউ কম পাপ করলে তাকে আগে নরক ভোগ করতে হয়, পরে সে স্বর্গ ভোগ করে। তোমার বাকি জীবনটা ভালো কাটবে। নরক ভোগ করে নিয়েছ তুমি'।

আমি বললাম, 'শুনতে তো ভালোই লাগে। আজকাল মনে হয়, আমি হিমুর সঙ্গেও ঠিক করলাম না'।

আদি বলল, 'কেন? কী করলে ঠিক করা হত? তুমি যাকে ভালোবাসো না, তার সঙ্গে জোর করে থাকতে যাবেই বা কেন? ঠিক করেছ তুমি, দ্বিধায় থেকো না। তাতে কষ্ট বাড়ে'।

আমি বললাম, 'সেটাও ঠিক। আর কত স্পষ্টভাবে বলতাম বলো তো? আর পারছিলাম না। একটা সময় যন্ত্রণা মনে হতে শুরু হল'।

আদি বলল, 'স্বাভাবিক। আমার জীবনটাও খুব একটা ভালো ছিল না নীপা। আমাকেও অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। আমি বলতে চাই, তুমি...'

আমি বাধা দিলাম, 'না। থাক। পরে শুনব। আমার যদি কষ্ট হয়? হিংসাও হতে পারে'।

আদি হেসে ফেলল, 'এই সমস্ত কষ্ট হিংসার পরেই একটা ফ্রেশ স্টার্ট করতে চাইছি। পারব নাকি সেটাই দেখার'।

কলিং বেল বাজল। মা এসে বলল, 'আদি, তুমি ঘরে থাকো, বেরিও না। নীপা আরেকবার চল। পুলিশ আবার এসেছে, কী বলছে দেখে আসি'।

আদি বলল, 'আমি যাব না?'

মা বলল, 'না, জল ঘোলা করতে এসেছে। তোমাকে দেখলে খামোখা ঝামেলা বাড়বে'।

আদি বলল, 'ঠিক আছে। আমি বসছি'।

বাইরের ঘরে গেলাম। সেই অফিসার আমাকে দেখে বলল, 'পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে'।

আমি মার দিকে তাকালাম।

মা বলল, 'দেখুন অফিসার, পেশেন্ট ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। আমরা পেশেন্টের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ রাখতে চাই না। এরপরে আবার যদি এরকম কিছু সমস্যা তৈরি করে, তখন কী হবে?'

অফিসার বলল, 'আইনত উনি পেশেন্টের স্ত্রী। দেখা করতেই হবে'।

মা বলল, 'তাই নাকি? তা কোন আইনে এরকম কথা লেখা আছে দেখান তো। আপনার কি মনে হয় না আপনি অতিরিক্ত কাজ করছেন?'

অফিসার থতমত হয়ে গেল। এবার সুর নরম করে বলল, 'না মানে মানবিকতার খাতিরেও তো দেখা করা উচিত, তাই না? আমি না হয় আপনাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করব'।

মা কড়া গলায় বলল, 'মানবিকতার খাতিরে আপনার এই সব উল্টোপাল্টা কথার জন্য এখনও উপরতলায় কমপ্লেইন করিনি, এরপরে করতে বাধ্য হব। আমাদের যে আপনি রীতিমতো হ্যারাস করেছেন, সেটা বুঝতে পারছেন তো?'

অফিসার বললেন, 'আমি তো আপনাদের শুধু ইনফর্ম করতে এসেছিলাম পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে, জোর তো করিনি'।

মা বলল, 'করেছেন। আমরা এমনিতেই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, তারপরেও ক্রমাগত হ্যারাস করে চলেছেন। এরপরে আমি স্টেপ নিতে বাধ্য হব'।

অফিসার কয়েক সেকেন্ড মাকে দেখে বলল, 'বড় গাছে খুঁটি বাঁধা আছে মনে হচ্ছে'।

মা বলল, 'দেখবেন?'

অফিসার দু-তিনবার মাথা নেড়ে একপ্রকার পালিয়ে গেল। মা সোফায় বসে বলল, 'অসভ্য ইতর ছোটলোক একটা। ভেবেছে যা ইচ্ছা তাই বলে যাবে'।

৯৯

'কীরে ছেমরি, আদিরে কইবি না? তুই কী কী কুকাম করসিস, না বইলা বিয়া কইরা ফ্যালাবি? তারপর জানতে পারলে কী হইব? বুঝোস না?'

দিদা আবার ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে কানের কাছে। আদি খেয়ে উঠেছে। বিকেলে রওনা দেবে। ব্যাগ গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আদি খাটে আধশোয়া।

নিশি এসেছিল। ফিসফিস করে জিগ্যেস করছে, 'এই ছেলেটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

নিশি বলল, 'ভালো হয়েছে। কলকাতায় চলে যাবি বল নীপা? আর

কোনওদিন দেখা হবে না?'

আমার বুকটা মুচড়ে উঠল। বললাম, 'না মনে হয়। আর দেখা হবে না'।

নিশি বলল, 'কতবার করে পুলিশ আসছে তোদের বাড়ি'।

আমি বললাম, 'আসুক। বাদ দে'।

নিশি বলল, 'আমার বাচ্চার বাবাটা আর আসবে না বল?'

নিশির মুখে হঠাৎ এই কথা শুনে আমার বুকটা কেমন করে উঠল। নিশি আবার ওই কথাগুলো ভাবতে শুরু করে দিয়েছে?

বললাম, 'আসবে দেখিস। এটা নিয়ে আর চিন্তা করিস না'।

নিশি বলল, 'বাবা বিয়ে দিতে চাইছে। কত ছেলে দেখছে। টাকা দেবে। একটা জমি ছিল, সেটা বেচে যা টাকা আসবে, সব দিয়ে দেবে'।

আমি বললাম, 'আর বাচ্চাকে হোস্টেলে দিয়ে দেবে?'

নিশি ঘাড় নাড়ল, 'বিড়াল পার হলেই তো হল বল? আমাকে সারাদিন কথা শোনায় তুই পাগল হয়ে গেছিলি, তখন তোকে চিকিৎসা করিয়েছি'।

আমি অবাক হলাম। কোনও চিকিৎসা তো করায়নি! নিশি বাড়ির বারান্দায় শুয়েই কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছু বললাম না। নিশিকে ভরসা নেই, অতিরিক্ত রেগে গিয়ে যদি আবার আগের মতো হয়ে যায়?

বললাম, 'তুই ভাবিস না, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে'।

নিশি মাথা নাড়ল, 'আর ঠিক হবে না কিছু। ছোটবেলাটাই ভালো ছিল বল? সব কিছু কত ভালো ছিল'!

ঠিকই বলেছে নিশি। কত ভালো ছিলাম আমরা। মেলায় যেতাম, বাবার কাঁধে চড়ে ঘুরতাম, কত খেলেছি সারাদিন ধরে। ছোটবেলাটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় কেন?

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে চোখের জল ফেললাম। আর কীই বা করতে পারতাম?

নিশি চলে গেলে চোখ টোখ মুছে ঘরে এসে দেখি আদি বই পড়ছে। আমাকে দেখে বলল, 'ঠিক আছ এখন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

আদি বলল, 'আমি মেসোকে ফোন করে বলেছি সব। লোকাল থানার উপদ্রবটা বন্ধ হবে, ভেবো না। হিমু আবার কী বলতে চাইছিল, কে জানে'।

আমি বললাম, 'ভাবছি না। আবার একই কথা বলত। একই লুপে ঘুরছে সবটা। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি'।

আদি বলল, 'কত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় মানুষ, তাই না? একজনকে না পাবার জন্য ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলছে'।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'ছাড়ো। এই নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই'।

আদি বলল, 'বলব না। কিন্তু এড়িয়ে গিয়ে বা বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিলে সমস্যা আরও বাড়বে। সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়'।

আমি বললাম, 'হব'।

দিদা খিলখিল করতে করতে বলল, 'বল, বল, বইলা দে, তারপর তোরে কেমন ভালোবাসে আমিও দেখুম'।

আদি বলল, 'একটা জয়েন্ট রিসেপশন হোক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোক। আমরা বিয়েটা করে ফেলি। এখানে আর থাকতে হবে না তোমাকে'।

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'যা বলবে'।

টেবিলে আমার ছোটবেলার অ্যালবামটা আছে। আদি সে অ্যালবামটা খুলে দেখতে শুরু করল। বাবা অনেক যত্ন নিয়ে আমার ছোটবেলায় ছবিগুলো তুলেছিল। আমার খুব মন খারাপ হলে এই অ্যালবামটা দেখি।

অ্যালবামটা দেখতে দেখতে আদির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, 'কী সুন্দর উঠেছে ফটোগুলো'।

দিদা এক কথা ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করল আবার, 'বল বল মাগি, বইলা দে। তারপর দেখ তোরে কেমন ভালোবাসে। এক লগে থাকবি? থাকব না তো ও তর লগে। দেখবি কেমন লাগে'।

আমি না, আমার মুখ দিয়ে যেন কেউ বলিয়ে উঠল, 'তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। সেটা বলার পরে সিদ্ধান্ত নাও তুমি বিয়েটা করবে নাকি'।

আদি অ্যালবামটা রেখে দিয়ে বলল, 'কী বলার ছিল আবার? হিমুর ব্যাপারে? থাক না, আমি বুঝে গেছি যা বোঝার'।

আমার হাত পা থর থর করে কাঁপতে শুরু করল হঠাৎ করে! আমি বুঝতে পারলাম, দিদার কথাটা না বললে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। আদির জানা দরকার। বলে দিই।

১০০

একটা অদ্ভুত হাওয়া দিচ্ছে এই প্রবল গরমেও। জানলা খুলেই রেখেছিলাম। জানলা থেকে এসে হাওয়াটা আমার মুখে ঝাপটা মারছে।

আমি বুঝতে চেষ্টা করছি হাওয়াটা কোত্থেকে আসছে। বৃষ্টি হবে কি? নাহ। মেঘ তো নেই। দুপুরে পাড়াটা শান্ত হয়ে যায়। দু-চারটে গাড়ি যায় রাস্তা দিয়ে, তার শব্দ, আর কোনও কুকুর খেপে গিয়ে চিৎকার করলে তার শব্দ পাওয়া যায়। এছাড়া তেমন কোনও শব্দ নেই। আমি হাঁটু মুড়ে বসে আছি।

একটু আগে আদি চলে গেল, ব্যাগ দুটো না নিয়েই। আদি চলে যেতে মা আমার ঘরে এসে বলল, 'কীরে, ব্যাগ নিয়ে যাবে বলল, নিলো না তো!'

আমি বললাম, 'পরে ফোনে বলব'।

মা ঘরে চলে গেল। আমি জানি, আদি আর ফিরে আসবে না। আদিকে দিদার ব্যাপারটা বলার পরে একটুও অপেক্ষা না করে আদি বলল, 'আমি যাই বুঝলে, বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে'।

আমি কিছু বলিনি। আদি তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। আর আসবে না।

অদ্ভুত শান্ত লাগছে আমার। আদিকে হারানোর ভয়টাও আর নেই। সব চলে গেছে। মনে হচ্ছে আর ভয়ে কাঁপতে হবে না।

নিশ্চিন্তে থাকতে পারব আমি। বিকেলে বেরোনোর কথা ছিল ওর। তার আগেই বেরিয়ে গেছে। আমি অনেকক্ষণ একইভাবে বসে রইলাম। দিদা বলল, 'দেখলি? সত্যিডা শুনলে কেউ আর তোরে বিয়া করবে না। তুই এরকমই মরবি একদিন একা একা। ফাঁকি দিয়া বিয়া করার ইচ্ছা হইসিল ছেমরির। হুউউ, কত শখ'।

পাড়ার বাচ্চাগুলো রাস্তার উপরে ক্রিকেট খেলছে। আমি উঠে ওদের কাছে গেলাম। বাপ্পা বলে একটা বাচ্চা ব্যাট করছে। আমি বললাম, 'আমাকে বল কর তো'।

ওরা সোৎসাহে রাজি হয়ে গেল। দুটো বল করার পরে বাপ্পা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'আমি আর বল করুম না, ব্যাট করুম। আমার ব্যাট, আমি ব্যাট করুম'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। ব্যাট কর'।

বাপ্পা ব্যাট করছে, এক হাতে বাপ্পা ব্যাট ধরেছে, অন্যদিক থেকে বাপ্পার প্যান্ট খুলে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলো সবাই খিলখিল করে হাসছে। আমিও হাসলাম। হাসতে হাসতে দেখি চোখের কোণ ভিজে যাচ্ছে। এবার কষ্ট হতে শুরু করল। মন ভেঙে দেওয়া কষ্ট। কোনও কারণ ছাড়া কষ্ট।

ঘরে ঢুকে দেখি মা একটা ডায়েরিতে কত কিছু লিখে যাচ্ছে। হিসেব করে যাচ্ছে। মাকে কিছু বললাম না। ঘরে গিয়ে বসলাম আবার।

আদিকে না বলে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু ক্রমাগত দিদা খুঁচিয়ে যাচ্ছে। না বললে আমিই পাগল হয়ে যেতাম।

মাকে এখন কিছু না বললেও মাকেও একদিন বলতে হবে। মা আদির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে ধরে নিয়ে সব হিসেব করে যাচ্ছে। যখন জানবে, বিয়েটা হবে না, তখন এত কিছু হিসেব অর্থহীন হয়ে যাবে। মার সময়ের দাম আছে। কিন্তু এখনই বলব না। বললে আবার কৈফিয়ত দিতে হবে। যে কথা আদিকে অনায়াসে বলেছি, সে কথা মাকে আমি কোনওদিন বলতে পারব না।

যারা খুন করে, তারা কী করে বেঁচে থাকে? অনায়াসে ঘুরে বেড়ায় কী করে? আমি তো পারি না। প্রতিটা মুহূর্তে আমাকে অপরাধবোধ কুড়েকুড়ে খায়। আয়নায় নিজেকে দেখলে রাগ হয়। এরকম একটা অভিশপ্ত জীবন থাকার কোনও

দরকার ছিল না। মার কিছু হলে আমার আর বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। কিছু একটা পদ্ধতি ভাবতে হবে। জোর করে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার কোনও মানে নেই।

সন্ধেয় ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছি। মা এসে বলল, 'এভাবে শুয়ে থাকিস না। বসার ঘরে চল'।

আমি বললাম, 'মাথা ধরেছে। শুয়ে থাকি একটু'।

মা চলে গেল।

এটা কি হিমুর অভিশাপে হল? হিমু এত চেষ্টা করল, আমি ওকে ভালোবাসলাম না, তার জন্যই কি যাকে বিয়ে করতে চাইলাম সেও চলে গেল?

তাই হবে হয়তো।

১০১

আমি ভেবেছিলাম আদিদের বাড়ি থেকে ফোন আসবে। কোনও ফোন এল না।

রাত আটটা নাগাদ আমার ফোনে হিমুর ফোন আসা শুরু হল। দুবার পুরো রিং হয়ে থেমে গেছে। ধরিনি। তৃতীয়বারও যখন রিং হল, তখন বিরক্ত হয়ে ধরলাম, 'বলো'।

'তোমাদের মুক্তি দিলাম। ভালো থাকো'। হিমুর দুর্বল গলা শোনা গেল।

আমি এখনও হিমুর প্রতি বিন্দুমাত্র কোনো কিছু অনুভব করতে পারলাম না। কেঠো গলায় বললাম, 'বিরক্ত কোরো না। ফোন রাখছি'।

হিমু বলল, 'শোনো, শোনো, আমি ঠিক করিনি। শুনেছি সবাই তোমাদের খুব বাজে বাজে কথা বলেছে'।

হিমুর কথা শুনে চুপ করে রইলাম। কিছু বললাম না।

হিমু বলল, 'আমি তোমাদের মুক্তি দিলাম'।

আমি বললাম, 'একই কথা বার বার না বলে ফোন না করেও মুক্তি দেবার প্রমাণ দেওয়া যায়'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। তুমি চাইছ যখন...তখন থাক। আচ্ছা নীপা, ছেলেটা তোমাকে আদর করেছে?'

কী প্রশ্ন এসব? বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। আমি বললাম, 'ফোন রাখো হিমু। আর ভালো লাগছে না'।

হিমু বলল, 'ঠিক আছে। রাখছি। আর জ্বালাব না'।

ফোন কেটে গেল। মাথা ধরেছে। মাথার পেছন থেকে অসহ্য ব্যথা হচ্ছে।

মা আরেকটু রাতে আমার ঘরে এসে আলো জ্বেলে খাটে এসে বসল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'কিছু একটা হয়েছে, না? ছেলেটা চলে গেল, ওদের বাড়ির কেউ আমার ফোন ধরছে না'।

উত্তর দিলাম না।

মা বলল, 'আমি জানতে চাইব না কী হয়েছে। যা হবার, তা বিয়ের আগে হয়ে যাওয়াই ভালো'।

আমি এবারও কিছু বললাম না।

মা বলল, 'চল খেয়ে নে। শরীর ঠিক কর'।

আমি বললাম, 'খিদে পাচ্ছে না'।

মা বলল, 'তোকে আমি আগেও বলেছি, শরীরের সঙ্গে কোনও কম্প্রোমাইজ করবি না। যাই হয়ে যাক, লড়াই ছাড়লে চলবে না। বলেছি?'

আমি উঠে বসলাম, 'বলেছ'।

মা বলল, 'একা থাকতে পারলে একা থাকবি। কোনও অসুবিধা নেই। কাউকে লাগে না। হ্যাঁ, বয়স হলে তখন সমস্যা হতে পারে। হলে হবে। কারো জন্য, কোন মানুষের জন্য না খেয়ে শুয়ে থাকবি না। তোর বাবা যেদিন চলে গেছিল, তুই পরীক্ষা দিয়ে এলি, তোর মনে আছে, তোর সঙ্গে ভাত খেয়েছিলাম?'

আমার মনে পড়ল। ঠিকই। মা আমার সঙ্গে বসে খেয়েছিল।

আমি উঠে মার সঙ্গে খেতে বসলাম। কম খাচ্ছিলাম। মা বেশি করে ভাত বেড়ে দিল। হেসে ফেললাম, 'এবার তো ফেটে যাব'।

মা বলল, 'গেলে যাবি। খা'।

মা বলল, 'আমি আর কাউকে ফোন করব না। ওরা করলে করবে'।

আমি বললাম, 'আর কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারটা?'

মা বলল, 'বিয়েটা না হলে আর যেতে হবে না। এখানেই থাকব। যা হবে ভবিষ্যতে দেখা যাবে'।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে'।

মা বলল, 'তোকে একটা কথা বলা দরকার। না বললে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। ইদানীং এই অস্বস্তিটা একটু বেশিই হচ্ছে'।

আমি বললাম, 'কী?'

মা বলল, 'দিদা এসেছিল মনে আছে?'

আমি বললাম, 'হুঁ'।

মা বলল, 'মা ওই সময়টা খুব জ্বালাতন করত। আমি রেগেমেগে বাথরুমে সাবান জল রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মা পড়ে গেলে তোর মামাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। মার সেদিন কিছু হল না। পরে একদিন...'

মা চুপ করে গেল।

আমি চমকে মার দিকে তাকালাম।

নিশিদের বাড়ি থেকে চিৎকার আসছে। নিশির বাবার সঙ্গে নিশির তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ওটা আমি ছিলাম। সাবান জল ফেলেছিলাম। একইভাবে। সেবারেই যা হবার হয়েছিল। তারপর থেকে আমি দিদাকে দেখি। সারাক্ষণ আসছে। গালাগাল করছে। তুমি বলো, আমার কী

করা উচিত। আমি এটাই আদিকে বলেছি। আদি চলে গেল'।

মা একটুও না ভেবে বলল, 'বলা উচিত হয়নি। ও অন্য কাউকে বলে দিতে পারে'।

আমি বললাম, 'বলবে না'।

মা বলল, 'তুই নিশ্চিত হলি কী করে?'

আমি বললাম, 'বললে অস্বীকার করব। বলব বানিয়ে বলছে'।

মা মাথা নাড়ল, 'তাই করিস। এতদিন পরে কিছু প্রমাণ করতে পারবে না'।

আমি বললাম, 'আমি কি ক্রিমিনাল?'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'জানি না কে ক্রিমিনাল, আর কে সৎ'।

১০২

বাড়ির ঠিক সামনেটায় একটা আম গাছ আছে। ছোটবেলা থেকে কোনওদিন গাছটায় আম দেখিনি। এবারে কোন এক অজানা কারণে গাছটায় ছোট ছোট অনেকগুলো আম হয়েছে।

বাবাকে জিগ্যেস করতাম, বাবা, এই গাছে কোনও আম হয় না কেন? বাবা বলত, ওই গাছের আম নাকি চিনির মতো মিষ্টি, তাই খুব পোকা হত। পরে আর আম হত না। বাবা আর নেই। আম গাছটায় আম হয়েছে।

সকালে উঠে আমি গাছ দেখছিলাম। পোকা হবে? শুনেছি পোকা মারার ব্যবস্থা আছে। সেরকম হলে আমগুলো বেঁচে যাবে। এই গাছটা আমাদের আর নিশিদের বাড়ির মাঝে আছে। আম হলে হয়তো দু'ভাগে ভাগ হবে। পাড়ার ছেলেরা পেড়ে খেয়েও ফেলতে পারে। কয়েকটা ছেলে আছে, এ বাড়ি সে বাড়ির গাছ থেকে ফল পেড়ে খায়। সবাই খুব চিৎকার করে। আমার মজা লাগে। ছেলে হলে আমিও ওদের দলে যোগ দিতাম।

রোদ উঠছে, ঝকঝক করছে চারদিক। এই সময়টা সব চিন্তা ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। আমার অবশ্য চিন্তারই বা কী আছে? কিছুই নেই। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় নিশিদের বাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে এল। ভাবলাম আগের রাতেই বাবার সঙ্গে ঝামেলা করেছিল নিশি, সে ঝগড়াই আবার শুরু হল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা পাড়া ছুটে আসতে লাগল নিশিদের বাড়িতে। হইহই শব্দে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

আমি নিশিদের দিকের দরজা খুলে দেখলাম নিশিকে চার পাঁচজন মিলে বের করে বারান্দায় শুইয়ে দিয়েছে। বুক-পিঠ ঠান্ডা হয়ে গেল আমার। মনে হল আমার পা দুটো কেউ শক্ত করে মাটির সঙ্গে পুঁতে দিয়েছে। নিশির বাবা চিৎকার করে কাঁদছে, 'ওগো, আমার মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে গো'।

সবাই দিশেহারা হয়ে চিৎকার করছে, ছুটোছুটি করছে, আর আমি মেঝেতে বসে আছি। কখন জ্ঞান হারিয়েছি, নিজেই জানি না। শুধু বুঝতে পারছি কখন যেন কারা আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়েছে, আমি বমি করছি, আমার গোটা শরীর বমিতে ভেসে যাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরল দুপুর নাগাদ। মা বসে আছে আমার সামনে। আমি উঠতে গেলে মা বলল, 'উঠিস না, ডাক্তারবাবু শুয়ে থাকতে বলেছেন। রেস্ট কর'।

আমি কেঁদে উঠলাম, 'মা, নিশি...'

মা বিষণ্ণ গলায় বলল, 'ভেবেছিলাম এখানেই থেকে যাব। আর থাকা হবে না। এ বাড়ি, এ পরিবেশে আমি বা তুই কেউই আর থাকতে পারব না'।

আমি কাঁদছি। মা বলল, 'কাঁদিস না, বলেছি না কেঁদে কিছু হয় না?'

আমি বললাম, 'আমি আর পারছি না'।

মা কঠিন গলায় বলল, 'পারতেই হবে। পারছি না আবার কী? শক্ত হতে হবে। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তাও শক্ত হতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে। এ পৃথিবীটা নরম এবং দুর্বল লোকের জন্য না। লোকে মজা দেখবে, হাসবে, কেউ পাশে থাকতে আসবে না। এমনভাবে তোকে গোটা পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হবে যাতে তোকে কোনওদিন কোনও অবস্থাতেই দুর্বল বলে মনে না হয়। পারতেই হবে নীপা'।

আমার চোখের সামনে নিশির নিথর শরীরটা ভেসে উঠল। আমাদের ছোটবেলা...প্রাণচঞ্চল মেয়েটা...আমাকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পিকনিকে ঝাল ঝাল ডিমের ঝোল করা, সব কিছু জুড়ে তো নিশিই ছিল। সেও আর রইল না?

অদ্ভুতভাবে কাল রাত থেকে দিদা আসেনি। এখনও দিদার কোনও অস্তিত্ব নেই। আমি চোখ বুঁজে আবার খুললাম, যদি দিদাকে দেখতে পাওয়া যায়। না! দিদা আর নেই।

আমি বললাম, 'আমি চাকরি পাব মা?'

মা বলল, 'পাবি। নিশ্চয়ই পাবি'।

হঠাৎ নিশির বাচ্চাটা তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। আমি পাংশুমুখে মার দিকে তাকালাম।

মা উঠে জানলা বন্ধ করে দিয়ে বসল, 'কাল সকালে আমরা বাড়ি ছাড়ব। আর না। অনেক হল'।

১০৩

একটা বাড়ির বাস তুলে দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। কোনটা নেওয়া হবে, আর কোন জিনিসটা নেওয়া হবে না, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কি অত সহজ? বাবার ছবিটার সামনে মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'তুই কি ছবিটা নিতে চাস?'

আমি বললাম, 'নেবে না?'

মা বলল, 'তুই নিলে নে'।

আমি বললাম, 'ছেড়ে দাও তবে'।

বাতিলের তালিকায় বাবার ছবিটাও চলে গেল।

আমার অনেক জামা কাপড়, ছোট হত, আমি যত্ন করে রেখে দিতাম। সেগুলো সেদিনই আলাদা করে রাখা ছিল। সেগুলিও গেল। বাবার হিসেবের খাতা, ডায়েরি, পেন, বাবার আলমারিতে রাখা বাবার অনেকগুলো জামাকাপড়, সব বাতিল জিনিসের স্তূপে ফেলে দেওয়া হল।

দুজনে মিলে সব গোছগাছ করে ক্লান্ত হয়ে বসে রইলাম।

মা ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করবে রিটায়ারমেন্ট অবধি। আমি কয়েকটা অফিসে অ্যাপ্লাই করব। মা যোগাযোগ করে রেখেছে। সেখানে মাইনে বেশি না। কিন্তু মার কথা হল, ঘরে বসে না থেকে কাজটা চালিয়ে যেতে হবে।

আমি বললাম, 'নিশি না ফিরলেই ভালো হত। তাহলে অন্তত বেঁচে থাকত'।

মা বলল, 'নিশি ভুল করেছে। মরে যাওয়াটা কোনও সলিউশন না। কোনও পরিস্থিতিতেই মরে যাওয়া সলিউশন হতে পারে না'।

আমি বললাম, 'ওর মাথা কাজ করছিল না শেষের দিকে। আমরা সবাই ভেবেছিলাম ও সুস্থ হয়ে গেছে। আসলে হয়নি'।

মা বলল, 'হুঁ। আমরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে যাই যে পাশের লোকটা কত যন্ত্রণায় ছিল, তা আর মনে রাখি না। মেয়েটা বড় কষ্ট পেয়ে মরল'।

দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম। আমার মা আর আমি। দুজনের দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। কোনও বন্ধুও নেই, যার সঙ্গে বসে মনের কথা বলতে পারব।

একটা কোম্পানিকে বলা হয়েছে। তারা গাড়ি নিয়ে এসে জিনিসপত্র তুলছে। পাড়ার লোকেরা এখনও দূর থেকেই দেখছে। কেউ আর এসে জিগ্যেস করছে না।

একটা গাড়ি করে হিমু এল। ক্লান্ত চোখ মুখ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শরীর ঠিক নেই। ম্লান মুখে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। আদি যে আর ফিরবে না, হিমু জানে না। বলল, 'ভালো থেকো নীপা। আমি আর জ্বালাব না'।

মা বলল, 'তুমিও ভালো থেকো। সংসার কোরো ঠিক করে। একটা লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো। সব ঠিক হয়ে যাবে'।

হিমু বলল, 'কিচ্ছু ঠিক হবে না। আমি কারো সঙ্গে সংসার করতে পারব না। আপনাদের ঠিকানাটা দেবেন?'

মা বলল, 'না। তোমার ভালোর জন্যই দেব না। তুমি নিজে ভালো থাকার

চেষ্টা করো'।

হিমু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে শুরু করল। আশ্চর্যজনকভাবে আমি এখনও হিমুর প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি অনুভব করতে পারলাম না।

নিজের উপরেই রাগ হল। আমার কোনওদিন ভালো হবে না, আমি খুব ভালো করে জানি। যে ছেলেটা সারাজীবন আমার কাছে ছুটে ছুটে এল, তাকে আমি দূরে সরিয়ে দিলাম। ভালোবাসতে পারলাম না কোনওদিনই।

বললাম, 'ভালো থেকো। সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবে'।

হিমু বলল, 'এই বাড়িটার খদ্দের আছে? আমি কিনে নিতে পারি'।

মা বলল, 'তুমি কেন কিনবে?'

হিমু বলল, 'কত স্মৃতি। কতবার করে আসতাম। অন্য লোকজন আসবে, থাকবে, তার থেকে আমিই কিনে নিলাম'।

মা মাথা নাড়ল, 'ওই ভুলটা কোরো না। ভুলেও এসব মাথায় এনো না। তোমার প্রাথমিক কাজ হবে, এ সব কিছুর থেকে নিজেকে বের করা। নইলে যে ভুল তুমি করেছ, সেটা আবার করবে। কোরো না। বেঁচে থাকো। বেঁচে থাকার বিকল্প নেই জানো তো বাবা? নইলে আমি তো কবেই মরে যেতে পারতাম, তাই না?'

হিমু মাথা নীচু করে বলল, 'বেঁচে থাকব। ভালো থেকো নীপা। ভালো করে সংসার করো'।

আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আমায় আর মাকে নেবে বলে। মা বলল, 'আসি হিমু। ভালো থেকো। চল নীপা'।

মা গাড়িতে গিয়ে বসল।

আমি বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

বাবা পালিয়ে গেল, মরে গেল, আদি ছেড়ে দিল, এত কষ্ট কোনওদিন হয়নি। ধীর পায়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হিমু একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছোটবেলা, বড়বেলা, বিয়েবেলা, আমাদের বাড়ি, সব ছেড়ে গাড়ি চলল। দিশাহীনের উদ্দেশে...।



অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



জন্ম ১০.১০.১৯৮৫।
অভীক পেশায় কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার। জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার উদ্বাস্তুনগরী অশোকনগরে। ছোটবেলা থেকেই পড়ার বইয়ের পাশাপাশি গল্পের বইয়ের নেশা ছিল। লেখার নেশা জাঁকিয়ে বসে কলেজে পড়াকালীন। প্রথম বই ২০০৮ সালের বইমেলাতে প্রকাশিত হয়, 'এক কুড়ি গল্প'। পরবর্তীকালে অফিস থেকে ফিরে ফেসবুকে লিখতে বসা এবং ফেসবুকেই পর পর ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা।
প্রিয় অবসর—গান শোনা, গাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি।
পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত বই 'পথ হারাবো বলেই' ও 'বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে'।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

অরাজকতার নিবেদন



অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

পন্যাস শুধু রহস্যকাহিনি নয়, শুধু প্রেমের উপাখ্যান নয়, আশ্চর্য সব ঘটনায় আলোড়িত 'নীপাদের বাড়ি'কে ঘিরে আবর্তিত এক দীর্ঘ জার্নি! পাতায় পাতায় নতুন নতুন অভিঘাত।

ISBN 978-93-95635-61-5

9 789395 635615

পত্রভারতী®

www.patrabharati.com